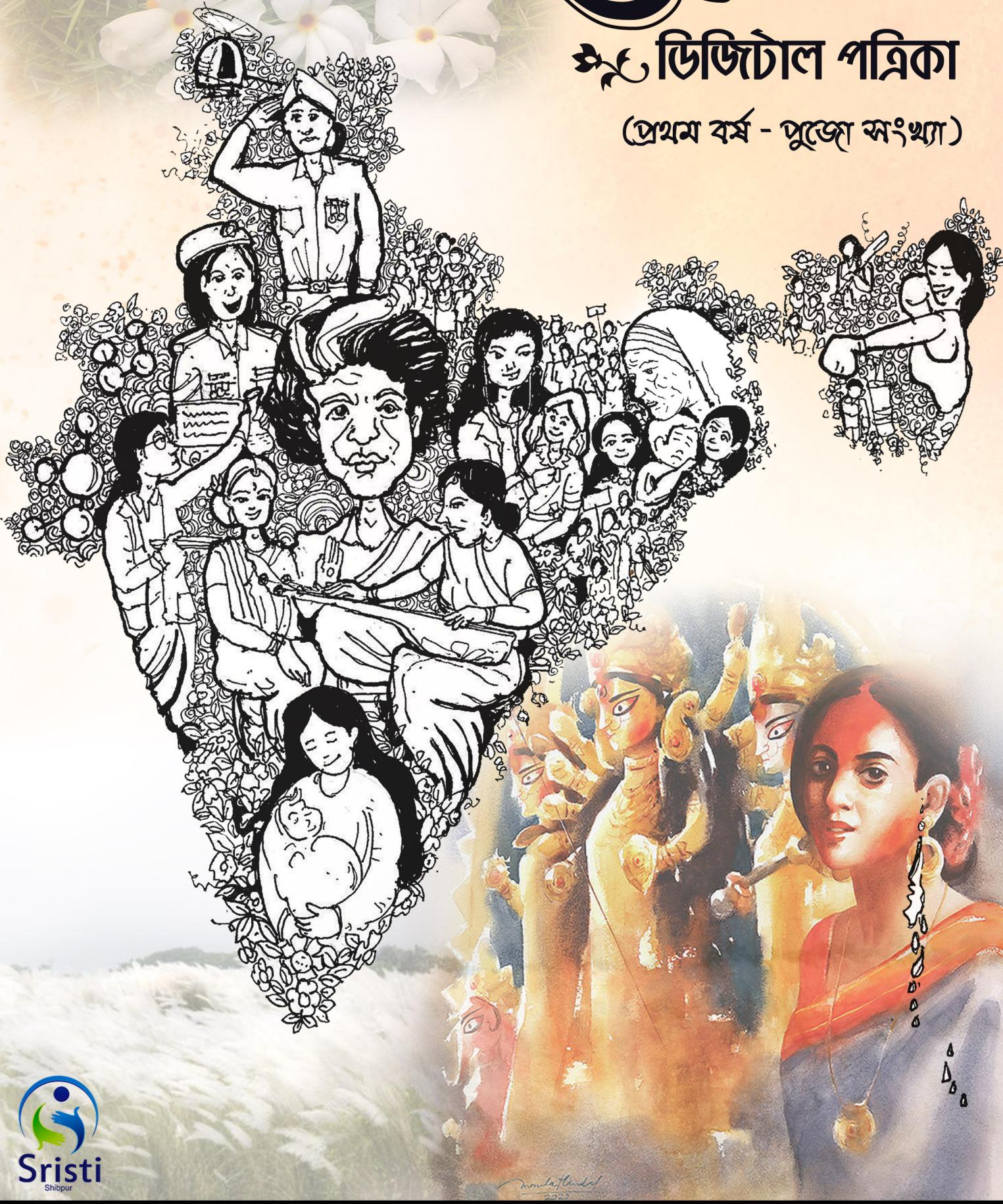




# କୋରାଳ

ମୂଲ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପମ୍ବିତା

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେ ସଂଖ୍ୟା)



# ଶ୍ରୀ ମୂଢିପତ୍ର ଅନ୍ତଃ



## ଆମାଦ୍ରେ ବଞ୍ଚା

ପରିଧାନ ଶିବପୁର ସୃଷ୍ଟିର ଏକଟି ଉଦ୍ୟୋଗ

ସୃଷ୍ଟିଯାନଦେର ଚୋଖେ ପରିଧାନ ଉଦ୍ୟୋଗ :

- |                 |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| ୧. ଦେବପ୍ରିୟ ଘୋଷ | ୨. ସୌମୀ ବୋସ        | ୩. ଏକାନ୍ତିକ ସିନ୍ହା |
| ୪. ଶ୍ରେତା କୋଲେ  | ୫. ପ୍ରିୟାଙ୍କା ଦତ୍ତ |                    |

## ଆପବଣାଶତ୍ର ନାରୀଦ୍ରେ ବଞ୍ଚା

ଧାନୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାଯ

କାନନ ଦେବୀ

ବନ୍ଦିନୀ ଭୌମିକ

ଅରଣ୍ୟ ଆସଫ ଆଲି

ମୁହାସିନୀ ଦେବୀ

ଇଉରୋପା

ମୁଶ୍କିଲାମୁନ୍ଦରୀ

ଇଲା ମଜୁମଦାର

ଆରତି ମାହା

ପୂର୍ଣ୍ଣମା ସିନ୍ହା

ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଘୃତିକା ମୁଖାଜୀର ସାଥେ କିଛୁକୁଳ କଥେପକଥନ

ପ୍ରାକ୍ତନ ଭଲିବଲ ଖେଳୋଯାଡ଼ ଏବଂ ଲେଖିକା ଦେବଲାନା ଦଲୁଇୟେର ସାଥେ କଥେପକଥନ

## ଦୂର୍ଗା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞୁ ତଥ୍ୟ

ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ

ଦୂର୍ଗା ପୂଜାର ସମୟ ପୂଜିତ ଦୂର୍ଗା ମାୟେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ

କିଛୁ ଜୀବିଦାର ବାଡ଼ିର ପୁରନୋ ପୁଜୋ

ঘন্যমুগের তেজস্বিণী রাণী রায়বাধিনী ভবশক্রী -----  
আমার দশভূজা -----  
আদি বাংলার লোকিক মাত্তত্ত্ব -----  
ঘনহই সম্পদ -----  
পাহাড় ইন্দ্রজিঃ

সন্দীপ বাগ  
শুভ বাঁক  
সুগত চক্ৰবৰ্তী  
তপেন্দু বাকুলি

### গল্প গুচ্ছ ।

বিচারক -----  
সন্দেহচ্ছেদ -----  
মনবোধন -----  
প্ৰেমে পড়েছি -----  
ৱক্ষক -----  
দোসৰ -----

অবনয় সেন  
চৈতালি পাল  
অঙ্কিতা ঘোষ  
সন্দীপ চন্দ্ৰ  
দেবাঙ্ক দে  
সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

### উপন্যাস

দিগন্ত রেখা (তৃতীয় অধ্যায়) -----  
ৱণথন্তোৱ (তৃতীয় পৰ্ব) -----

বৃষ্টি চৌধুৱী  
প্ৰদীপ্তি স্যান্যাল

### ব্যবহী

যোগী -----  
নাৰী ই শক্তি -----  
ভাঁচি -----  
জগৎদ্বাৰা  
সৃষ্টিসুখ -----  
মৰ্যাদা -----  
দুঃখ আমার -----  
খুদে দুৰ্গাৰ দুৰ্গতি -----  
শ্ৰীমন্তিনীৰ লেখা -----  
মানবী -----

সুমন চৌধুৱী  
কৌস্তুব ঘোষ  
অৰ্ব চক্ৰবৰ্তী  
মেহা কাঁড়াৱ  
অঙ্কিতা কৰ্মকাৰ  
ইশ্বিতা পাল  
ৱোহন মজুমদাৰ  
ৱিষভ মিত্ৰ  
মেঘা পাত্ৰ  
হীৱালাল দে

## গল্প পৃষ্ঠা ২

সমৃদ্ধা -----  
ইন্দ্রন -----  
অদম্য ইচ্ছাশক্তি -----  
সমান্তরাল -----  
প্রাচীর -----  
দুর্গার কলমে -----  
আঘি? -----  
তুমিই সৃষ্টি, তুমিই ধ্বংস - তুমিই নারী -----  
ত্বী চ্যাটাজীর ডায়েরি -----

প্রদীপ্তি স্যান্ড্যাল  
অশ্রেষা বাসু  
প্রিন্সিলা কাঁড়ার  
রোহন মজুমদার  
অপর্ণা দে  
বৃষ্টি চৌধুরী  
একলব্য  
স্বরূপ চক্রবর্তী

তুহিন চক্রবর্তী

## গ্রন্থন

সায়ন ভট্টাচার্য	শ্রেতা কোলে	রূপসা ঘোষ	প্রিয়াঙ্কা টাকি
অঙ্কিতা কর্মকার	শ্রীময়ী ঘোষ	মনোদীপ পাল	দেবযানী ঘোষ
মধুকৃষ্ণনা ধর	সৌহার্দ্য সাউ	মহাশ্রেতা মুখার্জি	কঙ্কনা রায়চৌধুরী
পূজা দাস	অঙ্কিতা রায়	সুমনা ঘন্টল	পিয়ালী ঘন্টল

## ছবি

পলাশ দাস	শুভজিৎ দত্ত	রিনদান মুখার্জি
রানা দাস	সৌরনীল সিংহ	রাতুল দত্ত
পূজা সাউ	শিবান্তি প্রসাদ মিত্র	মনোজিৎ দত্ত
দেবজ্যেতি বাগ		



# ଉତ୍ତାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ସଂଖ୍ୟା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

## ~ ଉଭାପତିର କଳମେ ~

ମୁହଁରେ ଜାନାଇ ଶାରଦୀୟାର ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା ବିଚାର କରତେ ଗେଲେ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁବ କଠିନ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରରେ । କୋଭିଡ-୧୯ ଏର ପ୍ରକୋପେ ଯଥିନ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜର୍ଜିରିତ ତାରଇ ମାଝେ ଆମାଦେର ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରେର କାହେ ଏକଟୁ ଆନନ୍ଦେର ମୁହଁର୍ତ୍ତ ହଲ ଉତ୍ତାବନ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ । ଅସଂଖ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଇ ସେହି ସମ୍ମତ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କାନ୍ତିଦେର ଯାରା ଦିନରାତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକାଟି ଆପନାଦେର ସାମନେ ତୁଲେ ଧରେଛେ । ଶିବପୁର ସୃଷ୍ଟି ବିଗତ କରେକ ବହୁ ଧରେଇ ପିଛିଯେ ପଡ଼ା ମାନୁଷେର ପାଶେ ଥାକାର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେର ଶିଶୁଦେର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଗଡ଼େ ତୋଳାର ଜନ୍ୟ ଅନବରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯେ ଯାଚେ । କିନ୍ତୁ କାଳେର ନିୟମେ ହଠାତ୍ତି ଏକଟି କଠିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟଗ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପେ ଆମାଦେର ଜୀବନକେ ବେଳାଇନ କରେ ଦିଲ । ତାର ସାଥେ ଦୋସର ହୁଏ ଏଲ "ଆମଫାନ" ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାଡ଼ । ଶିବପୁର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟଗେର ଦିନେଓ ଚୁପ କରେ ବସେ ଥାକେନି । ପ୍ରଥମେ ହାଓଡ଼ା ସିଟି ପୁଲିଶେର ହାତେ ତାନ ସାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଲେ ଦେଓଯା ହଲ । ତାରପର ଲକ୍ଡାଉନେର ସମୟ ଦିନ ଆନା ଦିନ ଖାଓଯା ମାନୁଷେର ହାତେ ସାଙ୍ଗାହିକ ରେଶନ ପୌଛେ ଦେଓଯାର ବ୍ୟାବସ୍ଥା କରଲ ସୃଷ୍ଟି । ଏରପର ଆମରା ଚଲେ ଯାଇ ସୁନ୍ଦରବନ ଏଲାକାର ହିଙ୍ଗଳଙ୍ଗ ଓ ମିନାର୍ହାଁ ଗ୍ରାମେ, ଯେତି ଆମଫାନ କ୍ଷତିଗ୍ରାସ ଜାଯଗାର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟତମ । ସେଥାନେ ଆମରା 6000 ଲିଟାର ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟସାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୁଷେର ହାତେ ତୁଲେ ଦି । ଏରପର ଏକ ଏକ କରେ ରାଯାଦିଧି, ଖେଜୁରି, କାର୍ତ୍ତିକ ଖାଲି, ଅଜାନ ବାଡ଼ି ଏହି ସମ୍ମତ ଆମଫାନ ବିଧିବ୍ରତ ଏଲାକାର ମାନୁଷେର ପାଶେ ଥାକାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛି । ଆମି ଆମାର ଅନ୍ତର ଥେକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଇ ସେହି ସମ୍ମତ ମାନୁଷଦେର ଯାରା ସବସମୟ ସବରକମଭାବେ ଆମାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେ ଓ ପାଶେ ଥେକେଛେ ।

ଏରପର ଆସି ଉତ୍ତାବନ ପତ୍ରିକାର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର କଥାଯ ଯାର ମୂଳ ଭାବନା ହଲ "ନାରୀ ଶକ୍ତି" ।

"ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେୟ ଶକ୍ତି ରୂପେନ ସଂହିତା । ନମତ୍ସୈ ନମତ୍ସୈ ନମତ୍ସୈ ନମୋ ନମ୍ୟ ॥

କନ୍ୟା ମାନେଇ ଅବହେଲିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ବଧିତ । କନ୍ୟା ମାନେଇ ପରିବାରେର ଅନିହା । କନ୍ୟା ମାନେଇ ସବସମୟ ଦମିତ ଥାକା । କିନ୍ତୁ ଆବାର ଏହି କନ୍ୟାକେଇ ଆମରା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀ ରୂପେ ପୁଜୋ କରି । ତାଇ ଦୁର୍ଗାପୁଜୋର ପ୍ରାକ୍ତଳେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକେ ପ୍ରକାଶ କରାର ଏକଟି ଛୋଟ ପ୍ରୟାଶ ଆମାଦେର ଉତ୍ତାବନ ପତ୍ରିକାର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାତେ ଦେଖିତେ ପାବେନ । ଆଶା କରି ସକଳେର ଖୁବ ଭାଲୋ ଲାଗବେ । ସବାଇ ଖୁବ ଭାଲୋ ଥାକବେନ । ସାବଧାନେ ଥାକବେନ । ସର୍ବଦା ମାନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତ । ହାତ ସ୍ୟାନିଟାଇଜ କରନ୍ତ । ସାମାଜିକ ଦୁରତ୍ୱ ମେନେ ଚଲୁନ ।

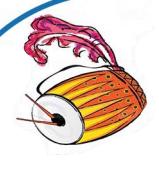
ଧନ୍ୟବାଦ ।

ଦେବଜ୍ୟୋତି ବାଗ

ସଭାପତି, ଶିବପୁର ସୃଷ୍ଟି



[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো সংখ্যা)

শিবপুর ডিজিটাল পত্রিকা

## ~ সম্পাদকীয় ~



দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের তৃতীয় সংখ্যা  
তথা পুজো সংখ্যাতে আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসাকে  
পাথেয় করে। গত ৮ই মার্চ আমাদের যাত্রা শুরু হয়, প্রচুর  
মানুষের ভালোবাসা দিয়ে মোড়া আমাদের এই প্রচেষ্টা। কিন্তু  
সেই সাথে গোটা পৃথিবী এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে  
এগিয়ে চলেছে, আমরা শিবপুর সৃষ্টির পক্ষ থেকে সমস্ত বাঁধা  
বিপত্তি কে পেরিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় দৃঢ়  
প্রতিষ্ঠা। আর সেই ব্রত কে সামনে রেখেই আমাদের সামনে  
প্রতি বছরের মতো এবছরও আসছে আমাদের সকলের প্রিয়  
পুজা প্রজেষ্ঠ "পরিধান ১২"। এবার ফিরে আসি পত্রিকাতে,  
আমাদের এবারের বিষয় ছিল নারী শক্তি, আমরা খুবই তৃষ্ণ

সকলের অবদানে। এই বিশ্ব-সমাজে প্রতি মুহূর্তে আমরা নারীদের অবদান অনুভব করি, কিন্তু সত্যিই কি আমরা তাদের  
যথাযথ সম্মান টুকুও দিতে পারি? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমন কোনো বিষয় নেই যা মহিয়সী নারীদের অবদানহীন,  
অথচ কন্যা জন্ম হত্যা, নৃশংস শারীরিক অত্যাচার, এই সমস্ত ভয়নক অভিশাপে আমাদের সমাজ কালিমালিষ্ট। অথচ  
আমরা সকলেই চাইলেই কি এই অভিশাপ গুলো কে দূরে সরাতে পারিনা? আমরা চাইলেই কি আমাদের সমাজের  
নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার কে সম্মান জানাতে পারি না? আমাদের চেতনা থেকে উত্তর আসে, আমরা  
সকলে মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চই পারি এবং পারবো। সেই শুভ চিন্তার উত্তোবন কে নিয়েই আমাদের এই পত্রিকা নিবেদন  
করছি সমস্ত নারীদের, তাদের সকলের প্রতি আমাদের শুদ্ধা, প্রণাম, ভালোবাসা। আর সমস্ত তিমিরাছন বীভৎসতা কে  
আলোর পথ দেখিয়ে আসছে আমাদের বাঙালিদের মহা উৎসব দুর্গা পুজো। সমস্ত অতিমারীর ভয়াবহতা নিষিদ্ধ হোক  
মহামায়ার আবির্ভাবে এই প্রার্থনা করি। এই কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য,  
পত্রিকাতে থাকছে অপ্রকাশিত নারীদের কথা, দুর্গা পুজার কথা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, ছবি, ফটোগ্রাফি, রহস্যে মোড়া  
কাহিনী, আমাদের মন ভালো রাখার উপায়, হার না মানা মানুষের কাহিনী। সবাইকে পড়ার অনুরোধ রইলো, কেমন  
লাগলো অবশ্যই আমাদের জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পত্রিকাটি যদি ভালো লাগে সকলের সাথে  
ভাগ করে নেবেন এবং নিচের লিঙ্কে আমাদের সাহায্য করতে পারেন, আপনাদের সাহায্য আমরা পৌঁছে দেবে ছোট ছোট  
শিশুদের কাছে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে।

ধন্যবাদ,  
তুহিন চক্রবর্তী  
সম্পাদক,  
উত্তোবন ডিজিটাল পত্রিকা,  
শিবপুর সৃষ্টি

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

ପ୍ରତିବାଦନ  
ଶୁଣିବାର ପଞ୍ଜିଆ



Sristi  
Shibpur



ଆମାଦେଇ

ବନ୍ଧୁ

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# শিবপুর

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## পরিধান

~ শিবপুর সৃষ্টির প্রকট উদ্যোগ

পরিধান যার অর্থ বস্ত্র, মানুষ যে তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না তার একটি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এর মধ্যে বস্ত্র আমাদের সম্ভব রক্ষা করে। হয়তো মানুষ এক বা দুদিন খাবার না খেয়েও খুব কষ্টে চালিয়ে দিতে পারবে কিন্তু একটা দিন ও মানুষ বস্ত্র ছাড়া নিরূপায়। মনে হতে পারে পরিধান নিয়ে কেন এত কথা বলছি, কারণ আজ শিবপুর সৃষ্টি র পরিধান নিয়ে সবিস্তারে জানাতে চলেছি।



- পরিধান প্রজেক্ট কী সেটা জানার আগে এটা জানা দরকার এটার সৃষ্টি কোথায়?
- তার জন্য পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েকটি বছর। পাড়ার মোড়ে বা রকে বসে আমরা যখন কোনো ছেলের দলকে আড়ডা মারতে দেখি আমাদের চিরকল্পিত ধারনা অনুযায়ী আমাদের মন ভেবে নেয়, তারা নিজেদের ফুর্তি, আড়ডা, মজা এসব ছাড়া আর কী নিয়েই বা ভবতে পারে, তারা কী এর বাইরে সমাজের জন্য কিছু ভাবে! বাস্তবে এমনটা কী সম্ভব! তা হলে বলি সম্ভব আর এরকম সম্ভাবনার কথা জানতে হলে শিবপুর সৃষ্টির কথা জানতে হবে। এরকমই একদিন ছয়জন ছেলে মিলে মানে বন্ধুরা আড়ডা দিচ্ছে, তখনও তাদের ছাত্রজীবন

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

বা এর পাশাপাশি কিছু কাজ করছে কেউ কেউ, এই ছয়জনের মাথায় হঠাত আসে এভাবে আড়ত মেরে গল্প না করে যদি সমাজের জন্য তারা কিছু করে তবে কেমন হয়! তবে আর্থিক সমস্যা একটা ছিলই কারণ তারা কেউই তখন নিজের জীবনে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু তাও সমাজের জন্য কিছু করার নেশায় এরা দুঃস্থ বাচ্চাদের জন্য কিছু করার আশায় বেরিয়ে পড়ে। আর এই ছয়জন হলেন সৃষ্টির স্মষ্টি। এভাবেই সৃষ্টির শুরু সাথে পরিধান প্রজেক্টের। তখন অবশ্য এটির নামকরণ পরিধান হয় নি। কিন্তু পরিধানের শুরু যে সেদিনই হয় এটা বলাবাহ্য।



- এবার বলি শিবপুর সৃষ্টি র পরিধান প্রজেক্ট আসলে কী?
- শিবপুর সৃষ্টির প্রথম আনঅফিশিয়াল প্রজেক্ট ছিল পরিধান। তখনও এই নামটি হয়নি। এই নামটি কোনো বিশেষ দিন এ হয় নি একদিন কোনো মিটিং এই এটা কথায় কথায় তৈরি হয় ২০১৫ সালে। তারপর একের পর এক প্রজেক্ট। মূলত এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাচ্চাদের পুজো তে নতুন জামা আর শীত কালে দুঃস্থদের শীত বন্ধ ও কম্বল বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি বিগত বছরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা পুরনো বন্ধ দিয়েছি। কিছুক্ষেত্রে দুঃস্থ মানুষদের জন্য পুরনো জামাকাপড় প্রদান করা হয়েছে। কারন, শুধু পুজোর সময় একটা নতুন জামাতে কারোর সারাবছর চলতে পারে না, সেই জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- এবার এই প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা একটু বলা যাক আপনাদের:

প্রথম পরিধান নাম নিয়ে প্রজেক্ট হয় ২০১৫ সালে নাম দেওয়া হয় পরিধান ২.০। পরিধান ২.০ ছিল আমাদের জন্য এক বিরাট সাফল্য। পুরো কলকাতা জুড়ে আমরা ১২০ টিরও বেশি রাস্তার বাচ্চাদের পোশাক দিয়ে থাকি। তাদের মধ্যে নতুন পোশাক চারটি স্বতন্ত্র ভাগে বিতরণ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগে (পরিধি ২.০) ২০১৫সালের ৪ ঠা অক্টোবর, শিবপুর নবান্নের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল, দ্বিতীয় ভাগ হিসাবে কলকাতার নন্দনে অক্টোবরেই, হয়েছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগের জন্য একটি গাড়ী করা হয় এবং নতুন পোশাক বিতরণ করার জন্য শহরজুড়ে ঘুরে দুঃস্থদের দেওয়া হয়। আমাদের তৃতীয় ভাগে আমরা দক্ষিণ কলকাতা ঘোরা হয় এবং

ফুটপাতবাসী বাচ্চাদের মধ্যে নতুন পোশাক দেওয়া হয়। এটি ১৯ ই অক্টোবর, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর কলকাতায় আমদের ২০ শে অক্টোবর, ২০১৫-তে প্রকল্পের চূড়ান্ত ভাগটি পরিবেশিত হয় ১৩০ জনকে নতুন জামাকাপড় দেওয়ার মাধ্যমে।



## ~পরিধান ৩.০

নাম নিয়ে বেরিয়ে পরা হয় অন্য গন্তব্যে ঠিক তার পরের বছর মানে ২০১৬-র ২রা অক্টোবরে।

গন্তব্য মশাট (ভুগলি জেলার একটি ছোট গ্রাম)। এই প্রথম আমরা ২০০ জন বাচ্চাকে নতুন পোশাক সরবরাহ করে হাসি আনতে সক্ষম হই আমাদের শহরতলি থেকে একটু দূরে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে জায়গাটি নির্বাচন করে আমরা দেখতে পেলাম যে মশাট বিবেকানন্দ প্রাথমিক

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সত্যই অভাবী এবং উৎসবের মরসুমে নতুন পোশাক থেকে বঞ্চিত রয়েছে। গান্ধী জয়ন্তীর দিন আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হই। প্রতিটি ব্যক্তির প্রচুর উৎসাহ এবং সহযোগিতায় আমরা এটি খুব সফলভাবে ঘটাতে সক্ষম হই। এই প্রজেক্টের স্মৃতি চারণায় আমাদেরই এক সদস্য বলেন এখন আমরা যে অঞ্চলে কাজ করি, যে সকল অনগ্রসর এলাকায় পৌঁছতে পেরেছি তার বিচারে মশাট অনেক সচল হলেও আমরা প্রথম শহর থেকে দূরে কাজ করার সাহস ও প্রেরণা পাই মশাটে কাজ করার দরুণই। এই কাজটা তাই ভোলার নয়।

## ~পরিধান ৫.০

আমরা মশাট ছাড়িয়ে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এবার আমরা ১০ই সেপ্টেম্বর রায়পুরে (বীরভূম জেলার একটি ছোট গ্রাম)নতুন জামা পরিবেশন করি। এটি আমাদের অবস্থান থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা ১৫০ জন শিশুকে নতুন পোশাক সরবরাহ করে তাদের মুখে হাসি নিয়ে আসি। প্রয়োজনের ভিত্তিতে জায়গাটি নির্বাচন করে আমরা দেখতে পাই যে রায়মোহন পূর্ব নেতাজী শিশু শিক্ষানিকেতনের শিক্ষার্থীরা উৎসবের মরসুমে সত্যই অভাবী এবং নতুন পোশাক থেকে বঞ্চিত। এই স্কুলের ছাত্রাত্মিকারা আমাদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সেদিন। এই মৃহূর্ত গুলো সত্যিই অনেক বড় পাওয়া।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

~পরিধান ৫.১

২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ এ, আমরা আরও  
একটি পূজা ভ্রাইত ২০১৭ ("পরিধান ৫.১")  
পরিচালিত করি। আমরা রাজনগর,  
নিচিত্তাপুর গ্রামের ১২০জন দুঃস্থ শিশুদের  
মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরণ করি। সেই  
উৎসব মরসুমে আমরা নতুন পোশাক  
সরবরাহ করে তাদের মধ্যে আনন্দ নিয়ে  
আসি।



~ পরিধান ৭.০

২০১৮ সালে আমাদের বছরের প্রথম পুজো প্রকল্পের জন্য আমরা লালগড়কে বেছে নিয়েছিলাম  
এমন অনেক জায়গার মধ্যে। পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ের লোকেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য  
এবং তাদের মর্যাদার জন্য প্রতিদিন লড়াই করছে। প্রতিদিনের জীবনে তারা যেসব সমস্যার  
মুখোমুখি হয়, তা সত্ত্বেও তারা সেগুলি কাটিয়ে উঠতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের কষ্টের মধ্যেও আমরা  
লক্ষ্য রেখেছি এমন কিছুতে যা তাদের জীবনে সুখের রশ্মি বয়ে আনে। ২ রা অক্টোবর, ২০১৮  
এ আমাদের দলটি উপহারের ছোট টোকেন নিয়ে লালগড়- বাগঘর, বেরা, শিয়ারবনি প্রত্যন্ত  
গ্রামে পৌঁছাই। আমরা প্রায় ২০০ জন শিশুকে নতুন পোশাক বিতরণ করি। এ জাতীয় জায়গায়  
কাজ করা আমাদের পক্ষে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, তবে আমরা আমাদের কাজে সফলতা পেয়েছি  
, এবং পেয়েছি এগিয়ে যাবার শক্তি।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

## ~ পর্যবেক্ষণ ৭.১

২০১৮ তেই আমাদের ২ য় পরিধানের প্রজেক্টের জন্য আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রাম শালবনিতে যাই। সালবোনীতে, বেশিরভাগ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন। এখানকার লোকেরা বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মূলত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ৭ ই অক্টোবর, ২০১৮তে আমরা সালবোনির তিনটি প্রান্তিক গ্রাম গাইঘাটা, ধ্যানলাশোল, তারিনিচক পরিদর্শন করি। আমরা প্রায় ১০০ জন বাচ্চাকে নতুন পোশাক বিতরণ করি এবং বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানোর আমাদের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখি। আবারও প্রমাণিত হয় বাচ্চাদের হাসিই আমাদের মূল লক্ষ্য।



## ~ পর্যবেক্ষণ ৭.২

অন্যকে হাসানোর চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। এই চিন্তা নিয়েই আমরা আমাদের বছরের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পূজা প্রকল্পটি শেষ করি। এবার আমরা হগলি জেলার একটি ছোট গ্রাম পুরগড়ার বাটুরিপাড়ায় যাই। পঞ্চমীর (১৪ ই অক্টোবর, ২০১৮) শুভ দিনে আমরা এই জায়গায় গিয়ে প্রায় ১০০জন বাচ্চাকে নতুন পোশাক বিতরণ করি। দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার ঠিক আগে আমরা ১০০জন বাচ্চাকে খুশি করতে পেরেছিলাম এবং তাদের আনন্দের কারণ হতে সক্ষম হই।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

~ পর্যাম ১০.০

সোনারকুন্ড, বীরভূম ২২ শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ শিবপুর সৃষ্টিতে আমরা পুরো বছর জন্য এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করি কারণ এই সময়টিতেই আমাদের বছরের বৃহত্তম প্রকল্পটি কার্যকর করার সময়। এই বছরটিও এটির চেয়ে আলাদা ছিল না কারণ এটি শিবপুর সৃষ্টির ৫ ম বার্ষিকী বছর ছিল। মাসব্যাপী আলোচনার পরে কমিটি অবশেষে একবারে আরও বেশি লোকের কাছে পোশাক পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে তিনটি বিভিন্ন জেলায় সেই বছরের প্রকল্পটি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০০ দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য ছিল। ২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯-তে আমাদের দল বীরভূম জেলার সোনারকুন্ড গ্রামের ‘শিবপুর অঞ্চল’ এবং ‘দক্ষিণপাড়া’ নামে দুটি জায়গায় গিয়েছিল। আমরা ০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় ১৫০ টি পোশাক বিতরণ করি। নতুন পোশাক পেয়ে বাচ্চারা আনন্দের সাথে উচ্ছল হয়েছিল। একই দিনে আমরা মেদিনীপুরের বাগঘড়া এবং বেরো গ্রামেও কাজ করেছিলাম- সেখানেও প্রায় ২০০ শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরেই পুরুলিয়ার পুনিয়াশাসন গ্রামের ১৫০ জন শিশুকে নতুন পোশাক দিয়ে আসতে পেরেছিলাম আমরা, পুজোর প্রাক-মুহূর্তে।



২০১৯-এর পরিধানের শেষ কাজ হয় পুরুলিয়ারই একটি প্রত্যন্ত গ্রাম জিলিং-সেরং এ। সেখানকার দুঃস্থ পরিবারদের হাতে কম্বল তুলে দিয়ে এসেছিলাম আমরা। এই কাজের মাধ্যমে, শীতের সেই দুর্জন রাতগুলো যাতে তাদের খুব প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হতে হয় সেই ব্যাপারে সামান্য সাহায্য পৌঁছে দিয়েছিলাম তাদের কাছে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল প্রিন্ট

গুরু ২০২০ সাল আমাদের প্রত্যোধের জীবনেই খৈশণ প্রতিবূলভার সৃষ্টি বর্ণিত। যিন্তু তা সাক্ষণ্য আমরা প্রত্যোক  
বছরের মতো এবছরাতি উদ্বোগ নিয়েছি প্রাক্তিক গ্রাম বালুয়ার শিভিরে মুখ শাস্তি ফুটিয়ে গোলায়। মহামারীর পুরু  
পরিস্থিতিতে আন্তর্নাথের মতো ৩০০-৫০০ জন শিভির বাছে পৌছনার মতো পারিপার্শ্বিক অগ্নিহৃতি না পাওয়ায়  
আমরা এবছরে ১৫০ জন শিভির নগুন জামা দেওয়ায় পরিষ্কারণা গ্রহণ করেছি। এবং তার সাথে মহাপঞ্চমী থেকে  
বিজয়া দশমীর পরের দিন অর্থাৎ প্রবলদশী অবস্থার মান এবং সপ্তাহের তাদের দৈনিক আশ্বারের সামগ্রী (গুড়ম- চাল,  
ডাল, সফ্যাবন, সবজি, আটা, মাছ ইত্যাদি) আমরা পৌছে দেবে তাদের বাছে।

পরিষ্কার প্রবল প্রত্যোধের সাথেলুলাভে বর্ণিত আমাদের সবল ভিত্তিয়ে শিখনের মানুষদের শিখনেছে, সাথ্য সাথে  
নিয়ে। এবারের পুজোর প্রক্ষালণে আশা রাখি পুরু উদ্বোগ আপনাদের সাথে নিয়ে সফল করাতে পারব আমরা।

প্রথারের পুজোয় ১৫০ শিভির বাছে  
পুজোর উপর্যুক্ত  
পৌছে দেব আমরা  
নগুন জামা প্রবং খাদ্যসামগ্রী

SHIBPUR SRISTI | [www.shibpursisti.org](http://www.shibpursisti.org)  
 (+91) 7003836196 / 8820328618      7980740336

**paridhan**  
An Initiative by "Shibpur Sristi"

Donate Now : [www.shibpursisti.org/paridhan12](http://www.shibpursisti.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

৯৫ ডিজিটাল পন্থিতা

## সুস্থিতানন্দের ভাস্তু পরিধান উদ্যোগ



**দেবপ্রিয় ঘোষ :** বঙ্গে সেই অঞ্চলের এ মা এর আগমন ঘটলেও প্রতি বছর প্রায় এক মাস আগে থেকেই আমি পুজোর আমেজ টা গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই পুজো প্রজেক্ট পরিধান। ২০১৬ থেকে শুরু করে এখনও প্রায় ৫-৬ টি পরিধান এর কাজে আমি থেকেছি, সেই মসাট থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া, কাকন্দীপ, আদ্যোপাত্ত পুজোর ঠিক আগেই এরকম ঘোরার আর কোনো ছুতো হয়না। বাড়ির লোকের কথার তোয়াক্কা না করে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ব্যানার টাঙানো থেকে শুরু করে ছোট ছোট ক্ষুদে বাচ্চাগুলোর হাতে জামার ব্যাগ তুলে দেওয়া অব্দি যা পরিশ্রম করি, তার সবটাই সুদে আসলে ফেরত পাই। যখন দেখি সেই কচি কচি কাচা গুলো, কেউ কোলে চেপে, কেউ বাবা মায়ের হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে জামা নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত সবার মুখে হাসি ফোটানোর সামর্থ্য নেই আমাদের তাও যেটুকু করতে পারি, ওদের ওই নিষ্পাপ হাসিগুলোয় মন টা ভরে যায়। আর এর সঙ্গে প্রস্তুতি পর্ব আর প্রজেক্টের দিনের খাওয়া দাওয়া, হাসি মজা গুলো তো উপরি পাওনা। ট্রেন এ ডিম খাওয়ার কম্পিউটিশন থেকে পুরুলিয়ার পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, সারাবছরের মধ্যে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে আমার কাছে।।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

শূন্য ডিজিটাল পন্থিতা



সৌমী বোস:আমার প্রথম পুজো প্রোজেক্ট  
২০১৯ এ। সব থেকে ভালো লাগার মুহূর্ত  
ছিলো ওই ছোট বাচ্চা গুলো যখন নতুন জামা  
নিছিলো ওদের ওই নিষ্পাপ হাসি টা দেখে ই  
মন ভালো হয়ে গিয়েছিলো।

**ঐকান্তিক সিনহা:** তারিখ টা ২২ শে  
সেপ্টেম্বর, ২০১৯.... মেদিনীপুরের বেড়া  
গ্রামে আমার পুজো প্রজেক্ট পড়েছিল। সৃষ্টিতে  
এটাই আমার প্রথম প্রজেক্টও বটে।  
মেদিনীপুর স্টেশন থেকে অনেকটা ভিতরে,  
পাশাপাশি দুটি গ্রাম বাগঘড়া ও বেড়া। জঙ্গল  
ঘেরা দুটি গ্রামের বাসিন্দাদের অভাবী অক্লান্ত  
পরিশ্রমী জীবন, সেই গ্রামের ছোটো ছোটো  
শিশুগুলি পূজোর আগে অপেক্ষা করে থাকে  
আজকের দিনটার জন্য, কবে ওরা নতুন  
জামা পড়তে পারবে। আমরা পৌছানোর পর আমাদের দেখেই ওরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমাদের  
চারপাশে বেষ্টিত হয়ে গেল তারপর আমরা কাজ শুরু করলাম, কাজ শেষে যখন লক্ষ্য করলাম  
ওদের মুখের আনন্দ মিশ্রিত উজ্জ্বল এক হাসি। তখন আমার মনে এক অভুত অনুভূত হয়। মনে  
হচ্ছিল এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাওয়া আর কিছু হতে পারে না।।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পূজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



শ্রেতা কোলে: আমি “শিবপুর সৃষ্টি” র ব্যাপারে জানতে পারি এক বন্ধুর কাছে। সে আমায় বলে “আমরা পূজোয় কিছু দুষ্ট শিশুদের জামাকাপড় দেব, সাহায্য করবি কিছু? ”। ব্যাপারটা বেশ নাড়া দিয়েছিল তখন। ভেবেছিলাম যোগদান করবো তাদের সাথে, কিন্তু কিছু কারণবশত তখন হয়ে ওঠেনি সেটা। পরে ২০১৮ সালের ১৪ই জুন থেকে “শিবপুর সৃষ্টি” র সাথে আমার পথ চলার শুরু। সেই বছরেরই পঞ্চমীতে



Donate Now : [www.shibpusrsti.org/paridhan12](http://www.shibpusrsti.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



প্রিয়াঙ্কা দত্ত: সৃষ্টিকে আমাদের সকলেরই পরিবার। পূজা প্রজেক্ট আসলে আমার কাছে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে কারণ ২০১৭ সালে আমি পুজো প্রজেক্ট এর পরেই বেশ কিছু ফটো দেখে সৃষ্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। আসলে পুজোর প্রজেক্ট নিয়ে সেভাবে কিছুই বলার নেই কারণ এখনো আমাদের প্রতিবছর প্রায় চারটে পাঁচটা করে জামা হয়, কিন্তু যাদের পুজোয় নতুন জামা হয় না তাদের কাছে পুজোর আগে নতুন জামা পৌঁছে দিতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বলতে গেলে আমার কাছে পুজো একটা উপরি পাওয়া আসলে পুজোর আগে নতুন জামা পাওয়া বাচ্চাগুলোর হাসি আর সেই আনন্দের ভরা মুখটা দেখলেই পুজোর আনন্দটা উপভোগ হয়ে যায় সবটাই। এই আনন্দ হয়তো সত্ত্বাই বলে বোঝানো যাবে না।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

# ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ

ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା

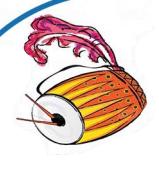
ଫୁଲ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜିଆ



ଆମାଦେର ପାତ୍ରଙ୍ଗ ହାତ ଆପନାଦେର ଖୋଲୋ ଲାଗେ ଥାଏ, ନିଚରେ ଦେଉଥା ଲିଙ୍କେ  
ଆମାଦେର ସାଥୟ ପାଠାଟେ ପାରେନ, ଆପନାର ସାଥୟ ଆମରୀ ପୌଛେ ଦେ,  
ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୁଲେର ମଣ୍ଡଳୀ ଶିକ୍ଷିର ବଣଛେ, ବନ୍ଦରୀ ତାଦେର ହାସମୁଖ ଆମାଦେର  
ସବଳେର ବଣଛେ ପ୍ରଗମ୍ଭୁତ୍ତା।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ଉତ୍ସାହ

ସ୍ମୃତିଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

# ପ୍ରମରକାଳିତ ନାଯିଦ୍ୱୟେ କର୍ମା



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସାହ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ~ମାନବୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମାନବୀ ମାନବୀ ହେଉଥିଲା ଛିଲ ୨୦୦୩ । ସଦ୍ୟ ସୋମନାଥ ଥେକେ ମାନବୀ ହେଁବାର ତିନି । ହ୍ୟାଁ, ଠିକ ଶୁଣେଛେ । ସୋମନାଥ ଥେକେ ମାନବୀ । ଭାରତ ତଥା ବାଂଗାର ପ୍ରଥମ ରୂପାନ୍ତରିତ ନାରୀ । ନୈହାଟିତେ ବାଡି, ଯାଦବପୁର ଥେକେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ଏମଫିଲ, ପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥେକେ ଫିଲୋସଫିତେ ପିଏଇଚଡ଼ି କରେନ । ସର୍ବୋପରି ରୂପାନ୍ତରକାମୀ ହିସେବେ ପ୍ରଥମ ପିଏଇଚଡ଼ି କରେନ ତିନିଇ । ରୂପାନ୍ତରକାମୀ ମାନୁଷ ହିସେବେ ପ୍ରଥମବାରେ ମତୋ କୋନ୍ତେ କଲେଜେର ପ୍ରଧାନ ହନ ମାନବୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ । କୃଷ୍ଣନଗର ଉତ୍ସାହ କଲେଜେ ମାନବୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଁ ଓଠାଟା କାର୍ଯ୍ୟତ ନଜିରବିହୀନ । ସୁପ୍ରିମକୋଟେର ରାଯ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେକେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗେର ମାନୁଷ ହିସେବେ ପରିଚୟ ଦିଯେଇ ଓହି ପଦେର ଜନ୍ୟ ତିନି ନିର୍ବାଚିତ ହନ । ନିଜେର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଯେଇ ଏହି ପଦଟି ପେଲେଓ ଲାଞ୍ଛନା, ଅପମାନ ଛିଲ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସଙ୍ଗୀ । ସଦ୍ୟ ମାନବୀ ହେଁ ଓଠାର ପର ଅନେକ କଥା କାନେ ଆସତ ତାର । କଥା ଏଖନୋ ଶୋନେନ, କିନ୍ତୁ ଫାରାକ ଏହି ଯେ ଆଜ ଆର ତେବେନ ଗାୟେ ମାଥେନ ନା । ପରିବାର ଓ ତାରଇ ମତୋ ଅନେକ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗେର ମାନୁଷ ନିଯେ ମାନବୀର ଏଖନକାର ଜୀବନ । ବିଯେ କରେଛିଲେନ ମାନବୀ ହବାର ପରଇ । କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାର ଟେକେନି । ଏକ ସନ୍ତାନେର ମା ତିନି । ଏଖନ କଲେଜେର ପାଶାପାଶି ରହେଛେ ତାର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗେର ମାନୁଷଦେର ନିଯେ କାଜକର୍ମ । ମାନବୀ ଏଖନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ଭାଲୋ ଚାକରି କରେନ । ମୋଟା ମାଇନେଓ ପାନ । ଲିପଟିକେର କତ ଦାମ, ଏଖନ ଆର ସେଇ ନିଯେ ମାଥା ଘାମାନ ନା । ତାର ଗାଡ଼ ଲାଲ ଠୋଟେର ଫାଁକେ ବିଦୁଃ ଖେଳେ ଯାଯ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଡ଼ାଲେ କତଟା କ୍ଷୋଭ, କତଟା ହତଶା, କତଟା ଉପେକ୍ଷା ବା ତାଚିଲ୍ୟ ରହେଛେ ତା ବୋବା ଯାଯ ନା ।

ଅନେକେର ମନେ ହତେ ପାରେ ବୀରାଙ୍ଗନାଦେର ମଧ୍ୟେ ମାନବୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କେନ! ତାଦେର ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତରେ ଜାନାଇ ଅନେକ ବୀରାଙ୍ଗନାଦେର ଥେକେ ତାର ବୀରତ୍ୱ କିଛୁ କମ ନଯ । ପୁରୁଷ ଥେକେ ନାରୀ ହେଁ ଓଠାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ତିନିଇ ଛିଲେନ ପ୍ରଥମ ସୈନିକ । ସମାଜେର ସାଥେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗକେ ଏକଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେନ ତିନିଇ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେର ଯୋଦ୍ଧାଦେର ସାରଥୀ ତିନି । ତାଇ ସବ ବୀରାଙ୍ଗନାର ମତୋ ତାକେଓ ଜାନାଇ ପ୍ରନାମ ।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~নন্দিনী ভৌমিক

নন্দিনী ভৌমিক ছিলেন কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী। সেখানে তার অধ্যাপিকা ছিলেন গৌরী ধর্মপাল। ছাত্রাবস্থা শেষ করে নন্দিনী অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে প্রবেশ করেন সংসার জীবনে। তিনি দুই সন্তানের মা। সেই সঙ্গে তিনি গ্রন্থ থিয়েটারের সাথেও যুক্ত ছিলেন। সেই সময়েই তার সাথে ফের যোগাযোগ হয় গৌরী ধর্মপালের। তখনই তিনি নন্দিনী ও তার সহপাঠী রূমাকে বিবাহের পৌরোহিত্যের প্রস্তাব দেন। এরপর তারা দীক্ষা নেন গৌরী ধর্মপালের কাছে। শুরু হয় এক নতুন যাত্রাপথ, এক বিরল কর্ম্যজ্ঞ, এক অসম্ভবকে সম্ভব করার লড়াই বা বলা চলে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ছোটবেলাতেও প্রায় সব শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন পড়েছি আমরা কিন্তু পুরোহিত শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ কোনোদিন পড়িনি। হয়তো কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি কোনো মহিলা পৌরোহিত্য করতে পারেন। নারী দেহ যে অশূচী, ব্রাক্ষণ ছাড়া যে পুজো হয় না, নারী শাস্ত্র জানে না-এসব কথার জবাব দিয়ে নন্দিনী ভৌমিক বাংলার মাটিতে পৌরোহিত্য শুরু করেন। প্রথম মহিলা পুরোহিত হিসেবে পরিচিত হন। তার বিবাহ পদ্ধতি একটু অন্য রকম। এই বিবাহে থাকে শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সিঁদুরদান। তবে কন্যাদান ও কনকাঞ্জলীর মতো আচরণ তারা বাদ দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব মেনে নেওয়া একটা ধাক্কারই মতো। সামাজিক স্তরের নিয়মের কিছু বদল ঘটিয়ে মহিলা হিসেবে পৌরোহিত্য করা কম বীরত্বের কথা নয়। গত নয় বছর ধরে এই পৌরোহিত্যের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী দিনে চারিদিকে আরও ভবিষ্যতের নন্দিনী ভৌমিকদের আমরা দেখতে পাবো।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଡକ୍ଟ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ~ସୁହାସିନୀ ଦେବୀ

ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତ୍ରୀ ଓ ଆଜୀବନ ଦେଶେରତୀ ସୁହାସିନୀ ଦାସ (୧୯୧୫-୨୦୦୯) ଏର ଜନ୍ମ ସୁନାମଗଞ୍ଜେର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଉପଜ୍ଳେଖାଯ়। ତାଁର ବାବା ପ୍ଯାରିମୋହନ ରାୟ ଓ ମା ଶୋଭା ରାୟ। ପଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ପଡ଼ାଶୋନା କରେନ। ଯୋଲ ବଚର ବସ୍ତୁରେ ସିଲେଟ ଶହରର ପ୍ରାଚୀନତମ ଛାପାଖାନା କୋଟିଚାଁଦ ପ୍ରେସେର ସ୍ଵଭାବିକାରୀ କୁମୁଦଚନ୍ଦ୍ର ଦାସେର ସଙ୍ଗେ ତାର ବିଯେ ହେଲା। ବିଯେର ଚାର ବଚରର ମାଥାଯ ତାଁର ସ୍ଵାମୀ ଗତ ହନ। ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଦେହ ବଚର ବସ୍ତୁ କନ୍ୟା ନୀଲିମାକେ ନିଯେ ଶୁରୁ ହେଲା ତାଁର ସଂଗ୍ରାମମୂଳ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ। ଏର କିଛୁଦିନ ପରେଇ ତିନି ପ୍ରଥମେ ସମାଜସେବା ଏବଂ ପରେ ରାଜନୀତିତି ସକ୍ରିୟ ହେଲା। ଶୁରୁବାଢ଼ି ଥିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେଲ ସମ୍ପଦିର ଖୁବ ସାମାନ୍ୟ ନିଜେର ଖରଚେର ଜନ୍ୟ ରେଖେ ବାକି ସବ ସମ୍ପଦି ଜନକଳ୍ୟାଣମୂଳକ କାଜେ ବିଲିଯେ ଦେଲା। ତିନି ଛିଲେନ ସେଇ ସମୟେର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକ। ତିନି ଶ୍ରୀହଟ ମହିଳା ସଂଘେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ନିଜେକେ ଜଡ଼ିତ କରେନ। ଏବଂ ତାରପରେଇ କଂଗ୍ରେସେର ସଦସ୍ୟ ହିସେବେ ତାଁର ରାଜନୀତିତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ୧୯୪୦ ସାଲେ ୨୬ ଶେ ଜାନ୍ମୟାରୀ ସିଲେଟ ଶହରର ଶେଖଘାଟ ଏଲାକାର ମହିଳାଦେର ସଂଘେର କାର୍ଯ୍ୟାଲୟେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାଯ ସୁହାସିନୀ ଦେବୀ ଆଜୀବନ ଖଦର କାପଡ଼ ପଡ଼ାର ଘୋଷଣା କରେନ। ୧୯୪୨ ସାଲେ 'ଭାରତ ଛାଡ଼ୋ' ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁରୁ ହଲେ ଓନାକେ କାରାଗାରେ ଯେତେ ହେଲା। ଏହି ଏକଟି ନଜିରବିହୀନ ଘଟନା ହିସେବେ ଚିରମୁଖୀୟ କାରନ ଏକଜନ ମହିଳା ହିସେବେ ତିନି ଏକ ବୀରତ୍ବରେ ସାକ୍ଷୀ ରାଖେନ ଯାର ଜନ୍ୟ କାରାବାସେ ଯେତେ ହେଲା ତାଁକେ। ସ୍ଵାଧୀନତାର ପର ତିନି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଛେଡ଼େ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ସମାଜସେବାଯା। ବିଶେଷ କରେ ନାରୀଦେର ସ୍ଵାବଲମ୍ବୀ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ପାଲନ କରେନ ବିଶେଷ ଭୂମିକା। ୧୯୭୩ ସାଲେ ତିନି ଭାରତେର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସେବେ ସଂବର୍ଧିତ ହେଲା। ସମାଜସେବାଯା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରାଖାର ସ୍ଵାକ୍ରତିସ୍ଵରୂପ ୧୯୯୬ ସାଲେ ସୁହାସିନୀ ଦେବୀକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 'ସମାଜସେବା 'ପୁରସ୍କାର ଦେଇଯା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେ ନାରୀଦେର ଅନୁପ୍ରେରଣା ତିନି। ତାର ମତୋ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସନ୍ତିଇ ବୀରାଙ୍ଗନା ବଟେ।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସାହନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ~ସୁଶୀଳାସୁନ୍ଦରୀ

“ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରୀଲୋକଦିଗେର ଦୁର୍ନାମ ଯେ ତାହାରା ବଡ଼ ଭୀରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଶୀଳାସୁନ୍ଦରୀ ଏକଗାଛି ଛଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଲହିଯା, ନିର୍ଭର୍ଯେ ବ୍ୟାଘ୍ର-ବିବରେ ପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ ଦୁଇଟି ବାଘେର ସହିତ ଖେଳାଯ ଏକଥିମା ଅମିତ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେନ, ଯେ ତାହା ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟଇ ଚମକିତ ହିତେ ହ୍ୟା” ସବ ସମୟ ଭାରତୀୟଦେର ନିନ୍ଦା କରା ‘ଇଂଲିଶମ୍ୟାନ’ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଲିଖିତେ ବାଧ୍ୟ ହନ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାରୀକେ ଦେଖେ ।



ସୁଶୀଳାସୁନ୍ଦରୀ (ଆସଲ ନାମ ଛିଲ କିନା ସେଟୋ ନିଯେ ସଂଶୟ ଆଛେ) ଜନ୍ମ ୧୮୭୯ ସାଲେ ସେକାଲେର ବାବୁ କଲକାତାର ଲାଲବାତି ଏଲାକାର ରାମ ବାଗାନେ । ଜନ୍ମଦାତୀର ନାମ ରଯେ ଗେଛେ ଅନ୍ଧକାରେଇ । ଶୋନା ଯାଇ ଅଭାଗୀ ପତିତାର ମେଯେ ପେଟେର ଦାୟେ ଏସେଛିଲେନ ସାର୍କାରେ । ଅତଃପର ତାଁର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୟେ ଓଠେ ଗ୍ରେଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାର୍କାରେ -ଏର ସୁଶୀଳା ସୁନ୍ଦରୀ ହିସେବେ ।

ଛୋଟୋବେଳା ଥେକେଇ ସୁଶୀଳାର ନାନାନ ରକମ ବ୍ୟାଯାମେର ଦିକେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଛିଲ । କଲକାତାର ସିମଳା ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିୟନାଥ ବୋସ ବ୍ୟାଯାମେର ଆଖଡା ଖୁଲଲେ ସୁଶୀଳା ଓ ତାଁର ବୋନ କୁମୁଦିନୀ ସେଖାନେ ଯୋଗ ଦେନ ଏବଂ ସାର୍କାରେ ଯୁକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େନ । ଏବଂ ଖୁବ ଦୃଢ଼ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାର ସଙ୍ଗେ ବାଘେର ଖେଳା ଦେଖାତେ ଶୁରୁ କରେନ ।

ତାଁର ଖେଳା ଦେଖାବାର ସମୟ ବାଘେରା ଥାକତ ମୁକ୍ତ । ଖାଁଚାର ଭେତର ତୁକେ ସୁଶୀଳା ବାଘକେ ଆଦର କରତେନ, ଚୁମୁ ଥେତେନ । ତାଁଦେର ନିଜେର କଥାମତୋ ଦାଁଡ଼ କରାତେନ, ବସାତେନ, ଗର୍ଜନ କରାତେନ । ଏମନକି ତିନି ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ବାହ୍ୟୁଦ୍ଵାନ କରତେନ, ତାଦେର ବିଶ୍ଵତ ଚୋଯାଳ ଜନସମକ୍ଷେ ଦେଖାତେନ । ଏର ପର ଏସବ ଖେଳା ଦେଖାନୋର ପର ତିନି ତାଦେର ଉପର ହେଲାନ ଦିଯେ ଦାଁଡ଼ାତେନ ଛବି ତୋଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

তিনি আরও একটি খেলা দেখতেন, সেটিও ছিল অতি বিখ্যাত -জীবন্ত সমাধি। সার্কাসের রিংয়ের এক কোণে সুশীলাকে গর্ত করে পুঁতে দেওয়ার পর সেই কবরের উপর বেশ কিছু দর্শক ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি করে দেখতেন, ঠিকমতো কবর দেওয়া হয়েছে কিনা। তার পর সেখানে ঘোড়ার খেলা দেখানো হত। সেই শো শেষ হলে সুশীলা গর্তের মধ্যে থেকে হাসতে হাসতে স্টেজের উপর উঠে আসতেন।

খ্যাতির মধ্য গগনেই সুশীলাকে সার্কাস থেকে সরে যেতে হয় এক দুর্ঘটনার জেরে। সুশীলা যে বাঘ দুটিকে নিয়ে খেলা দেখাতেন তাদের একটি মারা গেলে নতুন এক বাঘ 'ফরচুন' কে নিয়ে খেলা দেখাতে যান তিনি। এই বাঘটি তখনও পুরোপুরি ট্রেনিং পেয়ে উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। শোনা যায়, এই বাঘটির উপযুক্ত খাবার না পাওয়ার কারণে সেদিন তাকে আধপেটা করে রাখা হয়েছিল। সব খেলা শেষ করে সুশীলা যখন বাঘের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন তখন হঠাত् বাঘটি থাবা দিয়ে জোরে আঘাত করলে ভীষণভাবে আহত হন তিনি। অতি কষ্টে সুশীলার প্রাণ রক্ষা হলেও ক্ষত বিক্ষিক শরীর নিয়ে আর রিং -য়ে ফেরা সম্ভব হয়নি তাঁর।

১৯২৪ সালের মে মাসে সুশীলার মৃত্যু হয়। আর তার সঙ্গেই অবসান ঘটে ভারতীয় সার্কাসের সর্বাপেক্ষা সাহসী, জনপ্রিয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিংবদন্তি এক নায়িকার।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~আরতি সাহা

সময়টা স্বাধীনতার কিছু আগের আর মেয়েদের স্বাধীনতা? সে তো সবার জানা। সেইরকম সময়ে চার বছর বয়সী ছোট মেয়ে তার কাকার সাথে চাঁপাতলা ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সাঁতার শেখা শুরু করেন। এই মেয়েটিই ১৯৬০ সালে প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসাবে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।



আরতি দেবী মধ্যবিহু বাঙালী হিন্দু পরিবারে ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় ১৯৪০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতাপাঁচুগোপাল সাহা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর এক সাধারণ চাকুরীজীবী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র আড়াই বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। যারফলে তার বড় ভাই ও ছোটো বোন ভারতী মামার বাড়িতে এবং তিনি নিজে উত্তর কলকাতায় ঠাকুমার কাছে মানুষ। সাঁতারের প্রতি তার আগ্রহ দেখে পাঁচুগোপাল সাহা তার কন্যাকে শোভাবাজারের হাটখোলা সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দেন। ১৯৪৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে শৈলেন্দ্র স্মৃতি সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১১০গজ দূরত্বের ফ্রি স্টাইলে সোনা জেতেন। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সাঁতারু মিহির সেন তাকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে প্রথম এশীয় মহিলা সাঁতারু হিসাবে তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

১৯৬৯ সালে বিধানচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসক অরুণ গুপ্তের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আরতি দেবী বহু সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে ২২টি রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি মুম্বইতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় রূপো ও ব্রোঞ্জ জেতেন। ১৯৫১ সালে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় ১ মিনিট ৩৭.১৬ সেকেন্ডে ১০০মিটার অতিক্রম করে ডলি নাজিরের রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হেলসিস্কি অলিম্পিকে তিনি সাঁতারু ডলি নাজিরের সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~কানন দেবী

“আমি বনফুল গো  
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে”

1942 সালের জনপ্রিয় একটি গান আর গায়িকা  
কানন দেবী। কানন দেবী বা কানন বালা ছিলেন  
একাধারে জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী এবং  
গায়িকা।

কানন দেবী ১৯১৬ সালে হাওড়ায় জন্মগ্রহণ  
করেন। নয় বছর বয়সে কাননের বাবা মারা যান।  
বাবার মৃত্যুর পর কাননের মা তার দুই কন্যাকে  
নিয়ে এক দুরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে রাঁধুনী  
ও বিয়ের শুরু করেন। দারিদ্র্যাতর কারণে কানন  
মাত্র বার-তের বছর বয়সেই ম্যাডানের স্টুডিওতে  
হাজির হন অভিনয় করতে এবং সেই সময়েই  
নির্বাক চলচ্চিত্র জয়দেবে (১৯২৬) অভিনয়  
করেন।



তারপরে খুরিপ্রেম, প্রহলাদ, কংসবধ, বিষ্ণুমায়া, মা, কঠহার, বাসবদত্তা, বিষবৃক্ষ, মুক্তি (১৯৩৭), শেষ  
উত্তর, মেজদিদি ইত্যাদি অনেক জনপ্রিয় সিনেমাতে তাঁকে দেখা যায় অভিনেত্রী রূপে। সহ-  
অভিনেতা অশোককুমারের বিপরীতে ‘চন্দ্রশেখর’ ছবিতে অভিনয় করেন।

তিনি একজন প্রতিভাবান গায়িকাও ছিলেন। তিনি ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা  
নেন। এছাড়াও তিনি ভীমদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, কাজী নজরুল ইসলাম, অনাদি দস্তিদার  
ও পক্ষজ কুমার মল্লিকদের কাছেও তালিম নেন। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত  
রবীন্দ্রনাথকেও খুশি করে তুলেছিল।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

শিল্প মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্যে ১৯৬৪ সালে পদ্মশ্রী উপাধি এবং ১৯৭৬ সালে  
তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি শ্রীমতি পিকচার্স গড়ে তোলেন যার বেশির ভাগ ছবিই ছিল শরৎচন্দ্র  
চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে। এই কোম্পানীর ছবিতে তিনি কেবল অভিনয় ও প্রযোজনাই  
করেন নি, তিনি পরিচালনাও করেন।

১৯৫৫-য় ‘দেবতা’ সিনেমা। মহানায়কের হাতে তখন প্রায় আটটি ছবি। তবুও রাজি হলেন উত্তম।  
‘কেন এমনটা?’ জিজ্ঞাসা করলেন ভাই তরুণকুমার। উত্তমের উত্তর, ‘কাননদেবীর সঙ্গে অভিনয়  
করব, এ আমার সৌভাগ্য।’

দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মশ্রী, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার, ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির অন্যতম  
ডিরেক্টর সব সম্মানই পাওয়া হয়েছে কাননদেবীর। কিন্তু তাঁর বোধহয় আরও কিছু প্রাপ্য ছিল।  
তাই হয়তো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডি। লিট’ পাওয়ার সময়ে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে  
কেন বলবেন, ‘জানিস তো মাধু, কেউ আসেনি। একমাত্র তুই-ই এসেছিস।’

অভিমান নিয়েই কাননদেবী বিদায় নিলেন 1992 সালে।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~অরুণা আসফ আলি

জেলে অনশন আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ প্রশাসনকে টলিয়ে দিয়েছিলেন যে বঙ্গ ললনা, সতীর্থদের কাছে তিনি 'Grand Old Lady of freedom movement' নামে পরিচিত, তিনি আর কেউ নন - Aruna asaf Ali. ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজসেবিকা অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয় 1909 সালের 16 ই জুলাই তখনকার পাঞ্জাব প্রদেশের শিবালিক পর্বতের গায়ের কালকা নামক একটি ছোটো শহরে। পিতা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আদি বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল থেকে চলে আসেন কালকা ও মাতা অস্বালিকা দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কন্যা। অরুণা ছোটো থেকেই মুক্ত চিন্তা ও শিক্ষিত পরিবেশে বড় হন। তিনি লাহোরের Sacred Heart Convent এ পড়াশোনা করেন এবং নৈনিতালের All Saints University থেকে স্নাতক হন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায় — গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হন। অবসরে এলাহাবাদ বেড়াতে এসে আলাপ হয় কংগ্রেস নেতা ও তখনকার খ্যাতিনামা ব্যারিস্টার আসফ আলির সাথে। বিদ্রোহিনী অরুণা তার বাবার অবর্তমানে, পরিবারের তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন সেই ভিন্ন ধর্মের পুরুষকে কাকা নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবি ঠাকুরের জামাই, পেশায় অধ্যাপক। ভাইবির বিবাহের সংবাদ শোনা মাত্র তিনি তাকে ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্ক রূপে চিহ্নিত করলেন এবং ভাইবির কুস পুতুল পুড়িয়ে ব্রাহ্মণ ডেকে তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সেই দিন থেকে অরুণা তার পরিবারের কাছে মৃত। শুরু হল বিদ্রোহিনীর জীবনসংগ্রাম। বিবাহের পর তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পাশে থাকায় বিয়ের দুবছরের মধ্যেই তিনি কারাবন্দি হন। ১৯৩১ সালে আরউন চুক্তির সময় সকল রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পেলেও তিনি মুক্তি পাননি। ১৯৩২ সালে তাকে তিহারের জেলে পাঠানো হয়।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সেখানে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি অবহেলা ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে তিনি জেলে অনশন আন্দোলন শুরু করেন। ফলস্বরূপ জেলের অবস্থার উন্নতি হলেও তাকে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় অস্বালা জেলের নির্জন সেলে। ছাড়া পাবার পর সক্রিয় রাজনীতিতে না থেকে তিনি লেখালিখি ও ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে থাকলেও, বিয়ালিশের আন্দোলনে তিনি পুনরায় সারা দেন। মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা অরুণা আসফ আলী ১৯ই আগস্ট মুম্বইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে ইউনিয়ন জেক নামিয়ে তার জায়গায় তেরঙা পতাকা উড়িয়ে যুব সম্প্রদায়কে উদ্বীপিত করে তোলেন। সূচনা করেন এক অন্যরকম আন্দোলনের যা মোটেই অহিংস ছিল না। তার ও রামমোহন লোহিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা সরকারি অফিস থেকে শুরু করে থানা, আদালত সর্বত্র আগুন লাগাতে থাকে। গ্রেফতার এড়াতে অরুণা গা ঢাকা দেন এবং গোপন ডেরা থেকেই ১৯৪৪ সালে প্রকাশ করেন 'ইনকিলাব' নামে এক পত্রিকা। ওই পত্রিকার মাধ্যমে মুম্বই ডকের নৌবিদ্রোহকে সরাসরি সমর্থন জানানোর ফলে গান্ধীজির কাছে তিনি সমালোচিত হন। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন এই অঙ্গাতবাসে থাকাকালীন অরুণা আসফ আলীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকায় পুরস্কৃত করা হবে। অসুস্থ অরুণা ডাঃ যোশীর চেম্বারে দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকেন। গান্ধীজি ও তাকে পত্র লিখে আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিদ্রোহীনী সেই পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। তার নামে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি প্রকাশে আসেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাকে কয়েকবার জেলে যেতে হয়েছিলো। পরে তিনি কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে সোসিয়ালিস্ট দলে যোগ দেন। স্বাধীনতার পরে তিনি গরিব জনসাধারণের জন্য কাজ করা শুরু করেন। সমাজে প্রগতি আনার জন্য সমাজসেবিকা অরুণা আসফ আলীকে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনিই হয়েছিলেন দিল্লির প্রথম মহিলা মেয়র যদিও কিছুদিন পরে তিনি সেই পদ ত্যাগ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ভারতরত্ন (১৯৯৭), লেনিন শান্তি পুরস্কার (১৯৬৪), জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার (১৯৯১) ও পদ্মভূষণ (১৯৯২) পুরস্কারে সন্মানিত হয়েছেন। সকল নারীর অন্তরে অনুপ্রেরণার আলোড়ন জাগিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৯শে জুলাই যুগান্তকারী সংগ্রামী অরুণা আসফ আলি পরলোক গমন করেন।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~ইউরোপা~

“যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে” এই উক্তির আদর্শ উদাহরণ হলেন ইউরোপা। আমরা বাহুবলী বলতে এক নামে চিনি। কিন্তু এখানে গল্পটা এক মহিলা বাহুবলীর।

২১ বছরের বাঙালি মেয়ে, নাম ইউরোপা ভৌমিক। দেশের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা বডি-বিল্ডার। বঙ্গতনয়া বলতে আমাদের বাঙালীর চেখে যে ছবি ভেসে আসে, ইউরোপা তার সাথে একদম খাপ খায় না। বাঙালি মেয়ে সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারনাকে মুহূর্তে ভেঙে দিতে তৈরি ইউরোপা ভৌমিক।

প্রায় ১৪ ছুঁইছুঁই বাইসেপস। ছোট করে কাটা চুল। ৩৭ ইঞ্জির চওড়া ছাতি। ওজন ৫৫ কেজি। অবলীলায় ১৩০ কেজি ওজন তুলে ফেলার ক্ষমতা। এই হলো বাঙালী মেয়ে ইউরোপার বৈশিষ্ট্য। বডি-বিল্ডিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে।

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে তার জন্ম। কলকাতার ভিআইপি রোডে বাড়ি। ইউরোপার বাবা পরিমল ভৌমিক জাহাজের ক্যাপ্টেন। মা সুপর্ণা ভৌমিক গৃহবধু। মেয়ের জন্মের সময় দু'জনেই নাকি জাহাজে ছিলেন। জাহাজের নাম ছিল স্যাম্পোল ইউরোপা। জাহাজের নাবিকরা ঠিক করেছিলেন ছেলে হলে নাম হবে স্যাম ও মেয়ে হলে নাম থাকবে ইউরোপা। জন্ম হয় ইউরোপার। অর্থাৎ জন্ম থেকেই ইউরোপা সবার থেকে আলাদা। ছোটবেলায় দেখতে খারাপ, মোটা, বেঁটে ছিলো। বন্ধুদের টিটকিরি শুনতে হত। সেই জায়গা থেকে নিজেকে বডি-বিল্ডার হিসাবে গড়ে তোলা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে সে নিয়েছে।

আর পাঁচজন মেয়ে যেখানে ওজন তোলার নামেই ভয় পেয়ে যায়, সেখানে ধীরে ধীরে বেঞ্চপ্রেস, ওয়েট লিফটিংয়ের প্রেমে পড়ে যান ইউরোপা। ইউরোপা চেয়েছিলেন সব সময় মানুষের চেখে একটা সম্ম দেখতে তার জন্য। চেয়েছিলাম, তার দিকে ধেয়ে আসা সব অবজ্ঞার জবাব দিতে। বডি-বিল্ডিং শুরু করার পর, টের পান সেটা হচ্ছ। তাতে তার উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

তখনও সাবালিকা হননি। সতীশ সুগার ক্ল্যাসিকস প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নিছকই আগ্রহে, সর্বকনিষ্ঠ মহিলা বডি-বিল্ডার হিসেবে। সে বছর প্রতিযোগিতায় কিছু না হতে পারলেও, বডি-বিল্ডিংকেই নিজের সর্বস্ব দেওয়ার পণ করে বাড়ি ফেরেন। তারপর টানা এক বছর কোচ ইন্ডীনীল মাইতির কাছে ট্রেনিং নিয়ে ফের সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেরেন। দ্বিতীয় হয় সেখানে। ইতিমধ্যেই বছর উনিশের বাঙালি তরুণী ইউরোপা ভারত তথা এশিয়ার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পেশাদার দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জন করেন। জাতীয় বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানাধীকারী হয় এবং এশিয়া (Asia) বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নেয় ইউরোপা। ২০১৬ সালে IBBF CHAMPIONSHIP এ ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। তারপর একে একে ন্যশনালস, আর ২০১৭ আগস্টে সোজা সিওল। মিস এশিয়া ২০১৭ প্রতিযোগিতার মধ্যে। ইউরোপার লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অফ বডি-বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস (IFBB)-এর প্রো-কার্ড অর্জন করা। আর তারপর অলিম্পিয়ান হিসেবে দেশকে মেডেল এনে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোবেন ইউরোপা। এই পেশায় মনোহর আইচ কিংবা গুণময় বাগচির নাম বারবার শোনা গেছে। কিন্তু প্রথম বাঙালী মহিলা হিসাবে এই প্রথম আন্তর্জাতিক মধ্যে দেশের মুখ রাখলেন ইউরোপা।

তার এই পেশাতে তার বাবা-মার সম্মতি ছিলো না। তার বাবা-মা প্রথম থেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় চাপা বডি-বিল্ডিংয়ের ভূত ছাড়ানোর চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু, তিনি যে কাজটা করেন, সেটার প্রতি ভালোবাসা আর মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা দেখে এখন ওরাও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ রাজ্যের বডি-বিল্ডিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি মনে করেন ‘বডি-বিল্ডিং অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এক পেশা। শুধু ট্রেনিংই নয়। নিজের শরীর গড়ে তুলতে যে খাবার খেতে হয়, তার খরচও অনেক। তার বাড়িতেই তার একার খাবারের খরচ, গোটা পরিবারের খাবারের খরচের প্রায় পাঁচগুণ। আর স্পন্সর মেলাও খুব মুশকিল।

দিন বদলাচ্ছে ‘আজকাল অনেকে এসে বডি-বিল্ডিং করতে চায় বলে জানায় তাকে। তার ভালো লাগে এটা ভেবে যে, তাকে দেখেও কেউ অনুপ্রাণিত হচ্ছে। কোনো মেয়ে বডি-বিল্ডিংয়ের জন্য সাহায্য চাইলে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তিনি।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

নারীরা যে শুধুই ঘরের কাজ আর সংসার করার জন্য জন্মায় নি। তারা যে পুরুষের এর সমানাধিকারী এই কথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন ইউরোপ। এক অভূতপূর্ব বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে ইউরোপ সারাজীবন অনেক নারীর অনুপ্রেরণা হয়ে উঠে।

## ~ইলা মজুমদার~

১৯৪৭ সাল। সদ্য দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। ভারত সরকার ঘোষনা করে দিয়েছে যে অধ্যায়নের সমস্ত ক্ষেত্র মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবুও এই সময়ে প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার্থী নাম শুনলেই জনসাধারণের মাথায় পুরুষজাতির কথাই আসতো। সেই যুগের যুগান্তকারী মেয়ে ইলা মজুমদার হয়ে উঠলো সারা ভারতের প্রথম মহিলা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কি ভাবছেন? পরিবার সব সময়ে পাশে থেকে পথ দেখিয়েছেন? না। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন গোপনে। ইলা মজুমদার জন্ম নেন ২৪ শে জুলাই, ১৯৩০ সালে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলায়, অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্র কুমার মজুমদারের ঘরে। যথেষ্ট শিক্ষিত মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রবাবু, তখনকার দিনে এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তরুণী ইলা মজুমদার কিছুটা আলাদাই ছিলেন। তিনি বারো বছরে সাইকেল চালাতে শেখেন এবং ঘোলো বছরে জিপ চালাতেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, এটি তার পরিবার ও আত্মীয়দের ক্র কুঁচকে যাবার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহিলা আবার ইঞ্জিনিয়ার, গোঁড়া-প্রাচীনপন্থী মানুষদের পক্ষে হজম করা অনেক শক্ত। এ বিষয়ে ইলা মজুমদার বলেছিলেন, "আমি সর্বদা চ্যালেঞ্জ করতে পছন্দ করি এবং লোকেরা যে কাজগুলো মেয়েরা করতে পারে না বলে থাকেন তা করতে আমি পছন্দ করি"। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের কারণে পরিবারের সাথে



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

তাকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়। ফলস্বরূপ সঠিক বয়স থেকে দু বছর এগিয়ে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, গোপনে। ম্যাট্রিক পাশের পরে তিনি তার বাবার সাহায্য পেয়েছিলেন। এরপর তিনি আশ্বতোষ কলেজে আইএসসির জন্য ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে যখন সরকার দ্বারা মহিলাদের জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করা হয় তখন হাওড়ার শিবপুর বি। ই কলেজে তিনি সাক্ষাৎকার দেন এবং নির্বাচিত হন। পাশাপাশি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি শিবপুর বি। ই কলেজের দরজা মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। ইলা মজুমদার ছিলেন কলেজের একমাত্র মহিলা ছাত্রী। ১৯৫১ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি স্নাতক হন। এরপর তিনি ট্রেনিং এর জন্য গ্লাসগো গেলেন। দেশে ফিরে দেরাদুনের Ordinance factory তে যোগ দেন। পরে যোগ দেন শিক্ষকতার কাজেও। প্রথমে দিল্লী পলিটেকনিক এবং পরে কলকাতার ইপটিটিউট অফ জুট টেকনোলজিতে লেকচারার হিসাবে ছিলেন। তার উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম মহিলা পলিটেকনিক কলেজ গড়ে ওঠে এবং তার প্রথম প্রিসিপাল ছিলেন তিনিই স্বয়ং। এরপর ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের অনুরোধে ঢাকা শহরে একটি মহিলা পলিটেকনিক কলেজ খোলেন। ২০১৯ সালে ইলা মজুমদার শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন, বয়স হয়েছিল নবাই। এককথায় বলতে গেলে তিনিই ছিলেন এমন একজন মহিলা যিনি সেইসময়ের পুরুষতাত্ত্বিক সমাজের দরজা ভেঙেছিলেন। পুরুষদের সাথে সমান তালে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন ইলা মজুমদার। তিনি প্রযুক্তিবিদ্যায় মেয়েদের এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। গড়ে তুলেছেন এক অনন্য ইতিহাস।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~পূর্ণিমা মিনহা

বিংশ শতাব্দীর আমলেও মেয়েদের জন্য  
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি ছিল বড়ই  
অস্বাভাবিক, কেউ ভাবতেই পারতো না  
একজন মেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা  
নিতে পারে। সেই আমলেই কলকাতার  
এক শিক্ষিত বনেদি পরিবারে জন্ম নেন  
পূর্ণিমা সেনগুপ্ত। সালটা ১৯২৭, ১২ই  
অক্টোবর সংসার আলোকিত করে জন্ম  
নিলেন বঙ্গলুনা। তিনিই হয়ে উঠলেন



প্রথম বাঙালি মহিলা পদার্থবিজ্ঞানী। পেশায় আইনজীবী তার বাবা নারী শিক্ষা ও নারীদের সমান  
অধিকারের জন্য লড়াই করে গেছেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন লেখক। ইংরেজি ভাষায় ৬৫ টিরও  
বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সঙ্গে লিখেছিলেন মহিলা সাবলীকরণের উপরে বেশ কিছু প্রবন্ধ।  
তিনি কন্যার মধ্যে পূর্ণিমা ছিল কনিষ্ঠ। কলকাতার লেক স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন  
যা তার বড়দিদি সুষমা সেনগুপ্ত স্থাপন করেছিলেন। এরপর তিনি যথাক্রমে আশ্বতোষ কলেজ,  
স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। পড়াশুনার  
পাশাপাশি শিখেছিলেন যামিনী রায়ের থেকে ফ্রপদী সঙ্গীত, তিনি চিত্রকলা শিখেছিলেন গোপাল  
ঘোষের থেকে। পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের থেকে নিয়েছিলেন তবলা শিক্ষা, ভাস্কর্য নির্মাণেও  
তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। ১৯৫১ সালে এমএসসি শেষ করেন পূর্ণিমা। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের  
অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। একটা প্রতিভাবান মেয়ের ফিজিক্সের প্রতি অসামান্য  
ভালোবাসা ও কৌতুহলী মন দেখে তিনি তার দলে নেন পূর্ণিমাকে। ওঠে সমালোচনার বাড় –  
একজন মেয়ে করবে ফিজিক্সের রিসার্চ? চারপাশের ব্যাঙ মিশ্রিত কথা ভাঙতে পারেনি পূর্ণিমার  
মনবলকে। রাজাবাজার সায়েস কলেজে তার গবেষণার বিষয় ছিল "Crystal structure using  
x-ray diffraction"। কিন্তু কাজে প্রচুর বাধা আসতে থাকে। প্রয়োজন মতো এক্সে মেশিনটাই  
তাকে দেওয়া হয় না। বিরক্ত হয়ে একদিন চলে গেলেন ওয়েলিং ক্ষেয়ারে। ওই সময়ে বিধান  
রায়ের বাড়ির পাশে বিক্রি হতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতিল সমস্ত মালপত্র। নিজের প্রয়োজনীয়  
জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিজেই বানিয়ে ফেললেন একটি এক্সে মেশিন। হতবাক করেছিলেন

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সমালোচকদের। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এক মহিলার হাতে উষ্টরেট ডিগ্রি তুলে দেয়। ডাঃ পূর্ণিমা সেনগুপ্ত ভেঙে দিলেন নারী ও বিজ্ঞানের মাঝে অবস্থিত কুসংস্কার ও ব্যাঙ্গ মিশ্রিত কারাগারের তালা যা এতদিন বহু নারীর স্বপ্নকে বন্ধ করে রেখেছিল। ডাঃ ডিগ্রি অর্জন করার পর বায়োফিজিক্সের উপর গবেষণা করতে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন, সেখানে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবপদার্থ বিজ্ঞানের 'অরিজিন অফ লাইফ' নামের একটি বিশেষ প্রজেক্টে যোগ দেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে ও বোস ইন্সটিউশনে কাজ করেন। এরপর কলকাতায় ফিরে এসে সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সেরামিক ইন্সটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর পদে যোগ দেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানের উপর রচিত বহু গ্রন্থ তিনি বাংলায় রচনা করেছেন (আরডেইন রচিত mind and matter, আচার্য বসুর রচিত গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি)। পূর্ণিমার দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুরজিৎ চন্দ্র সিনহা, তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ণিমা সিনহার কন্যা সুপর্ণা সিনহা এবং সুকন্যা সিনহা দুজনেই পদার্থবিজ্ঞানী। একজন রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যজন ভারতীয় পারিসংখ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কেবল বিজ্ঞানই তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তার হাতের কাজ স্থান পেয়েছে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায়। স্বামীর সাহায্যে রচনা করেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধ। আদিবাসী কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে একটা স্কুল চালু করেন 'মেলামেশার পাঠশালা'। তাদের বিভিন্ন মডেল তৈরি থেকে শুরু করে গানের মধ্যে বিজ্ঞানের উপস্থিতির ধারনা দিতেন। সন্মান পুরস্কারের ব্যাপারে কখনো মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি তাকে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে সারাটা জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে ১১ই জুলাই, ২০১৫ সালে পূর্ণিমা সিনহা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলে গেছেন 'Stay creative all your life'।

~ সমাপ্তি ~



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎস্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## আর্ট ডি঱েক্টর মৃত্তিকা মুখাজীর সাথে কিছুক্ষন কথোপকথন

- কেমন লাগলো তাসের ঘরে কাজ করে?
- 'তাসের ঘর'এর অভিজ্ঞতা খুব ভালো। আর্ট ডি঱েক্ষনে এটিই বলতে গেলে আমার প্রথম মেনস্ট্রিম কমার্শিয়াল কাজ। এর আগে আমি ফিল্ম স্কুলের বিভিন্ন স্টুডেন্ট প্রজেক্ট করেছি, ইনডিপেন্ডেন্ট মুভিতে, মিউজিক ভিডিওতে, থিয়েটারে, ইভি মুভিতে কাজ করেছি। তো হ্যাঁ একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা আমার কাছে একটি নতুন অভিজ্ঞতা।



- তাসের ঘরে শৃঙ্খিং এ কিছু মজার মুহূর্ত
- 'তাসের ঘর' খুব মজা করে শৃঙ্খ করেছি। তবে অনেক মজার মাঝে একটা অত্যন্ত কাজের এবং সুন্দর একটা স্মৃতি রয়ে গেছে। যারা তাসের ঘর দেখে ফেলেছেন তারা জানেন যে এটা মূলত একজন গৃহিনীর জীবনের একটি বিশেষ সময়ের গল্প। সেই সূত্রে তার রান্নাঘর, তার ফল কাটা, তার সবজি কাটা এই কাজগুলোও ছিল তার মধ্যে। তো আমাদের তিনদিনের শৃঙ্খে আমরা প্রায় প্রতিদিনই বারো থেকে তেরোটা আপেল কেটেছি গল্পের প্রয়োজনে। এবং মাঝে মাঝেই রিস্টেক নিতে হয়েছে। তো, সেইজন্য অনেক আপেল কাটা হত রোজই। সুন্দর ঘটনা এটাই যে, স্বত্ত্বাদী সেই একটা আপেলের টুকরোও নষ্ট করতে দেয়নি বরং শট শেষে সবাইকে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিত। যেখানে বিভিন্ন শৃঙ্খে দেখেছি প্রচুর পরিমাণে খাবার অপচয় হতে ঠিক তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে 'তাসের ঘর' এর এই সেট। যেখানে কোনকিছুর অপচয় না করার দিকেই লক্ষ রাখা হত। এটা শৃঙ্খ চলাকালীন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





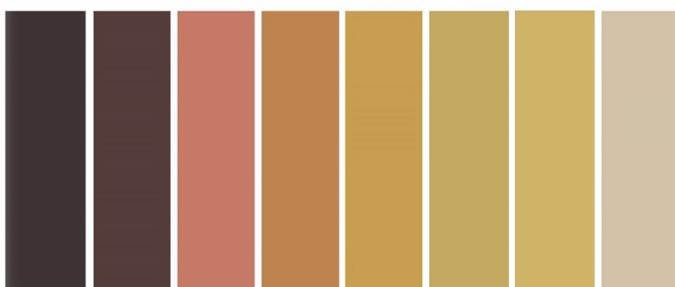
# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଶିକ୍ଷା ବଲେ ମନେ ହେଁବେ । ଏବଂ ଏଟା ଆମାର 'ତାସେର ସର' କେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଏକଟା ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାତି ହେଁ ଥାକବେ ।

- ଥିଯେଟାର ନାକି ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଶନ କୋନଟା ପ୍ରିୟ?
- ଦୁଟୋଇ । ସମାନଭାବେ । ଅବଶ୍ୟ ଥିଯେଟାରେର ପ୍ରତି ଏକଟା ଅନ୍ୟ ଟାନ ଆଛେ, କାରଣ ଥିଯେଟାର ଥେକେଇ ଆମାର ମୂଳତ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଶନ ଏ ଆସା ତୋ ଭବିଷ୍ୟତେ ଆମି ଯେଥାନେଇ ଥାକି ନା କେନ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଶନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିଯେଟାରେର ସାଥେଓ ଅବଶ୍ୟଇ ଯୁକ୍ତ ଥାକବୋ ।
- ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଶନେର ସବଚେଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫେସ କୀ ଛିଲ?
- ସତି କଥା ବଲତେ ଆମାର କାହେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଜେଟ୍‌ଟି ଏକେକଟି ନତୁନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଛେ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜେଟ୍‌ର କଥା ଯେତି ଆମାର କାହେ ସବଚେଯେ ଡିଫିକାଲ୍ଟ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଛିଲ । ସେଇ ଶ୍ରୀଟଟିଓ ଏକଟି ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲେର ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟ ପ୍ରଜେଟ୍ ଛିଲ । ଯେଠା ଟାନା ବାରୋ ଦିନ ଧରେ



ଚଲେଛିଲ । ପ୍ରଥମବାର ଅତଦିନେର ଏକଟି ଶ୍ୟଟେ ଆମି ଜଡ଼ିତ ଛିଲାମ । ଏହାଡ଼ା ତାର ସାଥେ ପ୍ରି-ପ୍ରୋଡାକଶନ ତୋ ଆଛେଇ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଯଥନ ଆମରା ଏକ ବା ଦୁ'ଦିନେର ଶ୍ୟଟ କରି ତଥନ ଆମାଦେର ସେରକମ କିଛୁ ମନେ ହେଁ ନା । ଆମରା ମଜା କରେଇ କାଜ କରତେ ଶୁରୁ କରି, କିନ୍ତୁ ଯଥନ ଦିନଗୁଲୋ ବାଢ଼ିତେ ଥାକେ ତଥନ ଏକଟା କ୍ଲାନ୍ଟି ଚଲେ ଆସେ । ତୋ, ଏହି ଯେ ଟାନା ବାରୋ ଦିନେର କାଜ ବଲତେ ଏକଟି

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# শিল্পগ্রাম

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

মাসের প্রায় অর্ধেক সময় । এই কাজটি হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে এটা শুধুমাত্র আমাদের মগজ ও মনের কাজই নয় এটা অনেকটা শারীরিক কাজও । যেখানে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে, সুস্থ থাকতে হবে, ঠিক সময়ে উঠতে হবে । আমরা শুট চলাকালীন মাঝে মাঝেই কিছু মিলিটারি টার্ম ব্যবহার করি, যেমন আমরা লোকেশন দেখতে গেলে বলি, "রেকি করতে যাচ্ছি ।" এইসব নানারকমের শব্দ, অনুভূতি, ছক আমার ভেতরে একটা অনুশাসন আর শৃঙ্খলারও জন্ম দিয়েছে । যেটা বেশ চ্যালেঞ্জিং । আমার মনে হয় ফিল্মমেকিং এর এই কাজটির মধ্যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে । মনে হয় যেন প্রতিটি প্রজেক্টই একেকটি মিশন বা অপারেশন । আর এই সময়টা যত দীর্ঘ হয় তত কাজ করার ক্ষেত্রে আমার কাছে মজার হলেও তার সাথে সাথেই খুবই চ্যালেঞ্জিং । তো, সত্যি কথা বলতে প্রথমবারের ঐ অতদিনের প্রজেক্টটি আমার কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল ।

- হঠাতে করে আর্ট ডিরেকশনে কীভাবে আসা?
- > সত্যি কথা বলতে তেমন কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না এবং শুনলে অনেকেই অবাক হবে যে আর্ট ডিরেকশন বলে কোনো পেশার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে এটা সম্পর্কে পাঁচ বছর আগে পর্যন্তও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না । আমার এক বন্ধুর হাত ধরেই আমার 'সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইলেক্ট্রিউট' এ আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যাওয়ার সুযোগ হয় এবং ফিল্ম মেকিং সম্পর্কে একটা অন্য দিগন্ত খুলে যায় । আমরা যেটা পর্দায় দেখি তার পিছনে যে একটা বিশাল বাস্তব রয়েছে, একটা অন্য দুনিয়া রয়েছে, এতগুলো মানুষের এতগুলো পর্যায়ের কাজ রয়েছে, এতগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত পৃথক পৃথক পেশা রয়েছে সেই



Donate Now : [www.shibpursrasti.org/paridhan12](http://www.shibpursrasti.org/paridhan12)





# ପ୍ରଦାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ପ୍ରଥମବାର ଜାନତେ ପାରି । ଆର୍ଡ ଡିରେକ୍ଷନେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହବୋ ଏମନ କୋନୋ ପରିକଳ୍ପନା ଏହି ସଟନାଟିର ଆଗେ ସେଭାବେ ଛିଲ ନା । ସ୍ଵଳ୍ପ ପରିସରେ ଏହି ବ୍ୟାପାରଙ୍ଗଲୋର ସାଥେ କିଛୁଟା ପରିଚୟ ଅବଶ୍ୟ ଥିଯେଟାର ଥେକେଇ ହେଁଛି । ଥିଯେଟାର ଯେମନ ଆମାଦେର ସବକିଛୁ ଶେଖାଯ ଅର୍ଥାଏ ଜୁତୋ ସେଲାଇ ଥେକେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତ୍ତରେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେଇ ଆମି ଗିଯେଛି । ଅନେକ ସମୟ ଥିଯେଟାରେ ଆମରା ନିଜେରାଇ କସିଟ୍ଟମ ତୈରୀ କରି ଆବାର ଆମରା ନିଜେରାଇ ସେଟ ବାନାଇ, ନିଜେରାଇ ମେକଆପ କରି । ତୋ ସେଇ ଥେକେ ଏଷ୍ଟେଟିକସେର ପ୍ରତି ଏକଟା ବୋଧ ଜନ୍ମ ନେଯ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକଭାବେଇ । ଏବଂ ଆର୍ଡ ଡିରେକ୍ଷନେର ସାଥେ ଯେ ପରିଶ୍ରମଟା ଜଡ଼ିଯେ ଆଛେ ତାର ସିଂହଭାଗ ଏସେହେ ଥିଯେଟାର ଥେକେ । ଅନ୍ତତ ଆମାର କ୍ଷେତ୍ରେ । ଥିଯେଟାର ଆମାକେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଶୃଜନ୍କ କରେଛେ । ତୋ ଥିଯେଟାରେର ସେଟ, ପ୍ରପସ, କସିଟ୍ଟମ ଇତ୍ୟାଦି ତୈରୀ କରତେ କୋଥାଓ ଯେନ ଥିଯେଟାର ଥେକେଇ ଆମି ଆର୍ଡ ଡିରେକ୍ଷନେର ପ୍ରଥମ ପାଠ ନିଯେ ଫେଲେଛିଲାମ । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଆରା ମୁଚ୍ଚାରଙ୍ଗଭାବେ ସେସବ ଫିଲ୍ମେ ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପେରେଛି । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଏର ଏହି ଦିକଟି ଏଥିନ ଆମି ଦାରଙ୍ଗଭାବେ ଉପଭୋଗ କରାଛି । ତୋ ଏଭାବେଇ ଆମାର ଜାର୍ନି ଶୁରୁ ହୁଯ, ତାରପର ଆର ପିଛନେ ଘୁରେ ତାକାତେ ହୟନି ସେଇ ଜାର୍ନିଟାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେଇ ଏଗିଯେ ଯାଚିଛି ।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

- তুমি বলেই দিলে আগের উত্তরে তাও বলছি তোমার এই জানিটা যদি একটু বলো।
- হ্যাঁ। আমার মনে হয় আগের কথাতেই আমার জানিটার ব্যাপারে অনেকটা বলে নিলাম কারণ থিয়েটার আর আর্ট ডিরেকশন এই দুটোকে আমি অন্তত আলাদা করে দেখতে পারি না। কারণ, আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুটোই আমার জীবন, এই দুটোকে বাদ দিয়ে নিজের অবস্থান দেখতে পারি না। তো, জানি বলতে এটাই যে ফিল্ম স্কুল থেকে পথ চলা শুরু এবং তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ, বিভিন্ন স্টুডেন্ট প্রজেক্ট, এবং তারপর এই জানিটা চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিচালক অনীক চৌধুরীর নির্দেশনায় 'ক্যাটাস' এবং 'কাটি নৃত্য' এই দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট আমাকে শিল্পী হিসেবে নিজের বিকাশ ঘটানোর একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই দুটো কাজই আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অবকাশ এনে দিয়েছিল। আমি একটা কথা সবাইকেই বলতে চাই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ আসুক, স্টুডেন্ট প্রজেক্ট আসুক বা মূলধারার বাণিজ্যিক ছবি আসুক, আমাদের কাজটা কাজই। কাজের ছোট-বড় কিছু হয় না। একজন অভিনেতার কাছে বড় মাপের চরিত্রটাও যেমন একটা চরিত্র তেমনি ছোট মাপের চরিত্রটাও তেমনি একটা চরিত্র। দুটোই কাজ। দুটোর প্রতিই সমানভাবে সৎ থেকে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



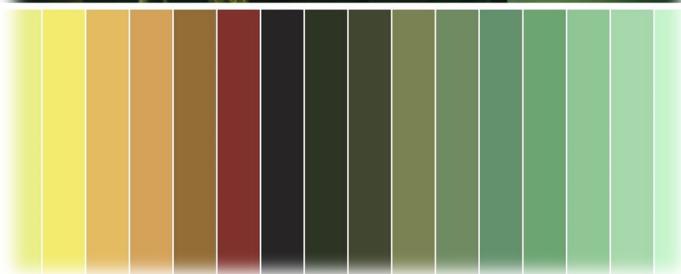


# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- একটা সিনেমাতে ক্যামেরার পিছনে কাজ করা মানুষের অবদান অনেক থাকে কিন্তু তারা কি সঠিক ভাবে প্রকাশের আলোয় আসতে পারে?
- খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা আমিই নিজেও বলছি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত এই সিনেমা বানানোর পিছনে যে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে সে ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনো ধারণা ছিল না। যেদিন থেকে আমি এই পর্দার পিছনের বিশাল পৃথিবীতে কাজ করতে শুরু করেছি সেদিন থেকে আমি এর অনেকটা জানতে পেরেছি। খুব সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলে তোমরা, এটার উভরে বলতে পারি যে প্রায় সবসময়ই সময় আমরা সিনেমা দেখতে যাই সিনেমার প্রধান নায়ক কিংবা নায়িকা, কিংবা কোন জুটি কাজ করছে



বা বড়জোর কোন পরিচালক নির্দেশনা দিয়েছেন বা কারা প্রযোজন করছে সেসব দেখে। কিন্তু আমি চাই যে একটা দিন আসুক যেদিন কেউ ছবির সিনেমাটোগ্রাফার, এডিটর, আর্ট ডিরেক্টর, মিউজিশিয়ান, আলোর কাজ যিনি করছেন এরকম আরও নানারকমের টেকনিশিয়ানের পরিচয় বা কাজের কথা জেনে বেশিরভাগ মানুষ ফিল্ম দেখতে আসছেন।

সকলের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আমার মনে হয় যে অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ছাড়াও যে সমস্ত টেকনিশিয়ানদের অবদান একটি ফিল্ম তৈরীতে প্রযোজন হয় তাদের সবাইকেই সমান প্রচারের আলো দেওয়া উচিত। যাতে করে ছোট থেকেই কেউ অভিনেতা, পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে চাওয়ার পাশাপাশি কেউ যেন আর্ট ডিরেক্টর, স্টাইলিস্ট এসব হওয়ারও স্বপ্ন দেখতে সাহস পায়। আর আমার মনে হয় খুব শীঘ্ৰই একটা দিন আসতে চলেছে যেদিন আমরা সব ডিপার্টমেন্টকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটা ফিল্ম দেখতে যাব। কারণ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରଦିପାଦନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ଫିଲ୍ମ ଏକଟା ସମାଚିତଗତ କାଜ ସେଟ୍ ଆମାଦେର ଭୁଲେ ଗେଲେ ଚଲବେ ନା । କଥନଓ ଏକଟା ସୁତୋ ଦିଯେ ନକଶା ଆଁକା କାପଡ଼ ଏର ପେଛନ ଦିକଟା ଦେଖବେ, ସୁତୋର ଓପରେ ସୁତୋ ଜଡ଼ିଯେ ଏକଟା ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର ହେଁ ଥାକେ ଯେଟା ଦେଖତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ଅର୍ଥାତ୍, ଠିକ ସେଇ କାରଣେର ଜନ୍ୟଓ କିନ୍ତୁ କାପଡ଼େର ସାମନେର ଦିକଟା ଯେଥାନେ ମୂଳ ଇମପ୍ରୋଶାନ୍ଟା ଧରା ପଡ଼ିଛେ ସେଟ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଁ ଓଠେ ।

- ତୋମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଜ କି?

➤ ଇଭିପେନ୍ଡେନ୍ଟ ଏବଂ କମାର୍ଶିଆଲ ମିଲିଯେ ଆଗାମୀ ବେଶ କିଛୁ କାଜ ଏ ଆମି ଆଛି । ତବେ ସତି କଥା ବଲତେ ଆମାଦେର ଏଇ କଲକାତାଯ ସେ ଦୁଟି ଭାଲୋ ଫିଲ୍ମ ଫୁଲ ଆଛେ ଏକ SRFTI (ଯେଥାନ ଥେକେ ଆମାର ପଥ ଚଲା ଶୁରୁ) ଆର ରାପକଳା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦୁଟୋ ଆମାର ଖୁବ ପ୍ରିୟ କାଜେର ଜାଯଗା । ତୋ ଆମି ବରାବରାଇ ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟ ପ୍ରଜେଟ୍ଟେ କାଜ କରେ ଏସେହି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେଓ ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟ ପ୍ରଜେଟ୍ଟେ କାଜ କରତେ ଚାଇ । ବେଶ କିଛୁ ଭାଲୋ ପ୍ରଜେଟ୍ଟେ ଆଛେ, ତାର ସାଥେ କମାର୍ଶିଆଲ କାଜଓ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନ ପଡ଼େ ଥାକେ ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟ ପ୍ରଜେଟ୍ଟେ କାରଣ ସେଥାନେ ଦାଁଢ଼ିଯେ ଅନେକକିଛୁ ଶେଖାର ଜାଯଗା ଆଛେ । କଲେଜେର ପ୍ରଫେସରଦେର ଥେକେ ଫ୍ୟାକାଲିଟିଦେର ଥେକେ ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟଦେର ଥେକେ ଆମି ସେଇ ଶେଖାର ସୁଯୋଗଗୁଲୋ କଥନୋଇ ହାରାତେ ଚାଇ ନା । ଆଗାମୀଦିନଗୁଲୋ ଏଇସବ କାଜ ନିଯେ

ଏଗିଯେ ଯେତେ ଚାଇ ।

ଆରା ଅନେକ କାଜ  
କରତେ ଚାଇ । ଅନେକ  
ଅନେକ ମାନୁଷେର ସାଥେ  
କାଜ କରତେ ଚାଇ ।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# শংখু পরিদ্বন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎস্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় এবং লেখিকা দেবলীনা দলুইয়ের সাথে কথোপকথন

- খেলার দুনিয়ায় পা রাখা কীভাবে?
- স্পোর্টসে জয়েন করার কোনো প্ল্যান ছিল না। নাচ, যোগব্যায়াম শিখতাম। এক বছর দুর্গাপুজোয় মায়ের সাথে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে গিয়ে ভালো হাইটের জন্য খুরুট ধর্মতলা বারোয়ারি সমিতি এর পুজোয় উপস্থিত থাকা ওই ক্লাবের মেম্বার ও ভলিবল কোচদের চোখে পড়ি। ক্লাব মেম্বার কাম কোচ দীপক কাকু এসে মাকে বলেন আমাকে ভলিবল ট্রেনিং এ জয়েন করানোর জন্য। তারপর শুধুমাত্র ফিটনেসের কথা মাথায় রেখেই ট্রেনিং জয়েন করার ডিসিশন নেন বাবা মা। শুরুটা এভাবেই হয়।
- ন্যাশনাল খেলা ওই ছোট বয়সে এটাতো সবার পক্ষে সম্ভব হয় না তো সেটার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?
- ট্রেনিং জয়েন করার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ভলিবলের টেকনিকগুলো রঞ্চ করতে পেরেছিলাম। তাই বেশি সময় লাগেনি ন্যাশনাল টিমের প্রথম ছয়জন প্লেয়ারের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে। 2004 সালের জুন এ তামিলনাড়ুর Erode city তে Mini National দিয়ে শুরু হয় স্বন্ধপূরণের প্রথম উড়ান। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যা বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাড়ি ছেড়ে, বাবা মাকে ছেড়ে প্রথমবার সমবয়সী টিমমেটস্ আর কোচদের সঙে প্রায় দুদিন ধরে ট্রেন জার্নি করে দেশের প্রায় এক শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। লাল কাঁকুড়ে মাটি আর গায়ের চামড়া পোড়ানো রোদের মধ্যেই চলল দলকে জেতানোর প্রাণপণ লড়াই। গ্যালারি ভরা দর্শকদের গলা ফাটিয়ে চিংকার কখনো নাম ধরে কখনোবা জার্সি নাস্বার



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ধরে; স্টেডিয়াম কাঁপানো করতালি দিয়ে সাপোর্ট করা, চিয়ার আপ করা, জিতে যাওয়ার পর ভিড় করে ঘিরে ধরে জয়ধ্বনি দেওয়া -- সেই প্রবল উচ্ছাস প্রবল উন্মাদনার যে অফুরন্ত আনন্দ যে অনাবিল তৃষ্ণি - তার সত্তিই কোনো বিকল্প হয় না। আজও সেই সময় সেই মূহূর্তগুলো আমার কাছে বিকল্পহীন, সেই অভিজ্ঞতা সবচেয়ে দামি।

- প্রথম ন্যাশনাল এর পর কী ভাবে এগোচ্ছিলো জীবনটা?

➤ খুব smoothly আর perfectly উঠছিল কেরিয়ারের গ্রাফটা প্রথম National এর পর। দুর্ধর্ষ খেলছি, পারফরম্যান্স একেবারে পিক লেভেলে তখন। সবাই এক নামে চেনে তখন, সুন্দর একটা পরিচিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল শুধু নিজের রাজ্যে না অন্যান্য রাজ্যেও। National Team এর অন্যতম মেইন প্লেয়ার হয়ে উঠেছিলাম আমি। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে Best Player,

Best Attacker হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছি। একের পর এক National খেলছি আর টিমকে জয়ের খেতাব এনে দিচ্ছি।



স্পোর্টস্ এর জন্য অনেকটা সময় দিতে হলেও, খেলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাটাও সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যালেন্স করে চালিয়ে গেছি আর সেটা সম্ভব

হয়েছে আমার family সাপোর্টের জন্য। একটানা 7/8 মাস National camp করার পর 10/12 দিনের জন্য National খেলতে যাওয়া আর খেলে ফিরেই 12 দিন পর মাধ্যমিক 15 দিন পর

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

H.S পরীক্ষাও দিয়েছি। ফাস্ট ডিভিশনে এ লেটার মার্কস্ নিয়ে উত্তীর্ণও হয়েছি। খুবই কঠিন ছিল পড়াশোনা আর খেলাধূলা সমানভাবে বজায় রাখা। কারণ পড়াশোনার সময়টা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা কমে গিয়েছিল স্পোর্টসের জন্য অনেকটা সময় দিতে হত বলে। তবুও বাবা মা দাদার প্রতিনিয়ত support আর guidance আমার মনের মধ্যে প্রতি মূহূর্তে সাহস আর উৎসাহ জুগিয়েছিল কোনো পরিস্থিতিতেই থেমে না গিয়ে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার।

- হঠাৎ খেলার জীবনটা ছেড়ে দিলে কেন?

➤ সেবছর Junior National Team এর Captain ছিলাম আমি। 2009-এর ডিসেম্বর মাসে টিম গেল ভুবনেশ্বরে। KIIT ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে চলছিল টুর্নামেন্টটা। টিম ক্যাপ্টেন হিসাবে বিরাট দায়িত্ব ছিল টিম কে জেতানোর এবং চাপটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে গিয়েছিল অনেকটা। শরীর তখন আর শরীর নয়, মেশিনের মতন সকাল বিকাল সবটুকু ক্ষমতা নিকড়ে নেওয়া হচ্ছিল শরীর থেকে। গোটা টিমের পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল আর তার সাথে আমার নিজেরও। সুতরাং আমরা যে চ্যাম্পিয়ন হবোই সেই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিলাম। সেমিফানাল ম্যাচ চলছিল বেঙ্গল বনাম কর্ণাটক। দুটো সেট কর্ণাটক জিতেছে, দুটো সেট আমরা। ফাইনাল সেট মানে পঞ্চম সেট চলছে, আমরা 2/3 পয়েন্টে এগিয়েও আছি, হাড়দাহাড়ি লড়াই, কেউ কাউকে একচুলও জমি ছাড়ছে না, মাঠভর্তি দর্শকের চিংকারে-উল্লাসে গমগম করছে পুরো ক্যাম্পাস। এমন সময় আমার একটা অসাধারণ স্ম্যাশিং, আর নিজের টিমের জন্য আরেকটা মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমি পা ধরে মাটিতে লুটিয়ে পরে যন্ত্রনায় আচড়াচ্ছি। বাঁ হাঁটুর লিগামেন্টটা ছিঁড়ে গেছে তখন। সেই প্রবল উত্তেজনার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য সব স্থির হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। কোর্ট থেকে চাগিয়ে নিয়ে বাইরে এনে বসানো হলো। চোখের সামনে জেতা ম্যাচ হেরে যেতে দেখলাম সর্বহারার মতো। ম্যাচ শেষ হতেই অ্যাস্বলেন্স করে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সেই National থেকেই International Camp এর জন্য ডাক পেলাম অর্থাৎ প্রতিটা প্লেয়ারের জীবনের সব থেকে বড়ো স্বপ্ন যা হয় আরকি - দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। অনেকের মধ্যে থেকে সেই দারুণ সুযোগটা আমি অর্জন করেছিলাম। গুজরাটের গান্ধীনগরে ইন্ডিয়া টিমের ক্যাম্প হবে জানা গেল। আর ইন্ডিয়া টিম খেলতে যাবে Philippines এ। টিকিট ও কাটা হয়ে গিয়েছিল গুজরাটে গিয়ে ক্যাম্প জয়েন করব বলে। কিন্তু চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য আমার যে অনেক ফিসিওথেরাপি, অনেক ট্রিটমেন্টের পরেও পা সারলো না, জাম্প করতেই পারছিলাম না আমি। দিন রাত এক



করে উন্মাদের মতো স্ট্রেস্ট ট্রেনিং করে গেছি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। রিকভার করেছি, মাঠে নেমেছি, আবার চোট পেয়েছি, আবারও আরও বেশি সময় দিয়ে স্ট্রেস্ট ট্রেনিং করেছি, আবারও মাঠে নেমেছি, খেলেছি, আবারও চোট পেয়েছি। এভাবে বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছি কিন্তু হাল ছাড়িনি।

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ইস্টার্ন রেলওয়েতে জয়েনও করবো বলে প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছিলো, রেলওয়ে টিমের কোচ আবার সাথে কথাও বলে রেখেছে আমায় জয়েন করানোর ব্যাপারে যে ন্যাশনাল থেকে ফিরলে ট্রায়াল এর জন্য ডাকা হবে। কিন্তু পায়ে চোট নিয়ে চাকরির সেই ট্রায়ালেই নামতে পারলাম না। আবারও কেরিয়ারে বিরাট বড়ে একটা ধাক্কা। হাতছাড়া হয়ে গেল রেলে চাকরিটা। যে সুযোগ সবাই পায়না সেই সুযোগ পেয়েও যখন নিরপায়ের মতো হারাতে হয়, তার থেকে বেশি যন্ত্রণার বোধহয় আর কিছু নেই। একই বছরে একদিকে ইন্ডিয়া কে রিপ্রেসেন্ট করতে যেতে না পারা, অন্যদিকে রেলওয়ের চাকরির ট্রায়াল দিতে যেতে না পারা, একের পর এক স্বপ্ন গুলো ভেঙে যেতে দেখলাম। কেরিয়ারটা তচ্ছচ্ছ হয়ে গেল চোখের সামনে। কিছুই করার ছিলনা শুধু এই অপূরণীয় ক্ষতিটা দু চোখ ভরে দেখা ছাড়া।

কেরিয়ারের দুটো বছর চোট নিয়েই কেটে গেল, তারপর ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিলেন অপারেশন করার, অপারেশন সফলও হয়, তারপরেও একবছর লেগেছে পায়ের স্টেন্ট তৈরি করে মাঠে ফিরতে। ফিরেও এসেছি, আগের থেকে আরো ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছি এমন সময় এপেন্সিসাইটিস ধরা পড়লো। সেটার অপারেশন করার পর আবার বিশ্রাম নিয়ে মাঠে ফিরতে 7/8 মাস সময় লাগলো। এইভাবে কেরিয়ার এর সবচেয়ে মূল্যবান তিনটে বছর নষ্ট হয়ে গেল আর সুযোগ গুলোও কমতে শুরু করলো একে একে। আবারও নিজেকে গড়ে নেওয়ার চেষ্টায় প্রাণপাত করলাম। অনেকটা ভালো কিছু না হলেও, সামান্য ভালো কিছু হতে পারতো। সেই আশা নিয়েই লড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। একটা thigh injury ধরা পড়লো, ড্রিটমেন্টও চলছিল কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে আবার খেলতে পারবো কিনা। এভাবে বয়সটাও বেড়ে গেল আর ক্ষীণ আশাটুকুও রইলো না। খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আর সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হতো কারণ ভলিবল থেকে আমার আর কিছু পাওয়ার ছিলনা। সেই কঠিন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবেগের বশবর্তী না হয়ে বাস্তবটা মেনে নিয়ে 'খেলা ছেড়ে দেবার' সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিল আমায়।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା



- ଏରକମ ଏକଟା ଅବସ୍ଥା ଯେଥାନେ ତୋମାର ସାମନେ ଏକଟା ବଡ଼ ସ୍ଵପ୍ନ ଅର୍ଥଚ ତୋମାର ସେଇ ସମୟ ଏ ଦାଁଡିଯେ ଓଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର କୋନୋ ଅବସ୍ଥା ନେଇ । ସେଇ ସମୟେ କୀଭାବେ ନିଜେକେ ବୁଝିଯେଛୋ?
- ଏକଟା ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ଖାରାପ ଫେଜେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଯାଚିଲାମ । ନା ପାଓୟା ଏକରକମ, କିନ୍ତୁ ପେଯେ ହାରାନୋର ସନ୍ତ୍ରନା ଟା ଅନେକ ଅନେକ ତୀର୍ତ୍ତ । ଆମାର କାହେ ଅଭିଭିତାଟା ଛିଲ ପାହାଡ଼େର ଚୁଡ଼ା ଥେକେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହତେ ହତେ ମାଟିତେ ଆଛାଡ଼େ ପରାର ମତୋ । ଆମି ଜୀବନେର ସବଟୁକୁ ଉଜାର କରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଦିଯେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୁଳତା କାଟିଯେ ସୁରେ ଦାଁଢ଼ାନୋର, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟେର ପରିହାସେ ଜୀବନେର ମାନଚିତ୍ରିଟାଇ ପାଲଟେ ଗେଲ । ସେଇସମୟ ବାବା-ମା ଆର ଦାଦାର ଏତ ସାପୋର୍ଟ ପେଯେଛି, ଯେ ଭାବେ ଓଁରା ପ୍ରତି ମୂର୍ଖରେ ଆମାଯ ମୋଟିଭେଟ କରେଛେନ ଆମି କୋନୋରକମ ଫାସ୍ଟ୍ରେଶାନେର ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ତଲିଯେ ଯାଇନି । କଥନୋ ଡିପ୍ରେଶନ୍ ହୁଯେ ଭାବିନି ଯେ ଜୀବନଟା ବୁଝି ଶେଷ ହୁଯେ ଗେଲ ବା ଆର କିଛୁ ହବେନା ଆମାର, ନାହଁ ତା ଆମି କଷନୋ ଭାବିନି । ବରଂ ନିଜେକେ ବ୍ୟନ୍ତ ରେଖେଛିଲାମ ବିଭିନ୍ନ କାଜେର ମଧ୍ୟେ । ସବସମୟ ଏଟାଇ ଭେବେଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଭାଲୋ ସୁଯୋଗ ଆସବେ ବଲେଇ ହୟତୋ ଏହି ଚେନା ଟ୍ର୍ୟାକ ଟା ଛେଡ଼େ ଆସତେ ହଲ, କାରଣ ସବ ଭାଲୋର ସ୍ଵାଦ ତୋ ଆର ଏକସାଥେ ଉପଭୋଗ କରା ଯାଯ ନା ।

ଜୀବନେର ଅନ୍ୟ ଦିକଟାଓ ଯେ କତ ସୁନ୍ଦର ହତେ ପାରେ, ସେଟା ଦେଖାର ସୁଯୋଗହି ବା କତଜନ ପାଯ? ଆର ପ୍ରତିଟା ଅନ୍ଧକାରେର ଉଲ୍ଲୋଦିକେ ଆଲୋ ତୋ ଥାକତେଇ ହବେ ଆର ସେଇ ଆଲୋର ହଦିଶେର ଅପେକ୍ଷାତେଇ ଛିଲାମ ଆମି । ନା ପାଓୟା, ବ୍ୟର୍ଥତା ଏସବ ନିୟେ ବେଶି ମାଥା ନା ଘାମିଯେ ଯା ପେଯେଛି, ଯା ଆଛେ ଜୀବନେ ସେଗୁଲୋକେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେଛି, ସେଗୁଲୋ ନିୟେ ମେତେ ଥେକେଛି ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତେ । ଆମାଦେର ଜୟେଷ୍ଠ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଟା ସବ ସମୟ ଏକଟା ରିଫ୍ରେଶମେନ୍ଟେର ମତୋ କାଜ କରେଛେ, ହଇ-ଭଙ୍ଗାଡ଼େର ମାରୋ ଚରମ ବ୍ୟଥାଓ ଯେ କଥନ ମ୍ଲାନ ହୟେ ଗେଛେ ବୁଝାତେ ପାରିନି । ତବେ ଆମି ବରାବରଇ ପଜିଟିଭ ମାଇନ୍ଡେଡ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅପଟିମିସ୍ଟିକଓ, ତାଇ ସବଟା ହାସିମୁଖେ ଏକସେପ୍ଟ କରେଛିଲାମ, ପିଛନେର ଦିକେ ଆର ଫିରେ ନା ତାକିଯେ ଆବାର ହାଁଟତେ ଶୁରୁ କରେଛିଲାମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗନ୍ତେର ଖୋଁଜେ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- এরকম অবস্থায় কেউ পড়লে তাদের কী করা উচিত?
- এরকম সিচুয়েশনের সম্মুখীন কখনো না কখনো কোনো না কোনোভাবে হয়তো সকলকেই হতে হয়। এটাই জীবন। ক্রাইসিস আছে বলেই জীবনের প্রতি আমাদের এত মায়া আর বেঁচে থাকার এতও তাগিদ। নিজেদের জীবনের জন্য আমাদের যে পরিকল্পনাগুলো থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবন তার হিসেব মতো বিপরীত কিছু ভেবে রাখে আমাদের জন্য। সংঘর্ষটা সেখানেই হয়। আর তার সমাধান কখনোই পালিয়ে যাওয়া নয় বরং হাসিমুখে সবটা একসেপ্ট করলে তবেই মন হালকা হবে আর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে। জীবন অনেক সুযোগ দেয়, তাই কি পাইনি, কি হারিয়েছি বা কি হবে না সেগুলোর উপর ফোকাস না করে ওই পাওয়াগুলো হয়নি বলেই আজ যাকিছু পেয়েছি, যাকিছু আছে জীবনে আর যাকিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সবকিছুকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, ভালোবেসে যত্ন করে আগলে রাখতে হবে সেগুলোকে। পজিটিভ মাইন্ডেড লোকজনের সান্নিধ্যে থাকতে পারলে খুবই ভালো হয়, যাতে কোন নেগেটিভ ভাইঙ্গস না আসতে পারে এবং মোটিভেটেড থাকা যায় সবসময়। নিজেকে বিভিন্ন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে দুঃখ করার সময়টুকুও না পাওয়া যায়। আর একটা কথা বলবো মনের আনন্দটাই বড় কথা, তাই চোখ মেলে সেটা একটু খুঁজে নিতে হবে। খুব ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যেই বড় বড় আনন্দগুলো লুকিয়ে থাকে আর যখন সেগুলোর স্বাদ পেয়ে যাব একবার তখন নিজেকে আর বঞ্চিত বলে মনে হবে না, কোনো অন্ধকার গ্রাস করতে পারবে না। সেই আনন্দ সেই তৃষ্ণি সবকিছুর মধ্যেই থাকতে পারে, তাই একটা কিছু না পাওয়ার হতাশায় আরো অন্য যে দুর্ভ খুশি গুলো অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য, সেগুলো নষ্ট করবো কেন? আমি নিজে ভীষণই আস্তিক। সেক্ষেত্রে বলবো, ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে হবে যে তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভালো কিছু ভেবে রেখেছেন আমাদের জন্য যেটা আমাদের কল্পনারও অতীত। যা হচ্ছে যা হবে তার থেকে বেশি ভালো আমাদের জন্য আর কিছু হতে পারে না- এই বিশ্বাস এই ভাবনা নিয়ে চললে নিশ্চই এগিয়ে যেতে পারব আমরা।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- খেলা ছেড়ে পড়াশোনাতে সম্পূর্ণভাবে মন দিয়ে সেদিক দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়টার কথা যদি বলো ?
- পড়াশোনাতে কখনোই খুব একটা খারাপ ছিলাম না। সবসময় একটা কম্পিউটিউন মেন্টালিটি ছিল নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার, যা করেছি তার থেকে আরও ভালো করার। সুতরাং পড়াশোনার একটা ভীত ছিল, তাই পড়াশোনাটা নিয়ে নতুন করে এগোনোর কথা ভাবতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ইংলিশ অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তে ইংলিশে মাস্টার্স করার সুযোগ পাই। মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস-পারসন



হিসেবে এডমিশনও পাই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। পণ্ডিত বিশারদ অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে থেকে সাহিত্য সাধনার সুযোগ পাওয়াটাও আমার জন্য কম বড় ব্যাপার ছিল না। সাহিত্যের রস অমৃতের মতো যার স্বাদ নিতে নিতে আমার মনের আকাশের পরিষিটা অনেকটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। 2014 সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কে

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ন্যাশনাল লেভেল রিপ্রেজেন্ট করি মাস্টার্সের ফাস্ট ইয়ার চলাকালীন। বন্ধু বান্ধবদের সাথে কবিতা চর্চা শুরু হয়। খুবই আগ্রহের সঙ্গে তখন প্রচুর কবিতা লিখছি, কবিতা পাঠ করছি ইউনিভার্সিটি এর প্রোগ্রামে, ইউনিভার্সিটি এর বাইরেও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করছি, বেশ কিছু লিটিল ম্যাগাজিনেও আমার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনটা তখন কবিতার মতোই সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

তারপর মাস্টার্স কমপ্লিট করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই ফিল্ম এন্ড মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনার জন্য এন্ট্রাঙ্গ ক্লিয়ার করি। মিডিয়া হাউসে বেশকিছু ভালো কাজও করেছি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে যে সুন্দর চারটে বছর কাটিয়েছি সেই অভিজ্ঞতাও অবর্ণনীয়। কখনো গিটার নিয়ে গানের আসর, কখনো ক্যান্টিনে বসে তাস খেলা, ট্রুথ এন্ড ডেয়ার খেলা আর মূহূর্মূহু ভুরিভোজ, রাত আটটা / সাড়ে আটটা অবধি আড়তা মারা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে, ইউনিভার্সিটির অন্ধকার পুরনো বিল্ডিং গুলোয় ভূত খুঁজতে ঘাওয়া, সিনেমা চর্চা, কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টে প্রতিদিন গিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরা, কবিতা চর্চা, স্ক্রিপ্ট লিখে ডি঱েন্ট করে সেট রেডি করে সিনেমাটোগ্রাফি করে শর্ট ফিল্ম-ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাতে শেখা- এই সবকিছুর মধ্যে আবার সিনেমার মতোই সুন্দর লাগছিল জীবনটা।

- ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের বিষয় তোমার উপর্যুক্ত উপর্যুক্ত।
- খেলাধূলার জগতটা অন্যরকম। সেখানে আত্মার যে অপরিসীম আনন্দ ও তৃষ্ণি আছে, বীরত্বের যে বিরাট সম্মান ও স্বীকৃতি আছে, তা এক সাধারণ মানুষকে শারীরিক-মানসিক উভয় দিক থেকেই অসাধারণ করে তোলে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য এটুকুই বলব যে ভালোবেসে মন প্রাণ উজাড় করে প্রতিদিন নিয়ম করে প্র্যাকটিস টা চালিয়ে যেতে হবে আর ফিটনেস টা সবসময় বজায় রাখতে হবে। চোট আঘাত খেলাধূলার একটা অঙ্গ। চোট লাগলে সেটা ফেলে না রেখে তড়িঘড়ি তার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে সঠিক জায়গা থেকে। স্পোর্টস মেডিসিনের এডভাঞ্চমেন্টের দরুণ অনেক কঠিন চোট-আঘাতও সারিয়ে আবার খেলতে পারা

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

যায় এখন। ম্যাচ খেলার আগে ঠিকমতো স্ট্রেচিং, ওয়ার্ম-আপ এগুলো করতে হবে এবং ম্যাচের শেষে ফুলবড়ি রিল্যাক্স করতে হবে ভালো করে যাতে পেশিতে কোনোরকম টান না ধরে। তাছাড়া স্ট্রেস ফ্লেক্সিবিলিটি, এনডিওরেন্স - এই ট্রেনিং গুলো সঠিকভাবে নিয়মমাফিক করে যেতে হবে। তারপর তো নির্দিষ্ট স্পোর্টসের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ট্রেনিং থাকেই। যেকোনো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে হলেও খেলাধূলাটা চালিয়ে যেতে হবে। কোন পরিস্থিতিতেই খেলাধূলাটা বন্ধ হতে দিলে চলবে না। নিজের কৃতিত্ব দিয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করার স্বপ্ন দেখতে হবে আর সেই মহৎ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

- "Life goes on" এই কথাটা এতটাই বাস্তব যে সমস্ত রকম জীবনের না পাওয়া, দুঃখ, হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ কে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া যায়। এব্যাপারে তোমার মতামত কি?
- সময় আর জীবন কারোর জন্য কোন কিছুর জন্য থেমে থাকে না কথাটা খুবই সত্য। আমি তো বলব ভাগ্যিস থেমে থাকে না! সময়ের সাথে সাথে জীবনের সমীকরণগুলোও বদলাতে থাকে। তাই দুঃখ, হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ সবই ফ্যাকাশে ও নিষ্ঠেজ হয়ে যায়, কখনোবা ফুরিয়েও যায়। জীবনটা একেবারেই আনপ্রেডিষ্টেল। আমাদের জন্য আগামী দিনটায় কি যে অপেক্ষা করে আছে কিছুই জানা নেই। আরও একটা বাস্তব হল - জীবনে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যা কিছু পাই হারাবো বলেই পাই, আবার সেগুলো হারাই নতুন কিছু পাবো বলেই। তাই, এই মূহূর্তটা আমাদের সামনে যাকিছু নিয়ে উপস্থিত আছে তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয় দিয়ে আস্বাদন করতে হবে। বর্তমানকে দুহাত মেলে আলিঙ্গন করে বাঁচতে হবে অতীতের আক্ষেপ ও ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ভুলে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ନ୍ୟାଶନାଳସ:-

୧. ମିନି ନ୍ୟାଶନାଳ-୨୦୦୫, ତାମିଳନாடு
୨. ନ୍ୟାଶନାଳ ସ୍କୁଲ ଗେମସ- ୨୦୦୫, ହାରିଯାନା (ରାନାର-ଆପ)
୩. ସାବ-ଜୁନିୟର ନ୍ୟାଶନାଳ- ୨୦୦୭, କଳକାତା (ରାନାର-ଆପ)
୪. ସାବ-ଜୁନିୟର ନ୍ୟାଶନାଳ- ୨୦୦୭, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (ଉଇନାର), ବେସ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ ଆୟଟାକାର ଅଫ ଦା ନ୍ୟାଶନାଳ ।
୫. ଜୁନିୟର ନ୍ୟାଶନାଳ- ୨୦୦୯, କର୍ଣ୍ଣଟକ (ଫୋର୍ଥ ପଜିଶନ)
୬. ଜୁନିୟର ନ୍ୟାଶନାଳ- ୨୦୦୯, ଭୁବନେଶ୍ୱର , (ଫୋର୍ଥ ପଜିଶନ)
୭. ଅଲ ଇନ୍ଡିଆ ଇନ୍ଟାର-ଇଉନିଭାସିଟି ଟୁର୍ନାମେନ୍ଟ- ୨୦୧୪, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

🍁 নারী যে তার নাম 🍁  
দেবলীনা দলুই

একটা কানায় উঠল বেজে ভৰ্সনার সুর  
ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে আতসবাজি হয়ে  
জীবনের মানেটা বোঝার আগেই  
লড়াইটা হল শুরু !

দেওয়ার বেলায় পাল্লাভারী  
পাওয়ার বেলায় সে যে নারী  
কী আছে তার পাওয়ার ?

শৃণ্য হাতেই পূর্ণ করে  
সব চাহিদার ডালি  
সে-ই যে হল নারী !

ধৈর্য আর লজ্জা যখন  
তার শরীরের ভূষণ  
তখনও তার প্রাপ্তি কেবল  
নৃশংস বন্ধুরণ !



বিবন্দ, তাই নির্ভয়া আজ  
অবদানে তার পুষ্ট সমাজ  
অস্তিত্ব তার বিকল্পহীন  
সুন্দর তার নাম !

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# উৎসব

শ্রেমতী ডিজিটাল পন্থিতা

রংকরূপী তাদের তেজেই  
ঘৃণ্যের অবসান  
প্রকৃতির গন্তে সদা বিরাজমান  
নারীর বলিদান !

সবচেয়ে দামী এই জগতে তাই নারীর সম্মান  
স্পর্শ যে তার শান্তি আনে  
সে-ই যে মহাপ্রাণ !

নারী যে তার নাম  
নারী যে তার নাম ।।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# কলাপন্থ

(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

শ্রেপুর ডিজিটাল পন্থিতা

## দুর্গা পূজা অঞ্চলিক বিছু তোহু

Sreejita



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

শ্ৰী



শ্ৰী দক্ষ হজ যিনাশ্বে গোদীনিবেশটি পৱৰ্ত্তণে ।  
গোয়াগ্নে ভুবণলি , শ্ৰী শ্ৰী দুর্গাগ্নে নমঃ ॥

বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা ।

আমরা সকলেই প্রায় জানি দুর্গম নামক অসুরকে বধ করার জন্য মায়ের নাম হয় দুর্গা ।

দুর্গাপূজা আমাদের মনকে আনন্দিত করে তোলে । আজ আমরা জেনে নেবো বৈদিক হিসেবে কিভাবে দূর্গা পূজা হত আর তার মাহাত্ম্য কতটা ছিল বা আজও আছে । লোকমুখে আমরা অনেক কিছু শুনে থাকি দুর্গাপূজা বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা কিছু বিশেষ তথ্য তুলে দেবো আপনাদের কাছে । (কিছু ভুল ক্রটি হলে ক্ষমা করবেন কারণ এই তথ্যগুলো কোন বই থেকে নেওয়া নয় লোকমুখে শোনা কাহিনী ও তাদের বিশ্বাস কে তুলে ধরা হয়েছে ) ।

বৈদিক পুরান হিসেবে বৈদিক যুগে বৃহৎ-নান্দিকেশ্বর পুরান মতে পূজা হত । এখনো কিছু কিছু পুরনো বাড়িতে এই নিয়মটি পালন করা হয় । আরো দুটি পদ্ধতিও রয়েছে একটি কালিকাপুরাণউক্ত অন্যটি রঘুনন্দনশিরোমণি লিখিত । আমাদের বাংলাতে বেশিরভাগ রঘুনন্দনশিরোমণি লিখিত পদ্ধতিতে পূজো হয় ।

মা দুর্গার পূজো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তিথিতে হয়ে থাকে সারা বছর যেমন মহিষমদিনী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অম্বৃত্যা, গঙ্গেশ্বরী, কাত্যায়নী, ইত্যাদি পূজা হয় ।

চৈত্র মাসের ও আশ্বিন মাসের নবরত্নী চলা কালিন মহামায়ার যে নয়টি রূপের পূজো হয় সেইগুলি হলো - "কুম্ভাণ্ড, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, শৈলপুত্রী, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, ক্ষমদাতা আর সিদ্ধিদাত্রী" ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল প্রিন্ট

আশ্বিন মাসে আমরা যে দুর্গা পূজা করে থাকি সেই সময় অনেকেই এই নবরাত্রি ব্রত পালন করেন। কৃতিবাসী রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় রামচন্দ্রের 'অকাল বোধন'। আর এর পর থেকেই প্রচলন হয় আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজা।

## ঃ মাঘৰ বিবৰণ ঃ

মায়ের মাথায় জটা আছে এবং মায়ের মাথায় অর্ধ চন্দ্ৰ শোভা পাচ্ছে। মায়ের খুব সুন্দর তিনটি চোখ, পূর্ণ চন্দ্ৰের মত শোভা মায়ের রূপের। মায়ের গায়ের রং অতসী পুষ্প বর্ণের মত। নবযৌবনা কন্যার মতো মায়ের অঙ্গে সব রকম গহনা শোভা পাচ্ছে, মায়ের সুচারু দর্শন, স্তনভারে পৃথী আনতা। মহিষ বধ করার সময় মা ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্ম ডাটার মত মতন মস্তুন নিটোল দশ টি হাত, দক্ষিণ দিকের হস্তে উপর থেকে নিচের দিকে মা ক্রমশ ধরে আছেন - ত্রিশূল, খর্গ, চক্র, বান ও শক্তি। বাম হস্তে শঙ্খ, খেটক, ঘন্টা, অঙ্কুশ ও পাশ। অধ স্থানে দানব মহিষকে খর্গ নিপাতের দ্বারা দু টুকরো করলে মহিষাসুর নিজ মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। মা ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরের বুকে বিঁধে দেন, মা ভুকুটি কুটিল রূপ ধারণ করে মহিষাসুরকে নাগপাশ দ্বারা বেষ্টিত করেছেন, অসুরের চুলের মুঠি মায়ের হাতে, সিংহ এসে মহিষাসুরকে কামড়ে ধরেছে। মায়ের দক্ষিণ পদ সিংহের উপর স্থিত আর অপর পদ মহিষাসুরের বুকে। ক্ষণকালের জন্য মা বামহস্তের বুড়ো আঙুল দিয়ে মহিষাসুরকে চেপে ধরেছিলেন। উগ্রচন্দা, প্রচণ্ডা, চন্দ্ৰগ্রা, চন্দনায়িকা, চন্দা, চন্দ্ৰবতী, চন্দ্ৰলপা, চন্দিকা মায়ের এই অষ্ট শক্তি মাকে পরিবেষ্টিত করে আছেন। জগৎ ধারণ কারিনি মা মহামায়ার এই রূপ কেই চিন্তা করলে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) চতুরবর্গ ফল লাভ সম্ভব।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# শ্রীদুর্গাপূজা

(প্রথম বর্ষ - পুঁজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## △ চণ্ডী পাঞ্চের মাহাত্ম্য △

চণ্ডীর উৎপত্তি-ঃ এক রাজা ছিলেন যার নাম সুরথ। তিনি পৃথিবীর রাজা ছিলেন। তিনি সুশাসক ও সু যোদ্ধা ছিলেন। এক যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটে এবং সেই সুযোগে তার মন্ত্রী ও সভাসদ বৃন্দ সবাই মিলে চক্রান্ত করে রাজার ধন সম্পত্তি দখল নিয়ে নেয়। রাজা মনের বেদনা নিয়ে বনে চলে যান। সেই বনে মেধা নামক এক ঋষির আশ্রম ছিল। সেই ঋষি রাজাকে তার আশ্রমে সমাদরে আশ্রয় দেন। ঋষির সান্নিধ্যে থেকেও রাজার মন অশান্ত হয়ে থাকে। তিনি সর্বদাই তার রাজত্বের কথা, তার প্রজাদের কথা ভাবতে থাকেন, তার রাজত্ব কিভাবে চলছে ভালো-মন্দ এইসব নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এই সময় রাজার সাথে দেখা হয় 'সমাধি' নামক এক বৈশ্যের। সেই বৈশ্যের সকল ধনসম্পত্তি তার ছেলে ও স্ত্রী কেরে নেয়। সেই বৈশ্য মনের দুঃখে বনে চলে আসে। কিন্তু তিনিও তার পরিবারের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল কামনা করেই চলেন। এমতবস্তায় রাজাও বৈশ্যের দেখা ও কথাবার্তা হয়। তাদের এই একই অবস্থার কথা বুবাতে না পেরে মেধা ঋষির কাছে যান এবং তাদের মনের এই রূপ অবস্থার কথা জানায় এবং তাদের কি করনীয় তা জানতে চায় ?

মেধা ঋষি উত্তরে বলেন ..... সবই হচ্ছে মহামায়ার মায়ার প্রভাবে। সকল জীব মমতার বাঁধনে জড়িয়ে মোহ এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং সেটি হয়েছে মা মহামায়ার ইচ্ছাতেই ।

।। "তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতা" ।।

রাজা 'সুরথ' মেধা ঋষি কে মহামায়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন ঋষি তখন তাদের তিনটি গল্প বলেন এই তিনটি গল্পই "শ্রীশ্রী চণ্ডীর " মূল আলোচ্য বিষয় পরবর্তীকালে রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য দুজনে মহামায়ার তপস্যা করেন এবং কৃপা লাভ করে রাজা ও বৈশ্য দুজনেই তাদের হারানো বিষয় সম্পত্তি ফেরত পান এবং তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হন ।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী ,পশ্চিম বর্ধমান জেলার অস্তর্গত দুর্গাপুর এর কাছে অবস্থিত কাঁকসার গড় জঙ্গলে মহর্ষি মেধসাশ্রমএ বসন্ত কালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য প্রথম দেবী দুর্গার আরাধনার প্রচলন করেন ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ଏବଂ ଆଜୋ ପ୍ରତି ବଚର ଏହି ସ୍ଥାନେଓ ମହା ଧୂମଧାମେର ସାଥେ ସେଇ ପୁଜୋ ପ୍ରଚଲିତ ଆଛେ ।

ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ସୃଷ୍ଟି ଚଟ + ଈ = ଚନ୍ଦ୍ର

ଅର୍ଥାଏ ଦେବୀର ରଂଘରପ ।

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାନେର ୧୩ ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ନିଯେ ଚନ୍ଦ୍ରିର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ୧୩ ଟି ଅଧ୍ୟାୟେର ମଧ୍ୟେ ୭୦୦ ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଛେ । ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ହଲେନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚଯିତା ।

ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେର ସଥା ,୧...ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ୨...ରଂଘ ଚନ୍ଦ୍ର ଯା ଭଗବାନ ରଂଘର ମୁଖେ ନିସ୍ତ୍ରେ, ଏଟି କେଉ ସହଜେ ବ୍ୟବହାର ବା ପାଠ କରେନ ନା । (ରଂଘ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠେର ପ୍ରଚୁର ବିଧିନିଷେଧ ରଯେଛେ)

ଉତ୍ତମ ପାଠକ ନା ହଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ି ଉଚିତ ନଯ । ଏକଟି ଅଧ୍ୟାୟେର ଶେଷ ନା ହଲେ ପାଠ ଥାମାନୋ ଯାବେ ନା, ମନେ ମନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠ କରା ଯାବେନା ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠ କରତେ ହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗାନ କରେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ କରା ଯାବେନା ।

'କୁଳୀନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସଦାଚାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶାନ୍ତିକାଂତ, ନିର୍ଲୋଭ ଏମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ କରାର ଜନ୍ୟ ବରଣ କରା ଉଚିତ ।

ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ ଗାନ କରେ, ମାଥାଦୁଲିଯେ , ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରେ , ସ୍ଵହଞ୍ଚ ଲେଖା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠ, ଅର୍ଥ ନା ବୁଝୋ ଏବଂ ଗଲାର ସ୍ଵର କ୍ଷମିଣ ଏହି ଗୁଣଗୁଲି ଯାର ମଧ୍ୟେ ଥାକବେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ କରାନୋ ଯାବେ ନା । ରାତ୍ରିବେଳାଯ ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ ନିଷିଦ୍ଧ ।

**ଦେବୀ ମାହାତ୍ୟ:** ଦେବୀ ମାହାତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ନିଜେର ମୁଖେଇ ବଲେଛେ । ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ମାହାତ୍ୟ ପାଠ କରା ବା କାନେ ଶୋନା ଅବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଦୁର୍ଗାପୁଜୋ ପ୍ରଭୃତି ମହା ପୁଜାତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଲିକ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ ଅବଶ୍ୟକ କରା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତା ଯେନ ବିଧି ମେନେ ହ୍ୟ । ଚନ୍ଦ୍ରପାଠେ ପୁଜୋ ବା ଯେ ବିଶେଷ କାରଣେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଠ କରାନୋ ହେଚ୍ଛ ତାର ସକଳ କ୍ରତ୍ତି ଦୂର ହ୍ୟ । "ଧୂପ - ଦୀପ - ପାଦ୍ୟ - ଅର୍ଦ୍ୟ - ନୈବେଦ୍ୟ - ବନ୍ତ୍ର - ଉତ୍ତମ ମାନେର ପଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଚର ଯାବତ ପୁଜୋ କରଲେ ଦେବୀ ଯେ ପରିମାନ ପ୍ରିତ ହନ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଏକବାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠ କରଲେ

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ବା ଶୁନଲେ ଦେବୀ ସେଇ ଏକଇ ପରିମାନେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରେନ । ଚନ୍ଦୀ ପାଠେର ବା ଶ୍ରବଣେର ଫଳେ ମହାମାରୀ, ଦସ୍ୟ ଭୟ, ରାଜଭୟ, ବଞ୍ଚ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦୀ ପାଠେର ଫଳେ ଗ୍ରହେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ ଦେବୀ ଗନ ସୁପ୍ରମନ୍ତ ହନ । ଅତେବ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହ୍ୟ । ବୋନେର ମଧ୍ୟେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ବା ବନାନ୍ତି ବା ତୁଷାର ଦ୍ୱାରା ପରିବୃତ ହଲେ, ମହାସାଗରେ, ଅନନ୍ତ ସୋରେ, ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭୀତ ହଲେ ଇତ୍ୟାଦି ହହିତେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପେଯେ ଥାକେ । ଦେବୀ ଚନ୍ଦୀ କେ ଇରା ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁସୁମ୍ମା ନାରୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବଲେଓ ମନେ କରା ହ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦୀ ପାଠ ବା ଶ୍ରବଣ ଅବଶ୍ୟଇ ଅର୍ଥ ବୁଝେ କରା ଉଚିତ ।

ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଏହି ବିଧିର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଆଛେ । ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀକେ ବଲେଛେନ - ସାଧକ ଯଦି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତେ ସନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯପ କରେନ ଏହାଡ଼ାଓ ଦେବୀର ଆରାଧନା କାଳେ ଦେବୀ କବଚ, ଦେବୀର ସହସ୍ରନାମ, ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର, ଦେବୀ ଉପନିଷଦ ପାଠ କରଲେ ଦେବୀ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରେ ଥାକେନ ଏବଂ ଏର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନସ ପୂଜା (ମନ ଥେକେ ଯେ ପୁଜୋ କରା ହ୍ୟ) ଆବଶ୍ୟକ ।

ରତ୍ନ ଚନ୍ଦୀ ତେ ମହାଦେବ ଚନ୍ଦୀକେ ବଲେଛେନ - ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମଧୁକୈଟିବ, ମହିଷାସୁର, ଚନ୍ଦୁ-ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶୁନ୍ତ-ନିଶୁନ୍ତ ବଧ ରୂପ ତୋମାର ମାହାତ୍ୟ ପାଠ କରବେ ବା ଶୁନବେ ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ହବେ । ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନେର ଲାଭ ଛାଡ଼ାଓ ଦେବୀମାହାତ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳଲାଭେର ସାଧନ ସ୍ଵରୂପ । ବାରାହୀ ତତ୍ତ୍ଵ ଏହି ଦେବୀମାହାତ୍ୟ କେଇ ସକଳ ସ୍ତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର ବଲେ ମାନା ହ୍ୟ ॥

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦୀ ବହିଟିତେ ତିନଟି ଦେବୀକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଓଯା ହେଁବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହା ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀ ମାହାତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦୀ ଦେବୀ ସ୍ଵୟଂ ନିଜେର ମୁଖେଇ ବଲେଛେନ । ପୁଜୋ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ମାହାତ୍ୟ ପାଠ କରା ବା କାନେ ଶୋନା ଅବଶ୍ୟଇ କର୍ତ୍ତ୍ୟ । ଦୁର୍ଗାପୁଜୋ ପ୍ରଭୃତି ମହା ପୁଜାତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଲିକ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଚନ୍ଦୀପାଠ ଅବଶ୍ୟଇ କରା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତା ଯେନ ବିଧି ମେନେ ହ୍ୟ । ଚନ୍ଦୀପାଠେ ପୁଜୋ ବା ଯେ ବିଶେଷ କାରଣେ ଚନ୍ଦୀପାଠ କରାନୋ ହଚ୍ଛେ ତାର ସକଳ ତ୍ରଣ୍ଟି ଦୂର ହ୍ୟ । "ଧୂପ - ଦୀପ - ପାଦ୍ୟ - ଅର୍ଘ୍ୟ - ନୈବେଦ୍ୟ - ବନ୍ଦର - ଉତ୍ସମ ମାନେର ପଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଚର ଯାବତ ପୁଜୋ କରଲେ ଦେବୀ ଯେ ପରିମାନ ପ୍ରୀତ ହନ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଏକବାର ଚନ୍ଦୀ ପାଠ କରଲେ ବା ଶୁନଲେ ଦେବୀ ସେଇ ଏକଇ ପରିମାନେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରେନ । ଚନ୍ଦୀ ପାଠେର ବା ଶ୍ରବଣେର ଫଳେ ମହାମାରୀ, ଦସ୍ୟ ଭୟ, ରାଜଭୟ, ବଞ୍ଚ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦୀ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

পাঠের ফলে গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেব দেবী গন সুপ্রসন্ন হন। অতএব গ্রহ পীড়া দূর হয়। বোনের মধ্যে জন্ম দ্বারা বা বনান্নি বা তুষার দ্বারা পরিবৃত হলে, মহাসাগরে, অনন্ত ঘোরে, শক্র দ্বারা ভীত হলে ইত্যাদি হইতে প্রাণ রক্ষা পেয়ে থাকে। দেবী চন্তী কে ইরা পিঙ্গলা ও সুযুম্বা নারী এবং ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেও মনে করা হয়। শ্রী শ্রী চন্তী পাঠ বা শ্রবণ অবশ্যই অর্থ বুঝে করা উচিত।

পদ্মপুরাণেও এই বিধির উল্লেখ করা আছে। মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন - সাধক যদি একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণ শৃঙ্খল যপ করেন এছাড়াও দেবীর আরাধনা কালে দেবী কবচ, দেবীর সহস্রনাম, দেবী সুক্ত, দেবী উপনিষদ পাঠ করলে দেবী বিশেষ প্রীতি লাভ করে থাকেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মানস পূজা (মন থেকে যে পূজো করা হয়) আবশ্যিক।

রূপ্ত্ব চন্তী তে মহাদেব চন্তীকে বলেছেন - যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক মধুকৈটব, মহিষাসুর, চন্দ-মুন্দ ও শুভ-নিশ্চুভ বধ রূপ তোমার মাহাত্ম্য পাঠ করবে বা শুনবে তার পাপ ক্ষয় হবে। এবং তত্ত্ব জ্ঞানের লাভ ছাড়াও দেবীমাহাত্ম্য চতুর্বর্গ ফললাভের সাধন স্বরূপ। বারাহী তত্ত্বে এই দেবীমাহাত্ম্য কেই সকল স্তবের শ্রেষ্ঠ স্তব বলে মানা হয়।।

শ্রীশ্রীচন্তী বইটিতে তিনটি দেবীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহা সরস্বতী।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# শ্রীদুর্গাপূজা

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## দুর্গা পূজায় সময় পূজিত দুর্গা মাতৃর ওন্ন্যন্য রূপ

১. নবদ্বীপের ভট্টাচার্যবাড়ি জমিদার পরিবার। দেবী মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রী শ্রী চন্তী দেবী স্বয়ং নিজের মুখেই বলেছেন। পূজা মহোৎসব উপলক্ষে আমাদের সমস্ত দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করা বা কানে শোনা অবশ্যই কর্তব্য। দুর্গাপূজো প্রভৃতি মহা পূজাতে এবং বিভিন্ন প্রকার মানসিক অনুষ্ঠানে চণ্ডীপাঠ অবশ্যই করা উচিত কিন্তু তা যেন বিধি মেনে হয়। চণ্ডীপাঠে পূজো বা যে বিশেষ কারণে চণ্ডীপাঠ করানো হচ্ছে তার সকল ক্রটি দূর হয়। "ধূপ - দীপ - পাদ্য - অর্ঘ্য - নৈবেদ্য - বন্ত্র - উত্তম মানের পশ্চ ইত্যাদি দ্বারা এক বছর যাবত পূজো করলে দেবী যে পরিমান প্রীত হন শুধুমাত্র একবার চন্তী পাঠ করলে বা শুনলে দেবী সেই একই পরিমাণে প্রীতি লাভ করেন। চন্তী পাঠের বা শ্রবণের ফলে মহামারী, দস্যুর ভয়, রাজত্ব, বন্ধু বিচ্ছেদ, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সমস্যা দূর হয় এবং চন্তী পাঠের ফলে গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেব দেবী গন সুপ্রসন্ন হন। অতএব গ্রহ পীড়া দূর হয়। বোনের মধ্যে জন্ম দ্বারা বা বনানী বা তুষার দ্বারা পরিবৃত হলে, মহাসাগরে, অনন্ত ঘোরে, শক্ত দ্বারা ভীত হলে ইত্যাদি হইতে প্রাণ রক্ষা পেয়ে থাকে। দেবী চন্তী কে ইরা পিঙ্গলা ও সুষুম্মা নারী এবং ক্রেতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেও মনে করা হয় শ্রী শ্রী চন্তী পাঠ বা শ্রবণ অবশ্যই অর্থ বুঝে করা উচিত।

পদ্মপুরাণেও এই বিধির উল্লেখ করা আছে। মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন - সাধক যদি একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণ শুভ্যতি যপ করেন এছাড়াও দেবীর আরাধনা কালে দেবী কবচ, দেবীর সহস্রনাম, দেবী সুক্ত, দেবী উপনিষদ পাঠ করলে দেবী বিশেষ প্রীতি লাভ করে থাকেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মানস পূজা (মন থেকে যে পূজো করা হয়) আবশ্যিক।

রূপ্ত্ব চন্তী তে মহাদেব চন্তীকে বলেছেন - যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক মধুকৈটব, মহিষাসুর, চন্তু-মুন্ত ও শুন্ত-নিশুন্ত বধ রূপ তোমার মাহাত্ম্য পাঠ করবে বা শুনবে তার পাপ ক্ষয় হবে। এবং তত্ত্ব জ্ঞানের লাভ ছাড়াও দেবীমাহাত্ম্য চতুর্বর্গ ফললাভের সাধন স্বরূপ। বারাহী তত্ত্বে এই দেবীমাহাত্ম্য কেই সকল স্তবের শ্রেষ্ঠ স্তব বলে মানা হয়।।





# ଉତ୍ସବମ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବହିଟିତେ ତିନଟି ଦେବୀକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଓଯା ହେଁଛେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହା ସରସ୍ଵତୀ ।

୨. ଏହି ଯେମନ ଉତ୍ସର ୨୪ ପରଗନାର ଧାନ୍ୟକୁଡ଼ିଯାର ସାହୁ-ଦେବ ବାଡ଼ିର ଦୁର୍ଗାପୁଜୋ । ସାହୁରା ଜମିଦାର ଛିଲେନ । ଓନ୍ଦେର ବାଡ଼ିର ପୁଜୋତେ ସିଂହର ମୁଖ ଥେକେ ଏକଟା ଛେଟ୍ଟ ଶାଡ଼ିର ଆଁଚଲେର ଅଂଶ ବେର ହେଁ ଥାକେ । କେନ ? ପରିବାରେର ଲୋକରା ବଲେନ, ବହୁ ବଚର ଆଗେ ଏହି ବାଡ଼ିର ଏକ ବଟ୍ଟ ଏଲୋଚୁଲେ ସଞ୍ଚେର ସମୟ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଛିଲେନ । ତାରପର ଥେକେ ବଟ୍ଟଟିକେ ଆର ଖୁଁଜେ ପାଓଯା ଯାଇନି । ପରେର ଦିନ ଦେଖା ଯାଇ, ବଟ୍ଟଟିର ଶାଡ଼ିର ଆଁଚଲେର କିଛୁଟା ଅଂଶ ସିଂହର ମୁଖ ଥେକେ ବେରିଯେ ଆଛେ । ସବାଇ ତଥନ ମନେ କରେନ, ସିଂହଟିଟି ବଟ୍ଟଟିକେ ଗ୍ରାସ କରେଛେ । ଆଜଓ ଏହି ପୁଜୋତେ ବାଡ଼ିର ବଟ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକଟି ସମୟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକଟି ପୋଶାକେ ଦଲବେଁଧେ ସେଜେ ମନ୍ଦିରେର ଭିତରେ ଘୋରା- ଫେରା କରେନ । ହୁଗଲି ଅଞ୍ଚଳେର ଏକଟି ଦୁର୍ଗା ପୁଜୋ ଆଛେ, ସେଥାନେ ତୋ ଆର ଏକ କାଣ୍ଡ । ଏଥାନେ ଥାମେର ଲୋକେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚର ପୁଜୋ କରାର ସୁଯୋଗ ପାନ ନା । କାରଣ, ମା ସବ ବଚର ଆସେନ ନା ତାଁଦେର କାହେ । ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁକୁରେ ଦଶମୀତେ ମା- କେ ବିସର୍ଜନ ଦେଓଯା ହୁଏ । ଏରପର ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା! ଓହିଦିନ ପୁକୁରେର ଜଳେ ମାୟେର କାଠାମୋ ଭେସେ ଓଠେ । କିନ୍ତୁ ସବ ବଚର କାଠାମୋ ଭେସେ ଓଠେ ନା । ଯେ-ବଚର ଭାସେ ନା, ସେ ବଚର ଓଥାନେ ପୁଜୋ ହୁଏ ନା । ସ୍ଥାନୀୟରା ମନେ କରେନ, ମା ନା ଆସା ମାନେଇ ପୃଥିବୀତେ କିଛୁ ନା କିଛୁ ଅଦ୍ଦଟନ ଘଟିବେଇ ।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল প্রিন্ট



৩. আবার পুরুলিয়ার গড় জয়পুরে জঙ্গলের ভিতরে একটা দুর্গাপুজো হয়। এই পুজোটা রাজা জয় সিংহের পুজো। রাজা ওরঙ্গজেবের অত্যাচারে জয়সিংহ পুরুলিয়ার গড় জয়পুরে পালিয়ে এসে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। তখন ওখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে রাজার যুদ্ধ বাধে। জয় সিংহের একটা খড়া ছিল। সেই খড়া দিয়ে যুদ্ধ করেই রাজা যুদ্ধে জেতেন। এখনও গড় জয়পুরে দুর্গা পুজোর সময় রাজার খড়াটারও পুজো হয়। রাজার আমলের একটা ছোট সোনার দুর্গা মূর্তি এখনও রয়েছে। সেই মূর্তিকেই পুজো করা হয়। তবে, দুর্গা সারা বছর থাকেন ব্যাক্সের লকারে। পুজোর সময় তাঁকে বের করা হয়। এই পুরুলিয়াতেই চক বাজারে একটা সর্বজনীন দুর্গা উৎসব হয়। সেখানে দেবীকে রাখা হয় একটা বেদীর উপর। প্যান্ডেলের মাথার দিকটা খোলা থাকে। সন্ধি পুজোর সময় বেদিতে প্রচুর সিঁদুর রাখা হয়, তারউপর দেবীর পায়ের ছাপ পড়ে, আর তারপরই শুরু হয় পুজো।

৪. ওদিকে বর্ধমানের পানাগড়ের বিরুণতিহা গ্রামের পুজো কেন্দ্র করেও এক অভ্যন্তরীণ গল্প শোনা যায়। জমিদার বাড়ির পুজো অথচ এই বাড়ির সকলে থাকেন মাটির বাড়িতে। মাকেও মাটির বাড়িতে রেখেই পুজো করা হয়। তাঁরা কিন্তু যথেষ্ট স্বচ্ছল! তাহলে মাটির বাড়িতে থাকেন কেন? শোনা যায়, এই বংশের লোকেরা যতবার পাকা বাড়ি করতে গিয়েছেন, ততবারই এই পরিবারের কেউ না কেউ মারা গিয়েছেন। তারপর থেকেই তাঁদের বিশ্বাস, পাকা বাড়িতে থাকলেই কোনও না কোনও অঘটন ঘটবে।

৫. বীরভূমের হেতমপুরের রাজবাড়িতে আবার রাজা দুর্গাপুজো করতেন না। নায়েবদের দিয়ে করাতেন। কারণ, রাজা শক্তির উপাসক ছিলেন না। গ্রামের লোকের আনন্দের জন্য নায়েবদের পরিবারকে দিয়েছিলেন পুজোর ভার। এই বাড়িরই ছাদের একটি অংশে সত্যজিৎ রায় 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর কিছুটা অংশ শৃঙ্খল করেছিলেন। বংশ পরম্পরায় এখনও এখানে নায়েবরাই পুজো করে আসছেন। ঝাড়গ্রাম ও চিলকিগড়ের রাজবাড়ির মাঝখানে গড়ের ভিতরও একটা পুজো হয়। ওই রাজারা রাজস্থান থেকে এসেছিলেন। দুই রাজবাড়ির মধ্যে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা ছিল। বলা হয়, রাজস্থান থেকে আসার সময় দুর্গা মা ওঁদের পিছনে পিছনে আসছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, পিছনে তাকালে আমি আর যাব না। ডলু নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ ওঁরা পিছনে তাকিয়ে ফেলেন। ব্যস, মা ওই গড়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই থেকে ওই দুই রাজবাড়ির পুজো চিলকিগড়েই হয়। এখানে নবমীর দিন মহিষ বলি হয়, ছৌ নাচে গমগম করে গোটা গড়।





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পত্রিকা

৬. মুর্সিদাবাদের সোনারলি রাজবাড়ির আজ দৈন দশা! তবে, একসময়ে এই বাড়ির পুজোও ছিল খুব বিখ্যাত। রাজবাড়িতে একটি পুকুর আছে। অনেক মাছ সেখানে কিলবিল করে। প্রত্যেকতা মাছের আলাদা আলাদা নাম। মনক্ষমনা পূর্ণ হলে লোকে ওই পুকুরে বিভিন্ন নামে মাছ ছাড়েন। তারপর, এক বছর বাদে এসেও যদি খাবার দিয়ে মাছটাকে নাম ধরে ডাকা হয়, মাছটা লাফ দিয়ে উঠে এসে হাত থেকে খাবার খেয়ে যায়। কোচবিহার অঞ্চলে আবার আরেক অবাক কাণ্ড! দুর্গাকে বিসর্জনের আগে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়।



## বিজ্ঞু জ্যোতির বাড়ির পুরনো পুজো

হাওড়া শিবপুরের মেজ ভট্টাচার্যীর বাড়ির পুজো :

১৭০৮ সাল থেকে এই দুর্গাপূজা শুরু হয়। বলা যেতে পারে ৩১২ বছর পুরনো এই পুজো। রঘুনন্দনশীরোমনি এই পুজো শুরু করেন। পঞ্চমীর দিন বেলতলায় কলাপাতায় করে নাড়ু ভোগ দিয়ে পুজোর সূচনা হয়। এই পূজা হয় তত্ত্ব মতে, পঞ্চমুন্ডির আসনে অধিষ্ঠিতা থাকেন দেবী। দেবীর বাহন ঘটক মুখ্যসিংহ যার নাম কেশরি। এই বাড়িতে নবপত্রিকা স্নান হয় ঠাকুরদালানেই। দেবী এইখানে বাড়ির কন্যা রূপে পুজিতা হন। এই বাড়ির কলা বউ থাকে কার্তিকের দিকে। প্রতিমার চালচিত্ত তে দেবীর দুই দিকে দুইটি কুলুঙ্গির মতো খোপ থাকে এবং একটি খোপে শ্রী রামচন্দ্র আর অন্যটিতে থাকেন মহাদেব। এই পুজোর ভোগেও বিভিন্ন বৈচিত্র থাকে। এক রকম বিশেষ ডাঁটা দিয়ে এক বিশেষ পদ রাখা হয়। এছাড়াও থাকে খোর, মোচা ইত্যাদি নানা রকম

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পত্রিকা

সবজি। এই বাড়ির সন্ধিপুজো করার সময় যে ধরনের ভোগ মাকে দেওয়া হয় তার আকৃতি বিশেষ চমকদার অর্থাৎ আকারে বড়, উৎকৃষ্ট মান ও পরিমাণেও অধিক। একটি নারুর আকার প্রায় বলের মতন আর দেওয়া হয় গোটা ফল, লুচি যাবতীয় যা মাকে ভোগ দেওয়া হয় সেগুলির আকার বড় মাপের হয় এবং যেসব ফল-মূল আসে বাজার থেকে সেগুলিকে ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে মাকে ভোগ অর্পণ করা হয়। নবমীর দিন এই খানে ফল বলির প্রচলন আছে, বলির পর কাদামাটি বলে একটি অনুষ্ঠান হয়। বলির পর ওই বলির মাটি নিয়ে বাড়ির সব ছেলেরা গায়ে, মাথায় মাথার পর মিষ্টি মুখ করে। দশমী তে বেরাঞ্জলি বলে আর একটি বিশেষ নিয়ম আছে, এটি হলো ঠাকুরের সুতো কাটা বা বিসর্জন এর আগে বাড়ির সকল সদস্যরা মায়ের প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ ও মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে অঙ্গলি দেয়। আর নিরঞ্জনের জন্য প্রতিমা যাই দোলায় চড়ে।

## শোভাবাজার রাজবাড়ী :

রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়ির পুজোয় সিঁদুরখেলা হয় না, কুমারী পুজোও হয় না।

রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুই সন্তান। প্রথম সন্তান গোপীমোহন ছিলেন দত্তকপুত্র। পরে তাঁর নিজের সন্তান রাজকৃষ্ণ দেবের জন্ম। রাজকৃষ্ণের জন্মের পরে নবকৃষ্ণ দেব গোপীমোহনকে দেন শোভাবাজারের বাঘওলা বাড়িটি। আর রাজকৃষ্ণের জন্য পাশেই আর একটি প্রাসাদ তৈরি করেন”, বলেন পদ্মনাভ, ”বাঘওলা বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরে। আর রাজকৃষ্ণ দেবের প্রাসাদে ১৭৯০ সালে পুজো শুরু হয়। আমি ওই বাড়িরই জামাই। এবছর ওই পুজো ২২৯ বছরে পড়ল।” শোভাবাজার রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে প্রতিমাকে কন্যা রূপে পুজো করা হয়। তাই এই বাড়িতে কুমারী পুজো হয় না। আর ঠাকুর বিসর্জনের আগে প্রতিমার কনকাঞ্জলির প্রথা রয়েছে। পদ্মনাভ জানালেন, ”ঠাকুরবরণের সময় বাড়ির কোনও বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা প্রতিমার পিছনে দাঁড়ান। আর প্রতিমার হয়ে পুরোহিত কনকাঞ্জলি দেন তাঁর ঝুলিতে। এই বাড়িতে সিঁদুরখেলারও পাট নেই।”

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পত্রিকা

এই বাড়ির প্রতিমা বৎসরম্পরায় বানানো হয় এবং পুরোহিতও বৎসরম্পরাতেই পুজো করেন। বেশিরভাগ বনেদী বাড়ির মতোই এবাড়িতেও রথের দিনে কাঠামোতে মাটি পড়ে। সপ্তমীতে সোনার ছাতা করে কলাবউকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হতো একটা সময়। এখনও এই বাড়ির কলাবউ স্নান কলকাতার বাঙালির কাছে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। আগে রূপোর রাংতা দিয়ে তৈরি হতো দেবীর পোশাক। আর সিংহকে পুরোপুরি রূপোর পাতে মুড়ে দেওয়া হতো। প্রতিমার এই সাজ আসত জার্মানি থেকে, আর যেহেতু ডাক মারফত আসত, সেই কারণেই ডাকের সাজ নামকরণ। এই প্রতিমার চালচিত্রের সামনে চিকের মতো একটি পর্দার মতো ঝোলানো হয়, যাকে বলা হয় জগজগা। যে সময়ে এই পুজো শুরু, সেই সময়ের রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে বাড়ির মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে আসতেন না। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশ নিলেও, তাঁদের একটি বিশেষ অংশে রেখে, চিক ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, যাতে আড়াল হয়। এই বাড়িতে যেহেতু প্রতিমাকে কন্যা রূপে পুজো করা হয়, তাই তাঁর সামনেও একটি আড়ালের ব্যবস্থা। চকচকে একটি পর্দার মতো জিনিস, সেখান থেকেই জগজগা নামটি এসেছে”।

## পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বাড়ির পুজো:

গ্রাম্যবাহী বনেদী বাড়ির মধ্যে অন্যতম একটি পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বাড়ির পুজো বিধান সরণীতে ঠন্ঠনিয়া কালীমন্দির-এর থেকে সামান্য দুরত্বেই বিদ্যাসাগর কলেজ, সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বেই রয়েছে জমিদার ঘোষের বাড়ি। আনুমানিক ১৭৮৪ সালে তৈরি হয় এই বাড়িটি। ১৮৪৬ সাল নাগাদ খেলাংচন্দ ঘোষ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। গ্রাম্যময় এই বাড়িতে এসেছিলেন, গান্ধীজি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন ব্যক্তিত্বরা।

রূপোলি ডাকের সাজে মহিষাসুরমর্দিনী পূজিত হন এই জমিদার বাড়িতে। রূপোলি তবকে মোড়া সিংহাসনে বসানো হয় মা-কে। এই বাড়ির পুজোতে সিংহের বদলে থাকে ঘোটক সিংহ। মা-কে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় লুচি, মিষ্টি সঙ্গে থাকে চিনির মঠ। এই পুজোতে দশমীতে মা-কে বিদায় দেওয়ার সময় ওড়ানো হত নীলকণ্ঠ পাখি, যা বর্তমানে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এই বৎসরের অষ্টম প্রজন্ম বসবাস করছেন এই বাড়িতে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষুড়িজিটাল পন্থিতা

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে এই জমিদার বাড়িতে শুরু হয় মা দুর্গার বোধন। কালিকাপুরাণ পুথিমতে নবম্যাদিকল্প অনুযায়ী পুজোর রীতি পালন করা হয় এখানে। ষষ্ঠীর দিন হয় মায়ের অধিবাস। সপ্তমী থেকে দশমী অবধি মঙ্গল আরতি হয় ভোর চারটে থেকে। এই জমিদার বাড়ির দুর্গা মায়ের অস্ত্র এবং চাঁদমালা রূপের তৈরি। ভোগ হিসেবে মা-কে দেওয়া হয় বাড়ির তৈরি নাড়ু এবং দরবেশ। সেই সঙ্গে থাকে ফল এবং মিষ্ঠান। বিসর্জনের আগে মায়ের মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে তারপর ভাসান দেওয়া হয় গঙ্গায়।

~ সমাপ্ত ~



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଡକ୍ଟ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

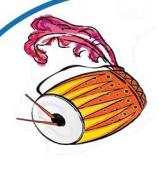
## ମଧ୍ୟସୁଗେର ତେଜପ୍ରିଣୀ ରାଣୀ ରୀଯୁଦୟାଧିନୀ ଭବଶକ୍ତରୀ

~ସନ୍ଦିପ ଘାସ

ଗଲ୍ଲ କଥା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ନୟ । ନୟ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ । ଏଟା ବାସ୍ତବ । ଇତିହାସ ଯାର ସାକ୍ଷୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଓଡ଼ା ଜେଳାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶେ ଦାମୋଦରେର ତୀରେ ଆମତା, ଉଦୟନାରାୟଣପୁର, ପେଂଡୋ, ବସନ୍ତପୁର ଏବଂ ଭଗଲୀ, ବର୍ଧମାନ ଓ ଦୁଇ ମେଦିନୀପୁରେର ବେଶ ଖାନିକଟା ଅଂଶ ନିୟେ ଶଶାଙ୍କେର ସମସାମ୍ୟିକ ସମୟେ ଗଡ଼େ ଉଠେଛିଲ 'ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠ' ବା 'ଭୂରସୂଟ' ରାଜ୍ୟ । ଯଦିଓ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳେର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓଯା ଗେଲ ଏଖାନକାର ଭୂମିପୁତ୍ର ବିକ୍ରମଶୀଳା ମହାବିହାରେର ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟେର ୧୯୧୩୩ାବେ ଲେଖା 'ନ୍ୟାୟ କନ୍ଦଳୀ' ଗ୍ରହେ । ଆନୁମାନିକ ହାଜାର ବଚରେର ଅଧିକ ସମୟ ଧରେ ଏହି ଜନପଦ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଂକ୍ଷତି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଯ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେଛି । ଏହି ଜନପଦେର ଏକସମୟ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରଲେନ ରାଣୀ ଭବଶକ୍ତରୀ । ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ନାବାଲକ ପୁତ୍ରେର ହାତେ ସିଂହାସନ ତୁଲେ ନା ଦିଯେ ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିଶ ବଚର ରାଜତ୍ୱ କରେନ । ରାଣୀର ଜୀବନ ଓ ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଣିଲେ ଅବାକ ହତେ ହ୍ୟ, ସତି ବଲତେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ କଷ୍ଟ ହ୍ୟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଓଡ଼ାର ଉଦୟନାରାୟଣପୁର ଏଲାକାଟିର ନାମ ସକଳେଇ ଶୁଣେଛେ । ଭୂରସୂଟ ରାଜ ଉଦୟନାରାୟଣପୁରେର ନାମେ ଏଟିର ନାମକରଣ । ଅତି ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ନାମେ ଓଖାନେ ଏକଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ କରା ହଲ । ଆନୁମାନିକ ୧୫୭୬ ଖ୍ୟାତାବେ ଭୂରସୂଟେର ରାଜା ହନ ଉଦୟନାରାୟଣପୁରେର ପ୍ରପୋତ୍ର ରଙ୍ଗନାରାୟଣ । ରଙ୍ଗନାରାୟଣେର ରାଜ ଅଭିଷେକକାଳେ ରାଜ୍ୟେର ବେଶର ଭାଗ ଏଲାକାଇ ଛିଲ ଶାପଦ ଓ ଜଳ ଜଙ୍ଗଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତିନି ଜଙ୍ଗଳ ପରିଷ୍କାର କରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସତିର ଉପଯୋଗୀ କରେ ଗଡ଼େ ତୋଲେନ । ଏହି ରାଜା ଛିଲେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଓ କୃତ୍ତିମତିତେ ଅତିଶ୍ୟ ଦକ୍ଷ । ତାଁର ଆମଲେଇ ଏହି ରାଜ୍ୟେର ଅଧୀନେ ଆସେ ହାଓଡ଼ା, ଭଗଲୀ, ବର୍ଧମାନେର ବେଶ କିଛୁ ଅଂଶ । ତମଳୁକ, ଆମତା, ଉଲୁବେଡ଼ିଆ, ଖାନାକୁଳ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳେ ସେନା ଛାଉନି ସ୍ଥାପନ କରେ ରାଜ୍ୟକେ ବର୍ହିଶକ୍ରର ହାତ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେନ । ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଜକାଜ, ଯୁଦ୍ଧବିଗ୍ରହେ କ୍ଳାନ୍ତ ରାଜାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନା ଥାକାଯ ଜୀବନେ ଶାନ୍ତି ଛିଲ ନା । ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରାଜଗୁରୁ ହରିଦେବ ଭଙ୍ଗନାରାୟଣେର ଉପଦେଶ ମେନେ ଆମତାର କାହେ କାଷ୍ଟସାଙ୍ଗଡ଼ାଯ ଏକଟି ଶିବମନ୍ଦିର ତୈରୀ କରେ ନିୟମିତ ଯେତେନ ପୁଜାର୍ଚନା କରତେ । ଗୁରୁଦେବ ତାକେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ବିବାହ କରତେ ଉପଦେଶ ଦେନ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্য)

ষূড় ডিজিটাল প্রিন্টা

একদিন রাজা রূদ্রনারায়ণ নৌকায়োগে মন্দিরে যাবার সময় দেখেন এক সদ্য যৌবনাপ্রাণা নারী শ্বাপদ সঙ্কল বনের মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে এক বুনো মহিষের সঙ্গে লড়াই করছে। রাজা উভয়ের লড়াই দেখতে লাগলেন আড়াল থেকে। সুন্দরী যুবতীর হাতে হিংস্র মহিষের মৃত্যু দেখে ভাবলেন - আমার রাজত্বে কে এই সুন্দরী যোদ্ধা নারী? মন্দিরে গিয়ে খোঁজ করলে জানতে পারলেন এই নারী তাঁর অধীনস্থ পেঁড়ো গড়ের জায়গীরদার ও সহস্র সেনার অধিনায়ক বীর যোদ্ধা দীননাথ চৌধুরীর কন্যা ভবানী। ভবানী ছোটবেলায় মাতৃহারা। পিতার কাছেই ছোটবেলা থেকে যুদ্ধবিদ্যা, কৃটনীতি, সমাজনীতি শিখে সে বড় হয়েছে। গড় ভবানীপুরের প্রাসাদে পৌঁছে সেনানায়ক দীননাথ চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। দীননাথ এলে রাজগুরু তাকে তার কন্যা ভবানীর সঙ্গে রাজার বিবাহের প্রস্তাব দেন। ভবানী এই প্রস্তাব শুনে বলেন তিনি রাজাকে বিয়ে করতে রাজী, তবে একটা শর্ত আছে। কী সেই শর্ত? রাজাকে তার সঙ্গে অসি যুদ্ধে মুখোমুখি হতে হবে। রাজা জিতলে তবেই তিনি বিবাহ করবেন। রাজা রূদ্রনারায়ণ কোন নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী নন। তখন ভবানী রাজবলহাটে রাজবলভী দেবীর কাছে রাজাকে এক কোপে যথাক্রমে একজোড়া মহিষ ও একটি মেষ বলির দ্বিতীয় শর্ত দেন। এই শর্তে রাজী হয়ে রাজা রূদ্রনারায়ণ নির্দিষ্ট দিনে রাজগুরুর মন্ত্রপুতঃ তরবারির সাহায্যে উপরোক্ত বলি দিলেন এবং ভবানী রাজাকে পতি হিসেবে মেনে নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। রাণীর নতুন নাম হল ভবশক্রী। রাজ্য চালনায় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে, সেনাবাহিনী ও সেনাছাউনি পরিদর্শন করে রাজাকে সাহায্য করতে লাগলেন। সুখে শান্তিতে দিন অতিবাহিত হতে লাগল রাণীর। রাণীর কোল আলো করে এল রাজপুত্র প্রতাপনারায়ণ। রাজ্যের উত্তরসূরী নিশ্চিত জেনে রাজা আনন্দে আত্মহারা হলেন। প্রতাপনারায়ণের পাঁচ বছর বয়সে রাজা রূদ্রনারায়ণের মৃত্যু হল। রাজার মৃত্যুতে পতিপ্রাণ রাণী সহমরণে উদ্যত হলে রাজগুরু হরিদেব তাঁকে এ থেকে নিবৃত্ত করে রাজ্যের মঙ্গলকামনায় নাবালক পুত্রের বদলে ভবশক্রীকে রাজ্যভার নেবার আদেশ করলেন। রাজগুরুর পরামর্শে, রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতির ওপর নির্ভর করে রাণী রাজ্য চালাতে লাগলেন।

ভূরসূট রাজ্যের প্রধান সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্ৰবৰ্তী পেঁড়ো গড়ে থাকতেন। তাঁর ইচ্ছা এই রাজ্যের রাজা হবার। রূদ্রনারায়ণের সময় থেকেই পাঠানদের বশ্যতা স্বীকার করে নি ভূরসূট রাজ্য। পাঠান সুলতান ওসমান খাঁ ভূরসূট রাজ্য নিজের দখলে আনতে চাইছিল। চতুর্ভুজ চক্ৰবৰ্তী

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ওসমানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজা হতে চান। এই জন্য অন্তর্ধাতে লিঙ্গ হলেন। কাঠসাঙ্গড়ায় রাণী নিয়মিত পুজো দিতে যান চতুর্ভুজের থেকে এই খবর পেয়ে ছদ্মবেশে রাণীকে ধাওয়া করতে আসে ওসমান। গুপ্তচর মারফত এই খবর পেয়ে রাণী চতুর্ভুজ সম্পর্কে সাবধান হন। প্রতি মাসের অমাবস্যায় রাণী তারকেশ্বরের কাছে ছাউনপুর দুর্গের পাশে বাণিড়ি গ্রামে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দিরে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পুজো দিতে যান। আসন্ন বৈশাখী অমাবস্যায় নির্জন মন্দিরে রাণী তত্ত্বসাধনায় রত থাকবেন এই খবরটাও ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতি চতুর্ভুজ ওসমানকে জানান। বুদ্ধিমতী রাণী ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে চতুর্ভুজকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত করে ভূপতিকৃষ্ণ রায়কে সেই পদে বসান। এই খবর ওসমান খাঁর জানা ছিল না।

বৈশাখী অমাবস্যায় রাণীকে অরক্ষিত অবস্থায় পাবার আশায়, চতুর্ভুজের সাহায্যের ভরসায় পাঁচশো সেনা ও উপযুক্ত সমরাঞ্চ, খাদ্যসামগ্রী নিয়ে উড়িষ্যাধিপতি ওসমান খাঁ ভূরসূটের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। পথে খানাকুলে বিশ্রাম করে মধ্যরাতে দামোদর অতিক্রম করেন। রাতে অতর্কিতে রাণীমা আক্রান্ত হতে পারেন গুপ্তচর মারফত এই খবর আগেই পেয়েছিলেন ভবশঙ্করী। চতুর্ভুজ যাতে সুলেমানকে কোন সাহায্য বা গুপ্ত খবর দিতে না পারে, সেজন্য তাকে গড় ভবানীপুরে বন্দী করার নির্দেশ দেন কলাপাতার ওপর সিঁদুর দিয়ে আদেশ লিখে। এদিকে পেঁড়ো গড়ে সেনানায়ক ভূপতিকৃষ্ণকে সেনা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। রাজগুরু হরিদেব স্থানীয় বাগদী ও চন্দল সদ্বারকে রাজ্যরক্ষার আহ্বান জানান ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। তাদের দিয়ে নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিখা খনন করান। বাণিড়ি গ্রামের কয়েক ক্ষেত্র আগে থেকে তীর ধনুক নিয়ে ওরাই আক্রমণ প্রতিরোধ করবে এটাই ছিল রাজগুরুর নির্দেশ। ওদিকে দূত মারফত খবর পেয়ে ছাউনপুর দুর্গের প্রধান সেনাপতি একশো হস্তিসেনা ও অনান্য সেনা নিয়ে রাণীমার কাছে চলে আসেন।

নিশ্চিথ রাতে রাণীমা বসেছেন পুজোয়। জবাব মালা দেবীর গলায় পরিয়ে রাজগুরু বললেন - ভক্তকে রক্ষা করো মা। পাঠানরা এগিয়ে আসছে। মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা শাঁখ বাজছে। পাঠান সদ্বারের রাণীকে পাবার বাসনা তীব্র হল। মশাল নিয়ে ছুটে চলেছে পাঠান সেনারা। উল্টো দিকে মশাল নিয়ে আসছে একদল লোক। ওসমান ভাবল এরা সব চতুর্ভুজের লোক। চতুর্ভুজের অভ্যর্থনার অপেক্ষায় রইল ওসমান। হঠাৎ শুরু হল অতর্কিতে আক্রমণ পাঠান সেনাদের ওপর। উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ধনুক। স্তম্ভিত পাঠান সেনারা। হতচকিত ওসমান। তাহলে কি

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুঁজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

চতুর্ভুজ ছলনা করল? বিশ্বাস ঘাতকতার দাম দিতে হবে ওকে। এই সব ভাবতে ভাবতেই তিনদিক থেকে হাজার হাজার সৈন্য ঘিরে ফেলল পাঠান বাহিনীকে। চারপাশে হাজার হাজার মশালের আলো। ওসমানের বুর্বুরে অসুবিধা হল না সে চক্ৰবৃহের মধ্যে আবদ্ধ। হাতিতে চড়ে যুদ্ধে এলেন রাণী ভবশক্রী। লোহার বর্ম পরেছেন। হাতে বৰ্ণ। চোখে তীব্র রাগ ঘূণা। ওসমান ভাবতে লাগল কাষ্টসাঙ্গৰার শিবমন্দির বা আগে দেখা গড় ভবানীপুরের প্রাসাদের রাণীর শান্ত সৌম্য রাণী তো নন ইনি। যুদ্ধরতা রাণীকে দেখে অবাক হয়ে দেখছে ওসমান। কয়েক মুহূর্ত আগেও সে ছিল রাণীর কামনায় অধীর। ভাবছিল লুঠ করে রাণীকে কিভাবে নিয়ে যাবে - ঘোড়ার পিঠে নাকি তানজামে চাপিয়ে।

প্রচন্ড রাগে ফুঁসছেন রাণী। পাঠান সেনারা মারা পড়ছে। তারা যুদ্ধ ছেড়ে পালাচ্ছে। ভূরিশ্রেষ্ঠের সেনারা তাদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট মৃত্যুকূপের দিকে। রাণীর হাতে অসহায় ভাবে মৃত্যু হল ওসমানের। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক বলেন ওসমানকে রাণী মারেন নি। সে লজ্জায় ছদ্মবেশে উড়িষ্যায় পালিয়ে যায়। সারা জীবন লোকালয়ের আড়ালে থাকে।

যুদ্ধশেষে বিজয় সংবাদ সারা ভারতে আলোড়ন ফেলে দেয়। রাজ্যে শুরু হয় বিজয় উৎসব। রাণী অভিবাদন সহ পৌঁছোন গড় ভবানীপুরে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্দার ও সেনাপতিদের পুরস্কৃত করেন। বিশ্বাসঘাতক চতুর্ভুজ চক্ৰবৰ্তীকে জনসমক্ষে বিচার করে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন।

পাঠানদের বিরুদ্ধে রাণীর এই বীরত্বের লড়াইয়ের যুদ্ধ জয়ের সংবাদ মোঘল সম্রাট আকবরের কাছে পৌঁছয়। আকবর এই রাজ্যের সঙ্গে মিএতা সূত্রে আবদ্ধ হন। মোঘল সেনাপতি মানসিংহকে ভূরসূটে পাঠিয়ে বহুমূল্য রত্ন ও উপটোকণের মাধ্যমে ১৬০৩খ্রীষ্টাব্দে রাণীকে 'রায়বাহিনী' উপাধি দেন। এর পর তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। ভূরসূট আরো সমৃদ্ধশালী হয়। পুত্র প্রতাপনারায়ণ উপযুক্ত হলে তাকে বিবাহ দিয়ে, তার হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে কাশীবাসী হন। সেখানেই বাবা বিশ্বেশ্বরের স্মরণে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। কাশীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আমার দশঙ্গুজা

~শুভ ঘাঁক

আমি ভগবানকে কখনো চোখে দেখি নি,  
বিশ্বাস করি যে খুব একটা, এমনটাও নয়।  
তবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠেই যখন দেখি,  
কলেজে যাওয়ার আগে টিফিনটা পরিপাটি করে গোছানো,  
কিংবা বাবার কাজে যাওয়ার আগে নিয়মমাফিক টিফিন বাস্তু,  
জলের বোতল আর ওষুধের পাতা টা-  
একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা আছে।  
তখন সামনে মাকে দেখি, কই ভগবানকে তো খুঁজে পাইনা?  
সেই সূর্য ওঠার আগে থেকে জেগে ওঠা আমার দেখা আর এক সূর্য।

ভোররাত্রে সবার ওঠার আগে উঠোন পরিষ্কার থেকে শুরু করে  
সবাই শুয়ে পরার পরেও নির্ধিধায় রাতের খাবারের বাসনগুলো  
ধূয়ে তবেই শুতে যাওয়া এই ভগবানকে  
কাছ থেকে দেখি প্রতিদিন।  
তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একটা পরিবারকে,  
সমস্ত রকম ঝড়-ঝঞ্চা থেকে বহুদুরে রাখে এই প্রকান্ত বটগাছটা।  
জামাকাপড় খুঁজে না পাওয়া,  
মোবাইলটা চার্জে লাগিয়ে দেওয়া,  
মাস্কটা ধূয়ে গুছিয়ে রাখা,  
বারণ করা সত্ত্বেও আমার শেষ পাতে ফেলে রাখা একমুঠো ভাত,  
আর মাছের ছালটার গলাধকরন-  
আমার সবকিছুতেই লেগে আছে এই মহীয়সী।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

যে মানুষটার হাত ধরেই সেই প্রথম হাঁটতে শেখা,  
 আজ রাস্তায় বেরোলে সে-ই  
 আমার বাঁ হাতটা শক্ত করে ধরে রাখে।  
 সেদিনের সেই প্রথম অক্ষর পরিচয়, প্রথম হাতে খড়ি-  
 কিংবা আজকের দিনে মন খারাপের সর্বপরি,  
 এই একটি মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া আজও অসম্ভব।  
 সেই ছোটবেলায় পড়া না পারলে পিঠে যখন  
 দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের দামামা বাজতো,  
 তখনও বজ্রপাতের রাতে ওই আঁচলটাই ছিল  
 পৃথিবীর নিরাপদতম আশ্রয়।

ছোটবেলায় স্কুলে ভর্তির পরে পরেই  
 যখন আমাকে ক্লাসে বসিয়ে রেখে  
 ইনি বেড়িয়ে যেতেন স্কুলের বাইরে,  
 বভুবার এমনটা হয়েছে,  
 আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি কাঁদতে কাঁদতে  
 এক অকৃত্রিম অনিশ্চয়তায়।  
 আজও বাইরে থেকে বাড়ির চৌকাঠে  
 পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটার খোঁজ না পেলে  
 মনে হয় পৃথিবীটা কোনো এক অজানা গ্রহ,  
 হাঁ আমি ভগবানে বিশ্বাস করিনা তবে উনিই আমার সরস্বতী,  
 আমার আমি হয়ে ওঠার কারিগর  
 হ্যাঁ, মা ই আমার ঈশ্বর।  
 আমার দশভূজা।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସାହ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

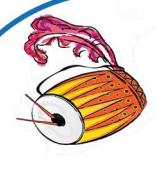
୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ଆଦି ବାଂଲାର ଲୋକିକ ମାତୃତତ୍ତ୍ଵ ~ମୁଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରତୌ

ବଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରେଥମ ଭାଗ ଶୁରୁ ହୁଏ ମୂଳତ ମାତୃତତ୍ତ୍ଵ ଦିଯେ । ଏକଟି ଗୋଟା ସମୟ ତଥନ ମାତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଯ ବିଶ୍වାସୀ ଛିଲ । ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜେ ଗ୍ରାମ କିଂବା ମଫସଲେର ନାରୀଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ତୃକାଳୀନ ସମାଜନୀତିର ତୁଳନା କରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବିବେଚନା ହବେ । ଏବଂ ତୃକାଳୀନ ବଙ୍ଗସମାଜ ବ୍ରାକ୍ଷଣ୍ୟବାଦେର କରାଳ ଥାବା ଥେକେ ଅନେକଟାଇ ମୁକ୍ତମନା ଛିଲ । ଅଗତ୍ୟା ସେଇ ସମୟେର ସାମାଜିକ ପରିଷ୍ଠିତି ଏବଂ ମାତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟେ ଏକଟୁ ଆଲୋଚନା କରବ । ଲେଖାର ଶୁରୁତେଇ ବଲେ ରାଖା ଭାଲୋ ଏହି ଲେଖାଟି ତଥାକଥିତ ଆର ପାଁଚଟି ଗଲ୍ଲେର ଥେକେ ଏକଟୁ ରସକଷହିନ ଏବଂ କିଛୁଟା କାଠଖୋଡ଼ା ତଥ୍ୟାଦିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଶୁରୁ କରା ଯାକ ଦକ୍ଷିଣବଙ୍ଗେର ଏକଦମ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାଏ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ ଥେକେ । ନଦୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଗଡ଼େ ଓଠାର ଦରଳନ ଏଖାନକାର ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିରନ୍ତନ ମାତୃତାନ୍ତ୍ରିକ । ମହିଳାଗଣ ଏଖାନେ ଏଖନେ କିଛୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହାତେ ଦକ୍ଷତାର ସଙ୍ଗେ ପରିଚାଳନା କରେନ ଏବଂ ସେଖାନେ ପୁରୁଷସମାଜେର ଅକାରଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ । ସୁନ୍ଦରବନେର ଲୋକିକ ଦେବୀ ବଲତେ ଗେଲେ ପ୍ରଥମେଇ ମନେ ଆସେ ବନବିବିର କଥା । କଥିତ ଆଛେ ଇନିଇ ବନେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ଯେଖାନେ ନଗରକେନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍ତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଛଡ଼ାବାର କାରଣେ ନାଗରିକ କ୍ଲାନ୍ତିତେ ନିପୀଡ଼ିତ ସେଖାନେ ବନବିବି ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଉତ୍ତର ସମାଜେର ବାଉଳ ମୌଳେ ଏବଂ ଶିକାରି ଏନାଦେର ପୂଜ୍ୟ । ବନବିବି ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ଏକପ୍ରକାର ବିରଳ । ବୈଶିରଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏନାର ପ୍ରତୀକ ଘଟ ଦେଖା ଯାଯ । ଲୋକମୁଖେ ବନବିବି ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାର ମତ ଉତ୍ତର ବା ଭୟାବହ ନନ । ମାତୃରୂପେ ବନବିବି ପୂଜିତ ହନ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳେ । ବାଂଲାଦେଶେର ଖୁଲନା ଜେଲାଯ କୋନୋ କୋନୋ ଅରଣ୍ୟମୟ ପଞ୍ଜୀତେ ବନବିବିର ପୂଜା ହୁଏ ଥାକେ । ମେହବ୍ସଲା ବନବିବି ହାତେ କୋନୋ ପ୍ରହରଣେର ବଦଳେ କୋଳେ ଏକ ଶିଶୁ ନିଯେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେନ । ପ୍ରଥମେଇ ବଲେଛିଲାମ ବ୍ରାକ୍ଷଣ୍ୟବାଦେର ଉତ୍ତର କରାଳ ଛାଯା ବାଂଲାର ମାଟିତେ ବିଶେଷଭାବେ କୋନୋକାଳେଇ ପଡ଼େନି । ତାର ନିର୍ଦଶନ ଏଖାନେଓ । ବନବିବି କୋନୋ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାକ୍ଷଣେର ପୂଜା ନେନ ନା । କଥିତ ଆଛେ ତିନି ଏକସମୟ ଛିଲେନ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ବନଦୁର୍ଗା । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଧର୍ମଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତିତ ଫଳସ୍ଵରୂପ ବନବିବିର ଆବିର୍ଭାବ । ମତାନ୍ତରେ ଇନି ଆଦି ପାଠାନ ଯୁଗେର କୋନୋ ସୁଫି ସାଧିକା ଯିନି ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନ ସମାଜେ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ ଛିଲେନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାବଳ୍ୟେ ମାତୃରୂପେ ଉନ୍ନିତ ହନ । ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପରଗନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଖୁଲନା ଜେଲା ଅଞ୍ଚଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନେର ମଧ୍ୟେ ସନ୍ତୋଷ ଥାକାଯ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନେର

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଫଳେ ଉନି ହୁଁ ଓଠେନ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପଦାୟେର ମାତୃବଂ ଏକ ରୂପ । ଶୋନା ଯାଯ କେବଳମାତ୍ର ମାତୃରୂପେ ବନବିବି ଆସିନ ଛିଲେନ ନା । ଦକ୍ଷିଣାୟେର ମା ରାଜମାତା ନାରାୟନୀ ଦେବୀର ସଙ୍ଗେ ବନବିବିର ଯୁଦ୍ଧ ଏଥନେ ଦକ୍ଷିଣ ବଞ୍ଚୀଯ ଲୋକକଥାଯ ଜାଗ଼ଳ୍ୟମାନ ।

ଏବାର ଆସା ଯାକ ନାରାୟନୀ ଦେବୀର ଗଲ୍ଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଚରିଶ ପରଗନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଖୁଲନା ଜେଲାଯ ବନବିବିର ସଙ୍ଗେ ପୂଜିତ ହନ ଓନାର ସହ ନାରାୟନୀ ଦେବୀ । ଅନେକେ ମନେ କରେନ ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥୀର ଉ୍ତ୍ସ ଏହି ନାରାୟନୀ ଦେବୀ । ନାରାୟନୀ ଦେବୀ ବିଶେଷ ମେହଶୀଳା ବଲେ କୋଥାଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନନ । ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓନାର ଯୁଦ୍ଧିଂଦେହି ରୂପେର ସଙ୍ଗେଇ ଆଞ୍ଚଲିକ ଲୋକଜନ ପରିଚିତ । ବନବିବିର ମତ ଏନାର ପୁଜୋତେଓ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୋନୋ ଅଧିକାର ନେଇ । ଏହି ଘଟନା ଥେକେ ଏକଦିକ ଥେକେ ବାନ୍ଧନଦେର କନୌଜ ଥେକେ ବଙ୍ଗଦେଶେ ଆଗମନ ଏକଥକାର ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବଲା ଯେତେ ପାରେ । ଏହି ମାତୃ ପୁଜାର ମଦ୍ୟ ଏବଂ ମାଂସ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଦେଓୟାର ରୀତି ଏକକାଳେ ଛିଲ ବଲେ ଜାନା ଯାଯ । ଧୀରେ ଧୀରେ ନୈବେଦ୍ୟ ନିରାମିଷ ହତେ ଥାକେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମବଲଞ୍ଚୀ ସେନରାଜାଦେର ସମୟ ଥେକେ । ନାରାୟନୀ ଦେବୀର ଉ୍ତ୍ସ ଅନେକେ ମନେ କରେନ ଖାଡ଼ି ପଲ୍ଲୀତେ । ପ୍ରତ୍ତତତ୍ତ୍ଵବିଦଗନ ମନେ କରେନ ଏହି ଅଞ୍ଚଲଟି ପ୍ରାଚୀନ ବାଂଲାର ଅନ୍ୟତମ ଏକଟି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ । ଏହି ଅଞ୍ଚଲେର ବିଷୟେ ଶୋନା ଯାଯ ନାରାୟନୀ ଦେବୀର ଗୁଣେ ଏହି ଅଞ୍ଚଲଟି ଚୌଷଟି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠେର ଅନ୍ୟତମ ।

ଏବାର ଆସି ସାତ ବୋନେର ଗଲ୍ଲେ । ଭାରତେର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବଅଞ୍ଚଲେର ମତ ଆଦି ବାଂଲାର ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଲେଓ ସାତ ବୋନ ଏକଇ ରକମ ପରିଚିତ ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ । ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ମତାନ୍ତରେ ଏହି ସାତ ବୋନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବେଶ କରେକ ଜାୟଗାୟ ପୂଜିତ ହନ । ମଜାର ଘଟନା ହଲ ଏହି ସାତ ବୋନ କାରୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମା କିଂବା କୋନୋ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପୂଜିତ ହନ ନା । ପୂଜିତ ହନ କେବଳମାତ୍ର ସାତଜନ ନାରୀ ରୂପେ । ଏଥାନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ବାଂଲା ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାୟଗାର ଥେକେ କତଟା ଏଗିଯେ ଛିଲ ବୋବା ଯାଯ । କୋନୋ ଅଞ୍ଚଲେ ଏହି ସାତ ବୋନେର ମଧ୍ୟେ ସବଥେକେ ବଡ଼ ଜନେର ନାମ ରଙ୍କିନୀ । ଏହି ରଙ୍କିନୀ ଦେବୀର ମନ୍ଦିର ଏଥିରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଲେର ମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥିତ ଘାଟଶୀଳା ଅଞ୍ଚଲେ ଦେଖା ଯାଯ । ଆବାର କାରୋ ମତେ ଏନାଦେର ମଧ୍ୟେ ସବଥେକେ ବଡ଼ ବୋନେର ନାମ ବାସୁଲି । ବାସୁଲିଦେବୀର ଯାରା ବୋନ ଛିଲେନ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଚଣ୍ଡି ଏକଜନ । ଏଥାନେଇ ଲୋକାୟତ ଏର ସଙ୍ଗେ ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେତୁବନ୍ଧନ ବଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବାଂଲାର ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ତତତ୍ତ୍ଵ ବଲେ । ପ୍ରସଙ୍ଗତ ବଲେ ରାଖା ଭାଲୋ ବାଂଲାର ସାତ ବୋନେର ପୁଜାର ପଦ୍ଧତିର ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେର ସାତ ବୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନାକ୍ଷି ଦେବୀ ଏବଂ ତାର ଛୟ ଭଗ୍ନୀର ପୁଜାଚାରେ ବେଶ ମିଳ ଦେଖା ଯାଯ । ଐତିହାସିକଦେର ମତେ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଲେ ଅବାକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ସାତ ବୋନ ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ସଞ୍ଗମାତ୍ରକା ଥେକେ ଏସେହେନ । ଏହି ସଞ୍ଗମାତ୍ରକା ମଧ୍ୟେ ଇନ୍ଦ୍ରାନୀ ବାରାହି ପ୍ରଭୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুঁজেন মৎখ্যা)

ষূণ্ডিজিটাল প্রিন্টা

আজও কোনো অঞ্চলে দেখা যায়। সেন যুগের পরবর্তী সময়ে এই সাত বোন আবার হিন্দু-মুসলমানের পূজিতা দেবী হয়ে ওঠেন। তারা সাতবিবি নামে পরিচিত মুসলমান সমাজে। আশ্চর্যভাবে ত্রিপুরার মুসলমানদের একটি শাখা সাতজন পরীকূপী বোনকে "হাজোত" দেন এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের শাস্ত্র-গ্রন্থ সেভেন প্লেগ সিস্টার্স এর উল্লেখ আছে। কি হলো? খুঁজে পাওয়া গেল কিছু? সাম্প্রদায়িকতা আসলে মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার একটি উপায় মাত্র বোৰা যাচ্ছে?

এবার আসি সর্বশেষ অঙ্কে। এই দেবীর নাম আমি কিছু আগে উল্লেখ করেছি। বাসুলি। পূজাপদ্ধতি থেকে যেটুকু অনুধাবন করা যায় সেখান থেকে বোৰা যায় বিশালাক্ষী নামের আঞ্চলিক অপ্রদংশ বাসুলি দেবীর উৎস। এছাড়াও এনার উল্লেখ পাওয়া যায় আরও বেশ কিছু জায়গায়। যেমন কোথাও ইনি শাস্ত্রীয় দেবী দুর্গার আকৃতি ভেদ বা চম্পী। বিন্ধ্যবাসিনী। তন্ত্রমতে উনি যোগিনীদের অন্যতমা রক্ষিতা দেবী। হিন্দুধর্মের নাস্তিকসমাজ বলেন ইনি একজন সাধিকা। কারোর মতে তিনি তান্ত্রিক দেবী মহাবিদ্যা, বৌদ্ধিক মতে তিনি বজ্রযান উপাস্য। একইসঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব দের মাতৃত্ব বাসুলি। লৌকিক মতে ইনি দ্রাবিড় কিংবা অন্যকোনো আদিম সমাজ থেকে আগত। বহুজন পূজ্য হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে পূজা করা হয়। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এইখান থেকে লক্ষণীয়। নানা মুনির নানা মত থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সকলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছেন। সেটি হল সকলেই স্বীকার করেছেন তিনি শক্তির দেবী। যেহেতু প্রথমেই বলেছি বিশালাক্ষীর অপ্রদংশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তার আরেকটি কারণ হল এর আকৃতি দেবী সরস্বতীর অনুরূপ। যেহেতু দেবী সর্বজনপূজ্যা সেহেতু নৈবেদ্যের ফারাক চোখে পড়ার মতো। কিন্তু শক্তির আরাধ্য দেবী বলে ছাগ বলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কিছু স্থানে যেখানে তান্ত্রিক মতে মাতৃ পূজা সম্পন্ন হয় সেখানে মদ মাংস ইত্যাদি নিবেদন করার রীতি আছে। গ্রামাঞ্চলে কিংবা জঙ্গলে বর্ণ ব্রাহ্মণ এখনো দেবী পূজার অধিকার পায়নি। চৈতন্য পরবর্তী কালীন সময়ে বাঙ্গলী দেবীর পূজা বঙ্গদেশ থেকে একেবারেই কমে গেলেও বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চলে বিশালাক্ষীর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়চন্দ্রীদাস ছিলেন এই মন্দিরের সাধক। কথিত আছে বড়চন্দ্রীদাস বাসুলিকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করতেন। এবং বড়চন্দ্রীদাসপরবর্তী কালীন সময়ে ধীরে ধীরে আর্যাবর্তের নিয়মে পূজিতা কোথায় থাকেন বিশালাক্ষী দেবী।

এতকিছু বললাম তার একটিমাত্র কারণ। বঙ্গসমাজ মাতৃপূজায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে চিরকাল লালিত পালিত হয়েছে। এই মাতৃতান্ত্রিক বঙ্গসমাজ চিরকাল সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করেছে যুগের পর যুগ। এবং আরেক দিকে কোনো একটি বিশেষ রাজ্যের

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোলন

(প্রথম বর্ষ - পুঁজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

কোনো একটি জেলায় গত দুমাস ধরে একটিও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। কন্যাজ্জন নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিভিন্নরকম প্রকল্পের সাহায্য নিতে হচ্ছে। আইন লাগু করতে হচ্ছে কন্যাজ্জন বাঁচাবার জন্য। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অগ্রগতির প্রথম শব্দটি যেন সভ্যতার আগে বসে আমাদের নিজেদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা"। আপেক্ষিক সামাজিকতা আমাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে এক অসামাজিক অধ্যায়ের দিকে। এবং হয়তো আগামীকাল সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার দেখবো পেপোরের কোনো এক পৃষ্ঠায় একটি কমন হেডলাইন "পণ দিতে না পারার জন্য তরুণী গৃহবধূকে খুন করল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, অভিযুক্ত পলাতক" আর সঙ্গে হয়তো ঘটনাস্থলের ছবি।



~ সমাপ্তি ~



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଶଂଖପୁରସ୍ତ୍ରୋଦୟମ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜେଣ ମଂଧ୍ୟା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ମନହି ଯମ୍ପଦ

~ ଅପେକ୍ଷା ସାକୁଳି

ଶିଲିଂ ଥେକେ ଝୋଲା ପା ଦୁଟୋ କ୍ଷଣିକ ଏର ଜନ୍ୟ ଶେଷ ବାର ନଡ଼େ ଉଠେ ନିଥର ହୟେ ଗେଲ ଅବଶେଷେ । ଶେଷ ହୟେ ଗେଲ ଏକ ତରଳ ତାଜା ପ୍ରାନ । ନିଃଶବ୍ଦେଇ ବିଦାୟ ନିଲ ଆରା ଏକଜନ ଏହି ପୃଥିବୀର ବୁକ ଥେକେ ।

ବାଇରେ କେଉ ହୟ ତୋ ଜାନଲୋଇ ନା ତାର ଚଲେ ଯାବାର କାରନ ।

ସେ ରେଖେ ଯାଯ ନି କୋନ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଓ ରାଖଲେଓ କିଇ ବା ଲିଖିତ ସେ ସେଇ ନୋଟେ ! ଯେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଗାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ସେ ଯାଚିଲ ତା ତୋ ନା ଯାଯ କାଉକେ ବୋଝାନୋ ଆର ନା ଚାଯ କେଉଥି ବୁଝାତେ । ସବାଇ ଯେ ଆସଲେ ବ୍ୟାସ୍ତ ଆଜକେ ବଡ଼ । କାରୋରଇ ସମୟ ନେଇ ବନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାର । ଆର ନିଜେର ସମୟ କେ ଥାମିଯେ ଅନ୍ୟେର ଖୋଜ ନେଇୟା ଟାକେ ଆଜକେର ଦିନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ବଲେଇ ଧରେ ନିତେ ହୟ । ତାଇ ମନେର କଥା ଗୁଲୋ ବଲତେ ନା ପେରେ ଅସୁନ୍ଦ ହୟେ ଉଠେଛେ ଆଜକେ ସମାଜ ।

ସାରାଦିନ ନିଜେର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଲୋ କେ ନିଜେର ସବଟା ଦିଯେ ସମାଜ ଏର କାହେ ଥେକେ ଆଡ଼ାଲ କରେ ଏଲେଓ ଦିନେର ଶେଷେ ବନ୍ଦ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୟ ଆସଲ ଏକାକୀତ୍ବେର । କେଉ ନା ଜାନଲେଓ ତାର ଘରେର ପ୍ରତିଟି କୋନା ତାର ଏହି ଚୋଖେର ଜଳେର ସାଥେ ପରିଚିତ ।

ସଙ୍ଗ କାରୋରଇ ନେଇ, ଯେ ଦିନେର ଶେଷେ ତାର ପାଶେ ଏସେ ବସେ ମନ ଦିଯେ ଶୁନବେ ତାର ସମ୍ମତ ଟା । ତାଇ ସବାଇ ତାର ଏହି ସଙ୍ଗୀ ଟାକେ ଖୁଜେ ବେରାଯ ଭାରଚୁଯାଲ ଏହି ଦୁନିଆୟ । ବର୍ତମାନେ ଫେସବୁକ, ଟୁଇଟାର, ହୋୟାଟ୍ସ ଆପ ଏର ବ୍ୟାବହାରେର ବୃଦ୍ଧିର କାରନ ଏହି ଏକଟାଇ । ମାନୁଷ ତାର କଥା ବଲାର ସଙ୍ଗୀ ଖୁଜେ ଚଲେ ନିଜେର ଅଜାନ୍ତେଇ ।

କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ସେଇ ଭାରଚୁଯାଲ ଦୁନିଆୟ ନିଜେର ପରିଚଯ ଜାହିର କରା ମାନୁଷ ଟାଓ ଆସଲେ ନିଜେର କାହେଇ ହାରିଯେ ଫେଲେଛେ ତାର ପରିଚଯ ।

କାରନ ସାରାଦିନେର କର୍ମ ବ୍ୟାସ୍ତ ଜୀବନେ ଦିନେର ଶେଷେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ନିଜେକେ ଏକା ବଲେ ମନେ କରେ ସବାଇ । କେଉ କେଉ ସେଟାକେ ମେନେ ନିତେ ପାରେ ଆର କେଉ ପାରେ ନା ।

ଏହି ନିଃସଂତାର ସାଥେ ଯୋଗ ଦେଯ ଭବିଷ୍ୟତ ଏର ଚିନ୍ତା ଆର ସମାଜ ଏର ଏକ ପୈଶାଚିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

বর্তমানে আজ বাঁচে না কেউ ই। সবাই ভাবে পরে কি হবে। আর এই চিন্তা মানুষ কে চিন্তা ব্যাতিত শান্তি কখনই এনে দিতে পারে না।

মানুষ হয়তো তার এই সব চিন্তা থেকে পালাতে আশ্রয় নেয় সেই ভারচুয়াল দুনিয়ায় অথবা কোন পার্টি তে নেশার কাছে।

কিন্তু সারাটা দিন সে পালিয়ে বাঁচলেও রাতের সময় টুকু ধিরে ধরে তাকে আবার সেই সমস্ত চিন্তা ভাবনা।

যা তাকে শেষ করে ধিরে ধিরে।

বাইরে থেকে এই শেষ হয়ে যাওয়ায়ার আন্দাজ কেউ করতেই পারে না। তারা বুঝতে পারে তখন যখন শেষ হয়ে যায় সব টুকু।

এই সমস্ত টাকেই আমরা ডিপ্রেসান বলে জানি।

বর্তমান সমাজে ক্যান্সার কে সব থেকে ভয়ানক রোগ বলে ধরা হয়। এটিতে মানুষের সমাপ্তি টা ধিরে ধিরে আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাই।

কিন্তু বর্তমানে মানব জীবনের আরও এক ভয়ানক অভিশাপ হল এই ডিপ্রেসান।

শব্দটির সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় করায় গ্রিক এক ফিজিসিয়ান হিঙ্কের্টেস। আগে এই ডিপ্রেসান অন্য নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে এটি এই নামেই খ্যাতি লাভ করেছে মানুষ এর কাছে।

এই ডিপ্রেশানে কেউ এক দিনে যায় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে এর দিকে।

প্রথম প্রথম সে নিজেও বুঝতে পারে না যে সে কোন মরণ রোগে আক্রান্ত কিন্তু যখন সে বোঝে আর কিছুই করার থাকে না।

এই রোগের নেই কোনো বয়স সীমাও।

বর্তমানে স্কুল ছাত্র ছাত্রী থেকে বয়স্ক প্রায় সব মানুষই অল্প হলেও এই রোগের শিকার। সবার কারণ গুলো আলাদা আলাদা হলেও পাওয়া কষ্ট গুলো কিন্তু একি।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

এমনটাও নয় যে এই ডিপ্রেশানে যাবার জন্য কেবল মাত্র গরিবই হতে হয়। এমন টাও দেখা গেছে একজন কোটি পতির তার মনের কথা গুলো বলার কোগো লোক নেই। কিন্তু একজন দিন মজুর সারা দিনের অক্রান্ত পরিশ্রমের পর সারা দিনের সমস্ত কথা অন্যায়েই তার অর্ধাঙ্গনীর সাথে ভাগ করে নিতে পারে।

অর্থাৎ এখান থেকেই বোঝা যায় যে টাকা আছে মানেই একজন সুখে আছে এই মনোভাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই রোগের কোগো নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, ডিপ্রেশানে আক্রান্ত একজনকে সেরে উঠতে সাহায্য করতে পারে কেবলই একটি সর্বদা পাশে থাকার

প্রতিশ্রুতি। মানুষ একা আজ থেকে না বহু দিন থেকেই, কিন্তু কর্ম বশত জীবন টাকে সম্পূর্ণ ভাবে সাহায্য করেছে তার মানসিক অবসাদ কে ভুলিয়ে রাখতে, আর বাকি সময় সে হয় নেশার সাহায্য নিয়ে অথবা অন্য কোগো উপায়ে ভুলেছিল তার একাকীত্বের সেই নির্মম যন্ত্রণা। কিন্তু বর্তমানের করোনা এর প্রাক্কালে পাওয়া এই দীর্ঘ ছুটি তে তারা আবার মুখোমুখি হয়েছে সেই যন্ত্রণার।

এখন অনেকেই মনে করে ওরা তো ছোটো ওদের আবার কীসের ডিপ্রেশানে, কিন্তু বড়োদের এই মনোভাবটাই আড়ও দুমড়ে মুচড়ে দেয় ওই ফুলের মতো শিশু গুলোকেও। তাদের উপর দেওয়া পড়াশোনা এর চাপ, স্কুল, কোচিং এর আলাদা আলাদা চাপ অনেক সময়ই তারা নিতে পারে না আর।

এছাড়াও খারাপ রেজাল্টের ভয় টাই তাদের সাফল্য এর পথের প্রধানতম বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

যাদের ওই শিশু গুলোকে সবসময় উৎসাহিত করার কথা অর্থাৎ মা বাবা রা তারাই যখন তাদের উৎসাহিত করার পরিবর্তে অন্য কারো সাথে তুলনা করে তখনি শিশু গুলোর মনের জোরে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরতে থাকে।

স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা তাদের একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে অনেক সময়েই অনেকটা বেশী ভেবে ফেলে। আসলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাফল্য অর্জন করার পরের পরিকল্পনা সবার কাছেই অন্ন বিস্তর রয়েছে, কিন্তু তাদের কাছে কোন কারনে সাফল্য অর্জন করতে না পারার

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ପରେର କୋନ ପରିକଳ୍ପନାଇ ଥାକେ ନା । ଯେ କାରନେର ଜନ୍ୟ ଅନେକଇ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରତେ ନା ପେରେ ନିଜେକେ ପୁରୋପୁରିଭାବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଭେବେ ନାହିଁ ।

ସମାଜେର କଥା ଛେଡେ ଦିଲେଓ ତାର ଚୋଖେ ସେ ନିଜେଇ ଏକଜନ ବ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ତିତ୍ଵେ ପରିନତ ହୁଏ । ହାରିଯେ ଯାଯି ତାର ମନେର ଜୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ।

ଏହି ସବ ଏର ପରେ କି ସ୍ଵାଭାବିକ ଏଟା ନଯ ଯେ ଏକଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସାନେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାବେ ।

ଆଜକେର ଦିନେ ଦାଁଡିଯେ ଅନେକ କେଇ ଦେଖା ଯାଯି ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକାର ଖୋଁଜ କରତେ, ଯେଟା ଅନେକ ଏହି ଭାଲ ଚୋଖେ ଦେଖେ ନା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜ ବଢ଼ିଛି ଏକା ତାଦେର କଥା ବଲାର କୋନ ଲୋକ ନେଇ । ବୈଶୀର ଭାଗ ବାବା ମା ଏରାଇ ୨ ଜନେଇ ଅଫିସେ ଏର କାଜେ ବ୍ୟାସ୍ତ ଥାକେ ତାଦେର ସନ୍ତାନ ଦେର ଜନ୍ୟ ସମୟ ତାରା ବାର କରତେ ପାରେ ନା, ଆର ପାରଲେଓ ଏମନ ଅନେକ କଥାଇ ଆଛେ ଯା ଚାଇଲେଓ ବାବା ମା ଏର ସାଥେ ସବ ସମୟ ଆଲାଚନା କରା ଯାଯି ନା ବା ତାଦେର ବଲା ଯାଯି ନା । ତାଇ ତାରା ଚାଯ ଏମନ କାଉକେ ଯେ ଶୁନବେ ତାର ସମ୍ପଦ ଟୁକୁ, ଏମନଟା ନଯ ଯେ ତାଦେର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିତେ ପାରେ ଏମନ କାଉକେ ଚାଇ ତାଦେର, ତାଦେର ଦାବି ଶୁଦ୍ଧୁଇ ଏମନ ଏକଜନେର ଯେ ମନ ଦିଯେ ଶୁନବେ ସବଟୁକୁ ଆର ଦିନେର ଶେଷେ ସବ ଶୁନେ ବଲବେ ଚିନ୍ତା କେନ କରଛିସ ଆମି ତୋ ଆଛି, ସବ ଠିକ ହୁଏ ଯାବେ ।

ଆସଲେ ମାନୁଷ ଏକଟୁ ଶାନ୍ତି ଖୋଁଜେ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଟୁକୁ ନା ପେଲେଇ ସେଟାଇ ଅନେକ ଟା ବଡ଼ କାରନ ହୁଏ ଦାଁଡାଁ ଡିପ୍ରେସାନ ଏର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜେ ଦାଁଡିଯେ ଯେଥାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବାଢ଼ିଲେଓ ମାଇନେ ନା ବାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏକ ବାବା ତାର ସଂସାର ଚାଲାତେ ନା ପାରାର କଟେ ଚଲେ ଯାଯି ଡିପ୍ରେସାନେ, କାରନ ସେ ତାର ଏହି ଅଭାବ ଏର କଥା କାଉକେଇ ବଲତେ ପାରବେ ନା, ଆସଲେ ବାବା ଜିନିସଟାଇ ହୁଏ ଏମନ, ତାରା ପୁରୋ ଝଡ଼ ତାଇ ବହନ କରେ ନିଜେର କାଁଧ ଏର ଉପର ଦିଯେ ।

~ ମୋହନ୍ତି ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

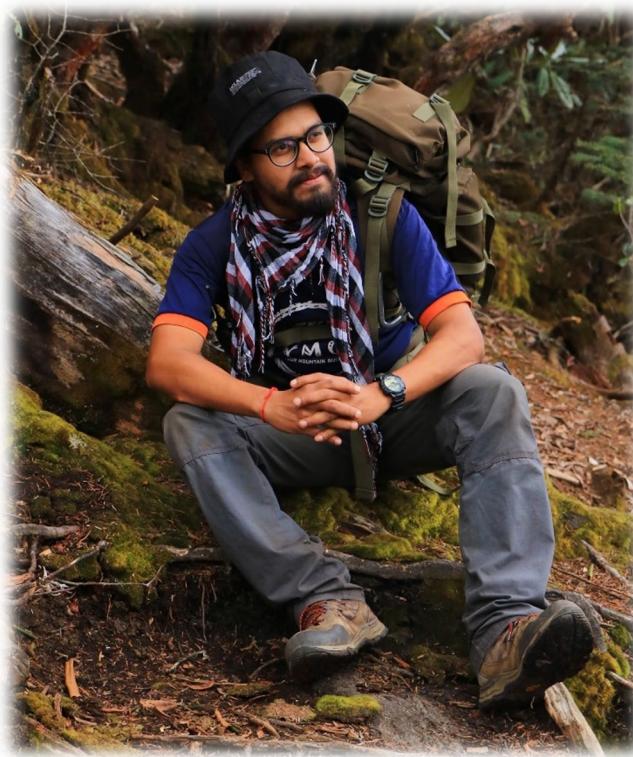
## পাহাড়ে ইন্ডিঝিৎ

TREAK:

Roopkund, Rupin pass,  
Kashmir great lakes,  
Hampta Pass, Kuari  
pass, Deoriatal  
Chandrashila,  
Sandakphu,  
Kedarkantha, Har ki  
dun.Kedarkantha, Deo  
Tibba Base camp, Brighu  
lake, Hampta Pass, Stok  
kangri, Goechela.

Expeditions:

Stok kangri 6153 metre  
Kang yatse two 6200  
metre Dzo Jongo (west  
summit) 6240 metre



বঙ্গলি বরাবর অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, অজানাকে জানার এক অমোঘ আহ্বান সবসময় আমাদের থাকে, আর প্রতিকূলতা কে জয় করে বিজয় প্রাপ্ত হওয়ার এক অঙ্গুত আনন্দ আর আস্থাদ আছে। আর পাহাড়ের নাম শুনলে অ্যাডভেঞ্চার দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। আর সেটা যদি হিমালয় পর্বতমালা হয় তাহলে তো কথাই নেই। পাহাড়ের এডভেঞ্চারের টানে প্রচুর মানুষ ছুটেছেন, মলয় মুখাজ্জী, দেবাশীষ সেন, এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্গী, ধবলগিরি ইত্যাদি শৃঙ্গকে ছুঁয়ে আস্তে পেরেছেন আবার ছন্দা গায়েন, কুস্তল কাঁড়ার দের সফলতার শীর্ষে থেকেও বাড়ি ফেরা আর হয়ে ওঠেনি। তবে আমাদের অজ্ঞেয় কে জয় করার যে তীব্র ইচ্ছা শক্তি তা কখনো খামতি হয়নি। তাই আমরা শুরু করেছি এডভেঞ্চার প্রিয় মানুষদের গল্প, আর এই পর্ব থেকে যার গল্প আমরা শুরু করতে চলেছি তার নাম ইন্ডিঝিৎ হাজরা, Expedition Leader, Professional mountain guide, Trake Leader, Motivator. উনি প্রায় একশোটিরও বেশি ব্যাচ কে লিড করিয়ে তাদের প্রকৃতির বিস্ময় কে দেখতে সাহায্য করেছেন, এছাড়াও নতুন অনেক গুলো ট্রেক রুটের সন্ধানও করেছেন।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ପାଦମରାଧିନୀ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ବର୍ଷ - ପୁଜେଣ ହଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ତାର ଏହି ବର୍ଣମ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେ କୋନୋ ମାନୁଷକେ ମାନସିକ ଭାବେ ଅନେକ ଟା ଚାଙ୍ଗୀ କରାର କ୍ଷମତା ରାଖେ, ସାଥେ ପାହାଡ଼େର ଗନ୍ଧ, ପାହାଡ଼େର ମାନୁଷଦେର ଗନ୍ଧ, ପ୍ରତି ତା ମୋଡେ ମୋଡେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁକିଯେ ଥାକେ, ତାର ସବ ଗନ୍ଧଟି ଆମରା ପୌଁଛେ ଦେବ ଆମାଦେର ପାଠକଦେର କାହେ । ବେଶ କରେକଟି ପର୍ବେ ଚଳବେ ତାର ଏଡଭେଥ୍ଗରେର ଗନ୍ଧ ଏବାରେ ସଂଖ୍ୟାତେ ରହିଲୋ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ପଥେର ଶୁରୁ ।

ପ୍ରତିଟା ମାନୁଷେର ଏକବାର ହଲେଓ ଟ୍ରୈକିଂଯେ ଯାଓୟା ଉଚିତ, ଆମରା ସକଳେଇ ପାହାଡ଼ ଘୁରତେ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୈକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲାଦା ଆସ୍ଵାଦ, ନିଜେକେ ଚେନା, ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ନିଜେକେ ମେଲେ ଧରାର ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା । ପ୍ରଚୁର କଷ୍ଟ, ସାତ ପ୍ରତିଘାତ କେ ସଙ୍ଗୀ କରେ ପ୍ରକୃତିର ତୈରି କରେ ଦେଉୟା ରାତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଚଳାର ନାମ ହଲୋ ଟ୍ରୈକିଂ । ଯେଥାନେ ଗତସ୍ୟ ନା ଆସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାମତେ ନେଇ, ଯେଥାନେ ପାହାଡ଼େର ସାଥେ ପ୍ରକୃତିର ସାଥେ ଶୁଦ୍ଧ କଥା ବଲା ଯାଯ, ତାର ଅନ୍ତରେ ପୌଁଛାନୋ ଯାଯ, ଶହରେର କୋଲାହଳ ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ, ଯେଥାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଆର ନିଷ୍ଠକତା ।



ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍କରେ ସଖନ ପାହାଡ଼ ଘନ ପାଇନେର ଜଙ୍ଗଳ ଥେକେ ଦେଖା ଯାଯ, କିଂବା ମେଘେର ସମୁଦ୍ରେର ଉପର ସଖନ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳେ ପଡ଼େ, ସେଇ ଯେ ଆଲୋର ଛଟା ସେଟାକେ ଏକବାର ଛୁଟେ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏଥାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଚାଇଲେଇ କି ଏହି ଅଜେଯ କେ ଜୟ କରେ ତୃପ୍ତିର ସାଧ ନେଓଯା ଯାଯ,

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ইন্দ্রজিৎ হাজরার কথায় , অবশ্যই যদি শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্নের পিছনে দৌড়ানো যায় । আর পাঁচটা ছোট ছোট কিশোরের মতো ইন্দ্রজিৎ বাবুর ও হ্যারি পটার, নার্নিয়া, লর্ড অফ দা রিংস অত্যন্ত প্রিয় চলচিত্র ছিল, সেই থেকে প্রথম প্রেম জাগে পাহাড়ের উপর , এত সুন্দর হয় প্রকৃতি নাকি এটা শুধুই সিনেমা এই বিষয় জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে, মনে হয় যদি স্বচক্ষে এই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যকে অনুভব করা যায় তাহলে কেমন হয় । ইন্দ্র বাবুর তখন আট বছর বয়স, ইনকাম ট্যাক্স অফিস প্রতি বছর পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত নেচার ক্যাম্পের আয়োজন করতো পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে, ইন্দ্র বাবুর দিদি সেই ক্যাম্পে যেতেন, তারপর ক্যাম্পের শেষে বাড়ি ফিরে তখনকার স্টিল ছবি দেখে ছোট ইন্দ্র বাবুর মতন পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতো, তার সেখান থেকেই প্রথম ইচ্ছে হয় এই নেচার ক্যাম্পে যোগদান করার, সেই ইচ্ছার কথা তিনি প্রকাশও করেন, কিন্তু বাঁধ সাধে তাঁর ডান পা, যেটা কিনা স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি সরু আর অপেক্ষাকৃত বেঁকে যাওয়ার জন্য তিনি ভালো করে হাঁটতে পারতেন না । বাড়ির সকলে এই বিষয় টি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হলেও তাঁর বাবা তাঁকে বলতেন তিনি যদি চেষ্টা করেন ডান পায়ে জোর দিয়ে হাঁটার তাহলে তিনি নিশ্চই সোজা হয়ে হাঁটতে পারবেন । ধীরে ধীরে শুরু হয় লড়াই, প্রতিদিনের চেষ্টা, শুধু পাহাড় কে ভালোবেসে, এক আদিম ইচ্ছা শক্তি আর স্বপ্ন, বরফে ঢাকা পাহাড়ে, লর্ড অফ দা রিংসের সবুজ পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় দেখতে হবে যে । অনেক ক্ষয়ে একদিন লক্ষ করেন কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি সোজা করে হাঁটতে পারলেন । ব্যাস আর পায় কে, প্রতদিন কঠোর পরিশ্রম, অসহ্য যন্ত্রণাকে চেপে ধরে কঠিন অধ্যাবসায়, অবশেষে বারো বছর বয়সে প্রথম বার সেই স্টিল ছবির পাহাড়কে পরোখ করে দেখার সুযোগ উপস্থিত হলো, তাঁর কথায় , তিনি যখন বুঝতে পারেন হাঁটতে কোনো সমস্যা আর নেই , তিনি শুধু চাইতেন ওই নেচার ক্যাম্পে যাওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা, পায়ের এই সমস্যা তার কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রাণের বিষয় সমব্যক্তির বিষয় নয় । প্রথম বার নেচার ক্যাম্প থেকে ফেরত এসে ভূগোল বিষয়টি তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে, পড়াশুনা আর পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছা । দু হাজার নয় সাল থেকেই ধীরে ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপক হারে শুরু হয়, চারদিকে তখন প্রচুর সাইবার ক্যাফে, এগারো সালে বাড়িতে বাড়িতে ইন্টারনেট পৌঁছে যায়, এদিকে ইন্দ্র বাবুও পড়াশোনার এই সময় টুকু পেরিয়ে ফিরতে চায় তার স্বপ্নের দেশে, কিন্তু কিভাবে কোনো তথ্য তাঁর কাছে নেই, খোঁজাখুঁজি করার পর তার কাছে একটি ওয়েব সাইট আসে নাম rupkund.com, এই সাইটে তখন এই অন্যতম সুন্দর জায়গা সম্পর্কে লেখা ছিল

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে, সেটা দেখে ইন্দ্রাবাবুর মনে বেশ আশার সংগ্রহ হয়, কিন্তু কুড়ি বছরের যুবক তখন কলেজের ছাত্র বাড়ির ব্যবসায়ে মন দেবে না নিজের পড়াশুনা চালাবে না স্বপ্ন থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে দেখবে, আর এই চরম এক সময় আবির্ভাব ঘটে অন্নবিস্তর ধূমপানের নেশা, যেটা স্বপ্ন পূরণের পরিপন্থী, তবে ইন্দ্র বাবুর বাবা ওনাকে বলেন ব্যবসার কাজের জন্য ইন্টেরিয়র ডিজাইন নিয়ে পড়াশুনা করতে। বেশ মজা লাগে ব্যাপারটা তার, ডিজাইন শিখতে শিখতে আর ৱ্যক্তিগত স্বপ্ন ইন্দ্রাবাবুর কাছে একটা নতুন প্রভাব নিয়ে আসে, বন্ধুরা মিলে ঠিক করে ফেলে, ৱ্যক্তিগত অনেক দূর কাছে হচ্ছে সন্দ্যাকফু, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম শৃঙ্গ, সেখানেই বরং যাওয়া যাক আর শুরু হোক ট্রেকিং এর যাত্রা, কিন্তু



ট্রেকিং সম্পর্কে তেমন কোনো আর তথ্য নেই, পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চির মানুষ আর পঁচাত্তর থেকে আশি কিলো ওজনের ইন্দ্র বাবু জিসের প্যান্ট আর রিবকের স্পোর্টস শু পরে রওনা দিলেন সান্দাকফুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জিসের প্যান্ট যে ট্রেকিংয়ের একে বারে অনুপযোগী, সেটা ভালো ভাবেই টের পাচ্ছিলেন, আর শারীরিক সক্ষমতা যে একটু হলেও দরকার আর সাথে ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করতে হবে, এই বিষয় গুলো যেমন তাকে ভাবাচ্ছে, সাথে প্রথমবার পাহাড়কে বিশেষ করে হিমালয় কে ছুঁয়ে দেখার আর প্রকৃতির সাথে নিজের সাথে একাত্ম হওয়ার যে অঙ্গুত আবেগ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে, চলছিল অভিযান। সামিটে পৌঁছে গিয়ে প্রথম বার কাঞ্চনজঙ্গী কে এত কাছে থেকে দেখতে পাওয়াটা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা বলে মনে হয় জিঃ বাবুর, কাঞ্চনজঙ্গী ঠিক যেন ঘুমন্ত স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব। এই যাত্রাটাই জিঃ বাবুকে অনেক কিছু নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়, সমস্ত বাধা কে অতিক্রম করে চলতে শেখায়, জীবনের এক নতুন লক্ষ্য তৈরি হতে শুরু করে, আর মনে হয় এবারে প্রস্তুতি দরকার, আরো অনেক পর্বত তাকে ছুঁতে হবে, পাহাড় তাকে ডাকছে। পারিবারিক ইন্টেরিয়র ডিজাইন ব্যবসা না পাহাড় বেছে নেওয়ার এক অঙ্গুত সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়, আর সময়টা সমস্ত মানুষের মধ্যেই আসে,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো সংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পণ্ডিতা

একদিকে পাহাড়, আর একদিকে ব্যবসা, আর এখানে পাহাড়ের কাছে ব্যবসা হার মেনে নেয়। জিঃ বাবু আবার বেরিয়ে পড়েন অভিযানে, তবে এবার প্রস্তুতি নিয়ে, রীতিমতো ওজন করে, শারীরিক কসরত করে, রূপকুণ্ড, উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দেন। হিমালয় কে আরো একবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি হয়, আর সেই শুরু হয়, পাহাড় কে জয় করার লড়াই। রূপকুণ্ড থেকে ত্রিশূল আর নন্দা কুন্দি এই দুই পর্বত দেখে অনেক পর্যটক চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না, এত সুন্দর সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আর সেই রূপকুণ্ড টপে দাঁড়িয়ে জিঃ



বাবুর মনে হয়, ইচ্ছা শক্তিটাই আসল, আর স্বপ্নের পিছনে দৌড়নো, সাফল্য ঠিক আসবে, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে হবে। আর এভাবেই শুরু হলো পর্বতারোহী আর ট্রেক লিডার হওয়ার যাত্রা।

এখানে শেষ হলো প্রথম পর্ব, পরবর্তী সংখ্যাতে থাকছে জিঃ বাবুর যাত্রার আরো কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী।।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିପଦିତ ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ବିଚାରକ

~ ଅନନ୍ଦମା ସେନ

ଆଜି ହାଇକୋଟେ ମାମଲାର ଶୁନାନିର ଶେଷ ଦିନ । ଆଜି ଆବାର କ୍ଷମତା ଆର ପ୍ରତିପତ୍ତିର କାଛେ ସତି ଗୋହାରାନ ହାରିଲୋ । ଓହି ଚାରଜନେର ଅନେକଦିନ ଥେକେଇ ଅନୁଶ୍ରୀର ଦିକେ ଖାରାପ ନଜର ଛିଲ । ଚାରଜନେର ମଧ୍ୟେ ଦୁଜନ ଛିଲ ସେଇ ଦଲେର ନେତା । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ହଲୋ ରକି ଓରଫେ ରାକେଶ ଆର ଆରେକଜନ ହଲ ସିଦ ଓରଫେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ରକି ହଲ ଏମ ଏଲ ଏ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରର ଛେଲେ ଆର ସିଦ ହଲ ଆମଲା ମାନେ ଏହି ଏ ଏସ ଅଫିସାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀର ଛେଲେ । ମାଥାର ଉପର କ୍ଷମତାବାନ ବାବାଦେର ହାତ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ସବରକମ ଅପରାଧି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ମାଫ ହୁଏ ଯାଏ । ଆର ବାକି ଦୁଜନ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଅନୁପ ଆର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାରା ରକି ଆର ସିଦେର ବନ୍ଧୁ ହୁଓଯାର ସୁବାଦେ ଓଦେର ସାଥେ ଏକସାଥେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାଯ କରେ ଏକଇରକମ ଭାବେ ପାର ପେଯେ ଯାଏ । କୋନ ମେଯେର ଦିକେ ଯଦି ଏଦେର ଏକବାର ନଜର ପରେ ତାହଲେ ତାକେ ନା ପେଯେ ଓରା ସେଇ ମେଯେର ପିଛୁ ଛାଡ଼ିବେନା । ଯଦି ସେଇ ମେଯେ ନିଜେ ଥେକେ ତାଦେର କାଛେ ଧରା ଦେଇ ତାହଲେ ଭାଲୋ । ନୟତୋ ସେଇ ମେଯେକେ ତାରା ଜୋଡ଼ କରେ ହାସିଲ କରେ ତାରପର ଛାଡ଼େ । ଏହି ଅନ୍ୟାଯ ଦିନେର ପର ଦିନ ହୁଏ ଆସଛେ । କିନ୍ତୁ ଓଦେର କ୍ଷମତାବାନ ବାବାଦେର ଭୟ କେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦେର ବିରଳକୁ ମୁଖ ଖୋଲାର ସାହସ ପାଇନି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ହଲୋ ବାକି ତିନିଜନେର ଜୁନିଯର ଆର ତାଦେର ସାଥେ ଏକସାଥେ ବସେ ନେଶା କରାର ସଙ୍ଗୀ ।

ଅନୁଶ୍ରୀକେ ପ୍ରଥମଦିନ କଲେଜେର ସିଁଡ଼ି ଦିଯେ ଉଠିଲେ ଦେଖେ ରକି ଶୁଭେନ୍ଦୁକେ ଜିଙ୍ଗେସ କରିଲୋ, " ମାଲ ଟା କେ ରେ "?

-ଶୁଭେନ୍ଦୁ-:"ଅନୁଶ୍ରୀ । ଆମାଦେର କ୍ଲାସମେଟ" ।

-ରକି ଆର ଅନୁପ (ଟିଟକିରି ମେରେ)-:"ଏହି ମାମୁନିକେ ତୋ ଆଗେ ଚୋଥେଇ ପଡ଼େନି । ଏକେ ତୋ ଏବାର ତୁଳତେଇ ହବେ" ।

-ଶୁଭେନ୍ଦୁ-: "ସବହି ତୋ ବୁଝିଲାମ ବସ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମୁନି ସହଜେ ଧରା ଦେବେନା । କ୍ଲାସେର କୋନ ଛେଲେକେଇ ବିଶେଷ ପାତା ଦେଇନା " ।





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

-ସିଦ-:"ଆହଃ ଓସବ ନିଯେ ଚିନ୍ତା କେନ କରଛୋ? ସୋଜା ଆଙ୍ଗୁଳେ ସି ନା ଉଠିଲେ ନା ହୟ ଆଙ୍ଗୁଲଟା ବାଁକାବୋ ଏସବ ଆମାଦେର ବାଁହାତେର ଖେଳା "।

-ଶୁଭେନ୍ଦୁ-:"ତାହଲେ ଏକେ ଚାଇ ବଲଛୋ?"

-ରକି (ହାସିର ସଙ୍ଗେ)-: "ଚାଇ ମାନେ, ଆଲବାତ ଚାଇ । ଆର ସେଟୀ ପାଓୟାନୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର "।

-ଶୁଭେନ୍ଦୁ (ହେସେ)-"ଓକେ ବସ । ଶୁଭେନ୍ଦୁକେ ପାଖି ଖାଁଚାଯ ଧରାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଯେଛୋ ସଖନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାକୋ । କାଜ ହୟେ ଯାବେ" ।

ତାର ପରେରଦିନ କଲେଜ ଛୁଟି ହୋଇଥାର ପର ଏସାଇନମେନ୍ଟ ଏର କିଛୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାର ବାହାନାୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନୁଶ୍ରୀକେ କ୍ଲାସେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ବଲଲୋ । ଅନୁଶ୍ରୀ ଫାସ୍ଟ ଇଯାରେ କରେକମାସ ହଲୋ ଭର୍ତ୍ତି ହେଯେଛେ । ଏରମଧ୍ୟେଇ ତାଇ କ୍ଲାସେର ସବାଇକେ ସେ ଚିନେ ଉଠିଲେ ପାରେନି । ସେ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟଦେର କାହେ ରକି ଆର ସିଦେର ଦୁର୍ନାମେର କଥା ଶୁଣେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଫାସ୍ଟ ଇଯାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଯେଇ ଶୁଧୁମାତ୍ର ନେଶା କରାର ଲୋଭେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଓ ଯେ ଓଦେର ଦଲେ ନାମ ଲିଖିଯେଛେ ସେଟୀ ସେ ଜାନତୋନା । ତାଇ ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁକେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଲେଜ ଶେଷେର ପର ତାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରଲୋ । ଓଦିକେ ରକି ଆର ସିଦ କଲେଜେର ସିକିଟ୍ରିରିଟି ଗାର୍ଡକେ ମୋଟା ଟାକା ସୁଷ ଦିଯେ ହାତ କରେ ରାଖଲୋ । ଯାତେ କଲେଜେର ଏକଟା କ୍ଲାସରୂମ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସେ ଖୋଲା ରାଖେ । କଲେଜ ଛୁଟି ହେଯେ ଯାଓୟାର ପର କ୍ଲାସେ ଏକା ସଖନ ଅନୁଶ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲୋ ତଥନ ରକି, ସିଦ ,ଅନୁପ ଆର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏକସାଥେ ସେଇ କ୍ଲାସେର ଭିତର ତୁକେ କ୍ଲାସେର ଦରଜା ବନ୍ଧ କରେ ଦେଯ । ତାରପର ତାରା ଅନୁଶ୍ରୀର ଓପର ଏକ ଏକ କରେ ପିଶାଚିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲାଯ । ସେଦିନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଓ ତାର ସହପାଠୀକେ ଅତ୍ୟାଚାର କରତେ ପିଛପା ହୟନି । ସେଦିନ ଅନୁଶ୍ରୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦେର ଆୟାଜ କାରୋର କାନେ ଯାଇନି । କିନ୍ତୁ ଅନୁଶ୍ରୀ ତାର ସାଥେ ଘଟେ ଯାଓୟା ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ମେନେ ନିଲନା । ସେ ବାଢ଼ିତେ ଏସେ ସବଟା ଜାନିଯେ ଥାନାୟ ଗିଯେ ରିପୋର୍ଟ କରଲୋ ଏମନକି ତାଦେର ବିରଳକୁ ମାମଲାଓ କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକବାର ଯେମନ କ୍ଷମତାର କାହେ ସତି ହାର ମେନେଛେ ତେମନ ଅନୁଶ୍ରୀର କ୍ଷେତ୍ରେଓ କୋଣୋକିଛୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଲନା ।

ଚାରଜନେର ପକ୍ଷେର ଉକିଲ ବିଚାରକେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ବଲଲୋ, "ଇଓର ଅନାର । ଅନୁଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସେଦିନ ତାର କଲେଜ ଛୁଟିର ପର ସ୍ଵେଚ୍ଛାୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେନ । ଉନି ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ନା କରେ ବାଢ଼ି ଚଲେ ଯେତେନ, ତାହଲେ ତୋ ଆମାର ମଙ୍କେଲରା ଓନାକେ ବାଢ଼ିର ଥେକେ ଜୋଡ଼ କରେ ତୁଲେ ଆନତେ ପାରନେନା । କାଜେ ଏଟାଓ ତୋ ହତେ ପାରେ ଯେ ଗତ ୧୩ଇ ମେ ଅନୁଶ୍ରୀଦେବୀର ସାଥେ ଘଟେ ଯାଓୟା ଘଟନାଟି ଆଦୌ କୋନ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ধর্মকাণ্ড নয়। হয়তো ওনার সাথে যা হয়েছে তাতে ওনার নিজেরও সম্মতি ছিল"। অনুশ্রী তখন কোটের বেঞ্চে তার বাবা আর মায়ের সাথে বসে ছিল। বিপক্ষ উকিলের কথা শুনে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, "মিথ্যে কথা। এই সব কিছু মিথ্যে কথা। সেদিন আমায় এই চারটে জানোয়ার জোড় করে আমার উপর দুঘন্টা ধরে অত্যাচার করেছে"।

-বিচারক (অনুশ্রীর উদ্দেশ্য)-: "আপনার সমস্ত বক্তব্য আপনি এখানে কাঠগড়ায় এসে বলুন"। তারপর অনুশ্রীকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়। শুভেন্দু, সিদ, রকি আর অনুপ উল্টোদিকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভীতদৃষ্টিতে তলচোখে অনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।

-বিপক্ষের উকিল-:"আচ্ছা অনুশ্রীদেবী? আপনাদের কলেজ ঠিক কখন ছুটি হয়?"

-অনুশ্রী-:"বিকেল ৪।১৫"।

-বিপক্ষের উকিল-: "আপনার ওপর আমার মক্কেলরা আক্রমণ করবে সেটা নিশ্চয় আপনি আগের থেকে জানতেননা"?

-পক্ষের উকিল-: "অবজেকশান মাই লর্ড, আমার মক্কেলকে উনি এই ধরণের অসংলগ্ন প্রশ্ন করে সবার সামনে লজ্জায় ফেলছেন"।

-বিচারক (পক্ষের উকিলের উদ্দেশ্য)-:"অবজেকশান ওভাররুলড"।

-বিপক্ষের উকিল (বিদ্রূপেরহসিহেসে)-: "অনুশ্রীদেবী যখন নিজেই নিজেকে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়েছেন, তখন ওনার আর লজ্জা পাওয়া মানায়না। তা অনুশ্রীদেবী বলুন। এদিন আপনি আমার মক্কেলদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন নাকি ছিলেননা"?

-অনুশ্রী (কাঁপা কাঁপা গলায়)-:"এই ধরণের জিনিসের জন্য আদৌ কি কোন মেয়ে প্রস্তুত থাকে? আপনিই বলুননা"।

-বিপক্ষের উকিল-: "আপনার উপর চার চারটে ছেলে বাঁপিয়ে পড়লো যেটার জন্য আপনি রীতিমতো অপ্রস্তুত ছিলেন। আপনার তাহলে তো সেইসময়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠার কথা। সেইসময়ে আপনার এটা কিভাবে খেয়াল থাকে যে তখন ঠিক কটা বাজে"?

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

-ଅନୁଶ୍ରୀ:- "କଲେଜ ୪ଟେର ସମୟେ ଛୁଟି ହୁଏ ଠିକଇ, କିନ୍ତୁ ତଥନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆସତେ ଦେଇ କରଛିଲୋ ଦେଖେ ଆମି ତଥନ ଘଡ଼ିର ଦିକେ ଦେଖେଛିଲାମ ଯେ ୪:୧୫ ବାଜେ" ।

-ବିପକ୍ଷେର ଉକିଲ-: "ଆଜ୍ଞା ଶୁଭେନ୍ଦୁକେ ଆପନି ଠିକ କବେ ଥେକେ ଚେନେନ? ।

-ଅନୁଶ୍ରୀ:- "ବେଶିଦିନ ନା । ଓ ଆମାର କ୍ଲାସମେଟ" ।

-ବିପକ୍ଷେର ଉକିଲ-: "ସ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ! ଏକଟା ଛେଲେକେ ଆପନି ବେଶିଦିନ ଚେନେନା ଅଥଚ ସେ ଆପନାକେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ବଲଲୋ ଆର ଆପନି ଅପେକ୍ଷା କରଲେନ? ଆର ଆପନି ଏକଟୁ ଆଗେ ଚିତ୍କାର କରେ କି ବଲଲେନ? ଯେ ଆମାର ଚାର ମଙ୍କେଳ ଆପନାର ଉପର ଦୁଘନ୍ତା ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେଛେନ । ତା ସେଇସମୟେ ଆପନାର ପ୍ରତି ହେଁଯା ଅତ୍ୟାଚାରେର ସମୟସୀମା ଓ ଆପନାର ମନେ ଆଛେ ? ତା ଟାନା ଦୁଘନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାରେର ପର ଆପନି ନିଜେର ପାଯେ ହେଁଟେ ବାଡ଼ି ଓ ଚଲେ ଗେଲେନ? ଆର ତଥନି ଥାନାଯ ଅଭିଯୋଗ ନା କରେ ରାତ ୧୦ଟାଯ ଥାନାଯ ଗେଲେନ କେନ?" ।

ବିପକ୍ଷେର ଉକିଲେର ଏହିଧରଗେର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣେ ଅନୁଶ୍ରୀ ହତବାକ ।

-"କି ବଲତେ ଚାଇଛେନ କି ଆପନି? ସଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାନ ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେ ଆପନି ଆପନାର ମଙ୍କେଳଦେର ଜେତାନୋର ଜନ୍ୟ ଆମାଯ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରତେ ଚାଇଛେନ?" ।

-ବିପକ୍ଷେର ଉକିଲ-: " ଦେଖୁନ ଅନୁଶ୍ରୀଦେବୀ । ଆପନାକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣଗୁଲି ଯଥେଷ୍ଟ ନୟ । ଇଓର ଅନାର , ଓନାର କୋନ କଥାତେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାଚେନା । ଓନାର ଏହି ଆଚରଣ ଥେକେ ଏଟାଇ ଦାଁଢାଚେ ଯେ ଗତ ୧୩ଟି ମେ ଓନାର ସାଥେ ଆମାର ଚାରଜନ ମଙ୍କେଳ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରେଛେନ ତାତେ ଓନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ଛିଲ । ସମାଜେ ଯେ ସବସମୟ ପୁରୁଷରାଇ ଅନ୍ୟାଯ କରେ ତା କିନ୍ତୁ ନୟ । ଅନେକସମୟ ଉଚ୍ଚବିତ ଘରେର ଛେଲେଦେର ଥେକେ ଲାଭ ପାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଅନୁଶ୍ରୀଦେବୀର ମତୋ ସୁବିଧାବାଦୀ ମହିଳାରୀଓ ସୁଯୋଗ ନିଯେ ଥାକେନ । ଆର ତାରପର ଠିକମତ ଧାର୍ଯ୍ୟମୂଳ୍ୟ ନା ପେଲେ ଧର୍ଷଣେର ମିଥ୍ୟେ ଅଭିଯୋଗ ଆନେ । ଦ୍ୟାଟିସ ଅଲ ଇଓର ଅନାର" ।

ପକ୍ଷେର ଉକିଲକେ କିଛୁ ବଲାର ସୁଯୋଗହି ଦିଲୋନା ବିପକ୍ଷୁଉକିଲ ।

-"ଧାର୍ଯ୍ୟମୂଳ୍ୟ ମାନେ? କି ବଲତେ ଚାଇଛେନ ଆପନି? " । କଥାଟା ଅନୁଶ୍ରୀ ଶେଷ କରତେ ନା କରତେଇ ବିଚାରକ ଥାମିଯେ ଦିଯେ ଜାନାଲୋ ଯେ ମାମଲାର ଶେଷ ଶୁନାନି ଆଗାମୀକାଳ ହବେ । ତାରପରେର ଦିନ ବିଚାରକେର ରାଯ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରଜନ ବେକସୁର ଖାଲାସ ହୁଯେ ଗେଲ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଅନୁଶ୍ରୀ କ୍ଷୋଭେ ପାଥରେର ମତୋ ବାକରଙ୍ଗ ହୟେ କୋଟେର ବେଞ୍ଚେ ବସେ ରହିଲୋ ଆର ତାର ଦୁଚୋଖ ବେଯେ  
ଜଳ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ପକ୍ଷେର ଉକିଲ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ବଲିଲୋ,

-“ପାରଲାମ ନା ଆମି । ପାରଲେ କ୍ଷମା କରେ ଦେବେନ” ।

ଅସହାୟ ଭାବେ ଅନୁଶ୍ରୀ ଆର ତାର ବାବା ମା କୋଟ ଥେକେ ବେରୋନୋର ସମୟେ ଦେଖିତେ ପେଲ ଯେ ଚାରଜନକେ  
ଆଇ ଏ ଏସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆର ଏମ ଏଲ ଏ ବାବୁ ମାମଲାୟ ଜେତାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜାନାଛେ ଆର  
ସନ୍ଧେବେଳା କକଟେଲ ପାଟି କରାର ଜନ୍ୟ ବଲଛେ । ଅନୁଶ୍ରୀକେ ବେରୋତେ ଦେଖେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ବାବୁ ତାର ଦିକେ  
ଏଗିଯେ ଏସେ ବିଦ୍ରପ କରେ ବଲିଲୋ,

-" ରାଗ କରୋନା ବୁଝତେଇ ତୋ ପାରଛୋ, ଅନ୍ଧବସୀ ଛେଲେ କଲେଜ ଲାଇଫ ଏନଜ୍ୟ କରଛେ । ତାଇ ଆନନ୍ଦ  
କରତେ ଗିଯେ ଏକଟୁ ଭୁଲ ନା ହୟ କରେଇ ଫେଲେଛେ । ତୁମି ବରଂ ବ୍ୟାପାରଟା ଆଜ ଥେକେ ଭୁଲେ ଯାଓ ।  
ତାତେ ତୋମାରଇ ମଙ୍ଗଳ । ଏକଟା କଥା ଆଛେ ଜାନୋ ତୋ? 'ଜୋଡ଼ ଯାର ମୁଲୁକ ତାର' । ତାଇ ବେକାର  
ଆର ଆମାଦେର ଛେଲେଦେର ବିରଳକେ ରଖେ ଦାଁଢାତେ ଯେଓନା । ତାତେ କୋନ ଲାଭ ହବେନା । କ୍ଷତିପୂରଣଟା  
ନା ହୟ ତୋମାର ବାଡିତେ କ୍ୟାଶେ ପାଠିଯେ ଦେବ । ଗୁନେ ନିଓ" । ଏଇ ବଲେ ତିର୍ଯ୍ୟକଭାବେ ଏକଟା ଜୟେର  
ହାସି ହେସେ ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ପରେରଦିନ ଅନୁଶ୍ରୀର ବାଡିର ଥେକେ ଅନୁଶ୍ରୀର ଝୁଲନ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହଲୋ । ପାଡ଼ାର ସକଳେ ସେଦିନ  
ତାର ବାଡିତେ ଜଡ଼ୋହଲୋ । କିଛୁ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାର ମୃତଦେହକେ ଇନ୍ଦିତ କରେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲେ  
ଉଠିଲୋ,

-" କଲେଜେ ନତୁନ ଭର୍ତ୍ତି ହେୟେଇ ଡାନା ଗଜାଲେ ଯା ହୟ । ଉଚ୍ଚନାଧ୍ୟମିକେ ଭାଲୋ ରେଜାଲ୍ଟ କରାର ପର  
ମାୟେର କି ଅହଂକାର ମେଯେକେ ନିଯେ । ମେଯେ ଆମାର ଏତ ଘନ୍ଟା ଧରେ ପଡ଼ିଲୋ, ଏଇ କରତୋ, ସେଇ  
କରତୋ । ଶୁଦ୍ଧ କି ପଡ଼ାଶୋନାଯ ଭାଲୋ ହଲେ ହୟ ନାକି? ଚରିତ୍ରଟାଓ ଭାଲୋ ହତେ ହୟ । ଏରକମ ମେଯେର  
ବେଚେ ଥାକାର ଚେଯେ ମରେ ଯାଓଯାଇ ଭାଲୋ । ନୟତୋ ପାଡ଼ାର ବଦନାମହି ହତୋ" ।

ଆବାର ତାରାଇ ଅନୁଶ୍ରୀର ମା କେ ସାନ୍ତନା ଦେଓୟାର ଅଭିନ୍ୟ କରେ ବଲଛେ, -"କାଁଦବେନନା ଦିଦି । କି  
କରବେନ ବଲୁନ? ମେଯେଟାର କପାଳଟାଇ ଖାରାପ ଛିଲ । ନୟତୋ କତଇ ନା ଭାଲୋ ଛିଲ ଆପନାର ମେଯେଟା" ।  
ସେଦିନ ସ୍ମଶାନେ ଅମଲବାବୁ ଅନୁଶ୍ରୀର ବାବାକେ ସାନ୍ତନା ଦିଯେ ବଲିଲୋ, -" ଅନୁର ମତୋ ଏକଟା ମେଯେର  
ଯାରା ଏତ ବଡ଼ୋ ସର୍ବନାଶ କରିଲୋ, ସମୟ ଠିକ ତାଦେର ଶାସ୍ତି ଦେବେ" ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

অমলবাবু হলো অনুশ্রীদের পাড়ার আর এক বাসিন্দা। তিনি ও তার পরিবার বরাবরই অনুশ্রীদের শুভাকাঞ্চী। অনুশ্রীকে অমলবাবু ছোটবেলার থেকেই চিনতো।

সেদিন অনুশ্রীদের বাড়িতে অনুশ্রীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তিস্তারও চোখে জল এসেছিলো। তিস্তা হলো অমলবাবুর মেয়ে। এখন সে দ্বিতীয় বর্ষের ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ সময়টা সে তার লেখাপড়া নিয়েই থাকে। ছোটবেলা থেকেই তার ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক হওয়ার। সে তাই বাড়িতে লেখাপড়ার সাথে নিজের মতো করে নতুন নতুন জিনিসের এক্সপেরিমেন্ট করে। এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সে নিজেই কিনে আনে। অনুশ্রীকে তিস্তা ছোটবেলা থেকেই চিনতো। এমনকি ছোটবেলায় অনেকবার তারা দুজন একসাথে খেলেছে। যদিও তিস্তা অনুশ্রীর থেকে এক বছরের বড়ো ছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব তো আর বয়স মানেনা।

শেষকৃত্যের পরের দিন সকালে খবরের কাগজে ওই চারজনের বেকসুর খালাসের খবর পরে তিস্তা তার বাবাকে বললো,

-"ছেলেগুলো এতবড়ো অন্যায় করার পরও শুধুমাত্র ক্ষমতার জোড়ে এইভাবে পার পেয়ে গেলো?"

বাবা অমলবাবু তখন তার মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললো, "কি আর করা যাবে বল মা? এরা হলো সরকারের কাছের লোক তাই এদের কাছে আইন হলো সরকারের কাজের লোক। এরা নিজেদের ক্ষমতার জোড়ে সূর্যোদয়ও পূর্বদিকে না করিয়ে পশ্চিমদিকে করাতে পারে"। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্চাস ছাড়লো অমলবাবু।

ঠিক একমাস বাদেই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেল। পরপর দুদিন দুজনের রহস্যজনক ভাবে খুন হলো। সেই দুজন হলো শুভেন্দু আর অনুপ। শুভেন্দুর লাশ পাওয়া গেল গোলপার্কের একটা আন্ডারকঙ্ট্রাক্সান বিল্ডিংয়ে আর অনুপের লাশ পাওয়া গেলো বারাসাতের একটা খালে। দুজনেরই খুন একইরকমভাবে করা হয়েছে। দুজনেরই গলার নলী এমন ভাবে কাটা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন খুব ধারালো কিছু তাদের গলায় চেপে ধরে রাখা হয়েছিল। তার সাথে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। সেটা হলো দুজনের জামার সাথে একটা করে ছেট চিরকুট লাগানো ছিল। তাতে কালো কালি দিয়ে একটা কথা লেখা ছিল,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাষণ

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

-"সমাজে যদি ধর্ষিতারা না বাঁচতে পারে তাহলে ধর্ষকেরও বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই ইতি এক নিগৃহীতার বিচারক"।

শুভেন্দুকে খুন করা হয়েছিল বুধবার আর অনুপকে খুন করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। দুজনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর দুজনের ক্ষেত্রেই ময়নাতদন্তের ফলাফল একই বেরোলো। দুজনেরই খুন হয়েছে রাত ৮:৩০টা নাগাদ আর খুন করার পদ্ধতিও একই। কোন ধারালো জাতীয় অন্ত্র তাদের গলার নলীর কাছে অনেকক্ষণ ধরে চেপে ধরে রাখা হয়েছিল। ফলে তাদের অকুস্থলৈ মৃত্যু ঘটে।

সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট থেকে শুভেন্দু আর অনুপের খুনের কিনারা করার দায়িত্বভার পড়েছে একজন ডিটেক্টিভের উপর যার নাম দিব্যেন্দু সান্যাল। বয়স সাতাশের কাছাকাছি। অবিবাহিত। বিধিবা মা আর বোন এই দুজনই হলো তার পরিবারের সদস্য। দিব্যেন্দু কাজের ব্যাপারে খুবই দায়িত্ববান। কোনো তদন্তের শেষ না দেখে হাল ছাড়েনা সে। শুভেন্দু আর অনুপের মৃত্যুর অকুস্থলৈ গিয়ে প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করে দিব্যেন্দু কিন্তু কোনরকম খেই সে পেলোনা। ময়নাতদন্তের পর শুভেন্দু আর অনুপের জামার সাথে লাগানো চিরকুট দুটি সেনিয়ে তদন্তের জন্য নিজের কাছে রাখলো।

রাত্রিবেলা নিজের ঘরে দিব্যেন্দু দুটি চিরকুট হাতে নিয়ে চিরকুটের লেখার শেষ কথাটা বারবার চোখ বোলাচ্ছে ""নিগৃহীতার বিচারক""। কথাটা ভাবতে ভাবতে সে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলচ্ছে, -"এটা রীতিমতো একটা পরিকল্পিত খুন। কোনো পুরোনো শক্রতার জন্য এই খুন করা হয়েছে" তারপর সে অনুপ আর শুভেন্দুর ব্যাপারে তদন্ত করে তাদের অতীতের কর্মকাণ্ডের তথ্য উদ্ধার করলো। তার সাথে অনুশ্রীর ধর্ষণের তথ্যও সে উদ্ধার করলো। তারপর বাড়ি ফিরে দিব্যেন্দুর চিরকুটের সেই লেখাটার কথা আবার মনে পড়লো। রাত্রিবেলা সে নিজের ঘরে আবার দুটো চিরকুট নিয়ে বসলো আর চিরকুটের লেখাটা চোখ বোলাতে লাগলো। তারপর নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে বললো, -"'ধর্ষক' আর 'ধর্ষিতা' তার মানে খুনির সাথে মৃত দুই ব্যক্তির শক্রতা ধর্ষণের কারণে হয়েছে। ক্রাইম রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি মৃত ব্যক্তিদের উপর ধর্ষণের আরোপ ও আছে। সেটা হলো অনুশ্রী সেনগুপ্ত ধর্ষণ মামলা। যদিও ঘটনাটি মিথ্যে প্রমাণিত হয় ফলে অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যায়। সেই কারণেই কি এই প্রতিশোধ কিন্তু ধর্ষিতা তো একমাস

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আগেই মারা গেছে"। তারপর তার নজর গেলো চিরকুটের লেখার শেষের কথাটার দিকে 'নিগৃহীতার বিচারক'। তার পর আবার দিব্যেন্দু মনে মনে বিড়বিড় করে বললো,"'বিচারক' তার মানে ধর্মিতা তার সাথে হয়ে যাওয়া অন্যায়ের সুবিচার পায়নি বলে তাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য তার কোনো শুভাকাঙ্গী তার হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছে"। তারপরেই সে একটা সন্দেহের তালিকা বানালো আর তাতে সে প্রথমে যাকে রাখলো সে হলো অনুশ্রীর বাবা আর তারপরে রাখলো অনুশ্রীর মা কে। কারণ প্রাথমিক ভাবে দিব্যেন্দুর একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে হয়তো মেয়ের মৃত্যু মেনে নিতে না পেরে প্রতিশোধ নেওয়ার কাজে ওনাদের মধ্যে কেউ এই দুটি খুন করেছে।সে অনুশ্রীর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করলো তারপর অনুশ্রীদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো।

-দিব্যেন্দু (অনুশ্রীর মায়ের উদ্দেশ্যে করজোড়ে)-: "নমস্কার। এটা কি অনুশ্রী সেনগুপ্তর বাড়ি"?

-অনুশ্রীর মা-: "হ্যা, তবে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলামনা"।

-দিব্যেন্দু (তার আইডেন্টি কার্ডটা বের করে দেখিয়ে)-: "ডিটেক্টিভ দিব্যেন্দু সান্যাল।কিছু জরুরি জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে"।

কয়েক সেকেন্ড কার্ডটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে দেখার পর অনুশ্রীর মা দিব্যেন্দুকে ভিতরে আসতে বললো।দিব্যেন্দু সানগ্লাসটা খুলে তার শাটের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো।তাকে বসার ঘরের সোফায় অনুশ্রীর মা বসতে অনুরোধ করার পর সে বসলো তার সাথে সাথে বসার ঘরে রাখা আসবাবপত্রগুলোকে লক্ষ্য করছিলো।পাশের ঘর থেকে অনুশ্রীর বাবা বেরিয়ে এলে তার উদ্দেশ্যে দিব্যেন্দু একবার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালে সে দিব্যেন্দুকে বসতে বলে তারপর বলে,

"বলুন কি জানতে চান"?

-"আপনাদের মেয়ের মৃত্যুর খবরটা কালই পেয়েছি খুবই দুঃখজনক ঘটনা"দিব্যেন্দু কথাটা বলতেই অনুশ্রীর বাবা বললো,

-"যদি কোনো জরুরি বৃত্তান্তঃ কথা থাকে তাহলে সেটা তাড়াতাড়ি বলাই ভালো।"

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

-দিব্যেন্দু: "মাফ করবেন আসলে অনুশ্রীর এরম পরিণতির দায়ী দুষ্কৃতীদের মধ্যে দুজনের গত  
বুধবার আর বৃহস্পতিবার রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। শুনেছেন?"

-অনুশ্রীর বাবা (গন্তীরভাবে)-: "হ্ম। শুনেছি"।

-দিব্যেন্দু-: "আচ্ছা আপনি আপনার অফিস থেকে ঠিক কখন ফেরেন"?

-অনুশ্রীর বাবা-: "সঙ্গে ৬টায় বাড়ি ঢুকে যাই। আগে বাড়ি এলেই মেয়ে আমার কাছে ছুটে  
আসতো। এখন আর কেউ আসেনা"। এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্চাস ছাড়লো।

-"আচ্ছা। এই শুভেন্দু আর অনুপকে কে বা কারা খুন করতে পারে বলে আমার মনে হয়"? প্রশ্নটা  
দিব্যেন্দু করলে অনুশ্রীর বাবা গন্তীর স্বরে উত্তরে বললো,

-"আপনি আসলে ওই দুটো বেজন্মার খুনী হিসেবে আমায় সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। তার  
জন্যই আপনার এত জিজ্ঞাসাবাদ। আমি জানিনা কে ওদের খুন করেছে। কিন্তু যে এই সাহসিকতা  
দেখিয়েছে সে কোনো সাধারণ মানুষ নয় সে স্বয়ং দেবদৃষ্ট। আমার ক্ষমতায় থাকলে আমি সত্যিই  
নিজে ওদের সবকটাকে শেষ করতাম। কিন্তু যে সাহস আমার দেখাতে পারিনি সেটা ওই দুটো  
জানোয়ারের খুনী দেখিয়ে আমার মেয়েকে শ্রদ্ধাজলি দিয়েছে।"

দিব্যেন্দু তখন আর কথা না বাড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

পাড়ার বাকি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এলো অমলবাবুর বাড়ি। অমলবাবুর বাড়িতে কথা বলে সে  
জানতে পারলো যে অনুশ্রীর বাবা মিথ্যে কথা বলেনি। সে সত্যি সত্যিই সঙ্গে ৬টা নাগাদ অফিস  
থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। দিব্যেন্দুকে তিঙ্গার সাথে কথা বলে জানলো যে তিঙ্গা অনুশ্রীর একজন  
ভালো বন্ধু ছিল। তিঙ্গার সাথে কথা বলতে বলতে তিঙ্গার ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা এক্সপেরিমেন্টাল  
কিট গুলো লক্ষ্য করছিলো। তখন তার টেবিলে রাখা একগোছা গোল করে পাকিয়ে রাখা সরু

-"এক হাতে কি আর তালি বাজে? ওই মেয়েরও নিশ্চয় কোনো দোষ আছে"।

সবশেষে দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এলো অমলবাবুর বাড়ি। অমলবাবুর বাড়িতে কথা বলে সে  
জানতে পারলো যে অনুশ্রীর বাবা মিথ্যে কথা বলেনি। সে সত্যি সত্যিই সঙ্গে ৬টা নাগাদ অফিস  
থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। দিব্যেন্দুকে তিঙ্গার সাথে কথা বলে জানলো যে তিঙ্গা অনুশ্রীর একজন  
ভালো বন্ধু ছিল। তিঙ্গার সাথে কথা বলতে বলতে তিঙ্গার ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখা এক্সপেরিমেন্টাল  
কিট গুলো লক্ষ্য করছিলো। তখন তার টেবিলে রাখা একগোছা গোল করে পাকিয়ে রাখা সরু





# উদ্ঘাসন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



অ্যালুমিনিয়াম তার নজরে পড়লো। সেই তারের ব্যাপারে তিঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলে তিঙ্গা উভরে বললো,

- "আসলে আমার লক্ষ্য পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক হওয়ার। তাই লেখাপড়ার ফাঁকে মাঝেমধ্যে সেই বিষয়ে নিজে নিজে একটুআধুনিক প্রাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের নেশা আছে আমার। ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্টে অ্যালুমিনিয়াম তারের প্রয়োজন প্রায়ই লেগে থাকে। যার জন্যই এর ব্যবহার।"

- "ওহঃ আই সি। ভেরি গুড়"।

দিব্যেন্দু তারিফের স্বরে তিঙ্গার উদ্দেশ্যে বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলো। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দিব্যেন্দুর নজর পড়লো তিঙ্গার ডান হাতে পরে থাকা ব্রেসলেটের দিকে।

- "নাইস ব্রেসলেট"।

- তিঙ্গা (হালকা হেসে)-: "থ্যাংক ইউ"।

চা শেষ করে দিব্যেন্দু অমলবাবু আর তার পরিবারের বাকি সদস্যদের উদ্দেশ্যে করজোড়ে বললো,

- "অনেক ধন্যবাদ, সহযোগিতা করার জন্য। আজ তাহলে আসি। তারপর সে বেরিয়ে চলে গেলো।"

তিঙ্গা তখন তার মায়ের উদ্দেশ্যে চিঢ়কার করে বললো,

- "মা, খেতে দাও। বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পর আমি স্যারের বাড়িতে একটু দরকারে যাব। ফিরতে রাত হবে"।

আজ সন্ধ্যেবেলা রকির বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিল। সারা সন্ধ্যে নেশা করে ফুর্তি করার পর সে একা বেরিয়ে তার গাড়ির গেটটা খুলতে যাবে সেইসময়ে তার ফোনে একটা অজানা নম্বরে ফোন এলো।

- "হ্যালো, হস দিস"?

অসংলগ্ন ভাবে রকি ফোন কানে নিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী কিছু দিয়ে সজোড়ে রকির মাথায় কেউ মারলো। তখন রকি মাটিতে ছিটকে পড়লো। এমনিতেই প্রচুর পরিমাণে নেশা করার

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

জন্য সে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিলোনা। তাই ওতো মাথায় চোট খেয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে পরে গেলো। পরে থাকা অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে রকি দেখলো কেউ একজন কালো জ্যাকেট পরে দাঁড়িয়ে। তার মুখটা জ্যাকেটের সঙ্গে অ্যাটাচ ক্যাপ দিয়ে ঢাকা। তাই মুখটা বোৰা ঘাচ্ছনা। রকি দেখলো জ্যাকেট পড়া মানুষটি তার দিকে এগিয়ে আসছে আৱ তার দিকে ঝুঁকে বসছে। তারপর কয়েকমিনিটের জন্য শুরু হলো রকির মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদ যেটা ভেতরে পার্টিতে গান বাজনা চলার জন্য কারোর কানে পৌঁছালোনা। পরেরদিন সমস্ত খবরের চ্যানেলে একটাই খবর যে, এম এল এ শক্তিকান্ত মিশ্র ছেলে রাকেশ মিশ্র রহস্যজনক ভাবে খুন হয়েছে। তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে পার্কস্ট্রিটের রাস্তার এক ধারে তার গাড়ির পাশ থেকে। তার জামাতে একটি চিরকুট লাগানো ছিল। যাতে লেখা আছে,

-"সমাজে যদি ধর্মিতারা না বাঁচতে পারে তাহলে ধর্মকেরও বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ইতি এক নিগৃহীতার বিচারক"।

শক্তিকান্ত তার একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পড়েছে। তিভিতে তাকেও দেখাচ্ছে। বিভিন্ন সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে বলছে,

-"যে বা যারা আমার ছেলেকে এইভাবে শেষ করেছে, তাকে পুলিশ প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁজে বের করুক। নয়তো আমার ছেলের আত্মার শান্তি হবেনা"।

তিভির দিকে তাকিয়ে শক্তিকান্তকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপের সাথে অমলবাবুর স্তু তথন বললো,

-"যতই ক্ষমতা থাকুক তোমার, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একটা মায়ের কোল খালি করেছো না? এবার নিজেও টের পাবে, যে সন্তান হারানোর শোক কি জিনিস"।

কথাগুলো বলতেই অমলবাবুর স্তুর চোখ হঠাৎ গেলো তিষ্ঠার দিকে। সে দেখছে তিভির দিকে তাকিয়ে তিষ্ঠা নিজের মতো করে হালকা ভাবে হাসছে। সেই হাসি খুবই অদ্ভুত। ঠিক যেন কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আৱ কোনো কিছু জয় কৰার আনন্দ মিশে আছে তার সেই হাসিতে। তার সাথে সাথে তার কপালের একপাশ থেকে ঘামের জল গড়িয়ে পড়ছে।

-"এই তোর আবার কি হলো রে"?

-"কই কিছু হয়নি তো কি আবার হবে"?

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাসন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- "কিছু হয়নি যখন তাহলে ওরকম একা একা হাসছিলি কেন"?

- "কিছু না আমি তো অনুশ্রীর কথা ভাবছিলাম। আজ যদি ও বেঁচে থাকতো তবে এই খবরগুলো শুনে কতই না খুশি হতো"।

রকির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর ফরেনসিক রিপোর্টে যা এলো তাতে বোৰা গেলো যে শুভেন্দু আর অনুপকে যে পদ্ধতিতে খুন করা হয়েছে, একইরকম ভাবে ঠিক সেই পদ্ধতিতেই রকিকেও খুন করা হয়েছে। ওদিকে পুলিশ প্রশাসন সহ দিব্যেন্দুকে শক্তিকান্ত এসে হৃষি দিচ্ছে আর বলছে, - "আপনারা এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কিভাবে হতে পারেন? সরকার আপনাদের চাকরি আর মাইনে দিয়ে এমনি এমনি পুষ্ট রেখেছে? তিন তিনটে সিরিয়াল মার্ডার হয়ে গেলো একইরকম ভাবে। আর আপনারা খুনিকে এখনো ধরতে পারলেননা"?

তখন সেখানে থাকা একজন পুলিশ ইঙ্গেলিস্ট শক্তিকান্তকে সাঙ্গনা দিয়ে বললো,

- "স্যার, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে খুনিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। ঠিকঠাক প্রমান সহ খুনিকে আমরা খুব শীঘ্ৰই খুঁজে বের করবো"।

- শক্তিকান্ত (দাপট দেখিয়ে)-: "ওইসব প্রমান টোমানের কথা আমায় বোৰাতে আসবেননা। ভুলে যাবেননা আমি এম এল এ শক্তিকান্ত মিশ্র। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ছেলের খুনির শাস্তি চাই। নয়তো এমন জায়গায় ট্রাঙ্গফার করবো যে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হবেন।"

এতক্ষন দিব্যেন্দু চুপচাপ শক্তিকান্তের সব কথা শুনছিলো। কিন্তু এবার সে মুখ খুললো,

- "অন্যায় তো অনেকেই করে কিন্তু তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি তার প্রাপ্য শাস্তি পায় মিস্টার মিশ্র"?

- শক্তিকান্ত (রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে)-: "কি। ।।। কি বলতে চাইছেন কি আপনি? আমরা কি। ।।। কি করেছি"?

- দিব্যেন্দু (হালকা হেসে)-: "একি? আপনার হঠাৎ এত গায়ে লাগলো কেন আমার কথাটা? আমি তো নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলিনি। আমি তো উদাহরণস্বরূপ বললাম, যে অনেকসময়





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

প্রমানের অভাবে বা যথাযোগ্য প্রমান থেকেও অপরাধী পার পেয়ে যায়। আর আপনার ছেলের খুনি তো তার খুনের কোনো প্রমাণই রাখেনি। কাজে অথবা ক্ষমতার জোড় দেখিয়ে দূরে ট্রাঙ্গফার করার ভয় টা দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। একটু আগে কি যেন বললেন? সরকার আমাদের মোটা মাইনে দিয়ে পুষছে। এখানে আমরা কেউই তো আর পিতৃপরিচয় বা নিজপরিচয়ের দিক দিয়ে সরকারের নিকট আত্মীয় নই। কাজে আমাদের সরকার এমনি এমনি পুষছেন এটা কিন্তু ঠিক কথা না। এখানে সবাই নিজের যোগ্যতাতেই সরকারের কাছে পোষ মানিয়েছে”।

শক্তিকান্ত তখন বিষয়টা এড়াবার জন্য সেখান থেকে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেলো। শুভেন্দু আর অনুপের মতো রকির সাথেও চিরকুট উদ্বার হয়েছে আর তাতেও সেই একই কথা লেখা আছে,

-"সমাজে যদি ধর্ষিতারা না বাঁচতে পারে তাহলে ধর্ষকেরও বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ইতি এক নিগৃহীতার বিচারক"।

কথাটা মনে পরে দিব্যেন্দুর কপালে আবার ভাঁজ পড়লো,

-"কে এই নিগৃহীতার বিচারক? এত নিখুঁত ভাবে খুনগুলো করেছে, যে প্রমান তো দূরের কথা। কোনো কিছুর কোনো খেইটুকু খুঁজে পাওয়ার অবকাশটুকু সে দেয়নি"।

তিনজন বন্ধুর পরপর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই সিদ যেন কিরকম ভয়ে কুঁকড়েছে। আজকাল সে ভয়ে আর বাঢ়ি থেকে বেরোয় না। কারোর সাথে বিশেষ মেলামেশা করাও বন্ধ করে দিয়েছে। নিজের ঘরের বিছানার এক কোণে হাঁটুর উপর মুখ গুজে বসে আছে সে। ঘরে এসি চলার সত্ত্বেও তার সারাশরীর ঘামিয়ে গেছে। এমন সময়ে তার ঘরে তার বাবা রাজেন্দ্র চৌধুরী এলো। এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো,

"মাই সন ভুলে যেওনা যে তুমি একজন আই এ এস অফিসারের ছেলে। তোমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তুমি শুধু শুধু প্যানিক করছো"।

-সিদ (ভীতস্বরে)-: "নো ড্যাড। শুভেন্দু, অনুপ, রকি তিনজনেই মারা গেছে। এখন আমার পালা। কিন্তু ড্যাড, আমি মরতে চাইনা। প্লিজ আমার জন্য কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করো। প্লিজ ড্যাড"।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

রাজেন্দ্র তখন তার ছেলেকে বললো, -"ওকে মাই সন।আজ পর্যন্ত এরকম হয়েছে? যে তুমি তোমার ড্যাডের কাছে কিছু চেয়েছো কিন্তু পাওনি।আমি তোমার জন্য খুব কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি এখনই"।

বাবার কথা শোনার পর হালকা একটা স্বস্থির নিঃশাস নিলো সিদ তখন। যথারীতি সিদের জন্য তার বাবা সারাবাড়িতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলো। এমনকি সিদের ঘরের বাইরেও একাধিক পাহারাদারের ব্যবস্থা করলো তার বাবা। কিন্তু কি লাভ? পাপীকে যে তার শাস্তি পেতেই হবে নয়তো তার মুক্তি নেই। তখন রাত ১টা না ঘুমিয়ে সিদ তার ঘরে পায়চারি করছে। মৃত্যুভয় তার রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়েছে। এমন সময়ে তার ঘরের লাইট টা হঠাতে করে নিভে গেলো। ভয়ে কাঁপা গলায় সিদ বললো,

-"কে? কে ওখানে"?

ঠিক তখনই তাকে পেছন থেকে কেউ সজোড়ে লাথি মেরে তার ঘরের মেঝেতে ফেলে দিলো। সেই কালো জ্যাকেট পরা মানুষ ধীরে ধীরে এবার সিদের দিকে ত্রুটি এগিয়ে আসছে। আর তারপর ধারালো কিছু একটা সিদের গলায় পেঁচিয়ে চেপে ধরেছে। তারপর সিদের একটা তীব্র আর্তনাদের আওয়াজ সারা বাড়িতে শোনা গেলো। ছেলের চিৎকারের আওয়াজ শুনে রাজেন্দ্র চৌধুরী রাতারাতি ছেলের ঘরের দরজা ভাঙিয়ে ভেতরে চুকলেন। কিন্তু ততক্ষনে সব শেষ হয়ে গেছে। ঘরে চুকে সে দেখলো সিদ রক্তাত্মক অবস্থায় মেঝেতে পরে আছে। চোখদুটো মরা মাছের মতো উল্টে গেছে সিদের। একইরকম ভাবে তার জামার সাথেও একটা চিরকুট লাগানো আছে। খুনি ততক্ষনে সিদের ঘরের জানলা দিয়ে চম্পট দিয়েছে। জানলায় কোনোরকম গ্রিল না থাকার সুবর্ণসুযোগটা খুনি ভালো ভাবে কাজে লাগিয়েছে। ঠিক যেমনভাবে সে সমস্ত পাহারাদারের নজর এড়িয়ে সন্তর্পণে পাইপ বেয়ে জানলা দিয়ে সিদের ঘরের ভেতরে চুকেছিলো। ঠিক একইরকম ভাবেই পালিয়ে গেছে। তাই খুনি এবারেও ধরা পড়লোনা।

খুনের তদন্তের জন্য পরেরদিন রাজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি এলো দিব্যেন্দু। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবারের খুনের চিরকুটটা দিব্যেন্দু হাতে দিয়ে দেখলো। এবারেও খুনি প্রত্যেকবারের মতো মৃতের জামায় একটা করে চিরকুট আটকে গেছে।

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# শংখু পরিধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ঠিকই। কিন্তু এইবারের চিরকুটের লেখাটা অন্যবারের থেকে আলাদা। এবারের চিরকুটে লেখা আছে,

- "অবশেষে সমস্ত পাপীর নিধন হলো। নিগৃহীতাও তার বিচার পেলো। ইতি এক নিগৃহীতার বিচারক"।

চিরকুটের লেখা পড়ার পর দিব্যেন্দু ও বাকি পুলিশ কনস্টেবলরা সিদের সারাঘরে তল্লাশি শুরু করলো। তখন জানলার কার্নিশের কাছে দিব্যেন্দু একটা জিনিস পেলো। জিনিসটা হাতে নিয়ে তার খুব চেনা লাগলো জিনিসটাকে। কোথায় যেন দেখেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছেন। মনে মনে সে নিজেকে বলছে,

- "কেন জানিনা এই ব্রেসলেট আমার ভীষণ চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি এটা আমি"।

কথাটা ভাবতে ভাবতে ব্রেসলেট টা হাতে নিয়ে সে সারাঘর আরও ভালো করে তল্লাশি করা শুরু করলো। তারপর সে খাটের তলায় একবার ঝুঁকে দেখলো। তাতে সে আরও একটা জিনিস খুঁজে পায়। যেটা খুনি তাড়াভুংড়োর মধ্যে পালাতে গিয়ে এবারে ব্রেসলেটের সঙ্গে অকুস্থলে ফেলে গেছে। দ্বিতীয় জিনিসটা পাওয়ার পর দিব্যেন্দুর মনে পরে গেলো। আর তারপর সে নিজেই সবকিছু চিন্তা করে হতবাক হয়ে গেলো।

- "মনে পড়েছে। এই ব্রেসলেট তো আমি একজনের হাতেই পড়তে দেখেছিলাম। আর খাটের তলা থেকে যেরকম সরু অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার পেলাম সেরকম ওয়্যারও আমি তার বাড়িতে দেখেছি। এরকম অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার দিয়ে গলা কেটে খুন করা কোনো ব্যাপারই নয়। তবে কি সেইই বিচারক? যে এতদিন তার এক্সপেরিমেন্টের কাজে ব্যবহার করা অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার দিয়ে গলা কেটে শোধ তুলেছে"।

পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে এবারেও খুনি ধরা পড়লোনা। তদন্তও বন্ধ হয়ে গেলো। তিস্তা রাতে নিজের ঘরে বসে তার হাতের কনুইতে ওষুধ লাগাচ্ছে। পাইপ বেয়ে নামতে গিয়ে তার ডানহাতের কনুইয়ের কাছটা অনেকটা কেটে গেছে। তারপর আলমারি থেকে তার কালো জ্যাকেটটা বের করে হাতে নিয়ে মনে মনে বললো,

- "এটার আর কোনো প্রয়োজন নেই"।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা জয়ের হাসি হাসলো সে। জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে সে তার এতদিনের কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করতে লাগলো। সে মনে করতে লাগলো, যে কিভাবে সে বাড়ির থেকে অনেকটা দূরের কোনো এলাকার সাইবার ক্যাফেতে আলাদা আলাদা সাজে, আলাদা আলাদা নাম নিয়ে ঢুকেছিলো। তার কলেজের এক বান্ধবী রিতা পড়াশোনার পাশাপাশি নাটক করে। রিতার কাছ থেকে তাই তিঙ্গা একদিনের জন্য জামা উইগ এইসব ধার করতো। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দিতো। সাইবার ক্যাফের সিসিটিভি ফুটেজে যাতে তার আসল চেহারা কোনোভাবেই না ধরা পরে তার জন্য তার এই বহুরূপী সাজ প্রয়োজন ছিল। সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে একাধিক ফেক প্রোফাইল বানিয়ে শুভেন্দু, অনুপ, রকি আর সিদকে সে ফলোও করতে শুরু করে। চারজনের এক্সিভিউ নিয়ম করে ফলোও করতে থাকলো সে। তারপর শুভেন্দু আর অনুপের সাথে দুটো আলাদা প্রোফাইল থেকে আলাপ করলো সে। তাদের সাথে ডেট করতে চাইলো। শুভেন্দুর সাথে ডেটিংয়ের দিন সে শুভেন্দুকে গোলপার্কের আভারকন্স্ট্রাশন বিল্ডিং একাকিত্তের জন্য ডাকলো। আর তারপর সে শুভেন্দুকে খুন করলো। তার পরের দিন অনুপকেও বারাসাতের খালের কাছে একই বাহানায় ডেকে এনে সে খুন করলো। রকিকে সে যেদিন খুন করালো, সেদিন সে সকালে রকির প্রোফাইলের কিছু সম্পত্তি পোস্ট দেখে বুঝে গেছিলো, যে সেইদিন রকির পার্কস্ট্রিটে একটা পার্টি আছে। রকির প্রোফাইলে তার মোবাইল নম্বর দেওয়া ছিল। সেই নম্বর তিঙ্গা নিয়ে রকিকে খুন করার আগে রকির মোবাইলে ফোন করেছিল। এবার বাকি রইলো সিদ। এবারে তিঙ্গার ষষ্ঠি ইন্দ্রিয় বলেছিলো, যে বন্ধুদের পরপর খুন হতে দেখে সিদ নিশ্চয় ভয় পেয়ে যাবে। ফলে সে বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেবে। পরপর তিনটে রহস্যজনক খুন হওয়ার পর সিদের বাবা বাড়িতেই তার ছেলের জন্য করা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তাই সিদের বেলায় তিঙ্গা আর টিউশন ঘাওয়ার ছুতো খুঁজলোনা। এবারে সে একটু বেশিই ঝুঁকি নিয়ে ফেললো। সে রাজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করে বের করলো। তারপর একদিন মাঝরাতে তার বাবা মা ঘখন ঘুমিয়ে পড়লো সে তখন তার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তার স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ির থেকে বেশ কিছুটা দূরে সে স্কুটি টা দাঁড় করালো। তারপর সমস্ত পাহারাদারের নজর এড়িয়ে সিদের ঘরে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে তার বাকি কাজ সেরে একইরকম ভাবে পালিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে। শুয়ে পড়লো।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିଷ୍ଠାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

କଯେକଦିନ ବାଦେ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଆବାର ଏଲୋ ତିଷ୍ଠାଦେର ବାଡ଼ିତେ ତିଷ୍ଠାକେ ଦେଖେ ସେ ତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ  
ତଥନ ବଲଲୋ,

- "ସମ୍ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ତାର ବାଡ଼ିତେ ଖୁନ ହେଯେଛେ । ଶୁଣେଛେନ ତୋ"?

-ତିଷ୍ଠା (ହାଲକା ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଯେ) "ହମମ ଦେଖିଲାମ ସବ ନିଉଜ ଚାନେଲ ଗୁଲୋତେ" ।

-ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର-: "ଆଜ୍ଞା? କେ ବା କାରା ଠାଙ୍ଗା ମାଥାଯ ନିପୁଣଭାବେ ଏଇ ଚାରଟେ ଖୁନ କରଲୋ ବଲେ ଆପନାର  
ମନେ ହୁଯ"?

-ତିଷ୍ଠା (ହାଲକା ହେସେ)-: "ସେଟା ଖୁଁଜେ ବେର କରାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଆମି କିଭାବେ ଜାନବୋ  
ବଲୁନ, ଯେ କେ ବା କାରା ଏଇ ଖୁନଗୁଲୋ କରେଛେ"?

ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ତଥନ ସେନ୍ଟାର ଟେବିଲେ ବ୍ରେସଲେଟ ଟା ରେଖେ ତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଲଲୋ,

- "ଏହିସବ ଦାୟି ଜିନିସ ସାମଲେ ରାଖିବେନ ନୟତୋ ହାରିଯେ ଯେତେ ପାରେ" ।

ତିଷ୍ଠା ତଥନ ତାର ଡାନହାତେର ବ୍ରେସଲେଟ ଟା ଦେଖିଯେ ହେସେ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରକେ ବଲଲୋ, - "ଆପନାର ଆମାର  
ବ୍ରେସଲେଟ ଟା ଏତ ପଛନ୍ଦ ହେଯେଛେ ଯେ ହୁବୁହ ଆମାର ହାତେ ଯେରକମ ବ୍ରେସଲେଟ ଆଛେ ସେରକମଟି ନିଜେର  
ଜନ୍ୟ ଏକଟା କିନେ ଫେଲିଲେନ"?

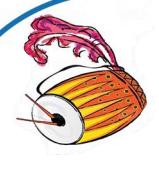
ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲୋ ସେ ଯେଇ ବ୍ରେସଲେଟ ଟା ତିଷ୍ଠାକେ ଦେଖାଲୋ ସେଟା ଆର ତିଷ୍ଠାର ଡାନହାତେର ବ୍ରେସଲେଟ  
ଟା ହୁବୁହ ଏକଇରକମ । ତିଷ୍ଠାର ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେରିଯେ ଆସାର ଆଗେ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ତିଷ୍ଠାକେ ଏକଟା ଶେଷ  
କଥା ବଲଲୋ,

- "ନିଗୃହୀତାର ବିଚାରକ ଯେଇ ହୋକ ନା କେନ, ଓନାର ସାହସିକତା ଆର ବୁଦ୍ଧିକେ ଆମି ମନ ଥେକେ ସ୍ୟାଲୁଟ  
କରି ବିଚାରକେର ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ସତିଇ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରୀତିମତୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେୟାର ମତୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଛେ  
ତାର" ।

ତାରପର ହାଲକା ଏକଟୁ ହେସେ ସେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ତିଷ୍ଠା ମନେ ମନେ ଏକଟୁ ହେସେ ସଦର ଦରଜାଟା ବନ୍ଧ  
କରେ ଦିଲୋ ।

ଆସଲେ ସତି କଥା ବଲତେ ତଦନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାନେର ଅଭାବେ ବନ୍ଧ ହେଯେଛେ ତା ନୟ । ତଦନ୍ତଟାକେ ଜେଣେ  
ବୁଝେଇ କାଯଦା କରେ ଧାମାଚାପା ଦେଓୟା ହେଯେଛେ ଆର ଏମନଭାବେଇ କାଜଟା କରା ହେଯେଛେ ଯେଥାନେ ରକି

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

এবং সিদের ক্ষমতাবান বাবারও আর পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলার উপায় নেই। এই ব্যাপারে পরোক্ষভাবে দিব্যেন্দুর হাত ছিল। সে অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার আর ব্রেসলেট দেখে অনেক আগেই বুঝে গেছিলো যে চারটে খুন পরপর তিস্তাই করে এসেছে। কিন্তু তাও দিব্যেন্দু ব্যাপারটা নিজের কাছেই চাপা রাখলো আজীবনের মতো কারণ সে জানতো তিস্তা খুনী হলেও অপরাধী নয়। যে শাস্তি ওই চারজনকে আইন দিতে পারেনি সেটা তিস্তা করে দেখিয়েছে। এইরকম বিচারক যদি ঘরে ঘরে থাকে তাহলে আর মেয়েদের নির্যাতনের শিকার হতে হবেনা হয়তো।

~ সমাপ্তি ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ମନ୍ଦେହଚେଦ

~ଚେତାଲି ପାଳ

ଘଡ଼ିତେ ସକାଳ ଆଟଟା ଆଚମକାଇ ଚେଁଚାମେଚିର ଶବ୍ଦେ ଆମାର ସୁମଟା ଭେଣେ ଗେଲ । ପ୍ରତିଦିନ ମା ସୁମ ନା ଭାଙ୍ଗନୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି ଉଠି ନା । ଏଟା ଆମାର ପ୍ରାତିହିକ ଅଭ୍ୟାସ । ଆଜ ହଠାତେ ସୁମ ଭାଙ୍ଗାର ପର କିଛୁଟା ଅବାକ ହଲାମ ପ୍ରଥମେ, ଭାବଲାମ ଦିବା ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖଛି ନାକି! ହଠାତେ କାନେ ଏଲ ପ୍ରବଳ ଚିତ୍କାରେର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଚେ ରାନ୍ତାର ଦିକ ଥେକେ ଆମାର ଘରେର ସାଥେଇ ଲାଗୋଯା ବାରାନ୍ଦା । ଆମି ବିଛାନା ଥେକେ ଏକ ଲାଫେ ନେମେଇ ଛୁଟିଲାମ ବାରାନ୍ଦାୟ । ବାରାନ୍ଦାୟ ରକ୍ତଶାସେ ଛୁଟେ ଗିଯେ ଦେଖି ମା ସଥାରୀତି ସେଖାନେ ଉପସ୍ଥିତ । ଆମି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଯେର ପାଶେ ଦାଁଢାତେଇ ମା ବଲଲ ଜାନିସ ବାବି, ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁର ବଡ଼ ମେଯେ ଦିପାଳୀ ନାକି କରୋନା ଭାଇରାସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଯେଛେ । ଏହି ଖବରଟା ନିଯେଇ ଆଜ ସକାଳ ଥେକେଇ ପାଡ଼ାତେ ହେ ହେ ରବ ପଡ଼େ ଗେଛେ ।

ବାରାନ୍ଦା ଥେକେ ରାନ୍ତାର ଦିକେ ତାକାତେଇ ଦେଖଲାମ ପୁଲିଶେର ଗାଡ଼ି ଏସେ ଉପସ୍ଥିତ । ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁ ପାଡ଼ାର ସକଳକେ ଅନୁରୋଧ କରଛେ ଦେଖଲାମ ଯାତେ ଦିପାଳୀ ଦିଦିକେ ଆଇସୋଲେଶନେ ପାଠାନୋତେ ଯେନ କେଉଁ ସମ୍ମତି ନା ଦେନ । କିନ୍ତୁ ପାଡ଼ାର କାକୁ, କାକିମା ଓ ଜେଠୁରା ଯତ ଶୀଘ୍ରଇ ସମ୍ଭବ ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁରେ ଦୂରତ୍ବେ ରାଖିତେ ତୃପର ହେଁ ପଡ଼େଛେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ଆମାର ଖୁବହି ଖାରାପ ଲାଗଲ ମନେ ମନେ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେଇ ଦେଖଲାମ ପୁଲିଶେର ଗାଡ଼ିଟି ଦିପାଳୀ ଦିଦିକେ ନିଯେ ବେଳେଘାଟା ଆଇଡ଼ି ହାସପାତାଲେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାନ୍ତା ଦିଲ । ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁ ଶେଷ ରକ୍ଷା କରତେ ପାରଲେନ ନା । ପୁଲିଶ ଦିପାଳୀ ଦିଦିକେ ନିଯେଇ ଚଲେ ଗେଲେନ । ତୃକ୍ଷଣାଂ ମୁଖାଜୀଁ କାକୁ ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁକେ କଟାକ୍ଷେର ଭଙ୍ଗିତେ ବଲଲେନ ଆପନାରା ବିଷୟଟା ଲୁକିଯେ ରାଖିତେ ଚେଯେଛିଲେନ? ଆପନାରା ଖବରେର କାଗଜ ପଡ଼େନ ନା? ଟିଭିତେ ଖବର ଦେଖେନ ନା? କଥାଗୁଲୋ ଶୋନା ମାତ୍ରାଇ ମନ୍ଦଲ ଜେଠୁ ନିର୍ବାକ, ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରଲେନ ନା । ସକଳେ ମିଳେଇ ମଣ୍ଡଲ ଜେଠୁକେ ଦୋଷାରୋପ କରତେ ଲାଗଲେନ । ବାରାନ୍ଦା ଥେକେ ଦାଁଢିଯେ ବିଷୟଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରତେ କରତେ ଖାରାପ ଲାଗଲୋ ଆମାର, ଆବାର ହାସିଓ ପେଲ ଏଟା ଭେବେ ଯେନ କରୋନା ଭାଇରାସ ନୟ, ଯେନ କାରୋର ବାଡ଼ିର ଭିତର ଥେକେ ବୋମା ପିନ୍ତଲ ପାଓୟା ଗେଛେ ତାତେଇ ଏତ କଲରବ ।

କଥାଟା ମନେ ଭେବେଇ ମାକେ ଯଥନ ବଲଲାମ ସେଇ ମୁଣ୍ଡତେଇ ପାଶେର ବାଡ଼ିର କାକିମା ଆମାର ଦିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକାଲେନ ଏବଂ ବେଶ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେଇ ବଲଲେନ କି ଯେ ବଲିସ ତୁଇ, ବୋମା ପିନ୍ତଲ ପାଓୟା

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

গেলেও তাও জানতাম যার আওয়াজে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু এই যে ভাইরাসটি এলাকাতে প্রভাব ফেলেছে তা নিঃশব্দে কত মানুষের প্রাণ হারাতে হবে কে জানে। কাকিমা বেশ রেগেই কথাগুলো বললেন। কিছুদিন আগেই কাকিমার সাথে দিপালী দিদির কথাও হয়েছিল। তখনও কাকিমা টের পর্যন্তও পাননি যে ভাইরাসটি বহন করছে দিপালী দিদি। কাকিমার ভয়ের কারণ এখন কাকিমার শরীরেও বাসা বাঁধল না তো করোনা?

দুপুরে আজ বাবা যখন বাড়ি চুকলেন দেখলাম বাবার মনটা বেশ ভার। বাবাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বাবা কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, জানিস পাড়ার কেউ কেউ বলছে দিপালীর সাথে যা হয়েছে বেশ হয়েছে, আবার কারো মন্তব্য এত বেশি বাঢ়াবাড়ি না করলেও পারত সকলে। বাবার কথা শুনেই আমার পাড়ার চেনা মানুষগুলোকে অচেনা লাগছিল আতঙ্কের কারণে। বাবা তখন বললেন আমায়, কঠিন কথা মুখে বলাটা খুবই সহজ রে কিন্তু সঠিক পথ দেখানোর জন্য সঠিক মানুষ বর্তমান সমাজে বড়ই অচল।

ঘরের মধ্যে বসেই আমাদের পাড়ার সকলের দিন কাটিতে লাগল। পুলিশ পাড়ার সকলকে ঘরবন্দী হয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ঘরবন্দী জীবন আমার খানিকটা খারাপ লাগলেও, ভালো লাগছিল বেশ অনেকটাই। কী সুন্দর ঘরের মধ্যে টিভি দেখে, বই পড়ে দিন কাটাচ্ছিলাম নিজের মতন। মন খারাপ হচ্ছিল মন্ডল জেষ্ঠদের কথা ভেবে যে, পাড়ার সকলে তাদের একদূরে করে দিয়েছেন, কথা পর্যন্ত বলছেন না কেউ। করোনা ভাইরাস যে মানুষকে এত বেশি দূরত্বে রাখতে পারে তার নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

চারদিন পরেই সকালবেলায় বাবার গলার আওয়াজে রাস্তায় নেমেই গেলাম। মা আমার সাথেই ছিল। দেখলাম পুলিশের গাড়িটি এসে উপস্থিত। যে গাড়িটা দিপালী দিদিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম এবার আমাদের পাড়ার প্রত্যেককে তুলে নিয়ে যাবেন না কি পুলিশ! পরক্ষণেই যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু ছানাবড়া। মা কথাই বলতে পারছেন না আমার পাশে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নামল দীপালি দিদি। দীপালি দিদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল এবং মাকে বলল কাকিমা আমার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আমি তো কথাটা শুনেই একগাল হেসে দিলাম। কিন্তু মা হাসলেও মনে মনে লজ্জা বোধ করছিলেন। পাড়ার প্রত্যেকে দিপালী দিদির নেগেটিভ রিপোর্টের খবর শুনে খুব খুশি হলেন কিন্তু দিপালী দিদির

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মংখ্যা)

ষৃঙ্খলা ডিজিটাল পন্থিতা

চোখের দিকে তাকানোর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল প্রত্যেকের। সন্দেহের বেড়াজালের মধ্যে যে দিপালী দিদিকে সকলে মিলে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন সেই জাল ছিন্ন করে আজ দিপালী দিদি বেরিয়ে এসেছে সকলের সম্মুখে। দিপালী দিদি মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অঙ্গের শক্তি তাকে জয়ী তকমা পরিয়েছে। দিপালী দিদি করোনামুক্ত হয়ে সমাজে নারী যোদ্ধা রূপে নিজের হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে।

মহামারী আসে, মহামারী যায়। সেটা কখনও অতিমারীতে পরিণত হয়। মানুষের যে মানবিক চেহারা তা দেখিয়ে দেয় মহামারীর তুলনায় কতটা ভয়ঙ্কর। করোনা ভাইরাসটির প্রভাব যে কতটা ভয়ংকর যা এক অচেনা পাড়ার সন্ধান পেলাম আমি।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## মনবোধন

~অঙ্গিতা ঘোষ

- "আজ এত তাড়াতাড়ি স্নানে চললি যে বৌ? কি ব্যাপার?"

সেজপিসিমার কথায় হেসে সোহিনী বলল,

- "আজ তো বোধন, ভাবছিলাম পাড়ার পুজোর ওখানে... তুমি যাবে না পিসিমণি?"

সেজপিসিমা চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে বললে,

- "শোন বৌ, তোকে কেউ কিছু বলে না ঠিকই, কিন্তু তার মানে কি তুই যা ইচ্ছে তাই করবি? একটা লিমিট তো থাকে তাই না?"

সোহিনী অবাক হয়ে তাকিয়ে বললে,

- "পিসিমণি...?!"

সেজপিসিমা সোফা ছেড়ে উঠে বললে,

- "দোষটা ঠিক তোর নয় সোহিনী। দোষ তো আমার দাদা -বৌদির।"

কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে সেজপিসিমা দরজার বাইরে থেকেই গলা বাঢ়িয়ে বলল,

- "বৌদি, দেখে যাও তোমার বৌমার বাড়াবাড়িটা। তোমাদের আক্ষারার ফল।"

আরতিদেবী আঁচলে হাত মুছে বাইরে এসে বলে,

- "কি হয়েছে?"

সেজপিসিমা সোহিনীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- "স্নানে যাচ্ছে তোমার বৌমা। পাড়ার পুজোয় দেবীর বোধন দেখতে যাবে। একবছর মতন হল স্বামী মারা গেছে, সেই মেয়েছেলের কি পুজো মন্ত্রে যাওয়া মানায়? লোকলজ্জা নেই একটা? পাড়ার পাঁচটা লোক যখন তোমায় পাঁচ কথা শোনাবে তখন ভালো লাগবে তো?"

সোফার পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সোহিনীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে, আরতি ডাক দিল,

- "সোহিনী, তুই পুজোর ওখানে...!"

চেখের জলটুকু হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে সোহিনী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল,

- "মা, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুলে গেছিলাম আমার আনন্দগুলো সৌম্যর সাথে সাথে চলে গেছে। আমি যাব না মা। আমার ভুল হয়েছে। রাগ কোরো না তুমি অন্তত আমার উপর। পিসিমণি, তুমি মা'র উপর রাগ কোরো না। মা জানত না, আমি যাব। প্লিজ পিসিমণি। আমি ঘরে যাচ্ছি।"

সোহিনী ঘরের দিকে দু'পা বাড়াতেই, শুশ্রামশাই সোমনাথবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে এসে হাঁক পারে,

- "কই মামনি কইই, আরতি? এই যে সোহিনী। এদিকে আয় তো মা।"

সোহিনী শুকনো গলায় টেঁক গিলে মৃদু হেসে বলে,

- "কি বাবা? একটু নুন -চিনির জল করে দেই তোমায়?"

সোমনাথবাবু প্যাকেটটা সোহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে,

- "আগে দেখ তো, পছন্দ হয় কিনা?"

সোহিনী অবাক হয়ে বলে,

- "এটা কি বাবা?"

আরতিদেবী এবার পাশে এসে বলে,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- "শাড়ি, তোর জন্য। আমি আনতে বলেছিলাম তোর বাবাকে। আমার হাঁটু ব্যাথায় বেরোতে পারি না তো। দেখ তো পছন্দ কিনা?"

সোহিনী জানে পছন্দ -অপছন্দের কিছুই নেই। দামী প্যাকেটের ভেতর হালকা নকশা করা একটা সাদা শাড়ি সাজানো আছে।

সৌম্য তো সবটুকু রঙ নিজের সাথে করে নিয়ে গেছে।

তবুও মুখে হাসি সাজিয়ে রেখে প্যাকেটটা খুলতে থাকে সোহিনী।

প্যাকেট থেকে শাড়িটা বের করে এনে, সোহিনী আঁঁকে, মৃদু চিংকার করে ওঠে,

- "বাবা...। এটা কী? কেন?"

একটা চওড়া পাড়ের লাল রঙের শাড়ি।

সেজপিসিমা শাড়িটা সোহিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে,

- "দাদা তোমার মাথাখারাপ নাকি? কি এনেছ এটা সোহিনীর জন্য? ও বিধবা। ভুলে গেছ নাকি? বৌদি, তুমি বলে দাও নি দাদাকে সাদা শাড়ি আনতে?"

মাথা নীচু করে দাঢ়িয়ে থাকা সোহিনীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে দেখে, আরতিদেবী সোহিনীর হাতটা শক্ত করে ধরে বলে,

- "তুই কবে থেকে লালরঙের জামাকাপড় পড়িস?"

সোহিনী মাথা নীচু করে থাকে।

সোমনাথবাবু সোহিনীর মাথায় হাত দিয়ে বলে,

- "ছোটবেলা থেকে তাই না রে? তোর বাবা তো পুজোয় লালরঙের ফ্রক এনে দিত না?"

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ସୋହିନୀ ମାଥା ଝାଁକିଯେ ହାଉମାଟୁ କରେ କେଂଦେ ଫେଲେ ।

ଆରତିଦେବୀ ଏକଟୁ ହେସେ ବଲେ,

- "ବିଯେର ଆଗେ ତୋ ତୁଇ ଲାଲରଙ୍ଗେ ଶାଡ଼ି, କୁର୍ତ୍ତି ସବହି ପଡ଼ନ୍ତି । ଲାଲରଙ୍ଗ ତୋ ତୋର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ । ସୌମ୍ୟର ସାଥେ ଯେଦିନ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୟ, ସେଦିନଓ ତୋ ଲାଲ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଡ଼େଛିଲି, ଆର ଯେଦିନ ଆମରା ତୋକେ ଦେଖିଲେ ଗେଛିଲାମ, ସେଦିନଓ ତୋ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଏକଟା ଶାଡ଼ି ପଡ଼େଛିଲିସ, ମନେ ଆଛେ ତୋର?"

- "ମା..."

ବଲେ ଡୁକରେ କେଂଦେ ଓଠେ ସୋହିନୀ ।

ଆରତିଦେବୀ, ସୋହିନୀର ହାତ ଧରେ ବଲଲ,

- "କାଂଦିଛିସ କେନ? ଆମିଇ ତୋର ବାବାକେ ବଲେଛି ତୋର ଜନ୍ୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଶାଡ଼ି ଆନନ୍ଦେ । ଆମାର ବୌମାକେ ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବଡ଼ ମାନାଯ ।"

ସେଜପିସିମା ପ୍ରାୟ ହଙ୍କାର ଦିଯେ ବଲେ,

- "ତୋମାଦେର ମାଥାଖାରାପ ହୟେ ଗେଛେ ନାକି? ସୌମ୍ୟ ମାରା ଯାଓଯାର ମାତ୍ର..."

ଆରତିଦେବୀ, ସେଜପିସିମାକେ ମାଝପଥେ ଥାମିଯେ ଦିଯେ ବଲେ,

- "ସୌମ୍ୟ ମାରା ଯାଓଯାର ଏକବଚର ଦୁମାସ କୁଡ଼ିଦିନ ହୟେଛେ । କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥେ ସୋହିନୀର ଲାଲଶାଡ଼ି ପଡ଼ାର କି ସମ୍ପର୍କ?"

ସେଜପିସିମା ଗଲା ଛେଡେ ବଲେ,

- "ସମ୍ପର୍କ ଏକଟାଇ ଯେ ଓ ବିଧବା । ଲୋକେ କି ବଲବେ?"

ଆରତିଦେବୀ ମୃଦୁ ହେସେ ବଲେ,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- "সৌম্য ওর জীবনে আসার অনেক আগে থেকেই ও লালরঙ ভালোবাসে, ছোটোবেলা থেকে।  
সৌম্য ওর জীবনে লালরঙ নিয়ে আসে নি। রঙ ওর জীবনে জন্মের পর থেকেই ছিল, এখনও  
আছে। সৌম্য চলে যাওয়ার মানে ওর জীবন থেকে রঙ চলে যাওয়া না। ওর প্রিয় রঙগুলো  
একান্তই ওর নিজস্ব। আর লোকে কি বলবে শোনার থেকে, আজ নাহয় নিজের মন কি বলছে  
তাই শুনি।"

সেজপিসিমার হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে সোহিনীর হাতে দিয়ে সোমনাথবাবু বলে,

- "এই শাড়িটা পড়বি আজ। তারপর বাপ -বেটি মিলে যাব মায়ের বোধন দেখতে।"

আরতিদেবী সোহিনীর গায়ের উপর লাল শাড়িটা মেলে ধরে বলে,

- "এই যে বৌমা, তার আগে কিন্তু মা -মেয়ে মিলে একটা সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করতে  
হবে। কি ক্যাপশন দিবি বল তো?"

সোহিনী একগাল হেসে বলে,

- "মন বোধন।"

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# উৎসব

শ্রেষ্ঠ ডিজিটাল পন্থিতা

## প্রেমে পড়েছি

~ঘন্দীপ চন্দ্ৰ

- ওগো শুনছো?
- কি?
- একটু কাছে এসে বসোনা গো।
- কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো। কাজ আছে আমার।
- ভালোবাসি গো।
- তং করো না তো। অনেক কাজ আছে, বেনির মা কাজে আসেনি। সব বাসন পড়ে আছে।
- বসো না একটু।
- বলো যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।
- বলছি ভালোবাসি মানে ইয়ে খুবই ভালোবাসি।
- সে আর নতুন কি কথা আমি জানি তো।
- নতুন কথা নয় মানে? এই যে সকালে উঠে তোমার ঘুম জড়ানো চোখ দেখে আমি আজ আবার তোমার প্রেমে পড়লাম। এটা নতুন কথা নয়?
- তুমি কি আমার প্রেমে এই প্রথম পড়লে নাকি?
- সে তো আমি তোমার প্রেমে রোজ পড়ি।
- তাই নাকি?!
- হ্ম ,প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে।
- যেমন?!

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ)

ଫୁଲ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ଦିତ୍ୟ



- ଏହି ଧରୋ ତୁମି ଯଥନ ଜ୍ଞାନ ସେରେ ଆଯନାର ସାମନେ ସିଂଦୁର ପରୋ, ଆମି ତଥନ ତୋମାର ସିଂଦୁର ରାଙ୍ଗ ମୁଖଟାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼ି ।
- ହମ । ବୁଝାଇମ ।
- ତୁମି ଯଥନ କୋଣୋ କିଛୁତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପେଯେ ଆମାର ବୁକେର ମାବେ ମୁଖଟା ଚେପେ ଫୁଁପିଯେ ଫୁଁପିଯେ ବାଚାଦେର ମତୋ କାଁଦୋ, ଆମି ତଥନଓ ତୋମାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼ି ।
- ଅନେକ ହେଁବେ ଢଂ । ଓଠୋ, ବଲଛି । ବାଜାର ଯାଓ ।
- ଯାବୋ ତୋ ଶୋନୋ ନା ଆରେକଟୁ ।
- ବଲୋ ।
- ଆବାର ଧରୋ ଯଥନ ତୋମାର ବାଁକା ଭାବେ ପରା ଟିପଟା ସୋଜା କରାର ଜନ୍ୟ ତୋମାର କାହେ ଯାଇ ।  
ତୋମାର ଘନ ନିଃଶ୍ଵାସ ଆମାର ନାକେ ଏସେ ପଡ଼େ, ଆମି ତଥନଓ ଆବାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼ି ।
- ବଲଛି ଘଡ଼ିଟା ଦେଖୋ । ବାଜାର ଥେକେ ଏସେ ନା ହ୍ୟ ଆବାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼େ ।
- ଯାବୋ ତୋ ,ଶୋନୋ ନା ।
- ବଲୋ ।
- ସେବାର ଯଥନ ଖୁବ ଜ୍ଵର ହେଁଛିଲୋ ଆମାର ।
- କଥନ?
- ଓହି ଯେ ଗତ ଜାନୁଯାରିତେ ।
- ହମ ।
- ଚୋଖଟା ଖୁଲେ ତାକାତେ ପାରିନି । ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରେଛିଲାମ ଆମାର କପାଳ ଜୁଡ଼େ ତୋମାର ପାଁଚଟା ଆଙ୍ଗୁଲେର ସ୍ପର୍ଶ । ଆମି ସେଦିନଓ ତୋମାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼େଛିଲାମ ।
- ବଲଛି ଏବାର ତୋ ବେଳା ଅନେକ ହଲୋ । ଚଲୋ ନା, ଆମି ବାସନ ଗୁଲୋ ମାଜଛି । ତୁମି ଏକଟୁ ମୁଛେ ମୁଛେ ଥାକେ ତୁଲେ ରାଖିବେ ଆର ଆମାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼ିବେ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂୟା)

ପ୍ରତ୍ୟାବନ

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

- ଦେଖଛୋ କଥାଯ କଥାଯ ଭୁଲେ ଗେଛି ଯେ ଜନ୍ୟ ତୋମାଯ ଡେକେଛିଲାମ ।
- କି ଜନ୍ୟ?
- ବଲଛି ଆର ଏକକାପ ଚା ହବେ ଗୋ?
- ନିମପାତାର ରସ ନିଯେ ଆସଛି । ବସୋ ।
- ଓ ଗିନ୍ଧି , ଓ ଗିନ୍ଧି ରାଗ କରଲେ?
- ନା ରାଗ କରିନି,
- ତାହଲେ?
- ତୋମାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼େଛି ।

~ ସମାପ୍ତି ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



বন্ধুক

~দেবোন্ধ দে

হঠাতে এই ছবিটা বইয়ের তাকে পাবে সেটা আশা করেনি রিয়া। বইয়ের তাকটা প্রায় বছর তিনেক ধরে ভালো করে সাজানো গোছানো হয়নি। আসলে কথাই আছে, যে বাড়িতে বই পড়া হয়; সে বাড়িতে বইয়ের তাক সাজানো-গোছানো থাকে না। এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশী বই রিয়াই পড়ে। সেই ছোটোথেকে ওর বই পড়ার অভ্যেস। তবে বইয়ের তাক গুছানোর অভ্যেসটা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি ও। আসলে রিয়ার মা আজ আসবে, তাই ভাবলো বাড়িটা একটু সাফসুতরো যদি করে রাখা যায়। অবিনাশের চাকরি যাওয়ার পর থেকে ও সারাদিন বাড়িতে থাকে, আড়ডা দিতেও বেরোয় না আর; লকডাউন উঠে যাওয়ার পরেও না। ছেলেটার স্কুলও এখন অনলাইনে হচ্ছে, তাই সেও সর্বক্ষণ বাড়িতে; বাড়িটাও তাই যেন সারাক্ষণ এলোমেলো হয়ে আছে। চাকরি-বাকরি সামলে রিয়াও এদিকে খুব একটা মন দিয়ে উঠতে পারে না। অবিনাশ তাও যতটা পারে বাড়িটা গুছিয়ে রাখে, কিন্তু যে মানুষটার আজীবন বাইরের কাজ করে অভ্যেস সে আর কত ভালো ঘর গুছোবে!

আজ পঞ্চমী। বিল্টুদের স্কুলে আজই লাস্ট অনলাইন ক্লাস হল। কাল থেকে পুজোর ছুটি। কিন্তু পুজো এবারে নামেই। লকডাউন উঠে গেলেও সব নিয়মকানুন এখনো উঠে যায়নি, সরকার ভীড় এড়নোর লক্ষ্যে অনেক নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছে এবারে সব মন্দপগুলোতেই। আর তাছাড়া মানুষের আতঙ্কও স্বাভাবিকভাবেই এখনো কাটেনি। মা আসবেন, চারদিন বাদে চলেও যাবেন, কিন্তু এই করোনার ভয়াবহতা যে কবে যাবে তা কেউ জানেনা। সব মিলিয়ে প্যান্ডেল-হপিং কিংবা পুজোর আর যা স্বাভাবিকতা, তার কিছুই এবারে নেই। তাই রিয়ার মা এক সপ্তাহের জন্য রিয়ার বাড়িতে থাকতে চেয়েছে। সংসার যে এখন খুব মসৃণ ভাবে চলছে তা হয়তো নয়, তবু রিয়া আপত্তি জানায়নি। বাবা আগের বছরই মারা গেছেন। মা এখন ভাই আর ভাইয়ের বউয়ের সাথে থাকে। শ্বাশুড়ি-বউমাতে যে খুব একটা বনিবনা নেই তা রিয়া জানে। সেই বাড়িতে ৮ মাস ধরে বন্দী হয়ে আছে মা। লকডাউন ওঠার পরেও আতঙ্কে কোথাও বেরোচ্ছিল না মা, আসলে মায়ের যা বয়স তাতে করোনা হলে মুশ্কিল। তাই এতদিন বাদে মা আসতে চাওয়ায় রিয়া আর আপত্তি করেনি। আর মা আসবে বলেই আজ এত গোছগাছ, এত তোড়জোড়। রিয়ার অফিসেরও ছুটি

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আজ। বহুদিন বাদে বাড়িতে কেউ আসছে, এটা ভেবেও ভালোই লাগছিলো রিয়ার। অবিনাশ সকাল সকাল সোফার কভার, খাটের চাদর পালটে দিয়েছে। কিন্তু রিয়ার বইয়ের তাকে ও হাত দেয়নি। তাই সকালের মাছটা রেঁধে ফাইনালি ও বসেছিল নিজের তাক গুছোতে আর তখনই একটা পুরনো বইয়ের ধূলো ঝাড়তে গিয়ে বেরিয়ে এল ছবিটা।

ছবিটা রিয়ারই। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দে বছর আগে তোলা। তখনও স্টুডিও গিয়ে ছবি তোলার চল ছিলো। রিয়ার ছবিটাও ওর বাপের বাড়ির পাড়ার একটা স্টুডিওতেই তোলা। ওর পরণে একটা লাল বেনারসি শাড়ি, গায়ে গয়না, মুখে মেক-আপ, পুরো বউয়ের সাজে বসে আছে ও।

সেই সময়টা রিয়ার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। সবে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে ও। ওর মা যেন ওর বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলো।

“কিন্তু মা আমি এখন বিয়ে করতে চাই না! আমি আরও পড়াশোনা করতে চাই”

“সে শুশুড়বাড়িতে আপত্তি না করলে করিস যত ইচ্ছে পড়াশোনা। বাবা গ্র্যাজুয়েট তো করিয়েছে, এরপর বরের পয়সায় পড়বে”

“মা তোমরা বিয়েতে যা খরচ করবে সেই খরচে অনায়াসে আমার মাস্টার্স হয়ে যাবে”

“কিন্তু তারপর? বিয়ের খরচাটা আসবে কোথেকে? আর তাছাড়া বড় হয়েছো এখন, বিয়ের বয়স হয়েছে, তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে নিলে আমরাও দায় থেকে মুক্তি পাই। তোর বাবারও তো বয়স হচ্ছে বল, ছোটো ভাইটা আছে; ওর পড়াশোনাতেও তো খরচ আছে!”, রিয়ার মা বলে।

রিয়ার যুক্তি ধোপে টেকে না, ওকে সেইদিন সন্ধ্যবেলাই ওর মা স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে এই ছবিটা তুলিয়ে আনে। সম্বন্ধ করার জন্যে।

কয়েকদিন বাদে সম্মন্দ জুটেও যায় একটা। রিয়ার মাস্টার্স করার স্বন্ধের যবনিকা পতন ঘটে। ছোটো থেকে বাবা মায়ের কথা শুনে চলা রিয়াও আর খুব বেশী আপত্তি করে না। ছেলেটাকে দেখতেও ভালো আর ভালো চাকরিও করে। নাম সায়ন। ওদের বিয়ের তারিখ ঠিক হয় কয়েক মাস বাদেই। রিয়া আর সায়নের কথা আরস্ত হয়। রিয়া এর আগে কখনো প্রেম করেনি কারো সাথে। সায়নের সাথে কথা বলতে ওর ভালোই লাগে। ধীরে ধীরে কথার পরিমাণ আর গভীরতা বাড়তে থাকে। রাত্তির জেগে ল্যান্ডফোনে কথা বলে দুজনে, ওদের বাবা মা-ও আপত্তি জানায়

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

না। মাঝেমধ্যে ওরা কোনো কফিশপে দেখা করে, আড়তো দেয়। অজস্র অকারণ কথা হয়, হাসি-ঠাণ্ডা হয়, আহ্বাদ বাড়ে দুজনের। নতুন হওয়া প্রেমের মোহে আজীবন লালন করা স্বপ্নটার কথা যেন ভুলে যায় রিয়া।

“আমার বোধহয় ব্যঙ্গালোরে ট্রাঙ্গফার হবে জানো”, সায়ন রিয়াকে বলে।

“সেকি! কবে?”, রিয়া জিজ্ঞেস করে।

“সে দেরী আছে এখন অন্তত মাস ছয়েক। কলকাতায় যে প্রজেক্টটা করছি সেটা আর মাস চারেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এরপরের প্রজেক্টটা ব্যঙ্গালোর থেকেই নিতে চাইছি এমনিও, ওখানে স্কোপ অনেক বেশী। আমার কেরিয়ারের জন্যে ভালো হবে সেটা”

“কিন্তু আমার কী হবে তখন?”, রিয়া আহ্বাদী গলায় বলে।

“আরে বিয়ের পর তুমি কটা দিন এখানেই থাকো। ওখানে গিয়ে সেটেল হয়ে গেলে তোমায় নিয়ে যাব তারপর”

“কিন্তু আমার মাস্টার্স? আমার কোর্স তো ততদিনে শুরু হয়ে যাবে! কোর্সের মাঝপথে কীভাবে যাব!”, রিয়ার গলায় আহ্বাদটা আর নেই।

“আরে তোমার মাস্টার্সটা তো আর করতেই হবে এমনটা নয়! এখানে থাকলে করার সুযোগ ছিলো আর তোমারও পড়াশোনার শখ আছে তাই করতে। ওখানে গিয়েও যদি কখনো সুযোগ হয় তখন নাহয় করবে”, সায়ন নিরূত্তাপ গলায় বলে।

“আর যদি সুযোগ না হয়?”

“তাহলে করবে না। তোমায় তো আর ডিগ্রী বেচে চাকরি খুঁজে খেতে হবে না!”, কফিতে চুমুক দিতে দিতে সায়ন বলে।

“এসব তুমি কী বলছো সায়ন? তুমি কিন্তু বলেছিলে...”

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

শিল্প ডিজিটাল পন্থিতা

“যা বলেছিলাম এখনও তো তাই বলছি। তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে তোমার মাস্টার্স করা নিয়ে আমার আপত্তি আছে কিনা, আমার নেই আপত্তি। তখনো তাই বলেছিলাম আর এখনও তাই বলছি। কিন্তু আমার কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে তো আর তোমায় মাস্টার্স করতে দিতে পারি না!”

“তোমার কেরিয়ার বিসর্জন কেন দিতে হবে? তুমি ব্যঙ্গালোরে যাও না, আমি যদি এখানে থেকে...” রিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই সায়ন বলে, “আহ বাচ্চাদের মতন কোরো না রিয়া! যদি আলাদাই থাকবো তাহলে বিয়ে করছি কেন? তোমার কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাও”

রিয়া মুখ থমথমে করে চেয়ে থাকে।

“তুমি আমায় ভুল বুঝো না রিয়া। এই ট্রাঙ্গফারটা সত্যিই আমার জন্যে খুব ইম্পট্যান্ট। আর ওখানে গিয়ে আমার তোমায় প্রয়োজন হবে, তুমি পাশে না থাকলে কে থাকবে বলো আমার পাশে? আর আমি তো তোমায় আগেও বলেছি, তুমি ভেবো না যে আমি খুব সেকেলে কন্ট্রোলিং একটা মানুষ। তোমারও যে একটা নিজের জগৎ, একটা ফিনান্সিয়াল ইভিপেণ্ডেন্স দরকার সেটা আমি বুঝি। আমি তোমায় প্রতি মাসে দেব তো একটা হাতখরচা, সেটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছে কেনাকাটা করো। কেমন?” রিয়াকে চুপ থাকতে দেখে সায়ন বলে।

রিয়া তবুও চুপ করেই থাকে। ওর কফিও ঠাণ্ডা হতে থাকে।

ক্রমে ওদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে থাকে। দুজনের বাড়িতেই তুমুল আয়োজন। কিন্তু রিয়ার উদ্দীপনায় যেন কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। সায়নের সাথে এখনো ওর কথা হয়, কিন্তু আগের সেই প্রাণোচ্ছলতাটা আর নেই ওর মধ্যে। সায়নও ওর প্রজেক্টটা শেষ করা নিয়ে আগের চেয়ে বেশী ব্যস্ত।

চুপ করা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে ছিলো রিয়া। এমন সময়ে ওর মা ঘরে ঢোকে।

“কী ভাবছিস বাবু?”

হঠাতে রিয়ার সম্বিধ ফেরে। মায়ের দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে অপলকে তাকিয়ে তারপর হঠাতই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧିକାରୀ)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜିଆ

“ମା ଆମି ବିଯେ କରତେ ଚାଇ ନା”, ରିଯା ମା-କେ ଜଡ଼ିଯେ କାଁଦତେ ଥାକେ ।

“ଧୂର ପାଗଳି, ବିଯେର ଆଗେର ରାତ୍ରେ ସବ ମେଯେରଇ ଓରକମ ମନେ ହୟ”, ଓର ମା ଓର ମାଥାଯ ହାତ ବୁଲିଯେ ଦିତେ ଦିତେ ବଲେ ।

“ନା ମା ଆମି ସତି ଚାଇ ନା । ସାଯନ ଆମାର ଜନ୍ୟେ ସଠିକ ମ୍ୟାଚ ନଯ”

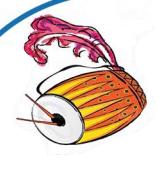
“ସେଭାବେ ଦେଖିଲେ ତୋ କେଉଁ ନଯ । ତୋରା ତୋ ଆଜକାଳ ତାଓ ବିଯେର ଆଗେ କତ କଥା ବଲାର ସୁଯୋଗ ପାସ, ଆମାଦେର ସମୟେ ସେସବ ଛିଲୋ ନାକି! ମା ବାବା ଯାକେ ଦେଖେ ବିଯେ ଦିଯେଛେ ତାକେଇ ବିଯେ କରେଛି । ଶୁରୁ ଶୁରୁତେ ଆମାରଓ ମନେ ହତ ଯେ ତୋର ବାବା ଆମାର ଜନ୍ୟେ ସଠିକ ମ୍ୟାଚ ନଯ, କିନ୍ତୁ ଦିବି ତୋ ଏତଙ୍ଗଲୋ ବଚର ଏକସାଥେ କାଟିଯେ ଦିଲାମ । ଦେଖ ନା କାଳ ଆମାଦେର ମେଯେର ବିଯେ”, ହେସେ ରିଯାର କପାଳେ ଏକଟା ଚୁମୁ ଖାୟ ଓର ମା ।

ରିଯା ମାଯେର ବୁକେ ମୁଖ ଗୁଞ୍ଜେ ବସେ ଥାକେ ।

“ଆର ସଂସାର କରତେ ଗେଲେ ଏକଟୁ ଅୟାଡଜାସ୍ଟମେଟ୍ ତୋ ସବାଇକେଇ କରତେ ହୟ ବାବୁ । ଆର ତାଢାଡ଼ା ଆମରା ତୋ ଆର ସବସମୟ ଥାକବୋ ନା । ତୋର ବରେର ସାଥେଇ ତୋ ତୋକେ ବାକି ଜୀବନଟା କାଟାତେ ହବେ । ଓଈ ତୋ ତୋକେ ଦେଖିବେ । ଉନି ତୋମାର ଭାତକାପଡ଼େର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେନ ଆର ତୁମି ଏକଟୁ ଅୟାଡଜାସ୍ଟ କରତେ ପାରବେ ନା ଓନାର ଜନ୍ୟେ? ତା କି ହୟ? କାଁଦିସ ନା ବାବୁ ଆର । ବାପେର ଘର ଛେଡ଼େ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବାର ହୟ, ଓଈ ଦୁଃଖେଇ ତୋର ଆରଓ ଏସବ ମନେ ହଚ୍ଛେ । ପରେ ଦେଖିବି ଏସବ ଆର ମାଥାଯ ଆସବେ ନା । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଘୁମିଯେ ପର, କାଳ ସକାଳେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଉଠିବେ ହବେ ତୋ ଆବାର । କତ କାଜ!”, ମା ଆଦର କରେ ଘୁମ ପାଡ଼ିଯେ ଦେଯ ରିଯାକେ ।

ସତିଇ କତ କାଜ ସକାଳ ଥେକେ ରିଯାର, କିନ୍ତୁ ଓର ଯେନ ତାତେ ଏକଟୁଓ ମନ ନେଇ । ଏକଟୁ ପରେଇ ଗାୟେ ହଲୁଦ ହବେ ଓର । ବାଡ଼ିମୟ ଲୋକଜନ । ରିଯାର ବାନ୍ଧବୀ ଅରଣ୍ଗିମାଓ ଏସେଛେ । ଏକସାଥେ ଗ୍ୟାଜୁଯେଶନ ପଡ଼େଛେ ଓରା, ଅରଣ୍ଗିମା ଯାଦବପୁରେ ମାସ୍ଟାର୍ କରତେଓ ଭର୍ତ୍ତି ହେଁବେ । “କୀରେ ରିଯା, ଟୁକୁଟୁକେ ବରକେ ପେଯେ ସବ ଭୁଲେ ଝୁଲେ ପଡ଼ିଲି ବଳ”, ଏହିସବ ବଲେ ହାହାହିହି କରଛେ ଅରଣ୍ଗିମା ଆର ରିଯାର ବାକି ବନ୍ଧୁରା ମିଲେ । ସାଯନେର ବାଡ଼ି ଥେକେ ତତ୍ତ୍ଵ ଦିତେ ଏସେଛେ । ରିଯାର ମନେ ଅନ୍ତୁତ ଏକ ଛଟଫଟାନି । ସାଯନେର ବ୍ୟାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଓଯା କନଫାର୍ମ ହୟେ ଗେଛେ । ଓର ପ୍ରମୋଶନଓ ହବେ, ରିଯାର ବାଡ଼ିର ଲୋକଓ ଖୁବ ଖୁଶି ତାଇ ନିଯେ । କିନ୍ତୁ ରିଯା ଯେନ ଚାଇଲେଓ କିଛୁତେଇ ଖୁଶି ହତେ ପାରଛେ ନା । ସାଧାରଣ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুঁজো মৎখ্যা)

শ্রীডিজিটাল প্রিন্টা

মধ্যবিত্ত বাড়ির সাধারণ একটা মেয়ে রিয়া। বাবা মা যা বলেছে ছোটো থেকে মোটামুটি তাই শুনে এসেছে ও। নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলোকে কখনোই সেভাবে আমল দেয়নি। কিন্তু আজ ওর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। বাকি জীবনটা যে মানুষটার সাথে কাটাবে সেই মানুষটাই যদি ওর মনের মতন না হয়! কার সাথে রিয়া থাকবে আর কীভাবে থাকবে সেটা তো অন্তত ওর একান্তই নিজস্ব একটা সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। রিয়া ঠিক করল সায়নকে ফোন করবে। কিছু কথা ওকে বলে নিতেই হবে। আজীবন ও সবার কথা শুনে এসেছে কিন্তু আজ ওর কিছু কথাও সবাইকে শুনতে হবে। সবাই না শুনুক যে মানুষটার সাথে ও বাকি জীবনটা কাটাবে তাকে তো শুনতেই হবে।

“আমি আসছি, এক মিনিট”, এই বলে হঠাৎ রিয়া ছুটে চলে এল ওদের ল্যান্ডফোনটার কাছে। রিসিভারটা হাতে নিয়ে একমুভ্রত কী যেন ভাবলো। নাহ! আজ আমায় কথা বলতেই হবে, এই ভেবে সায়নের নাম্বারে ডায়াল করলো। সায়নের নিজের মোবাইল ফোন আছে, ওই ফোনটা ধরলো।

“হ্যালো”

“সায়ন, আমি রিয়া বলছি”, রিয়া উদ্বেল গলায় বলে।

“হ্যাঁ রিয়া বলো, কী হয়েছে? এখন ফোন করলে হঠাৎ! তত্ত্ব নিয়ে পৌঁছোয়নি নাকি এখনো?”

“না সেজন্যে নয়। আসলে আমার তোমার সাথে অন্য একটা ব্যাপারে কিছু কথা বলার ছিলো”

“কী ব্যাপার বলোতো?”

“সায়ন আমি মাস্টার্স করতে চাই”

“উফ! সেইজন্যে তুমি আমায় এখন কল করলে? আমি অফিসের একটা ইম্পার্ট্যান্ট কাজ করছিলাম রিয়া, এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমায়, আমারও তো আজ গায়ে হলুদ! অনেক কাজ আছে!”, সায়নকে বিরক্ত শোনায়।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

“তোমার অফিস? তোমার অফিস তোমার কাছে ইম্পার্ট্যান্ট সায়ন? আর আমি? আমার আশা, আমার স্বপ্ন? সেগুলোর কোনো দাম নেই?”, রিয়ার বাড়ির লোক ইতিমধ্যে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সেদিকে রিয়ার কোনো হুঁশ নেই।

“কী হল বলো তো তোমার! এত ইম্ম্যাচিওর কেন তুমি?”

“আমি ইম্ম্যাচিওর?”

“তা নয়তো কী! এসব কথা এখন বলার সময়! কী মাস্টার্স মাস্টার্স শুরু করেছ! বেশ তো, কোরো মাস্টার্স, যত ইচ্ছে মাস্টার্স কোরো। কিন্তু এখন সত্যিই অনেক ব্যস্ত আমি, আর আমার ধারণা তুমিও। এখন রাখো। পরে ভালো করে আলোচনা করা যাবে নাহয়। কেমন?”

এক মুগ্ধত চুপ করে থাকে রিয়া। তারপর বলে, “আমি তোমায় বিয়ে করবো না সায়ন। স্যরি। আমি পারবো না”, বলার সময় গলাটা হালকা কেঁপে ওঠে ওর।

“কী?”, সায়ন কিছু বলার আগেই রিয়ার মা চেঁচিয়ে ওঠে।

“কী বলছো তুমি রিয়া?”, সায়নও বিশ্বাস করতে পারে না রিয়ার কথাটা।

“স্যরি সায়ন, আমার পক্ষে তোমার সাথে সারাজীবন থাকা সম্ভব নয়। আমি সত্যিই স্যরি যে আজ এসে এই কথাগুলো বলছি, কিন্তু আমিই বা কী করবো বলো আগে কখনো বলার সুযোগই তো দাওনি তোমরা আমায়। এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশান সায়ন। আই অ্যাম স্যরি ওয়াঙ্গ এগেন। রাখছি এখন আমি।”, কোনো এক অড্ডুত সাহসের বশে এক নিশাসে কথাগুলো বলেই ফোনটা রেখে দেয় রিয়া।

“তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?”, ফোন রাখতেই রিয়ার মা বলে ওঠে। ওর আরো কয়েকজন আত্মীয়স্বজনও এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই হতবাক।

“না মা, যা শুনলে ঠিক শুনলে। আমি আরো পড়াশোনা করতে চাই, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মতন থাকতে চাই মা, অন্যের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আমি জীবনটা সত্যিই কাটাতে চাই না মা, প্লিজ!”, রিয়ার গলা আবার একটু কেঁপে ওঠে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

“কী নাটক শুরু করেছিস তুই এসব, চল ঘরে চল কথা বলছি”, এই বলে রিয়ার মা ওকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যায় আর ওর বাবাকে বলে,” তুমি একটু সায়নের সাথে কথা বলো তো, আমি মেয়ের সাথে কথা বলছি”

এরপরের ঘটনা খুবই প্রেতিষ্ঠেবল। রিয়ার মা, বাবা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সবাই রিয়াকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু নিজের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে রিয়া কারূর কথা শোনে না আজ। ওর মা ওকে একটা চড়ও মারে, কিন্তু রিয়া আজ অনড়। কিছুক্ষণ পর যখন সবাই বুবাতে পারে যে রিয়া সত্যিই এ বিয়ে করবে না তখন সায়নের বাড়ির লোক তত্ত্ব নিয়ে ফিরে যায়। রিয়ার বাবা প্রত্যেকের হাত ধরে ক্ষমা চান, ওর মা বসে কাঁদতে শুরু করে আর ভাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি আত্মীয়রাও নানা কথা বলতে থাকে, অনেক কানাঘুঁষো আরম্ভ হয়। রিয়া ওর ঘরে বসে অরূপগিমাকে সব কথা খুলে বলে আর ওর কোলে মাথা রেখে কাঁদে। উৎসবের রোশনাই আস্তে আস্তে নিভে যায়। রিয়াকে আরো একবার বোঝানোর চেষ্টা করে সবাই মিলে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। সায়নের বাড়ি থেকেও ফোন আসে, তারাও স্বভাবতই খুব রেগে গেছে রিয়ার এহেন আচরণে। সায়ন রিয়ার সাথে কথা বলতে চায়, রিয়া ওর ঘর থেকে বেরোয় না। রিয়ার বাবাকে প্রচুর অপমান শুনতে হয়। “ঘরজ্বালানী মেয়ে” অপবাদ শুনতে হয় রিয়াকে ওর মায়ের থেকে। আত্মীয়রাও এরপর এক এক করে বাড়ি ফিরে যায়। উঠোনের এক কোনায় শুধু অনেকটা হলুদবাটা পরে থাকে।

রিয়ার মা এসে গেছে। খাওয়াদাওয়া করে নাতিকে নিয়ে বারান্দায় বসে আছে এখন। রিয়া ওর ঘরে অফিসের কিছু কাজ করছে। অবিনাশ ওর শার্ট-প্যান্ট ইন্সুলেট করছে। কালকে ওর একটা নতুন চাকরির ইন্টারভিউ আছে, লকডাউনে চাকরি যাওয়ার পর থেকে এটা ওর তিন নম্বর ইন্টারভিউ হবে। তবে কালকে ও রিয়ার রেকমেন্ডশনে যাচ্ছে, তাই কাল চাকরিটা হয়ে যাওয়ার চাস আছে। কাল যদি হয়ে যায় তাহলে পুজোটা একটু আনন্দে কাটাতে পারে অবিনাশ। বারান্দায় বসে নাতিতে দিদাতে প্রচুর গল্প হচ্ছে। পাড়ার ঠাকুরমন্ডপটা রিয়াদের বারান্দা থেকে দেখা যায়। ওখানে ঠাকুর এসেছে এইমাত্র। ট্রাক থেকে একে একে প্রতিমা নামানো চলছে। যতই করোনার আতঙ্ক থাকুক, তবু যেন বাতাসে একটা পুজো পুজো গন্ধ।

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ଦିତ୍ୟ

“ଦିଦା ଦେଖୋ ଦୁର୍ଗା ମା ତୋ ମାକ୍ଷ ପଡ଼େନି, ଏବାର ଠାକୁରକେ କେ ରକ୍ଷା କରବେ?”, ଆଟ ବହରେର ବିଳ୍ଟି  
ଓର ଦିଦାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ।

ଓର ଦିଦା ମୃଦୁ ହେସେ ଜବାବ ଦେଇ, “ଦେବୀକେ ତୋ ରକ୍ଷା କରତେ ହୁଯ ନା; ଦେବୀଙ୍କ ଆସେନ ସବାଇକେ  
ରକ୍ଷା କରତେ” ।

~ ସମାପ୍ତି ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা



দোস্তুর

~ সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

উমা চলে গিয়েছে তাও প্রায় দশ বছর হলো। তারপর এই অবসরময় জীবনটা দিনে দিনে অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। ছেলেটা চাকরী সূত্রে বাইরে থাকে। বছরে একটি বারই ওর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ হয়। পূজোর সময়টা বাপ ছেলেতে মিলে ভালোই কেটে যায়। তারপর তো সেই চিরাচরিত দীর্ঘ এক বছরের ব্যবধান। পেনশানের টাকাতে জীবনটা দিব্য কেটে গেলেও নিঃসঙ্গতা যেন আমার সব সুখগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিলো। সকালে শেফালী এসে ঘরের সব কাজ সেরে রান্নাবান্না করে খাবার ঢেকে রেখে যেত, বলতে গেলে ওই সময়টুকু ঘরের মধ্যে কোনো মানুষের দেখা মিলতো।

মহামায়া, আমার পুত্রবধু। বছর পাঁচেক হলো ছেলে বিয়ে করেছে। পাত্রী অবশ্য আমার ছেলেরই নির্বাচন করা। এবার মূল বক্তব্যে ফিরি। আমার ছেলে রুদ্রকে চাকরী সূত্রে বাইরে থাকতে হয় আগেই বলেছি। এক বছরের মধ্যে সব বন্দোবস্ত সেরে ও মহামায়াকে নিয়ে পারি দেবে সাহেবদের দেশে। অবশ্য যতদিন যায়, দেশের প্রতি ছেলের আবেগটা যে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিলো, তা বেশ উপলক্ষ্মি করছিলাম। এদিকে ঘরে মহামায়ার উপস্থিতিতে দীর্ঘ পাঁচ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনটা ধীরে ধীরে মধুর হতে শুরু করেছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি ছোটবেলাতেই বাবা মা কে হারিয়ে মাসির বাড়িতেই মানুষ মহামায়া। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপন বাবা মায়ের মতো মেহ ভলোবাসাটা হয়তো একটা ভিন্ন পরিবারে থেকে পাওয়াটা দুর্লভ। এবাড়িতে এসে ও যেন খুজে পেয়েছিলো নিজের স্বত্ত্ব। অধিকারহীনতার একটা সুদীর্ঘ বেড়াজাল ডিঙিয়ে মহামায়া 'ঘর' কথাটার যথার্থ অনুভূতি উপলক্ষ্মি করেছিলো। আমার সাথে অল্প ক'দিনেই ওর ভারী মিল হয়ে গেল। আমার মধ্যে ও যেমন বাবাকে খুজে পেত, আমিও তেমনি ওর মধ্যে আমার মেয়ে তথা একজন বন্ধুকে খুজে পেতাম।

মহামায়া ডাবু.এইচ.ও.র একজন সক্রিয় কর্মী। রুদ্র তখন আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে, যখন ওদের ফেসবুকে প্রথম আলাপ। তারপর বন্ধুত্ব হয় গভীর। রুদ্র কোলকাতা এলে ওরা দেখা করে এবং দুজনের দুজনকে ভালো লেগে যায়। বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଶଂଖାସ୍ତ୍ରାସନ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଧ୍ୟ)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ମହାମାୟାର ସ୍ଵାଧୀନଚେତା ମନୋଭାବ ଆର ଜୀବନେର ପ୍ରତି ଓର ସଂଗ୍ରାମ ରଙ୍ଗକେ ଓର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ କରେ ତୁଳେଛିଲ । ସମ୍ପର୍କେର ମାତ୍ର ଏକବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟେ ଓରା ବିଯେ କରେ । ପ୍ରଥମଦିକେ ସବକିଛୁଇ ଠିକଠାକ ଯାଇଛିଲୋ । ମହାମାୟା ନିଜେର ଅଫିଶିଆଲ କାଜେର ସାଥେ ଘରେର ସବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ସାମଲାତୋ । ମାଝେ ଆମାର ଏକଟା ନତୁନ ନେଶା ଧରେଛିଲୋ, ସେଟା ହଲୋ ଗନ୍ଧ ଲେଖାର । ଆର ଏହି କାଜେ ଆମାର ଅନୁଷ୍ଠରଣା ଆର ଉପଦେଷ୍ଟା ଛିଲ ମହାମାୟାଇ । 'ଉପଦେଷ୍ଟା' କଥାଟା ହ୍ୟାତୋ ଆପନାଦେର ଅବାକ କରଛେ । ଆସଲେ ଗନ୍ଧଗୁଲୋ ଲିଖିବାର ପର ସେଗୁଲୋ ପ୍ରଥମେ ମହାମାୟା ପଡ଼ିତୋ । ତାରପର ଗନ୍ଧଗୁଲୋର କୋଥାଯ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଲେ ଭାଲୋ ହ୍ୟ, କୋନ ଜାଯଗାଟା ନା ରାଖିଲେଓ ଚଲେ, ଏସବ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଆମି ଓର ଥେକେଇ ପେତାମ । ବାଢ଼ିଯେ ବଲଛି ନା, ଏବ୍ୟାପାରେ ଓର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମତାମତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ । ଏସବେର ପାଶାପାଶି ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିତେ ମହାମାୟାର ଛିଲ ଭୀଷଣ ଉଂସାହ । ଦେଖିତେ ଗେଲେ ଆମାର ଛେଲେ ରଙ୍ଗ ଆର ମାୟାମାୟା ଦୁଜନେରଇ ଏଦିକ ଥେକେ ଭୀଷଣ ମିଳ । ରବିବାର କରେ ଆମାକେ ନିଯେ ମହାମାୟା ଗାଡ଼ି କରେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିତୋ । ମାଇଲ ଏର ପର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଯଗା ଘୁରେ ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରାଟା ଛିଲ ଓର ପ୍ଯାଶନ । ବଞ୍ଚିବାର ବଲେଛି ଓକେ ଏତ ଭାଲୋ ଛବି ତୁଲିସ, ଛବିଗୁଲୋ ଏକଟା ଏକାହିବିଶାନେ ଦିଲେ ତୋ ପାରିସ । ଉତ୍ତରେ ଓ କି ବଲତୋ ଜାନେନ? "ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସବୁଜ ନୀଳ ଆକାଶ ରଙ୍ଗକେ ଆମି ଆମାର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାନଭାସେ ତୁଲେ ରାଖିବୋ । ପ୍ରକଟଟା ତୋ ସବସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଯ । ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତାର ଆଡ଼ାଲେ ଅନେକ ବେଶୀ ସ୍ଵନ୍ତି ଥାକେ ।" ତଥନ ଓର କଥାଗୁଲୋର ମାଥାମୁଣ୍ଡ କିଛୁଇ ବୁଝାମ ନା । ଆଜ ଉପଲବ୍ଧି କରି । ଆସଲେ ଅନେକ ମାନୁଷ ଏମନ୍ତ ହ୍ୟ ଯାରା ନିଜେଦେର ନେଶାଗୁଲୋକେ ସାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଲାଭେର ମାଧ୍ୟମ ନା ବାନିଯେ ସେଗୁଲୋକେ ନିଜେର ମଧ୍ୟ ରାଖିତେଇ ବେଶି ପଚନ୍ଦ କରେ, ସେଗୁଲୋର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ତାରା ଶାନ୍ତି ଖୁଜେ ପାଯ ।

ନଭେମ୍ବର ମାସେର ମାର୍ବାମାର୍ବି ହବେ, ସାଲଟା ୨୦୧୪, ପ୍ରତି ରବିବାରେ ମତୋଇ ଆମି ଆର ମହାମାୟା ଗାଡ଼ି ନିଯେ ବେରିଯେଛିଲାମ । ଏହି ଦିନଟା ଓର ଓ ଛୁଟି ଥାକେ, ବାପ ମେଯେତେ ମିଲେ ଖୁବ ଘୁରେଫିରେ ଭାଲୋମନ୍ଦ ଖେଯେଦେଯେ ସାରାଦିନଟା ବେଶ ଉପଭୋଗ କରେ ଘରେ ଫିରି । ସେଦିନ ଫିରତେ ଫିରତେ ଏକଟୁ ଦେଇ ହ୍ୟେ ଯାଯ । ତଥନ ପ୍ରାୟ ବିକେଳ ୫୮୦ ୩୦ ହବେ । ନଭେମ୍ବରେ ଏହି ସମୟ ଅନ୍ଧକାର ନେମେ ଯାଯ । ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟାର ପ୍ରତି ଘନ୍ଟାର ଗାଡ଼ି ତଥନ ଛୁଟିଛେ । ଆଚମକା ଦେଖିତେ ପାଇ ରାସ୍ତାର ପାଶେର କ୍ଷେତ୍ର ଥେକେ ଏକଟା ମେଯେ ପ୍ରାଣପଣେ ଛୁଟେ ଏସେ ଆମାଦେର ଗାଡ଼ିର ସାମନେ ସାହାଯ୍ୟେର ଆବେଦନ ନିଯେ ଦାଡ଼ାଲୋ । ମେଯେଟି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିପଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ ତା ଅନୁଭବ କରି । ଆମି ଆର ମହାମାୟା ସାଥେ ସାଥେ ଓକେ ଗାଡ଼ିତେ ତୁଲେ ଆନି । ସେଥାନ ଦିଯେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ମେଯେଟିକେ ଘରେ ନିଯେ ଆସି ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষৃঙ্খলার ডিজিটাল পন্থিতা

মেয়েটির নাম রঞ্জিনা খাতুন। বয়স ওই ১৫ হবে। পড়াশুনা ক্লাস সিক্ক অবধি। মা হারা মেয়েটির বাবা ওকে ২ মক্ষ টাকাতে বেচে দেয় এক স্থানীয় দালালের কাছে, বিভিন্ন ঘৌনপল্লীতে নারীর জোগান দেয়াই যার মূল জীবিকা। কোনোমতে সেখান দিয়ে রঞ্জিনা পালিয়ে আসে। আর ভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ির সামনে এসে পরে।

মেয়েটির সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় মহামায়া। প্রথম দিকে বহু প্রতিবন্ধকতা আসে। কিন্তু নিজের জেদ আর সাহসিক মানসিকতার জোরে প্রতিকূল ভাগ্যকেও মহামায়া নিজের অনুকূলে ঝুকতে বাধ্য করে। কিন্তু ঝামেলাটার সূচনা হয় এখান থেকেই। মহামায়া রুদ্রকে অনুরোধ করে মেয়েটিকে সে তাদের সাথেই রাখবে। তাই মেয়েটিকেও তাদের সাথে বিদেশ নিয়ে যাওয়ার জন্য রুদ্র যেন যথাযথ বন্দোবস্ত করে, এই ছিল ওর অনুরোধ। রুদ্র তার কোনো অনুরোধই রাখেনি। বরং মেয়েটিকে কোনো একটা এন.জি.ও. তে ছেড়ে আসার পরামর্শ দেয়। আসলে এই বাণিজ্যিক আর চরম প্রতিযোগিতাময় দুনিয়ায় মহামায়ার মতো মেয়েদের আবেগকে বাস্তবিক ভাবে সম্মান জানানোর মতো যথার্থ মনোভাব খুব কম মানুষের কাছেই আছে বলে আমি মনে করি।

নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎকে পেছনে ফেলে, নিজের ভালোবাসার মানুষটির প্রতি সব মোহো ত্যাগ করে মহামায়া বেছেছিল রঞ্জিনাকেই। মাস ছয় আগে দুজনের সম্মতিতে ওদের মিউচুয়াল ডিভোর্স হয়ে গেল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম ওদের এই নিশ্চিত পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়াটা আটকাতে। কিন্তু বিশ্বাস করুন নিয়তির কাছে আমি হেরে গেলাম। মহামায়ার মধ্যে আমি আমার মেয়েকে পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু বাস্তবটা কি বলুনতো, নিজের রক্তের সম্পর্কের প্রতি অধিক মোহটা ত্যাগ করতে পারি নি। তাই হয়তো আমার ইচ্ছা আর মানসিকতার বিরূপ যাওয়া সত্ত্বেও নিজের ছেলে রুদ্রকেই বাছলাম শেষ পর্যন্ত। এখনো মহামায়া আর আমার মোবাইল এ কথা হয়। কিন্তু সেই নিবিড় সংযোগটা এখন আর নেই, সেটা বেশ বোধ করি। নিঃসঙ্গ জীবনের থেকে মুক্তির একটা পথ খুজে পেয়েছিলাম। পুত্রবধূ হলেও মেয়ের রূপে নিজের প্রাণের দোসরকে হারিয়ে এই শেষ জীবনটাতে তাই নিঃসঙ্গতাকেই আবার সঙ্গী করে পথচলা শুরু হলো।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସାହ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ସଂଖ୍ୟା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

# ଉପନ୍ୟାସ

## ଦିଗନ୍ତ ରେଖା

(ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ)

~ବୃକ୍ଷି ଚୌଧୁରୀ



ଆସୁନ ଫିରେ ଦେଖି :- ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୟନ୍ତୀର ଦିନ । ଲ କଲେଜେର ଦୁଇ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ ହିୟା ଓ ହାର୍ଦିକ, କଲେଜେର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷେ ବେରିଯେ ଯାଯ ହାର୍ଦିକେର ପରିଚିତ ଏକ ପାଡ଼ାର ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୟନ୍ତୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିତେ । ଘଟନାଚକ୍ରେ ସେଇ ଜାୟଗା ହିୟାର ଅଭିଶଳ୍ପ କିଶୋରୀ ବେଲାର ଚାରଣଭୂମି । ଯେଥାନେ ସେ ଫେଲେ ଏସେହେ ତାର ଛୋଟବେଲାର ସ୍ମୃତି ଆର ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆର୍ଯ୍ୟ କେ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷେ ପ୍ରାୟ ଅସୁନ୍ଦର ହିୟାକେ ବାଡ଼ି ପୌଁଛେ ଦିଯେ ରାତ ବାରୋଟାଯ ନିଜେର ମନେର କଥା ହିୟା କେ ଜାନାଯ ହାର୍ଦିକ । ତାଦେର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏକ ଝଟକାଯ ବଦଳେ ଯାଯ ପ୍ରେମେର ସମ୍ପର୍କେ । ଅନ୍ୟଦିକେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ତାର ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ପାମେଲାର ସାଥେ ଚାର ବଚ୍ଛରେର ସମ୍ପର୍କେର ପର ଏକ ଟାଲମାଟାଲ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁଖୋମୁଖି ହୟ । ଅଫିସ ଥେକେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣେ ଚାକରି ଛେଡେ ଦିଯେ ଚଲେ ଆସାଇ ଯାର କାରଣ । ଖୁବ ସାଧାରନ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନେର ଗଲ୍ଲ କି ଏତଟାଇ ସାଧାରନ ହୁଏ ଥାକବେ? ନାକି ନିଜ ଗୁଣେ ତା ହୁଏ ଉଠିବେ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ? ଏହି ଚାର ଜନେର ଜୀବନେର ଗଲ୍ଲ ଜାନତେ ଆସୁନ ପଡ଼େ ଦେଖି ପରେର ପର୍ବଗୁଲୋ ।

... ଦ୍ଵିତୀୟସଂଖ୍ୟାର ପର କ୍ରମଶ ...

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

(୧୧)

ରବୀନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟାନ୍ତୀର ପରେ କେଟେ ଗେଛେ ଆରଓ ଦୁଟୋ ଦିନ । ଏହି ଦୁଦିନେ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରେଓ ପାମେଲାର ସାଥେ କୋନରକମ ଯୋଗାଯୋଗ କରତେ ପାରେନି ଆର୍ୟ । ବାଡିତେ ମାଯେର ଶରୀରଟା ଆବାର ଖାରାପ ହେଁବେ । ଏମନିତି ଆର୍ୟର ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀର ଶରୀରେ ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗଚାପ ଛାଡ଼ା ଆର କୋନୋ ଅସୁବିଧା ନେଇ । କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଉନି ଏଖନେ ଆର୍ୟର ବାବାକେ ପ୍ରତି ମୁହଁରେ ନିଜେର ସଂସାର ଜୀବନେ କଳନା କରେ ଚଲେନ । ତାର ସାଥେ କଥା ବଲେନ । ମାଝେ ମାଝେ ଥାଲାଯ ଖାବାର ସାଜିଯେ ଡାକାଡାକିଓ କରେନ । ଆର୍ୟ ଗତ ବାରୋ ବଚର ଧରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ । ପାହାଡ଼େର ଚଢ଼ାଗୁଲୋ ଯେନ ନିଶିର ଡାକେର ମତୋ ଡାକତୋ ଆର୍ୟର ବାବାକେ । ସେଇ ଛୋଟ ଥେକେ ବାବାର ମୁଖେ ପାହାଡ଼େର ଗଲ୍ଲ ଶୁଣତୋ ଓ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ିଇ ହେଁ ଉଠେଛିଲ ଆର୍ୟର ଶିଶୁମନେ ରୂପକଥାର ରାଜ୍ୟ । ଆର ,ସେଇ ରୂପକଥାର ରାଜ୍ୟଟି ଏକଦିନ ନିଜେର ଅନ୍ତରେ ଲୁକିଯେ ଫେଲିଲୋ ଆର୍ୟର ବାବାକେ । ଆର୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଓର ମାଯେର ମତଇ ବିଶ୍ୱାସ କରତୋ ଯେ ବାବା ଆବାର ଫିରବେ ନତୁନ ରୂପକଥା ନିଯେ । କିନ୍ତୁ ଯତ ବଡ଼ ହେଁବେ, ବୁଝେବେ ଓର ଶିଶୁବ ହାରିଯେ ଗେଛେ ପାହାଡ଼େର କୋଲେଇ । ଆର କୋନ୍ତଦିନ ଫିରବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମୋଘ ସତ୍ୟକେ ସ୍ଵିକାର କରତେ ପାରେନନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ । ଯାର ହାତ ଧରେ ପରିବାର ପରିଜନ ସକଳକେ ଛେଡେ ବେଡ଼ିଯେ ଏସେଛିଲେନ , ସେଇ ମାନୁଷଟାଇ ତାକେ ଛେଡେ ଚଲେ ଗେଛେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହୟନି ତାର । ଆର ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନେର ଗଭୀରେ ଏକ କଳନାର ରାଜ୍ୟ ତୈରି କରେ ଦିଯେବେ ଆର୍ୟର ମାକେ-- ଯେଥାନେ ତିନି ସ୍ଵାମୀ , ପୁତ୍ର ନିଯେ ସୁଖେ ସଂସାର କରେନ । କିନ୍ତୁ ଆର୍ୟର ଚାକରି ଛେଡେ ଚଲେ ଆସା , ପାମେଲାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କେର ଅବନତି , ଛେଲେର ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓନାର କଳନାର ରାଜ୍ୟକେ ବାରବାର ଆଘାତ କରିବେ , ଆର ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ଵାନ୍ତ୍ୟର ଅବନତି ପ୍ରଭାବ ଫେଲିବେ ତାର ଶରୀରେଓ । ଦୁଦିନ ପର ଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ମାଯେର ଶରୀରଟା ଏକଟୁ ଭାଲୋ ହତେଇ ପାମେଲାର ବାଡିର ପଥେ ପା ବାଡ଼ାଲୋ ଆର୍ୟ । ଯତ ଯାଇ ହେଁ ଯାକ୍ , ଏହି ମେଯେଟାକେ ହାରାତେ ପାରବେନା ଓ ।

ପାମେଲାର ବାଡିତେ ଗିଯେ ଅନ୍ତିରଭାବେ ବେଳ ବାଜାତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ ଆର୍ୟ । ଏକଦିକେ ମାଯେର ଅସୁନ୍ତତା ଆର ଅନ୍ୟ ଦିକେ ପାମେଲାର ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଧ ହେଁ ଯାଓଯାଯ ଆର୍ୟର ସହଜାତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ତଳାନିତି ଏସେ ଠେକେବେ ।





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଧୂସର ରଙ୍ଗେ କୁର୍ତ୍ତି ଆର ନୀଳ ପ୍ଲାଜୋ ପରେ ପାମେଲା ଦରଜା ଖୁଲେ ଦିଲ । ଓକେ ଦେଖେଇ ମନେ ହଚିଲ କାଛାକାଛି କୋଥାଓ ବେରିଯେଛିଲ , ସବେମାତ୍ର ଫିରେଛେ । ଆର୍ ମନେ ମନେ ଭେବେଛିଲ, ପାମେଲା ଦରଜା ଖୋଲାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରବେ ଓକେ । ମିଶିଯେ ନେବେ ନିଜେର ବୁକେର ମଧ୍ୟେ । ତାହଲେ ନିଶ୍ୟାଇ ମେଯେଟା ବୁଝବେ ଓର କଟ୍ଟଟା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେ ପ୍ରତିବାରଇ ପାମେଲାର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସାମନେ ମନେର ଦାମାଲ ଇଚ୍ଛେଣ୍ଟିଲୋ ଆବାର ହଦ୍ୟେର ଗଭୀରେ ଡୁବ ଦେଯ ।

- କିରେ? ତୁଇ? ଆମାର ବାଡିତେ?

ପାମେଲାର ଅବାକ ହେଁ ବଲା କଥା ଗୁଲୋ ଆର୍ଯ୍ୟର ଘୋର କାଟିଯେ ଦେଯ ।

ହତଭସ୍ମ ପାମେଲାର ପାଶ ଦିଯେ ଘରେ ଚୁକତେ ଚୁକତେ ଆର୍ ବଲେ

- କୀ କରବୋ ନା ଏସେ? ମରେ ଗେଛି କିନା ସେଟୁକୁ ଖବରଓ ତୋ ରାଖିସ ନା ।

- ବାଜେ କଥା ରାଖ ଆର୍ । ମରେ ଗେଲେ କି ଆର ଖବର ପେତାମ ନା?

- ତୁଇ ଏତୋ ନିଷ୍ଠୁର କେନ ରେ?

ଆର୍ଯ୍ୟର କଥା ଶୁଣେ ଏବାର ଫେଟେ ପଡ଼ିଲୋ ପାମେଲା ।

- ଆମି ନିଷ୍ଠୁର? ବାହଁ! ହୁଁ, ଆମି ନିଷ୍ଠୁର କାରଣ ଆମାର ମା ହଠାତ୍ କରେ ଆମାକେ ଆର ବାବାକେ ରେଖେ ମରେ ଗେଲ । ହୁଁ, ଆମି ନିଷ୍ଠୁର କାରଣ ଆମାର ବାବା ହଠାତ୍ କରେ ଶଯ୍ୟାଶୟା ହେଁ ପଡ଼ିଲୋ । ହୁଁ, ଆମି ନିଷ୍ଠୁର କାରଣ ହଠାତ୍ କରେ ଆମାଦେର ସମ୍ମତ ଆତ୍ମୀୟ-ସ୍ଵଜନରା ଆମାଦେର ଦିକ ଥେକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଲ । ହୁଁ, ଆମି ନିଷ୍ଠୁର କାରଣ ଯେ ମାନୁଷଟା ଚାକରି ପେଯେ ପ୍ରଥମେଇ ବଲେଛିଲ ଯତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସମ୍ଭବ ବିଯେ କରେ ଆମାର ପାଶେ ଏସେ ଦାଁଢ଼ାବେ, ସେଇ ମାନୁଷଟା ବିନା କାରଣେ ଚାକରି ଛେଡେ ଚଲେ ଏଲୋ । ବୁଝେଛିସ ଏବାର କେନ ଆମି ନିଷ୍ଠୁର?

ପାମେଲାର ରାଗ କଥନ କାନ୍ନା ହେଁ ଝାଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରେଛେ ତା ଓ ନିଜେଓ ଜାନେ ନା ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଡକ୍ଟ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ପାମେଲାର ରାଗ ଅଭିମାନ ଦେଖେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ୟ ଆଜ ଓର ଚୋଥେର ଜଳ ଆର ସହ୍ୟ କରତେ ପାରିଲୋନା । ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଟେନେ ନିଲ ଓକେ ନିଜେର ବୁକେ । ଚାର ବହୁରେର ସମ୍ପର୍କେ ଏହି ପ୍ରଥମବାର ଏତୋ ଗଭୀରଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲୋ ଓ ପାମେଲା କେ.....

କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ସମ୍ବିଂଧ ଫିରେ ପେଯେ ଆର୍ୟର କାହିଁ ଥେକେ ସରେ ଦାଁଢ଼ାଲୋ ପାମେଲା । ଡାଇନିଂ ଟେବିଲେର ସାମନେ ରାଖା କାଠେର ଚେୟାରଟା ଏଗିଯେ ଦିଲ ଆର୍ୟର ଦିକେ । ଆର୍ୟ ଚୁପ କରେ କିଛୁକ୍ଷଣ ବସେ ରାଇଲ ଚେୟାରେ ମାଥା ନିଚୁ କରେ । ତାରପର ଧୀର ଗଲାଯ ବଲତେ ଆରଭ୍ରତ କରିଲୋ , " ଛୋଟବେଳା ଥେକେଇ ମାୟେର କାହେ ଆବୃତ୍ତି ଶିଖେଛିଲାମ । ପ୍ରଥାଗତ ଶିକ୍ଷା ନା ଥାକଲେଓ ମା କି ସୁନ୍ଦର ଅନାୟାସ ଦକ୍ଷତାଯ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରତୋ ଯେ କୋନୋ କବିତାଯ । ଆମିଓ ମାୟେର ଥେକେ ଶିଖେଛିଲାମ କିଭାବେ ଏକଟା କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ ଭେଦ କରେ କବିର ମନ ଅବଧି ପୌଁଛେ ଯାଓଯା ଯାଯ । ଆମାର କାହେ ଏଟା କୋନ ରହସ୍ୟଭେଦେର ଥେକେ କମ ଆନନ୍ଦେର ନୟ । ବାବା ହାରିଯେ ଯାଓଯାର ପର ମା କବିତା ଚର୍ଚା କରିଯେ ଦିଲେଓ ବନ୍ଧ କରେ ଦେଇନି । କିନ୍ତୁ ଆଜକାଳ ସେଇ ମାକେ ଆର ଖୁଁଜେ ପାଇନା । ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯତ ଖାରାପ ହଚ୍ଛେ, ମା ତତ ଗୁଡ଼ିଯେ ଯାଚ୍ଛେ । ଆମାର ଶୈଶବ ବାବାର ସାଥେ ପାହାଡ଼େର କୋଳେ ହାରିଯେ ଗେଛେ । ଆମାର କୈଶୋର ମାୟେର ସାଥେ ମାୟେର ମନେର ଅନ୍ତରାଳେ ଚାପା ପଡ଼େ ଯାଚ୍ଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଘୋବନଟା ତୋର ହାତ ଧରେ ଏସେହେ ପାମେଲା । ତୁଇ ଆମାର ଜୀବନ ଥେକେ ହାରିଯେ ଗେଲେ ଏଟାଓ ହାରିଯେ ଯାବେ । ଆମି ତଥନ କି ନିଯେ ବାଁଚବୋ ବଲତୋ?" ପାମେଲା କୋନୋ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ଜଳେର ଫ୍ଲାସଟା ଏଗିଯେ ଦିଲ ଆର୍ୟର ଦିକେ । ଏକ ନିଃଶ୍ଵାସେ ଜଳଟା ଶେଷ କରେ ଆବାର ବଲତେ ଶୁରୁ କରିଲ ଆର୍ୟ । ଆଜ ଯେନ ମୁଖଚୋରା ଛେଲେଟାକେ କଥାଯ ପେଯେଛେ ।

"ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମି କୋନୋଦିନଓ ମନ ଥେକେ ଚାକରିର ଇଁଦୁର ଦୌଡ଼େ ସାମିଲ ହତେ ଚାଇନି । ଆମି ସାହିତ୍ୟ ଭାଲୋବାସି । ଆମି ପଡ଼ିତେ ଭାଲୋବାସି । ଆବୃତ୍ତି କରତେ ଭାଲୋବାସି ଆର ମାଝେ ମାଝେ ଟୁକଟାକ ଲେଖାଲେଖି କରତେଓ । କିନ୍ତୁ ଯତ ବଡ଼ ହେଁଛି ତତ ମାଥାର ଉପର "ବାବା" ନାମେର ଗାଛେର ଛାଯାର ଅଭାବଟା ବୁଝାତେ ପେରେଛି । ଆଗେ ଏକତଳାୟ ଭାଡ଼ା ଦେଓଯା ହତୋ । ପାଁଚ ବହୁରେ ଆଗେର ସେଇ ଘଟନାର ପର ଆର ଭାଡ଼ାଟାଓ ନେଇ । ଟିଉଶନ ପଡ଼ିଯେ ଯା ଆସତୋ । ତାରପର ଏହି ଚାକରି । ତୁଇ ତୋ ସବହି ଜାନିସ । କିନ୍ତୁ ଏତୋଦିନେର ଇତିହାସେ କେଉ ଆମାର ଚରିତ୍ରେର ଦିକେ ଆଙ୍ଗୁଳ ତୁଲତେ ପାରେନି । କିନ୍ତୁ ଏବାର କୀ ହଲୋ ବଲତୋ ଏଟା! ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆମାର ଟିମ ଲିଡାର ହେଁଯାଟା ମାନତେ ନା ପେରେ ସୁହାନି ଏତ ବଡ଼ ଏକଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଲୋ? ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆମାକେ ଅପଦସ୍ତ କରବେ ବଲେ? ସୁହାନି ଆମାର କଲିଗ, ଏକଇ ଟିମେର ମେସ୍ତାର ଆମରା । ବିଶ୍ୱାସ କର, ସୁହାନୀ ସତିଇ ଏଫିସିଯେନ୍ଟ ମେଯେ କିନ୍ତୁ ଆମାର ଏକଟା

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সহজাত অগ্নাইজিং ক্ষিল আছে। হয়তো সেজন্যই আমাকে টিমলিড করেছিল। সেদিন রাতে আমি, সুহানি আর কৌশিক প্রেজেন্টেশন জমা দেয়ার ডেডলাইন মিট করার জন্য কাজ করছিলাম। বাকীরা তাদের অংশের কাজ সেরে বেরিয়ে গেছিল। পুরো প্রেজেন্টেশন তৈরি হওয়ার পর সুহানি ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে গেছিল আর কৌশিক কে বললো কফিজোন থেকে ব্ল্যাক কফি আনতে। এতো স্বাভাবিক ভাবে বলেছিল যে কোন সন্দেহই হবে না। কৌশিক চলে যাওয়ার ঠিক পরপরই সুহানি আমাকে চিংকার করে ডাকে ওর অফিস ডেস্কের সামনে। আমি খেয়াল করলাম সুহানি ওয়াশরুম থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছে আর ওর ডেস্কের উপরে রাখা মনিটরটা ধরে হাঁপাচ্ছে। আমি ওর কিছু একটা হয়েছে ভেবে দৌড়ে গিয়ে ওর দুকাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। ওর কি হয়েছে জানতে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে ও আমায় জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো আর "কৌশিক", "কৌশিক" বলে চিংকার করতে আরস্ত করল। ঠিক তখনই কৌশিক কফিটা নিয়ে ফিরেছিল। চিংকার শুনে দৌড়ে এলো কৌশিক ডেস্কের সামনে আর সুহানি হাঁপাতে হাঁপাতে ইশারায় বললো যে আমি নাকি ওকে মলেস্ট করতে চেয়েছিলাম। কৌশিক অবাক হয়ে গেছিল, কারণ ও আমায় খুব ভালো ভাবেই চেনে। আমি যে এরকম কিছু করতে পারি সেটা ও বিশ্বাস করতে পারছিল না, আবার সুহানিকে অবিশ্বাস করতেও পারছিল না। আসলে সুহানি যেভাবে হাঁপাচ্ছিল আর আমাকে যেভাবে ধাক্কা মেরে ছিল, তাতে সেই মুহূর্তে কৌশিকের জায়গায় আমি থাকলে আমিও সুহানি কে অবিশ্বাস করতে পারতাম না। কৌশিক কিছু না বলে সুহানিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল। কীভাবে কি হয়ে গেল বুবাতে বুবাতেই রাত কেটে গেল। কিন্তু আসল চমক ছিল তার পরের দিন। অফিসে তুকেই দেখি সবাই আমার দিকে কেমন একটা অড্ডুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বিশ্বাস কর পামেলা, অড্ডুত একটা ঘে়না দেখেছিলাম আমি মেয়ে কলিগদের চোখে। আর আমাদের দেশে তো অর্ধেক বিচার অপরাধ প্রমাণের আগেই মানুষ করে ফেলে। কৌশিক এসে আমাকে বলল যে, আমার নামে নাকি সুহানি অফিসের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেলে কমপ্লেন করেছে আর তার সাথে ওর ডেক্সটপের ওয়েবক্যামে রেকর্ডেড একটা ফুটেজও ই-মেইল করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আমি দৌড়ে ওর দিকে এসে ওর কাঁধ দুটো ধরেছি আর সুহানি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কৌশিকের কথা শুনে সবটা বুঝে ওঠার আগেই আমার ফোনে একটা মেইল এলো যে "সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট রিপ্রেসাল কমিটি"র সামনে সাড়ে এগারোটার সময় আমাকে বসতে হবে সুহানির অভিযোগের জন্য। তুই তো জানিস পামেলা, নয়ডার অফিসে একমাত্র কৌশিক বাঙালি আর ওর সাথেই আমার শুধু ভালো বন্ধুত্ব

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

রয়েছে। বাকিদের সাথে সম্পর্ক খুবই ফর্মাল। আমি কি করবো , কি বলবো বুবাতে না পেরে কৌশিক কেই বললাম যে আমি তো সত্যি কিছু করিনি , আমি এর থেকে মুক্তি পাবো কি করে? কৌশিক আমাকে তখন ওর ফোন থেকে ভিডিওটা খুলে দেখালো । সুহানি নাকি অভিযোগ করার সাথে সাথে অনেক কলিগকেই পার্সোনালি শেয়ার করেছে ভিডিওটা। ভিডিওটা দেখতে দেখতে আমি আর কৌশিক, দুজনেই খেয়াল করলাম যে রেকর্ডিং এ শুধু ভিডিও আছে, অডিও মিউট করা। আরো একটা জিনিষ দেখলাম সুহানি মনিটরের ওয়েব ক্যামেরার দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আর ওয়েব ক্যামেরাটা ছিল আমার মুখোমুখি। আমার হঠাত মনে হলো, আমরা তিন জন তো কৌশিকের ওয়েব ক্যাম দিয়ে ক্লায়েন্ট মিটিংটা রেকর্ড করছিলাম, তাহলে সুহানি ওর ওয়েব ক্যাম অন কেন করলো আর রেকর্ডিং ই বা কেন করছিল। কৌশিককে এটা বলাতে ও কি একটা ভেবে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের ডেস্কের দিকে ছুটে গেল। তারপর মিনিট দশক বাদে একটা পেন ড্রাইভ এনে আমাকে দিয়ে বললো যে আমার ভাগ্যটা নাকি খুব ভালো, তাই এবারের মতো বেঁচে যাবো। তারপর যা বলল , তার থেকে বুবালাম, সুহানি আর কৌশিক এর ডেস্ক দুটো মুখোমুখি । ক্লায়েন্ট মিটিং রেকর্ড হবে বলে শুরু থেকেই কৌশিকের ওয়েব ক্যামের অটোমেটিক রেকর্ডিংটা অন রাখা ছিল। আর ওটা সুহানিকে নিয়ে বেরোবার আগে সিস্টেম অফ করার সময় অফ হয়েছিল। তাই সুহানির মনিটরের উল্টো দিকে ওর মনিটর হওয়ায় পুরো ঘটনাটাই অডিও-ভিসুয়ালি রেকর্ডেড হয়েছে। একঘণ্টা.... পুরো একঘণ্টা লেগেছিল জানিস, আমি যে দোষী নই সেটা প্রমাণ করতে। কৌশিকের ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে সুহানি আমাকে ডেকেছিল। সুহানি কমিটির সামনে সেটা অস্বীকার করতে পারেনি তাই কথা ঘুরিয়ে বলেছিল, ওর নাকি শরীর খুব খারাপ লাগছিল আর সেই মুহূর্তে আমার গিয়ে ওকে ধরাটা অস্বস্তিজনক লেগেছিল। তাই নাকি এই অভিযোগ। কমিটি বুঝে গেছিল এতেই যা বোঝার। তাই কেসটা "পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি"র নাম দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল। আর সুহানি কে দেওয়া হলো মৌখিক সতর্কবার্তা। বিশ্বাস কর পামেলা, এটাও আমি মনে নিয়েছিলাম । কিন্তু লাঞ্চ একে বিভিন্ন রকমের গুজব, বাঁকা মন্তব্য কানে আসতে লাগল। অনেকেই বললো, যা রটে তার কিছু তো ঘটে। আর পারলাম না রে, মনে মনে ভেঙেচুরে গেছিলাম। দাঁতে দাঁত চেপে প্রেজেন্টেশন দিয়ে ফ্ল্যাটে এসে রেজিগনেশন লেটার টা মেল করলাম। তারপর তৎকালে টিকিট বুক করে ফ্ল্যাট-ওয়েনার কে পরের মাসের ভাড়ার টাকাটা দিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম।"

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষুড়ি ডিজিটাল পন্থিতা

এতো কথা এতোক্ষণ ধরে বলে হাঁপিয়ে গেছিল আর্য । এমনিতেই ওদের দুজনের কেউই খুব বেশী কথা বলে না । তবে আজ আর কোনো আগল নেই দুজনের কথায় । এতোক্ষণ চুপ করে আর্যর বলা প্রতিটা কথা শুনছিল পামেলা আর দেখছিল আর্যর শুকিয়ে থাকা মুখটা । এবার চুপচাপ উঠে রান্নাঘরে গিয়ে একবাটি মুড়ি আর দুটো রসগোল্লা নিয়ে এসে আর্যকে দিল ।

- খেয়ে নে এগুলো । অনেক ক্ষণ কিছু খাসনি মনে হয় ।

- তুইতো মিষ্টি পছন্দ করিস না । তাহলে হঠাৎ মিষ্টি?

- আমি একটা চাকরি পেয়েছি আর্য । ঠিক চাকরি নয়, আমি যে নাচের স্কুলে নাচ শিখতাম, সেইখানে ম্যাডাম এর আভারে ছোটদের ব্যাচটাকে নাচ শেখানোর কাজ । ম্যাডাম মাস গেলে কিছু টাকা দেবেন । বাবার এই অবস্থার জন্য বাবাকে ভি.আর.এস নিতে হয়েছে, সেটা তুই জানিস । আর কিছু একটা ইনকাম না থাকলে অফিস থেকে পাওয়া এককালীন টাকা গুলো শেষ হতে সময় লাগবে না ।

- বুঝলাম । নিজেকে খুব অপরাধী লাগছে রে । সবই তো বললাম তোকে । কিছু বলবি না?

- কি বলবো বলতো? তুই যে কারণগুলো বললি, সবটাই আমি জানি, বুঝি । কিন্তু তোর কি মনে হয় চাকরি ছাড়াটাই এর সমাধান ছিল? তুই যে ফিল্ডেই কাজ করতে যাসনা কেন, এই ধরনের সমস্যা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে আসতে পারে । কাউকে হেনস্তা হতে হয়, কেউ সত্যিকারের হেনস্তা করে, আবার কারোর ওপর মিথ্যে অভিযোগ আনা হয় । কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে আসা টা কোন সমাধান নয় । এত দুর্বল মনের হলে কি করে চলবে? কি করে টিকে থাকবি তুই এই প্রতিযোগিতার বাজারে? তোর অফিসে যারা তোর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল, তারা এক সঙ্গাহ তোকে নিয়ে কথা বলতো বা বড়োজোর একমাস..... তারপর যে যার মতো ব্যস্ত হয়ে যেত । তুই যে চলে এলি চাকরি ছেড়ে, তাতে কিন্তু কারো কিছুই এসে গেল না বরং ঐ সুহানি জিতে গেল । ক্ষতিটা হলো তোর, তোর পরিবারের, আমার আর আমাদের সম্পর্কের । শোন আর্য, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এই অনিশ্চিয়তার জীবন আর নয় ।

- মানে? বুঝলাম না ঠিক ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল প্রিন্ট

- শোন আর্য। যবে থেকে তোর চাকরি ছাড়ার কথাটা শুনেছি তবে থেকে ভেবে চলেছি আমাদের সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে। আমার পক্ষে একা সবকিছু চালানো সম্ভব নয়। তোর প্রতি ভালোবাসার অনেক আগে আমার বাবার প্রতি কর্তব্য। মানুষটা শ্যাশ্যায়ী, শরীরে-মনে পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচন্দ চিন্তায় পড়ে গেছে। বাবা চায় যে আমি বিয়েটা করে ফেলি। দেখ, তোর আর আমার সম্পর্কের ব্যাপারে বাবা সব কিছুই জানত। কিন্তু তোর চাকরি নেই শুনলে বাবা কখনোই এই বিয়েটা মন থেকে মেনে নেবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তোকে একটা বছর সময় দেব। এই এক বছরের মধ্যে তুই যদি ঠিক ঠাক চাকরি পেয়ে আমায় বিয়ে করতে পারিস, তাহলে তো খুবই ভালো। আর তুই যদি এতে না রাজি থাকিস, তাহলে আমাদের সম্পর্কটা আরও এগিয়ে নিয়ে না যাওয়াই ভালো। নিজের জীবন আমাকে নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হবে।

কথাগুলো শুনে পায়ের তলার মাটিটা থর থর করে কেঁপে উঠলো আর্য। চোখের সামনে হঠাৎ করে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেলো। এসব কি বলছে পামেলা!! এতটা কঠিন কি করে ও হতে পারল!! কিছুক্ষণের জন্য বাক্যহারা হয়ে গেল ছেলেটা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তুই যেমনটা চাস তেমনটাই হবে। যদি এক বছরের মধ্যে তোকে বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, তবে তোর সামনে এসে দাঁড়াবো। নয় তো আজকেই আমাদের শেষ দেখা।" আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে না থেকে অবসন্ন দুটো পা কে টানতে টানতে পামেলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর্য।

আর্য বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে একচুটে নিজের ঘরে গিয়ে মায়ের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পামেলা। "আমার কিছু করার ছিল না মা, বিশ্বাস করো। তুমি তো সত্যিটা জানো, আমি আর্যকে কতটা বিশ্বাস করি, কতটা ভরসা করি। আজ ওকে এভাবে না বললে ও কখনই চাকরি খোঁজার চেষ্টা করত না। সেই আবার টিউশনির জীবন, আবৃত্তি, পাড়ার নাটক এসব নিয়ে মেতে থাকতো। ওর ভালো করার জন্য এটুকু শক্ত আমাকে হতেই হল। ও খুব সরল, আবেগপ্রবণ, ওর মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে কিন্তু ওকে শক্ত হাতে না ধরলে ও কখনোই সঠিক দিশা পাবে না। আমি জানি, ও আমাকে কোনদিন ছাড়বে না। এক বছরের মধ্যে চাকরি জোগাড় করে ও ঠিক আসবে। আমাদের বিয়ে হবে। আর দেখো, বিয়ের পর আমি খুব ভালো বউ হবো, ঠিক তোমার মত। আজ আমি যতটা কষ্ট ওকে দিয়েছি সমস্ত

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

কষ্ট ভুলিয়ে দেব নিজের ভালোবাসা দিয়ে। খুব সুখী হব আমি ওর সঙ্গে , মা, তুমি মিলিয়ে নিও ।"

(১২)

দু সপ্তাহ পর।

লাঞ্চ ব্রেকে কলেজের ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি বসে আছে হিয়া আর দেবিকা।

- এই যে হিয়া রাণী ফরফরানি , দেবিকা কে ছিল বলতো?
- তুই কে ছিলিস, সেটা তুই ই জানিস। আমি এমনিতেই ঘেটে আছি , আর মাথাটা খারাপ করিস না।
- থাক্। কথা ঘোরাতে হবে না। মহাভারত সম্পর্কে তোর যে জ্ঞান অত্যন্ত কম , সেটা আমি জানি। মন দিয়ে শোন, দেবিকা হলো যুধিষ্ঠিরের বউ। বুুুলি?
- দ্রৌপদী ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের বউ ছিল নাকি?
- শুধু যুধিষ্ঠির নয়, পঞ্চপান্ডবের ই ছিল। আর লোকে শুধু অর্জুনকে বহু বিবাহের দোষ দেয়। আসলে ওদের মধ্যে অর্জুন সেলেব্রিটি ছিল। খ্যাতির বিড়ম্বনা যাকে বলে আর কি।
- বুুোছি। এবার আসল পয়েন্টে আয়।
- হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। আমি হচ্ছি দেবিকা মানে যুধিষ্ঠিরের বউ। তো বরের মতো আমি ও সত্তি কথা ই বলি। আমি প্রমিস করছি, কাউকে কিছু বলব না। তুই খালি বল তোর কি হয়েছে? এই তো দু সপ্তাহ হলো, হার্দিকের সাথে রিলেশনে গেলি। কিন্তু তোকে তো কলেজে ওর সাথে আগের মতো দেখতেই পাই না। এখন বরং তোদের আরও বেশি করে একসাথে দেখতে পাব, এটাই তো এক্সপেক্টেড।
- অনেক ঘটনা। কিন্তু সেটা বলার জন্য সমুর বউ থেকে যুধিষ্ঠিরের বউ হবার দরকার নেই। পুরো পাগলী একটা তুই।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

- ଆରେ ଓଟା ତୋ ତୋର ସାଥେ କଥା ଶୁଣୁ କରାର ଏକଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧିଓର । ଲାସ୍ଟ କିଛୁ ଦିନ ଧରେ ତୋ ସନ୍ଦେହ ହଚିଲ ବୋବା ହେଁ ଗେଛିସ ନାକି ।
- ଆମି ଆର ପାରଛି ନା ରେ ଦେବୁ । ପ୍ରତିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ହଚେ, ଝୋଁକେର ବଶେ ହାର୍ଦିକକେ "ହୁଁ" ବଲେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଭୁଲ କରେ ଫେଲେଛି ।
- ଏସବ କି ବଲଛିସ କି ତୁଇ? ଆମି କିଛୁ ବୁଝାତେ ପାରଛି ନା ।
- ଯା ବଲଛି ଠିକଇ ବଲଛି । ବିଶ୍ୱାସ କର ସମ୍ପର୍କେ ଯାଓଯାର ପର ଥେକେ ହାର୍ଦିକ ଆର ଆମାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଟାଇ ହାରିଯେ ଗେଛେ । ଆମି ଜାନି, ତୋର ମନେ ହଚେ ଏରକମ କେନ ବଲଛି? ଆଜ୍ଞା, ତୁଇ ବଲ, ତୁଇ ତୋ ଜାନିସ ଆମି କଥନୋ ନାଚେର ସମୟ ଛାଡ଼ା ସାଜଗୋଜ କରା ପଚନ୍ଦ କରି ନା । ସମ୍ପର୍କେ ଯାଓଯାର ଦୁଦିନେର ମଧ୍ୟେ ହାର୍ଦିକ ଆମାୟ ବଲଛେ, "ଆମାର ବନ୍ଧୁଦେର ଗାର୍ଲଫ୍ରେନ୍ଦରା ସବ ସମୟ କି ସୁନ୍ଦର ସେଜେଣ୍ଟଜେ ଥାକେ, କାଜଳ ପଡ଼େ, ତୁଇ ଆମାର ସାଥେ ଦେଖା କରତେ ଆସାର ସମୟ ତୋ ଏକଟୁ ସେଜେ ଆସତେ ପାରିସ ? ଆମାର କି କୋନୋ ଇମ୍ପରଟ୍ୟାଙ୍ଗ ନେଇ ତୋର ଜୀବନେ ?" କିଂବା ଧର "ଆମାକେ ତୋ ସେଇ କଥନ ଗୁଡ ନାଇଟ ବଲେ ଦିଯେଛିସ, ତାରପରଓ ଏତ ରାତ ଅନ୍ଧି whatsapp-ଏ କେନ ଅନ? ତୋର କଥା ବଲତେ ନା ଇଚ୍ଛା କରଲେ ବଲେଇ ଦିତେ ପାରତିସ..." ଆଜ୍ଞା ଆମାର କି ନିଜସ୍ତ କୋନ କାଜ ଥାକତେ ପାରେ ନା?
- ବୁଝାତେ ପାରଛି ହିୟା । ଆସଲେ ତୁଇ ହାର୍ଦିକେର ଫାସଟ୍ ଲାଭ । ଆର ମନେ ହୟ ଓ ଏକଟୁ ପମେସିଭ ନେଚାରେର ।
- କିନ୍ତୁ ଦେବୁ, ଆମି ବୁଝାତେ ପାରଛି ନା ଏହି ଜିନିସଗୁଲୋ କେ ଆମି କିଭାବେ ଟଲାରେଟ କରବ! ତୁଇ ତୋ ଜାନିସ, ଆମି ବଲତେ ଗେଲେ ଏକାଇ ମାନୁଷ ହେଁଛି । ସେଇ ଜାଯଗାଯ ଦାଁଡିଯେ ଆମାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୟ ହଠାତ୍ କରେ ଅନ୍ୟ କାରୋର କଥା ଅନୁୟାୟୀ ଚଲା । ସବସମୟ ମନେ ହଚେ, ଆମାକେ ଯେନ କେଉ ସିସିଟିଭିର ଆୟତାୟ ରେଖେଛେ । ଏଭାବେ ଚଲା ଯାଯ ବଲ? ଓ ଆମାକେ ଖୁବଇ ଭାଲୋବାସେ, ସେଟା ଆମି ବୁଝି । ସବ ସମୟ ଆମି ଖେଯେଛି କିନା, ଘୁମିଯେଛି କିନା, ଶରୀର କେମନ ଆଛେ, କିଛୁ ଦରକାର କିନା, ସବକିଛୁର ଖବର ରାଖେ । ବୟକ୍ରେନ୍ ହିସେବେ ସତିଇ ଖୁବ କେଯାରିଂ । କିନ୍ତୁ ଆମାରଓ ତୋ ଏକଟୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦରକାର ଜୀବନେ, ଏକଟୁଖାନି ଫାଁକା ଜାଯଗା ଆମାର ପ୍ରୟୋଜନ । ଓ ଆମାର ଏକା ଥାକାଟାକେ ଆମାର ଏକାକୀତ୍ତ ଭାବେ, ତାଇ ହୟତୋ ସେଟା ଦୂର କରତେ ଚାଯ । କିନ୍ତୁ ଏଟା ବୋରେନା ଯେ ଆମି ଏକା ଥାକତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଏକାକୀତ୍ତା ଆମାର ଦରକାର । ଓ ଯଦି ଆମାକେ ଭାଲୋବାସେ, ତାହଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଟାକେଇ ନିଯେ ଭାଲୋବାସତେ ହବେ, ତାଇ ନା? ଏଟା ଆମି ଓକେ ବୋବାତେ ପାରଛି ନା । ତୁଇ ଦେଖ, ଆଜକେ କଲେଜେ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧିକାରୀ)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ଏସେ ଥେକେ ଓର ସାଥେ ଆମାର କୋନ କଥା ନେଇ । ପ୍ରତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି । ଦୁ'ସଙ୍ଗାହେର ସମ୍ପର୍କେ ବୋଧହୟ ଅଶାନ୍ତି ହେୟ ଗେଲ ଆମାଦେର ଛୟ ଥେକେ ସାତ ବାର । କୋନ ବନ୍ଧୁର ସାଥେ କଥା ବଲିଲେଓ ଏଥିନ ମନେ ହୟ ଓ ବୋଧହୟ ଏସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିବେ କେନ କଥା ବଲଛି? ଏହିଭାବେ କିଭାବେ ଚଲିବେ ବଲତୋ? ଆମି ଓର ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଏଟା ଆମି ଜାନି । ଆର ତାର ଜନ୍ୟ ଓର ଅନେକ ଛେଳେମାନୁଷ୍ଠାନ ରଯେଛେ, କିନ୍ତୁ ଓକେ ବୁଝିଯେ କୋନ ଲାଭ ହୟନା । ଏତ ପରେସିଭନେସ ଆମି ନିତେ ପାରଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କର । ଆମାର ଖୁବ କଷ୍ଟ ହଚ୍ଛେ, ଆମାର ଦମ ବନ୍ଧ ହେୟ ଆସଛେ ।

- ତୁଇ ଏକଟୁ ଶାନ୍ତ ହ । ଆମି ସବ ବୁଝାତେ ପାରଛି । ତୋରା ବୋଁକେର ମାଥାଯ ସମ୍ପର୍କେ ଏସେଛିସ । ଏଥିନ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବୋବାପଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଏକଟୁ ସମୟ ଦିତେ ହବେ । ଧୈର୍ୟ ଧରିବେ ତୋଦେର । ତୋର ବାବା-ମା ନେଇ, ଠାକୁମାର କାହେ ମାନୁଷ ଆର ଏଥିନ ଠାକୁମାଓ ମାରା ଗେଛେନ । ଏହାଡ଼ା ହାର୍ଦିକ ତୋର ପାସ୍ଟ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁଇ ଜାନେନା । ତାଇ ତୋକେ ବୁଝାତେ ଓର ଓ କିଛୁଟା ସମୟ ଲାଗିବେ । ଯାକ ଗେ, ଚଲ, ଟିଫିନ୍ଟା କରେ ନି ।

ସିଙ୍ଗି ଦିଯେ ନିଚେ ନାମତେହି ହିୟା ଆର ଦେବିକା ମୁଖୋମୁଖୀ ହଲୋ ହାର୍ଦିକେର । ହିୟା ଏକଟୁ ଅବାକ ହେୟ ତାକାଳୋ ହାର୍ଦିକେର ଦିକେ ।

"ତୋରା କଥା ବଲ । ଆମି ଏକଟୁ ଓୟାଶରମ ଥେକେ ଆସଛି । " - ଓଦେରକେ ଏକା ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ ଦେବିକା ।

- କ୍ୟାନ୍ତିନେ ଚଲ । ଟିଫିନ କରିସ ନି ତୋ କିଛୁ ।

ହାର୍ଦିକେର ବଲା ଏହି ଛୋଟ କଥାଟା ଏକଟା ଅଭୂତ ଭାଲୋଲାଗାୟ ଭରିଯେ ଦିଲ ହିୟାର ମନ । ହଁ, ଏହି ହାର୍ଦିକକେଇ ତୋ ଓ ଚେନେ । କଲେଜ ଫେସ୍ଟେର ଆଗେ ସାରାଦିନ ନା ଖେଯେ ରିହାର୍ସାଲେର ସମୟ ଯେ ବନ୍ଧୁଟା ଓକେ ଟେନେ ଖାଓଯାତେ ନିଯେ ଯେତ, ଏହି ତୋ ସେହି ହାର୍ଦିକ । ହାସିମୁଖେ ହିୟା ବଲଲୋ, " ଚଲ, ସତି ଇ ଖୁବ ଖିଦେ ପେଯେଛେ" ।

- ମ୍ୟାଡ଼ାମେର ରାଗ କମଳୋ ତାହଲେ?

- ସକାଳ ଥେକେ ଚାର ବାର ଫୋନ କରେଛି । ଫୋନ ଟା ତୁଇ ତୁଲିସନି ହାର୍ଦିକ । ଏଥିନ ଆମାର ରାଗେର କଥା ବଲଛିସ?

- ବୁଝେଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ । ଆମାର ଦୋଷ, କାନ ଧରଛି ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- আমাকে ভালো করে দেখ।

- কী দেখবো?

- আরে ওপর থেকে নীচে ভালো করে দেখ। কোনো চেঙ্গ পাছিস না?

কিছুক্ষণ হিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হার্দিকের ঠোঁটের কোণে হাঁসি ফুটে উঠল।

- ওহ মাই গড়। তুই কাজল পড়েছিস? ইউ আর লুকিং ড্যাম বিউটিফুল।

- শুধু তোর জন্য পড়েছি। তুই খুশি হবি বলে। বাট বিলিভ মি, আমার ভীষন অস্পষ্টি হচ্ছে। ভীষন আনু কফটেবল লাগছে।

- অতশত জানি না। এটা পাবলিক প্লেস না হলে আই উড হ্যাভ কিসড ইউ।

- যেদিন কনসিটিউশন ক্লাসে একচাপে সেকশন এর বদলে আর্টিকেল বলতে পারবি, সেদিন ভেবে দেখবো তোকে কিস্ক করবো কি না। এবার খেতে চল্। খিদে পেয়েছে। দেবুকেও ডেকে নেব দাঁড়।

সদ্য প্রেমের গন্ধ গায়ে মেখে দুই যুবক-যুবতি এগিয়ে গেল তাদের গন্তব্যের দিকে।

(১৩)

আট মাস পর....

নাচের স্কুল থেকে ফিরে এসে ব্যাগটা রেখে পামেলা ঘরের দিকে এগোতে গেল। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। থমকে দাঁড়ালো পামেলা।

....ক্রমশঃ...

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

যোগী  
~সুমন চৌধুরী

যোগমায়ার লিঙ্গ ধরণী সিক্ত প্রলোভনে  
সুখ অসুখ রিত হয় মানব দর্পণে  
জন্মসুখের আড়াল কাটে মহাজাগতিক ভ্রমে।

সর্বনাশের সর্বগাসী পরিচয় থেকে দূরের কোনও মেষ পাহাড়ের নীচে  
বিশ্বব্যাপী আঁধার কালো জ্যোৎস্না আলো সন্ধ্যাতারায় ভিজে  
সৃষ্টি হয় যা, তাই কখনো মোহ কখনো বা অনুশোচনা।

আগুনের উষ্ণতা, যাতে গলে পুড়ে ছাই হয় আগ্ন অভিমান  
সেই আগুনের আঁচে সন্ধ্যে ভিজিয়ে যদি পাওয়া যায় সেই চেনা টান,  
একমুঠো শুকনো ছাই, তাতে ভস্মীভূত হয় সাধনা।

অমৃতের ধারা গলা বেয়ে পৌঁছে যায় সেই প্রান্তে  
কালকূট-এর জ্বালা সয়ে নীলাভ প্রান্তরের ষড়যন্ত্রে  
মহাকালের তাঙ্গৰ পুনর্জীবিত হয় তাঁর দানে।

সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশনীর ক্রমান্বয়ের দোলায়  
শক্তি, ভক্তি, বিরহ, প্রেম অগোচরেই ভোলায়!  
জ্ঞান, দৃষ্টির বিবেচনা তবু তাঁরই বদান্যতায়।

নাড়ির টানে নারীর বাঁধন মর্যাদাতেই বাঁচে  
আশ্রয়ের এই বিরাট জগৎ প্রকৃতি মায়ের আঁচে।  
তাই মাতৃশক্তির বঞ্চনা নেই আজও যোগীর কাছে।

দেওয়া নেওয়ার খেলা নেই আজও যোগীর মনে  
পূর্ণ হলেই ডাক পাঠাবে মায়ের সম্মোধনে!  
অনিবার্য পুনর্জন্ম মাতৃশক্তির ঝণে।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍କାଶ

(ପ୍ରେସ୍ରମ ବର୍ଷ - ପୁଜେ କଂଖ୍ୟା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

## ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି

### ~କୋଷ୍ଠଙ୍ଗ ଘୋଷ

ନାରୀର ନାଡ଼ିର ଟାନେ ଜୁଡ଼େ ଆଛେ ଏହି ଜଗତ  
ସଂସାର,

ନାରୀ-ଯାର ହାତେ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରଦ୍ଧି;  
ବରାଭଯେ ଯାର ପ୍ରାଣେର ସଥଳାର ।  
ନାରୀ-ଯାର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାୟ;  
ବେଁଚେ ଓଠେ ଆର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାଣ ପାଯ ମୃତ୍ୟୁ-  
ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଇ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଇ ସତ୍ୟ  
ମୂର୍ତ୍ତମୟ ।

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି-ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା ଶିବ ଓ ହୟ ଯେ ଶବ,  
ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି- ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ଅସଭ୍ରବ ।  
ନାରୀ ଇ ଦୂର୍ଗା- ଦୂର୍ଗା ଛାଡ଼ା ଦେବ ଓ ଯେ ଅସହାୟ,  
ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଇ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଇ ସତ୍ୟ  
ମୂର୍ତ୍ତମୟ ।

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି- ଯାର ମାତୃତ୍ଵେ ବେଡେ ଓଠେ ସକଳ  
ସୃଷ୍ଟି,

ନାରୀ ଇ କ୍ଷମା-ଯାର ଦେଖା ଅଦେଖାୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୟ ଯେ  
କ୍ରତି ।

ନାରୀ-ଯାକେ ଛାଡ଼ା ପୁରୁଷ ଅପୂର୍ବ ଇ ଥେକେ ଯାଇ,

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଇ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଇ ସତ୍ୟ  
ମୂର୍ତ୍ତମୟ ।

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି-ଶତ ଅପମାନେଓ ଶକ୍ତି ହୟ ନା କ୍ଷୟ,

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି- ଯାର ଅସମ୍ମାନେ ବଂଶ ଧର୍ମ ହୟ ।

ନାରୀ ଇ ଆଲୋ, ତାକେଇ ଯଦି କାରାଗାରେ ରାଖା ହୟ-  
ପଲଯ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟେ ତବେ କିମେର ଏତୋ ଭଯ ।

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି-ଯାର ସ୍ପର୍ଶ ଛାଡ଼ା ଜୀବନ ବଣହିନ,

ନାରୀର ସଂଖ୍ୟା କମଲେ ସେ ଯୁଗ ହବେଇ ହବେ ବିଲୀନ ।

ଯେ ଆଛେ ରାତ୍ତାଘାଟେ, ସେଇ ଆଛେ ପ୍ରତିମାୟ-

ନାରୀ ଇ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଇ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଇ ସତ୍ୟ  
ମୂର୍ତ୍ତମୟ ।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟ

(ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟ)

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପରିକା

ଭାଙ୍ଗି.....  
~ଆର୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ରୀ

ଅନେକ ଦିନ ପର ଜମାନୋ ଠାନ୍ତାଯ  
ଫୁଲହାତା ଗୋଲାପି ସୋଯେଟାର ପଡ଼ଳାମ  
ଓଇ ସେଇ ଫୁଲ ଆଁକା-ନକ୍କା କାଟା,  
ଓ ମା ଦେଖୋ, ତୋମାର ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା!  
ବିଯେର ତତ୍ତ୍ଵ ପାଠାବେ ବଲେ  
ଲୁକିଯେ ରାଖଲେ ଆମାର ଥେକେ ଯତ୍ନେ ।  
କିନ୍ତୁ ପାଠାନୋ ଆର ହଲୋ କହି?

ଛେଲେର ବାଡ଼ିର ଲୋକକେ ସଖନ ବଲଲାମ  
ଆମି ପରିକ୍ଷାଟା ଦିଯେ ନିଇ, ଏକଟୁ ଅପେକ୍ଷାୟ  
ଶୁନଲୋ କି ଆମାର କଥା, ତୋମାର କଥା?  
ଭାଙ୍ଗି ଦିଲୋ ।  
ଦୁ ବଚର ହେଁ ଗେଲ, ଶାପମୁକ୍ତି ଘଟଲୋ ଓର  
ଭାଙ୍ଗିର ଦୟାୟ ଧୁଲୋମୁକ୍ତି ପେଲୋ  
କିନ୍ତୁ କଟେର,  
ଆମାର ଅପମାନେର କି ଦାମ ଦେବେ ଆଜ?

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେସ୍ର ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

ସ୍କୁଲ ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା

ଜଗନ୍ନାଥୀ

~ମେହା କାଁଡ଼ାର

ହେ ନାରୀ

ତୁମি ଅଗ୍ରନୀତିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷ  
ତୋମାର ଶାଖା ଧରନୀର ବୁକେ ରିଙ୍କ  
ତୁମି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ତବ ତୋମା ଖଜୁ ଦ୍ୱାରା ।

ହେ ନାରୀ

ତୁମି କରନାପ୍ରବଣ ମମତାମୟୀ ମୃତ୍ତିକା  
ଯେଥୋ ତୋମାଯ କର୍ବନ କରିବେ ସେବାଦାନେ,  
ସେଥାଯ ତୁମି ଭରାବେ ଫସଲେ ସ୍ଵହୃଦ ଦିଯା ।

ହେ ନାରୀ

ତୁମି ଜାନଶାଳୀ, ତୁମି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାଧାରୀନି  
ତୁମିଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଶକ୍ତି, ତୁମି ବିଦ୍ୟାଧାତ୍ରୀ  
ଚକ୍ଷୁତେ ତୋମାର ତୌର ଜ୍ୟୋତି ତୁମି ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ।

ହେ ନାରୀ

ତୁମି ଜନନୀ ତୁମି ଦୂର୍ଗାଂଶୁଜାତିକା  
ଜାଗ୍ରତ ହୋ ନିଭୃତ ହୋ ଉଦ୍ଦତ ହୋ ଶିରାୟ ଶିରାୟ,  
ତୁମି ଦାତା ତୁମିଇ ତ୍ରାତା ତୁମିଇ ମେହମୟୀ ମା  
ତୁମି ଆଦି ତୁମି ଅନ୍ତ ତୁମିଇ ସୃଷ୍ଟିର ପାଲିକା ॥

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍ର ସର୍ଷ - ପୁଜେ କଂଖ୍ୟା)

ସ୍ମୃତିଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା

ସୃଷ୍ଟିମୁଖ

~ଅନ୍ଧିତା କର୍ମକାର

ନାରୀଶକ୍ତି, ନାରୀର ମାନ ଚାରିଦିକେ ଏଥିନ ଶୁଦ୍ଧୁଇ ନାରୀହେତେ ଉଥାନ....

ଆଜ୍ଞା ବଲୁନ ତୋ, ଉଥାନ-ପତନେର ଏହି ଖେଳାର କି କୋନ ଦରକାର ଛିଲ?

ନାହ.. ଯା ଯେମନ ସୃଷ୍ଟି ତେମନଭାବେ ସଥାନ୍ତାନେ ଥାକଲେଇ ତୋ ବେଶ ହତ,

ଓଠା-ନାମାର ଦରକାର ଅନ୍ତତ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଛିଲନା, ଯେକ୍ଷେତ୍ରେ ଆହେ ତା ପରମ ସୁଖେର ।

ତା ଯା ବଲଛିଲାମ ଆରକି ନାରୀ-ପୁରୁଷ ସମାନ ସମାନ ଅନିଚ୍ଛାତେଓ ମାନତେ ହବେ ନା.....

ସୃଷ୍ଟି ଆଲାଦା, ଗଠନ ଆଲାଦା, ଏକଇ ଗାଛର ଦୁଇ ଶାଖା;

କୋଥାଓ ହୟ ଲାଲ ଫୁଲେର ବନ୍ୟା, କୋଥାଓ ଆବାର ନାମେ ସାଦାର ଝରଣା!

ଏସବ ନିଯେଇ ତୋ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଥାକା ଯାଯ ମିଳେମିଶେ,

ନାଓୟା-ଖାଓୟା କାଜବାଜ ଘର ବାହିର ସକଳଇ ତୋ ସକଳେର ମତୋ ବୟେ ଚଲେ ଯାଯ ନିତ

ମୋଟେ ତୋ କଟା ବଚର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମେ ଶାଖା ହୟେ, ଗାଛର ଡାଳେ ଫୁଲ ଫୋଟାନୋର,

ସେଟାଓ ଯଦି ଏହି ଉଥାନ-ପତନେର ଖେଳାୟ ମିଳିଯେ ଯାଯ!

ଶତ ଶତ ଅରାଜକତାର ମାବୋଓ କାମୁକତା କ୍ଷୟ ପାଯନି କଭୁ,

ନାରୀ, ତୁମି ନାରୀ..କୋମଳତା ତୋମାର ଦୁର୍ବଲତା ନୟ

ତୋମାର ଅହଂକାର ତୋମାର ନାରୀହେତେ ପ୍ରମାଣ,

ପୁରୁଷ ତୁମି କଠିନ ବଡୋ, କଠିନ ତୋମାର ଦେହ

ନରମ ମନେର ଆଡ଼ାଲେତେ ଶକ୍ତ ଆବେଶ ଧରୋ,

ମୁକ୍ତ ଆମି, ମୁକ୍ତ ତୁମି ମୁକ୍ତ ଭାଲୋବାସା

ଆଲିଙ୍ଗନେର ବନ୍ଧନୀ ଓଇ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଖାଁଚା । । । ।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍କାଶ

(ପ୍ରେସ୍ରମ ସର୍ବ - ପୁଜେ ମଂଧ୍ୟ)

ସ୍ମୃତିଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା

ବାଁଧନ ହୋକ ଭାଲୋବାସାର, ବାଁଧନ ବିଶ୍ୱାସେର

ବାଁଧନ ହୋକ ଫିରେ ଆସାର, ଫିରେ ପାଓଯାର ଶିକଳବିହୀନ ପ୍ରାଣେର....

ଭାବଚେନ, ସେ ନୟ ହଲ କାମୁକତାର କଥା..

କିନ୍ତୁ ଏଦିକେ ଯେ ଭକ୍ଷକ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତେର ଦଲ ଶକୁନେର ମତୋ ବସେ ଆଛେ, ତାଦେର କୀ?

ତାଦେର.. ତାଦେର ଆର କିଛୁଇ ନୟ, ତାରା ହଲ ଜାତହୀନ, ଯୌବନହୀନ ବିଧବ୍ସୀ ରଙ୍ଗପିଶାଚ ।।।

ଅରାଜକତାର ଚେଯେ ତେର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା,

ଗତାନୁଗତିକ ବେଡ଼ାଜାଲେର ସାମାଜିକତା

ଯଦି ବାନ୍ଧବତା ନୈତିକତାଯ ବିଶ୍ୱାସ ରେଖେ ସମାଜ ପାଲ୍ଟାଯ ନିଜେର ଚାହନି,

ତବେ, ଯାରା କାଁଦା ଦେଇ ବହିକାର କରଣ ତାଦେର,

ଯାଦେର ଗାୟେ କାଁଦା ଲାଗାନୋ ହୟ ଜୋର କରେ,

ତାଦେର ନୟ.....

ନାରୀ, ତୁମି ନାରୀ.. ନୀରବତା ତୋମାର ଅକ୍ଷମତା ନୟ ତୋମାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱସଂସାରେର ଏଗିଯେ ଚଲାର ଆଧାର ।।।।

Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ବର୍ଷ - ପୁଜେ ମଂଖ୍ୟ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ବର୍ଷ - ପୁଜେ ମଂଖ୍ୟ)

ଶ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା



**ମର୍ଯ୍ୟାଦା**

~ହିନ୍ଦ୍ବିନ୍ଦୁ ପାଳ

କାଜେର ଥେକେ ବାଡ଼ି ଫିରଛିଲାମ  
ଏକଲା ଗଭୀର ରାତେ,  
ପିଛନ ଥେକେ ଶିଶ ପଡ଼ିଲୋ  
ଭଯେ ବ୍ୟାଗଟା ଚେପେ ଧରିଲାମ ହାତେ ।

ସାହସ କରେ କୋନୋ ରକମେ  
ଏଗିଯେ ଚଲେ ଏଲାମ,  
ବାଡ଼ି ଫିରେ ଦେଇ ହୋଯାର  
କୈଫିୟତଓ ତାଙ୍କେ ଦିଲାମ ।  
ସକାଳ ହତେଇ ଚେତ୍ତାମେଚି  
ଶୁଣୁର ଶାଶ୍ଵତିର ମଧ୍ୟେ,  
ପାଶ କାଟିଯେ ଚଲେ ଗେଲାମ  
ନିଜେର ଲେଖା ଗଦ୍ୟେ ।

ରୋଦେର ତାପେ ଗଲା ଏକେବାରେ  
ଶୁକିଯେ ହଲୋ କାଠ,  
ତଥନୋ ତିନଟେ ସ୍ଟପେଜ ବାକି  
ତାରପର ଶୁରୁ ଅଫିସେର ପାଠ ।

ବାଇରେ ଲଡ଼ାଇ ଲଡ଼େ ଏବାର  
ବାଡ଼ି ଫେରାର ପାଲା,  
ଶୁଣୁର ବଲଲୋ ଝାଲ ଖାବେ ଆଜ  
ଶାଶ୍ଵତିର ସେଇ ଖାବାରେ ଜ୍ଞାଲା ।  
କାଜ ମିଟିଯେ ଘର ଗୁଛିଯେ  
ଶୁତେ ଗେଲାମ ସବେ,  
ସଦ୍ୟ ବିଯେ,'ଏ ସୁଖ' ଦିତେ  
ସ୍ଵାମୀଓ କି ରାଜି ହବେ?  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,ଆଦେଶ,ଆବଦାର ସବାର  
ସବକିଛୁଇ ମେନେ ନିଲାମ,  
ବଲତେ ପାରୋ ଦିନେର ଶେଷେ  
'ନାରୀର' ମର୍ଯ୍ୟାଦା କି ପେଲାମ?

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍କଳବାଜାର

(ପ୍ରେସ୍ର ସର୍ବ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

ସ୍ମୃତିଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀଯା

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର

~ରୋହନ ମଞ୍ଜୁମଦାର

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର କୋଳ ଥେକେ ଆଜ ମାଟିତେ ରାଖିଲୋ ପା,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଛାଡ଼ା କିଛୁଟି ବୋବେ ନା;

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଶରତେର ମେଘ, ବାତାସେ ବୟେ ଚଲେ,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ମିଶେ ରଯେଛେ ଅନ୍ଧି, ବାୟୁ ଓ ଜଳେ;

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଆକାଶେ ଉଡ଼ିତେ ବଦ୍ଦ ଭାଲୋବାସେ,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଛଢିଯେ ରଯେଛେ କାଶଫୁଲେ ଆର ଘାସେ;

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର କଥନୋ ଶାନ୍ତ, କଥନୋ ବା ଚଥ୍ରଳ,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଲଡ଼ାଇ କରାର ଜାନେ ସବ କୌଶଳ;

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଚାକୁରିଜୀବୀ, କଥନୋବା ଗୃହବଧୁ,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଘରେ ବାଇରେ ଲଡ଼େ ଯାଚେ ଶୁଦ୍ଧ;

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଆଛେ ପ୍ରତି ଘରେ, ରଯେଛେ ଆକାଶ ଜୁଡ଼େ,

ଦୁନ୍ଗା ଆମାର ଜଡ଼ିଯେ ରଯେଛେ ଜୀବନେର ପ୍ରତି ସୁରେ ।।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟ

ସ୍କୁଲ ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା

(ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟ)

## ଖୁଦେ ଦୁର୍ଗାର ଦୁର୍ଗତି

~ ରିଷ୍ବଙ୍ଗ ମିଶ୍ର

ମାତୃହାରା ଶିଉଲିର ଅମୃତ ତଳବେ,

କାଶବନେର ବୈକୁଞ୍ଚେ ଏକଳା ମେଯେଟା

ଦିଶେହାରା ବେଳୁନେର ହିସାବ-ନିକାଶେ;

କଚି ହାତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରେ ଅର୍ଥନୀତିକେ,

ଶିକ୍ଷା ଆଜ ବ୍ରାତ୍ୟ ।

କସମେଟିକ୍ୟ-ମୋବାଇଲ-ବିନୋଦନେ ମଶଣ୍ଡଲ

ଆଦରେର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ,

ନିରସ ଧଂସପ୍ରାଣ କକ୍ଷାଲମୟ ଜାତିକେ,

ବଦଲେର ବନ୍ୟାୟ ଭାସିଯେ ଦେଇ

ପାଁଚଦିନେର ବିନୋଦନ-ଅନ୍ନେର ବିଭେଦ ।

ସାମ୍ୟେର ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁଷ୍ପାପ୍ୟ!

ଦଶଭୂଜା ନାରୀ ମାତୃତ-ଦ୍ୱାୟିତ୍ବ-ମହିମାୟ,

ସମୟେର ବିଫଲେ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟିର

ଭେଦ୍ୟତା ଯେନ ଫୁଟେ ଉଠେ,

ଆଜ-କାଳ-ଚିରତରେ ।

ବେଳୁନ ବିକ୍ରି ହୋକ ବା

ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆର ବିନୋଦନ;

ଦୂର ହୋକ ବାସ୍ତବେର ଦୁର୍ଗତିନାଶନୀର

ଦୁର୍ଗତି

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

## শ্রীমত্তিনীর লেখা

~ মেঘা পাত্র

শুরুর পথে বাহির দুয়ার,

ছেট মেয়ের দৃঢ়খের জোয়ার।

অচেতন মন বোঝানো বড় দায়,

সবকিছু শেষ , বোঝে কি সে হায় !

প্রশং তাঁর মনে ভরে ঝুড়ি ঝুড়ি,

উত্তরগুলো কার কাছে খুঁজি।

বধিত ছেলেবেলা পিতার স্নেহ,

বধির প্রশংহীন , বছর গুলো মোহ।

বুক ভরা বেদনা 'মুখে মিষ্টি হাসি,

চুপ করে শোনে সবার দৃঢ়খের রাশি।

সমবেদনায় সাড়ায় সে, সবার অন্ধকার,

নিজের ঘর রাখে কেবল সর্বদা আঁধার।

যে যার বেদনার নিয়ে ব্যাস্ত- সভ্য- সমাজ

মেয়েটির ভালো জিজ্ঞাস করার সময় নেই আজ।

দিন যায় বছর যায় আসে এক সাল-

যখন সে মমতা হারায় আজীবন কাল।

বুকটা ফেটে যায় , সবশেষ তার-

জন্ম কেন দিলো বিধাতা এজীবন সার।

মন হীন সমাজ তাকে রাখে সবশেষে

পড়ে থাকা অবশিষ্ট দেয় তাকে হেঁসে।

খুব খুশি সেই খুকি আনন্দে আত্মহারা,

কে জানতো , সেটিও ছিল না - স্বার্থ ছাড়া।

পৈশাচিক একরাত গেল অসাবধানে,

আতঙ্ক আর ভয়ে আবার তার মনে।

চুপচাপ তার জীবন শেষের সীমাহীন

চোখের জল পায়ে ফেলে গুনে চলছে দিন।

কানে কানে সে খবর হয়নি পাচার\_

তবু তাকে লোকে বলে সৃষ্টিহীন আচার।

ঘৃণা হীন মুখে হাসি আজও কায়েম তার

সর্বদা মন খোলা, সুপ্ত দৃঢ়খ যার।।

Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

# ଉତ୍ସବନ

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ମାନ୍ୟୀ

~ହୀରାଲାଳ ଦେ

ତୋମାକେ ଛାଡ଼ା ଏ ବିଶ୍ୱ ଅଚଳ  
ଅଥଚ ତୋମାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଇନି  
ତୁମି ସର୍ବସହା ଜେନେଓ  
ଅହେତୁକ କଷ୍ଟ ଦିଯେଛି  
ତୁମି ବିନେ କର୍ମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ  
ତବୁଓ ତୋମାୟ ବାଦ ଦିଯେଛି  
ଅଥଚ ଦେଖୋ ଗୋଟା ମହାଭାରତେ  
ଦ୍ରୌପଦୀ କେମନ ଏକାଇ  
ପାଶେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ପଞ୍ଚପାନ୍ଦବେର  
ଆର ରାମାଯନେ  
ସୀତା ସର୍ବହାରା ସ୍ଵାମୀ କେ  
ଦିଲୋ ଜୀବନେର ଆଶ୍ଵାସ...  
ଏତ ଦେଖେଓ ଆମରା

ଶିଥିନା କିଛୁଟି  
ଆଗ୍ନେର ଆବିକ୍ଷାରେ ତୁମି ଛିଲେ ପାଶେ  
ସଂସାରେ ମାସେର ଶେଷେ ଆଜଓ ତୁମି ସହାସ୍ୟ  
ସେବିକା ଥେକେ ଅଭିଭାବିକା!!  
କୋଥାଯ ନେଇ ତୁମି  
ନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵିକୃତିତେ  
ଜୀବନ ପଥେର ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ  
ତୁମି ସଚଳ ଆପନ ଛନ୍ଦେ  
ତୁମିଇ ଦୁର୍ଗା, ତୁମିଇ ବିଦ୍ୟା  
ତୁମିଇ ରନ୍ଧଚଣ୍ଡୀ!  
ତାଇ ତୋମାର ଇଚ୍ଛେ  
ତୋମାର ଅନିଚ୍ଛେ ଭରଂକ  
ଏଇ ଜୀବନଗନ୍ଧୀ ।।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





**উত্তোলন**

(প্রথম বর্ষ - পুজো সংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

# উপন্যাস



রণথম্ভোর

(তৃতীয় পর্ব)

~প্রদীপ্ত মগানগাল



আগে যা হয়েছেঃ-

রাজপুতানার প্রাচীনতম দুর্গ রণথম্ভোর। আসীন মহারাজ জয়ত্রিসিং চৌহান তার তিন পুত্রকে শিকারে পাঠিয়েছেন ঝাইন পাহাড়ের পাদদেশের বিপদসংকুল এলাকায়, তার লক্ষ্য ভবিষ্যতের এক শক্ত, প্রজাপালক রাজা।

মহারাজ তার মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে হাতি পোলকে নিরীক্ষণ করেন, স্মৃতিচারণা করতে থাকেন, আর অপরদিকে যুবরাজ হামিরদেব বিনা নিদ্রায় গঙ্গাধর তক-এর সাথে আলোচনায় মগ্ন।

... দ্বিতীয়সংখ্যার পর ক্রমশ ...

Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଇଦାନୀଂ ରାଜପୁତାଳା,ବା ସାର୍ବିକଭାବେ ଭାରତବର୍ଷ ଯତ୍ନୀ ସୁହିର ଅବସ୍ଥାଯ ବିରାଜ କରିଛେ ଉପମହାଦେଶ ହିସେବେ,ପ୍ରାୟ ଏକହାଜାର ବଚର ଆଗେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ସଂସତ ଜୀବନ୍ୟାପନେର ଅନୁକୂଳ ଛିଲନା ଏକେବାରେଇ । ସମ୍ଭାଟ ଅଶୋକ ଭାରତବର୍ଷକେ ଏକଟି ଛାତାର ତଳାୟ ଏକବନ୍ଦ କରିଲେଓ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଜନ୍ମେର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟର୍ତ୍ତା ଥେକେଇ ଭାରତେ ହ୍ରଣ ଆକ୍ରମଣେର ସୂତ୍ରପାତ । ଅତଃପର, ଗୁଣ, କୁଷାଣ ରାଜାରା ଆଧିପତ୍ୟ ବିଭାଗେର କ୍ରମାଗତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯେ ଗେଲେଓ, ରାଜନୀତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଫାଁକଫୋକଡ଼େର ସୁଯୋଗେ ଅନ୍ତର୍ଦନ୍ତ-ର ବୀଜ ରୋପଣେର ଚେଷ୍ଟା ବହୁକାଳ ଥେକେ ଚଲେ ଆସିଛେ । ଭାରତବର୍ଷେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକସମ୍ପଦାୟେର ଥେକେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଆଦାୟ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ ହେଁ ଶିଶ୍ଵର ଓ ପାରେର ସଦ୍ୟଯୌବନପ୍ରାଣ ଶାସକଦେର ପ୍ରତି ଆକୃଷିତ ହେଁ ଉଠିଛିଲେନ ଅନୁଚର ଓ ଗୁଣ୍ଡଚରେରା । ନଦୀର ଓପାରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ କରେ ତଥନ ଉଡ଼ିଛେ ଗଜନିର ପତାକା.....

କାବୁଳ ଆର କାନ୍ଦାହାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନେର ଦୁଇ ବୃହତ ବନ୍ଦର ଶହର । ଏହି ଦୁଇ ଶହରକେ ଯୁକ୍ତ କରେଛେ ଯେହି ପଥ, ସେଇ ପଥେ ଚଲିଲେ ଆକାର-ଆୟତନେ ଛୋଟ, ଅର୍ଥଚ ସମ୍ବନ୍ଧଶାଲୀ ଗଜନି ଶହର । ସେଥାନେ ମାମୁଦ ନିଜେକେ ନିଜେ ସୁଲତାନ ଘୋଷଣା କରେ ଇତିମଧ୍ୟେ ଭାରତବର୍ଷେ ଚଢାଓ ହେଁଛେ । ଭାରତେର ପଶିମେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ସୋମନାଥେ ପ୍ରାଚୁର ଧନସମ୍ପଦ ଗାଢିତ ରଯେଛେ ନାକି ସ୍ଵୟଂ ଜ୍ୟୋତିରିଳିଙ୍ଗେର ଗଭୀରେଇ!!

ମାମୁଦକେ ଆମନ୍ତରଣ କରା ହେଁଛେ ଏପାର ଥେକେଇ; ଅର୍ଥଲୋଭୀ ପିଶାଚେର ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଲୀ, ଦାସିକ ମାମୁଦ'କେ ନିଜେରଇ ପଥ ଦେଖିଯେ ଦିଯେଛେ ତାର ସୁନଜରେ ଏସେ ଅଧିକାର ଆର ଆୟେସ ଭୋଗ କରାର ଜନ୍ୟ! ହାୟ ରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ସ୍ଵାର୍ଥଲୋଭେ ମାନଙ୍ଗାନ ଆର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵର ମାନ ଆର ହଁଶ, ଦୁଇଇ ବୋଧହୟ ତାରା ହାରିଯେଛେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀର ସାମନେ!

ଗଞ୍ଜାଧର ଚୁପ କରେ । ହାମିରଦେବ ଏକାଗ୍ର ଚିନ୍ତା ତାର କଥା ଶୁଣଛେ ।

'ଏକେବାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଞ୍ଚ ହେଁ ଶୁଣଛ ଯେ', ହେସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ଗଞ୍ଜାଧର ତକ ।

ମୂର୍ଖ ଏଥନ ପୁର ଆକାଶେ ବିଦ୍ୟମାନ, କାଜେଇ ଆଲୋର ଛଟା ତାର ଅନ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଶୁରୁ କରେଛେ ଏରଇ ମଧ୍ୟେ । ଝାଇନ ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେର କାହେ କୋନୋ ଏକ ତିବିତେ ତାଁବୁ ଜେଗେ ଉଠେଛେ ଏଥନ, ଦୁଇ ଭାତା ସୁରତାନ ଦେବ ଓ ବିରାମ ଦେବ ଓ ହୟତ ନିନ୍ଦା ଭେଣେ ଉଠେ ବସେଛେ ଏତକ୍ଷଣେ ।





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ছড়ানোছেটানো পুঁথিপত্র,অস্ত্রশস্ত্র একপাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে হামির বলল,'যাই বলো,তোমার গল্ল বলার কায়দাটা রঞ্চ করতে পারলেম না হে গঙ্গাদাদা; এত কিছু কিকরে জানলে?'

অস্ত্রশস্ত্র বলতে শিকারের সামান্য কিছু সরঞ্জাম,আর আত্মরক্ষার জন্য তীর-ধনুক,বর্ণা, আর দু-একটা তলোয়ার। মহারাজ ইচ্ছে করেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একান্ত বাসে পাঠাতে চাননি। রাজপুত্রেরা ভবিষ্যৎ রাজপুতানার স্তন্ত হয়ে উঠবে একদিন,তাদের মানসিক এবং দৈহিক শক্তি চাকুষ প্রমাণের জন্যই তো এত আয়োজন করা। প্রজারা কেউ জানেননা তাদের রাজার এমন মতিগতি সম্মন্দে; বলা তো যায়না,অসংখ্য ভালো প্রজার মধ্যে দু-একজন এমন থাকা স্বাভাবিক, যারা তিনি রাজপুত্রকে একলা,নিরস্ত্র পেয়ে আক্রমণ করে বসবেনা!

গঙ্গাধর জানে এই তিনি রাজপুত্রকে শিকারে পাঠানোর পেছনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা,তবু সে মহারাজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,এব্যাপারে কাউকে একটি কথাও সে বলবেনা, তা সে তার যত প্রিয় সখা'ই হোক না কেন!

হামিরের প্রশ্নের উত্তর দেয়না গঙ্গাধর,গুধু তার ঠোঁটের দুপাশে খেলে যাওয়া হালকা হাসির আভার সাথে চোয়ালের দৃঢ়তা দেখে এটুকু অনুমান করা যায়,তার কথাগুলি গুধুমাত্র গল্ল বা শোনা কথা নয়,তার জীবন ও লক্ষ্যও এই গল্ল ও তার আগামী দিনের জন্য উৎসর্গীকৃত।

ঝাইন পাহাড়ের এদিকটায় ঝোপঝাড় বেশ ঘন,এর সামনেই অনুচ্ছ ঝাইন দূর্গ। ঝাইনকে রণখণ্ডের অনুজ বলা যেতে পারে,এমনকি রাজপুতানায় এরা ভাত্ত-দূর্গ নামেই পরিচিত। দেশের প্রায় পশ্চিমপ্রান্তে যেদুটো গড় কেন্দ্রীয় শাসকদের উৎকর্থার কারণ,তারা এই রণস্থলপুর এবং ঝাইন। দূর্গের পারিপার্শ্বিক এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বড়-ছোট যুদ্ধস্থলের উপস্থিতির কারণে স্থানীয়রা এই অঞ্চলের নাম রেখেছেন রণস্থলপুরা। দূর্গদুটির ভৌগোলিক অবস্থান এমনভাবে সজ্জিত,যেন খানিকটা হৃদের মত দেখায়। চারিপাশের সুউচ্চ পাহাড়গুলি প্রকান্ত দূর্গদুটিকে যেন নিজে থেকেই রক্ষাকর্চের মত আগলে রেখেছে ভারতবর্ষের অন্য শাসকদের রক্তচক্ষু থেকে। কোনো জীব যখন তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটিকে সকলপ্রকার বাধাবিল্ল, ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়,ইতিহাস সাক্ষী,সেই সম্পদগুলির জন্যই বহিঃশক্তির জিভ লকলকিয়ে ওঠে,এমনকি আভ্যন্তরীণ চেনা মানুষগুলোও সমস্ত সুন্দরের মাঝে একফোঁটা চুনের গোলার মত

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

হাজির হয়ে সম্পূর্ণ স্বপ্নগুলিকেই ধূলিসাং করে দিয়ে চলে যায়, একসময়ের বিশালাকার স্বপ্নপুরী  
দুঃস্মের খতিয়ান মিলিয়ে দেখে কেবল, নিঃসাড়ে!

'দুর্গের মত দূর্গ মোদের,

যুদ্ধ মোদের গর্ব,

ঝাইন আছে চিন্তা কি,

সম্মান হবেনা খর্ব!'

'অর্থাৎ?' গঙ্গাধরের নরম কর্তে আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে থমকে প্রশ্ন করে ওঠে হামিরদেব।  
'এই লাইনগুলো লোকের মুখে কতসময় শুনেছি দাদা, এর মানেটা কি?'

গঙ্গাধর ধনুকের ছিলা ঠিক করতে করতে হেসে তাকায় ছোট রাজকুমারের দিকে, 'তোমার বড়  
কৌতুহল এসব সাধারণ ব্যাপারে! কোথায় যুদ্ধ করবে তাল তরোয়াল নিয়ে, সেখানে কবিতার মানে  
জানতে চাইছ?' এরপর গলার স্বর সামান্য নামিয়েই বলে, 'তোমার দাদা দের কি খবর? তারা কি  
এখনো নিদ্রায়মান?!'

মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখেও হামির চুপ করে থাকে। সে জানে, গঙ্গাধর সামান্য সামন্তপুত্র হলেও  
ঠেঁটকাটা স্বভাবের। তার দুই দাদাদের দিয়ে ঘূম আর গানবাজনা ছাড়া কিছু হওয়ার নয়, তা সেও  
ভালোই জানে। পাছে ওরা শুনতে পান, তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফের গঙ্গাধরকে সাধে  
রাজপুত্র।

'মানে বড় সরল, কিন্তু উদ্দেশ্য বড় জটিল হে রাজকুমার', কাজে মগ্ন গঙ্গাধর বলে ওঠে, 'এই যে  
দেখছ ঝাইন, বলতে পারো এ আমাদের প্রাণভোমরা। তোমার পিতা, মহারাজ এবং তাঁর  
পূর্বসূরীরাও ঝাইনকে সমান মর্যাদা দিয়ে এসেছেন, আমার পিতার মুখেই শোনা। আসলে, দেখছই  
তো রাজপুতানার এই অংশটা আপাতদৃষ্টিতে নির্জন হলেও দিল্লির নজর কিন্তু প্রথর! মুহূর্তের  
গাফিলতির খবর দিল্লির কানে পৌঁছলে শক্রপক্ষের সেনার মেলা বসে যাবে বাইরের সম্পূর্ণ  
এলাকায়। এই অবস্থায় দুটো অস্ত্র আমাদের হাতে প্রকট। একটি ওই বিস্তীর্ণ বোপঝাড়ের  
জঙ্গল, বন্যপ্রাণী আর শ্বাপদ এর ভয়, আর দ্বিতীয়টি এই ঝাইন এর গড়। শক্র যতই কেরামতি  
প্রদর্শন করুক না কেন, আমাদের রণস্থলপুর পর্যন্ত পৌঁছনো কার্যত অসম্ভব। তাও বা যদি ঝাইন

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

তাদের দখলে যায়,ওই যে বনরাজি দেখতে পাচ্ছ,তা এই সকালেও কেমন আঁধারক্লিষ্ট,বুরাতেই  
পারছ সেখানে মহারাজ যে ফাঁদ পেতে রেখেছেন,তা এড়িয়ে দূর্গ দখল,ওটা শক্রপক্ষের স্বপ্ন  
মাত্র,বাস্তব নয়।'

হামিরদেবের মাথা গরম হয়ে উঠেছে! কার ওপর,কাদের ওপর,কে জানে!

.....ক্রমশ...

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎস্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সমৃদ্ধা

~পুদীন্ত মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ, ২০৫০।

একজন জারনালিস্ট হিসেবে তত্ত্বকথা বা দার্শনিক আলোচনা করতে পারি কিনা, জানিনা, তবে আমার জীবনে একটি ঘটনা এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে, যে এতটুকু অন্তত আমি হলফ করে বলতে পারি, সমাজের আঙ্গিক যদি আজ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে গিয়ে থাকে, তাহলে তার সামান্য ভাগীদার হওয়ার কৃতজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি।

ভূমিকায় গৌরচন্দ্রিকা না করে কেবল আমার কাজের নমুনাটা জানিয়ে রাখতে চাই। খবরের কাগজের অফিসে আমার ওপর দায়িত্ব সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে মহিলাদের সুরক্ষার ব্যপারে খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং তা সরকারের হাতে তুলে দেওয়া। এই কাজটার জন্য আলাদা কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়না, আমি নিজেই এই কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করি, এবং অনেক আলোচনার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাজি হন।

ক্রমাগত নারী নির্যাতন, শিশু থেকে শুরু হয়ে বৃদ্ধা দের প্রতি অকথ্য অত্যাচার, পাশবিক যৌনক্ষুধার অমানবিক নির্বাতি, শেষপাতে অবশ্যভাবী মিষ্টিমুখের মত ধৰ্ষণ, এসব কভার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। না, কাজের চাপে এই হাল হয়নি মোটেই। শহর থেকে শহরতলি, শহরতলি থেকে গ্রাম, আর গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম, যেসব এলাকায় শিক্ষার আলো পরিষ্কারভাবে চোখ ফুটে তাকাতে পারেনি, সেসব জায়গায় ছোট ঘরের ঘুপচিতে একটি ছোট শৈশবকে তারই ঘরের লোকের হাতে গণপণ্য হতে হওয়ার জ্বলজ্যান্তখবর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! অথচ আমি অপারগ! আমি জানি, যে দেশ ক্ষুদ্রিমকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেনি ফাঁসির আগে, তারা আমাকে একা পেলে সতীদাহের আগুনেই ঝলসে আমার অস্তিত্ব মিটিয়ে তো দেবেই, উপরন্ত অন্ধকারের খবরগুলোকে আলোর পথে আনার একজন যোদ্ধার অন্তিম হাহাকার সেই অন্ধকারকে আরো নিবিড় করে তুলবে বই কমতেও সাহায্য করবে না!

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

এইরূপ অবস্থায় যখন ক্রমে একটা সভ্য দেশ বর্বরতার মাত্রা ছাড়িয়ে লাগামছাড়া হতে উঠেপড়ে লেগেছে, সেই সময় এক অডুত ব্যাপার ঘটে গেল!

সম্প্রতি আমি নিউজ কভার করতে ছুটে গিয়েছি শিমুলপুর গ্রামে। শিমুলপুর অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম, তবে সেখানে শিক্ষা সেই পরিমাণে না এলেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এখানে গত তিনদিন আগে নৃশংস একটি কাস্ত ঘটে। দেশের সরকার নাবালিকা ও নারীদের জন্য প্রচুর আইন প্রণয়ন করতে শুরু করায় কিছুসংখ্যক মানুষ প্রমাদ গুণতে শুরু করেছেন! এমতাবস্থায় সেই গ্রামের মুখার্জি পরিবারে যখন কন্যাসন্তানের জন্ম হল, তখন তার মা-বাবার প্রায় কিংকর্তব্যবিমুচ্ত অবস্থা! এ গ্রামে কোনো মেয়েই নিরাপদ নয়। কোনো এক মানসিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চূড়ান্ত গোলোযোগের ফলে এখানকার বাবা এবং দাদা-রা নিজেদের মেয়ে ও বোন ছাড়া সমস্ত নারীজগতকেই তাদের সামনের থালার মাংসের প্রতিরূপে দেখেন। যেমনভাবে, ক্রেতার সঙ্গিত পেলেই চামড়া ছাড়িয়ে পাখিটার গলদঘর্ম অবস্থা করে তোলে কসাই!

সমৃদ্ধা মুখার্জি সেই সদ্যোজাতা কন্যা; সে কালের নিয়মে বড় হয়েছে। না, সেদিনের পারিপার্শ্বিক লোভ তার গায়েও আঁচড় বসাতে ছাড়েনি। মাত্র চার বছর বয়সেই পড়শি এক কাকু তার বাবার চক্ৰবৃন্দি সুদের মামলার খাতায় তার যোনি থেকে খুবলে নেওয়া রক্তপিণ্ড সেঁটে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন!!!! সদ্যোজাতদের জন্য কোনো আইন তো এখনো করা হয়নি!

কলেজ-এর ক্লাস সেরে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত আড়ত দিয়ে, বা হৈ-হল্লোড় করে ফিরতে ভালোবাসে; বাড়ির নাগপাশ থেকে মুক্তির আস্থাদ যতটুকু পাওয়া যায়, তার ছিঁটেফোঁটাও তারা নষ্ট করতে চায়না। অথচ, সন্ধের পর শিমুলপুর এ নারু হিসেবে পা রাখার ফলাফল বড় ভয়ানক হতে পারে। সেই হিসেবে সমৃদ্ধা এবং তৎসহ বহু যুবতীকেই দিনের আলো থাকাকালীন গ্রামে ফিরে আসতে হয়। বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের বাসস্ট্যান্ড-এ বাস থেকে নেমে হেঁটে ফিরছিল সমৃদ্ধা। রোজ যে বান্ধবী গ্রাম থেকে তারই সাথে কলেজে যায়, সে আজ অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত। একা একা ফেরাটা ওদের কাছে ভয়ের নয়, বরং চিন্তার। আর কতদিন এভাবে সামলে চলতে হবে গ্রামের প্রতিটি মেয়েকে?!

দুপুর গড়িয়ে বেলা চারটের ঘরে কাঁটা এসে পৌঁছেছে, আর তার সাথে সাথে শেষ গ্রীষ্মের তপ্ত গরমে চুড়িদার আর ওড়না ঘামে একেবারে গায়ে সেঁটে গিয়েছে। আর একমাসের মধ্যেই

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧିକାରୀ)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ମହାଲୟା, ତଥନ ଯଦି ଗରମଟା କିଛୁଟା କମେ, ଏହି ଭାବତେ ପାଡ଼ାର ମୋଡେ ଏସେ ପଡ଼ତେଇ ଫାଁକା ରାନ୍ତାର ଧାରେ ନୀଳେଶ ଆର ଖନ୍ଦିକେ ଦେଖା ଗେଲ । ଗତ ବଚର ଗ୍ରାମେ ରାଖିବନ୍ଦନେର ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଏଦେରକେ ଓ ରାଖୀ ପଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛିଲ ସମ୍ମଦ୍ବା ଆର ତାର ବାନ୍ଦବୀରା । ଓରା ଏଥନ ମୁଖେ ଧୋଁୟାର ରିଂ କାଯଦା କରତେ କରତେ ଗଲ୍ଲ କରଛେ । ଏବାର ଦୁଜୋଡ଼ା ଚୋଖ ଫିରଲ ସମ୍ମଦ୍ବାର ଦିକେ । ସମ୍ମଦ୍ବା-ଓ ସ୍ଵାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟିତେଇ ତାକାଳ, ତବେ ଓଦେର ଚାହନିଟା କେମନ ଆଲାଦା ମନେ ହଲ ନା??? ଯତଦୂର ମନେ ହଲ, ଓରା ଗତ ବଚର ବୋନ ପାତାନୋ ସମ୍ମଦ୍ବା'ର ମୁଖେର ଚେଯେ ଓଡ଼ନାର ଭାଙ୍ଗେଇ ଯେଣ ବୈଶି ଆକର୍ଷିତ! ବ୍ୟାଗଟାକେ ସାମନେ ଆରୋ ଆଁକଡେ ଧରେ ବାଡ଼ିର ଦିକେ ହନହନ କରେ ଏଗିଯେ ଗେଲ ସମ୍ମଦ୍ବା ମୁଖାର୍ଜି ।

ଆଜ ରାତେ ଆର କୋନୋ କାଜ ନୟ, ପଡ଼ାଶୋନା ନୟ, ପ୍ର୍ୟାଣ୍ତିକ୍ୟାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓୟାର୍କ କରା ନୟ, ସ୍ରେଫ ସମାଧାନ ଖୋଁଜାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲଛେ ମେଯେର ମନେ । ଏର ବିହିତ ଯଦି ଆଜ ନା କରା ହୟ, କାଳ ଓ ହବେନା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରଶୁତେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରାଖୀର 'ଦାଦା'ରୀ ଓଡ଼ନା ଧରେ ହାଁଚକା ଟାନ ଦିତେ ଉଦ୍ବତ ହବେ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଅଡ୍ଭୁତ ପରିକଲ୍ପନା ସାଜିଯେ ଘର ଥେକେ ବେରୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲ ସମ୍ମଦ୍ବା । ମା-ବାବା ମେଯେର ଏହି କାନ୍ତକାରଖାନାଯ ଆଁତକେ ଉଠିତେ ସତକ୍ଷଣ, ତତକ୍ଷଣେ ଲାଠିସୋଁଟା ଛାଡ଼ାଇ ସ୍ରେଫ ଚୁଡ଼ିଦାର ଗାୟେ ବେଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ ତାଦେର ଡାକାତ ମେଯେ! ମା ଏର ଠେଲାଠେଲିତେ ବାବା ପେଛନେ ଯେତେ ଚାଇଛିଲେନ, ତବେ ସମ୍ମଦ୍ବା ହାତ ଦେଖିଯେ ବୁଝିଯେ ଦିଲ, ଆସାର ଦରକାର ନେଇ, ସେ କିଛୁକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଅକ୍ଷତ ଫିରବେ ।

ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେଡ଼ିଯେ ସୋଜା ନୀଳେଶେର ବାଡ଼ିର ପଥ ଧରଲ ସେ । ରାନ୍ତାର ଧାରେର ଟିମଟିମେ ଦୋକାନେର ଦୋକାନି ଆର ଉପସ୍ଥିତ ଖଦ୍ଦେରଗଣେର ଉତ୍ସାହୀ ଚୋଖ ସମ୍ମଦ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିଭାବକେ ଅନୁସରଣ କରେ ଚଲେଛେ, କେଉଁ ମନେ ଏକରାଶ ଉଦ୍ଦେଗ ନିଯେ, କେଉଁ ଠୋଁଟେର ଚାରପାଶେ ଜିଭେର ତରଙ୍ଗକେ ସଞ୍ଜୀ କରେ!

ନୀଳେଶେର ବାଡ଼ିତେ ସଦ୍ୟ ତାମେର ଆସର ବସେଛେ । ପଡ଼ାଶୋନାଯ ତାଦେର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛେ ନେଇ ।

ନେଇ ଦରଜାଯ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନେ କରାଯାତ କରବେ, ଏମନ ଅନ୍ତତ ଗ୍ରାମେ କେଉଁ ନେଇ । ତବୁ, ଟୋକା ପଡ଼ିଲ... ଏକ, ଦୁଇ, ତିନ.....

ପ୍ରାୟ ବିରକ୍ତ ହେଁଇ ଦରଜା ଖୁଲିତେ ଉଠେ ଏଲ ଦଲେର ଅନ୍ୟତମ ସିନିଯର ଶ୍ୟାମଲ । ଭାଲୋଇ ଗଲ୍ଲଟା ଶୁନଛିଲ ନୀଳେଶ ଆର ଖନ୍ଦି'ର କାହେ, ମନେ ମନେ ଶରୀରଟା କଲ୍ପନା କରେ ଉତ୍ୱେଜନାଟା ବେଶ ଚାଗାଡ଼ ଦିଯେ ଉଠେଛେ, ଏସମୟ କେ ଆସେ! ଦରଜା ଖୁଲିତେଇ ସମ୍ମଦ୍ବା ନିଜେଇ ବଲେ ଓଠେ, ଆସତେ ପାରି?





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

নারীকঠে নড়েচড়ে বসে আড়তার বাকিরা। নীলেশের কথায় ভেতরে যায় সমৃদ্ধা। ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বা যাকে বলে, স্বেচ্ছায় নেকড়ের গর্তের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো। সমৃদ্ধার নীরব ইশ্শারাতেই বন্ধ হয়ে যায় দরজা.....

এতদূর বলে আমি থামলাম। বাইরে কনকনে শীত। শিমুলপুরে ঠান্ডা যখন আসে, বেশ জাঁকিয়ে আসে। একটি চেয়ারে আমি, এবং আমার সামনে আমারই অফিসের কয়েকজন গণ্যমান্য আধিকারিক এসেছেন একটি বিশেষ কারণে, গ্রামের মানুষকে সম্বর্ধনা উপহার দিতে। এসবের উদ্দেশ্য অবশ্য একজনই, তার নাম সমৃদ্ধা মুখার্জ।

বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছেন, তাই না?

আসলে অবাক হওয়ারই কথা। সেদিনের সেই বিকেলটার কথা মনে আছে? আমি সেদিন শিমুলপুর এর সেই তাসের আড়তায় ছিলাম, খবর সংগ্রহের জন্য..... একসময় দেখলাম, ঘরে তুকে এল সমৃদ্ধা, ঠিক যেমন সমুদ্রের টেউ প্রস্তুতি নিয়েই আসে, অথচ আছড়ে পড়ে, সেভাবেই। ঠান্ডা গলায় সবার মধ্যমণি হয়ে বসে সে বলল, "গতবছর রাখী অনুষ্ঠানে তোমাদের রাখী পড়িয়েছিলাম। তোমরা তো গ্রামের গৌরব! তোমাদের সাহসিকতা আর পৌরুষকে আমরা প্রতিবছর আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে পুরুষ সেজে তুলে ধরি যে! তবে একটাই ব্যাপার বড় খারাপ লেগেছে বলেই আজ ডিস্টাৰ্ব করতে এলাম।"

সবার মুখ থমথমে; ঘটনার অত্যাশ্চর্যতাই হয়ত তার কারণ। তারা কেউই আশা করতে পারছেনা এমন মন্তব্য, তারা ভেবে পাচ্ছেনা, ঠিক কোন কাজের জন্য আজ এত বাহবা! ঘরের কোণে মদের প্লাস গুলোও তাদের স্বপক্ষেই প্রমাণ দিচ্ছে। এমন কোনো কাজ তারা এজন্মে করেছে বলে তো মনে পড়েনা!

একে অপরের চোখে চোখ বিনিময় করতে করতেই সমৃদ্ধা আবার বলে উঠল, 'শুধু নিজের গ্রামের বোনেদের রক্ষা করলে চলবে?! আশেপাশের গ্রামের আমার বান্ধবীরাও যে এমন দাদা'দের রাতেবিরেতে পথের ধারে কবচ হিসেবে দেখতে আগ্রহী! তারা যে ভয়ে রাস্তায় বেরনোই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। পুজোপূর্বন, অনুষ্ঠান সবই তাদের জন্য বন্ধ! এই যে আমি এতটা রাস্তা একা নির্ভয়ে আসতে পারলাম, এটা তো ওদের কাছে স্বপ্ন, তাই না?!'

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

କଥାର ମାବେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲାମ, ନୀଳେଶ ଧୀରେ ମଦେର ଗ୍ଲାସବୋତଳ ଗୁଲିକେ ଆଡ଼ାଳ କରାର ପ୍ରାଣପନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯେ ଯାଚେ ।

ଶୈଶବ କଥାଗୁଲୋ ଏବାର ବେଶ ଆୟୁମନ୍ଦ ହେଯେଇ ବଲଲ ସମୃଦ୍ଧା,'ତୋମାଦେର କାହେ ଏତୁକୁଇ ଦାବି ନିଯେ ଏଲାମ, ଏହି ପୁଜୋଯ ରାତଭର ଠାକୁର ଦେଖବ ଆମରା..... ଆର, ବିଜ୍ୟାର ମନ୍ଦପ ଥେକେଇ ତୋମାଦେର ନାମଗୁଲୋ ସଦର୍ପେ ଘୋଷଣା କରିବ ଏହି ବଲେ, ଯେ, ତୋମରା ଆମାଦେର ଗ୍ରାମ, ପ୍ରତିବେଶୀ ଗ୍ରାମେର ସାଥେ ଆଲୋଚନାଯ ବସେ ଏକଟା ଗୋଟୀ ତୈରି କରିଛ, ଆର ତା କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ଥେକେ ଦେଶୀୟ ନାରୀହିଂସାର ବିରକ୍ତି ଢାଳ ହେଯେ ଦାଁଢାବେ । ସରକାରି ଅନୁଦାନ ଯା ଲାଗିବେ, ସବ ଆମି ଆର ନୀଳେଶଦା ଦେଖବ । ତୋମରା କ୍ୟାମ୍‌ପେଇନ ଶୁରୁ କରେ ଦାଓ, ଆମରା ସାଥେ ଥାକିବ ! ତୋମରାଓ ତୋ ଚାଓ, ମେଯେରା ସମନ୍ତ ଶରୀର ଅଟୁଟ ରେଖେ, ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁନ୍ନ ରେଖେ ବାଁଚୁକ ! ଭାବୋ, ତୋମାଦେର ମତ ଜାନିଓ..... !'

ଏବାର ଯା ହଲ, ତା ଆମାର କାହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସିକ ଠେକଳ ! ସମୃଦ୍ଧା ଏକଟୁ ହେସେ ଚୁଡ଼ିଦାର ଥେକେ ଓଡ଼ନାଟା ଆଲାଦା କରେ ନୀଳେଶ ଛେଳେଟିର ହାତେ ଦିଯେ ସିମି ହାସି ମୁଖେ ବଲଲ, 'ନାଓ... ଏର ଓପରେଇ ନାହିଁ ଆମାଦେର ଯୌଥ ଗୋଟୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାନାର ଲିଖେ ନିଓ... ନାମ କିନ୍ତୁ ଆମିଇ ଦେବ, 'ପୁରୁଷ ସମୃଦ୍ଧ, ନାରୀ ସମୃଦ୍ଧା'.....

ଆଜ ପ୍ରାୟ ପାଁଚଟା ବଚର କେଟେ ଗେଛେ । ପ୍ରଥମବାର ଯଥନ ଶିମୁଲପୁର ଏସେଛିଲାମ, ତଥନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଧର୍ଵନେର ହାର ଛିଲ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚଶ ଏର କାଛକାଛି । ତାରପର କାଜେକର୍ମେ ଏହି ଗ୍ରାମେରଇ ମେଯେକେ ବିଯେ କରେ ଏଖାନେଇ ବସନ୍ତ ସ୍ଥାପନ, ସମିତିର ପ୍ରଚାର ସାରା ରାଜ୍ୟ-ଦେଶେ ଛାଡିଯେ ସରକାରକେ ଅର୍ଥସାହାଯ୍ୟ ଦିତେ ଅନୁରୋଧ କରା....

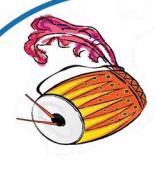
ପାଶେର ଘର ଥେକେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେଇ ଭିନ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଓଡ଼ନା-ଟି ନିଯେ ଏଲ ଆମାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସମୃଦ୍ଧା ମୁଖାର୍ଜି ।

ଗାୟେ ଏଖନୋ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ତାର ଲେଖନୀ, 'ପୁରୁଷ ସମୃଦ୍ଧ, ନାରୀ ସମୃଦ୍ଧା' ॥ ॥

ନାହିଁ, ରାତେର ଅନ୍ଧକାର, ବା ଦିନେର ଆଲୋଯ, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶେର ଅଧିକାଂଶେ, ଆର କଥନୋଇ କୋନୋ ମେଯେର ଓଡ଼ନାଯ କାରୋ ଚୋଖ ପଡ଼େନା!

~ ସମ୍ମାନ ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ইন্ধন

~অন্নেষা বাসু

এই বান্টি এদিকে আয়ে ঝট করে; "কি হয়েছে পি?" বান্টি দৌড়ে এসে বললো,

"তুই পিসাকে বল তো, তোর মা হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরেই কি করে?"

"দিদি নাম্বার ওয়ান দেখতে বসে।"

হাসির একচোট বন্যা বয়ে গেলো ঘেনো, গোটা হলঘরটা জুড়ে।

পৌলমি, তথা বান্টির মা রান্নাঘর থেকে হাতে কোল্ড কফির ৬ টা গ্লাস ট্রেতে বসিয়ে নিয়ে আসতে আসতে ধরকের সুরে বললো, "কেনো রে তোদের খালি মা একটা সিরিয়াল দেখলে সেই নিয়ে খুব সমস্যা বল!"

মৌ একটা গ্লাস হাতে তুলে কফির ঘ্রান নিলো একটা লম্বা নিঃশ্বাসের সাথে, তারপর তৃণি মাখা মুখে বললো, "অফিসে ইদানিং আমার যা খাটনি যাচ্ছে, আজ অনেক দিন বাদে শান্তি তে আড়ডা দেবো, দাদা গেলো কই?"

"চামচ আনছি, দেখ! আমিও কাজ করছি মৌ।" সৈনিক টিস্যু আর চামচ টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

বান্টির পিসা বললো হালকা হেসে, "তা দাদা! অপারেশন থিয়েটারে বৌদি তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট সাপ্লায়ার, আর বাড়িতে তুমি বৌদির নাকি?"

"হে হে, হ্যাঁ! সত্যিই তুই চামোচগুলো কিনেছিস খুঁজে খুঁজে সিসিডি স্টাইল পুরো, লম্বা গ্লাস - লম্বা চামচ হাহা!" মৌ চামচটা কফি তে চুবিয়ে বললো।

"ওসব তোর বৌদির ডিপার্টমেন্ট, বাড়ির বাজার থেকে, বান্টির লেখাপড়া সব ওই সামলায়; আর রান্নাটা ওর শখের জানিসই, আর সে শখের ভাগ হবে না।"

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁଜୋ ଅନ୍ଧା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଏই ଉତ୍ସବ ସନ୍ଦେଶଟା, ଆବାର କବେ ଫିରବେ ପୌଳୋମି ଜାନେ ନା, ଫୋନେ ଏହି ବଚରେର ଫେରୁଯାରିର ଝଲମଲେ ଗେଟ୍-ଟୁଗେଦାରେର ଛବି ଗୁଲୋ ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଯେନୋ ଆରା ଦମବନ୍ଧ ମନେ ହଚ୍ଛେ । ଫୋନେର କ୍ଷିଣିଟା ଅଫ କରତେଇ ପୌଳମିର ମାଙ୍କ ପଡ଼ା ମୁଖଟା ଅନ୍ଧ କ୍ଷିଣିନେ ଭେସେ ଉଠିଲୋ । ଡାକ୍ତାର-ନାର୍ସ ଦମ୍ପତ୍ତି, ଓୟାର୍ ଫ୍ରମ ହୋମ ତୋ ଏହି ପ୍ରଫେଶନେ ରଂପକଥାର ଗଲ୍ଲ । ସୈନିକେର ଏହି ନିଯେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସଂକ୍ରମଣ ହଲୋ, ହସପିଟାଲାଇସଡ । ଫୋନଟା ବ୍ୟାଗେ ପୁରେ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଆର ସ୍ୟାନିଟାଇଜାରଟା ବାର କରେ ଚେଇନଟା ଟେନେ ଦିଲୋ ।

ବାନ୍ତି କେ ସକାଳେ ହସପିଟାଲ ଆସାର ସମୟ ମୌୟେର ବାଡ଼ି ଡ୍ରପ କରେ ଆସେ, ଆବାର ବାଡ଼ି ଫେରାର ସମୟ ଓର ବାଡ଼ି ହେଁ ଫେରେ ।

ଡ୍ରାଇଭ କରତେ କରତେଇ ହାଲକା ହାଲକା ବୃଷ୍ଟି ଏସେ ଗେଲୋ । ଗତ କଦିନ ଅବୋରେ ଝାରେଇ ଯାଚିଲୋ, କାଳ ଥେକେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ରାମ ନିଚ୍ଛେ ।

ବାନ୍ତି କେ ବାଡ଼ିତେ ପାର୍ସେଲ କରେ ଫୁଟ ସ୍ୟାଲାଡ ଦିଯେ ବସିଯେ; ଟୁକିଟାକି ସଜି, ମୁଦିର ଜିନିସପତ୍ର କିନେ ବାଡ଼ି ଫିରେ ଚାନ କରେ ରାନ୍ଧା କରେ ମାଯେ-ପୋଯେ ଏକସାଥେ ଖେଲୋ । ତାରପର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କେମନ ଚଲଛେ ନତୁନ କି ପଡ଼ା ହଲୋ, ଦୁଜନେର ଦିନ କେମନ କାଟିଲୋ, ଏସବ ଟୁକଟାକ ଗଲ୍ଲ ହଲୋ ଛେଲେର ସାଥେ ।

ରାତ ୧୦:୦୦ ଟା, ଛେଲେକେ ଶୁଇୟେ ଦିଯେ ଫୋନେ ଶ୍ଵାଶ୍ଵାଶ ମାକେ ସୈନିକେର ଶାରୀରିକ ଆପଡେଟ ଦିତେ ଦିତେ ବାନ୍ତିର ବହିଥାତା ଗୁଲୋ ବ୍ୟାଗ ଥେକେ ବାର କରେ ବାରାନ୍ଦାୟ ବ୍ୟାଗ ଟା ରେଖେ ଏଲୋ ପୌଳମି । ମୌ ଆବାର ଏହି ଛେଲେଟାକେ ଚକୋଲେଟ ଦିଯେଛେ, ଛେଲେଟା ବ୍ୟାଗ ଥେକେ ବାର କରେନା, ଭିତରେ ଗୋଲେ ଏକସା ହୁଏ । ମନେ ମନେ ପୌଳମୀ ଭେବେ ନିଲୋ ବାରଣ କରବେ ମୌକେ ବାନ୍ତିର ଆଧ ଖାଓୟା ଚକୋଲେଟ ଗୁଲୋ ବାଡ଼ିତେ ନା ଦିତେ । ସବ କଟା ଖାତା ଏକବାର ଚେକ କରେ ନିଲୋ ପୌଳମି, ଛେଲେ ଠିକ କରେଇ ପଡ଼ାଶୋନା କରଛେ ତାହଲେ । ବାନ୍ତିର ରକ୍ତମେର ଦରଜାଟା ଆଲତୋ ହାତେ ବନ୍ଧ କରେ, ବାଇରେ ଏସେ, "ହଁ ମା, ଭୟ ନିହି, ଗୁଡ଼ନାଇଟ !", ବଲେ ଫୋନଟା ରେଖେ ବାରାନ୍ଦାୟେ ଏସେ ଦାଁଡାଲୋ । ମୌ ଏର ନାସାର ଟା ଡାଯାଲ କରଲୋ ଓ । ଟୁକଟାକ କି କରଛି ଏହି ଓଇ ଏର ପର ମୌ ବଲଲୋ, "ଆଜ କି ହେଁ ଶୋନୋ!"

"କେନୋ ରେ? ଏହି ଛେଲେଟା ନିର୍ଧାରିତ ଖୁବ ଜ୍ଞାଲିଯେଛେ?"

"ଉତ୍ତର, ସେବ ଦିକେ ଆମାର ଭାଇପୋ ସୁବୋଧ ବାଲକ ଏକେବାରେ ପିସିର ମତୋ ।"





# ପ୍ରଦିପାଦନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

"ସେଇ, ପିସିର ମତୋ ସୁବୋଧ! ସଂଜାଟାଇ ପାଲେ ଯାବେ ସୁବୋଧେର । ଭନିତା ନା କରେ ଜଳଦି ବଲ ସୁମୋବୋ ।"

"ହା ହା, ତୋମାର ଛେଲେର ଡ୍ରଇଂ ମ୍ୟାମ ତାକେ ବଲେଛିଲୋ ମା କେ ମିସ କରିସ ଏତୋ, ମା କେଇ ଡ୍ର କରେ ଦେଖା, ତୋ ତୋମାର ଛେଲେ ସେଇ ଶୁନେ ତୋମାର ଦଶଟା ହାତ ଏଁକେଛେ, ଓର ଡ୍ରଇଂ ଖାତାଟା ଏଖାନେଇ ଫେଲେ ଗେଛେ, ତୋମାକେ ଛବି ତୁଲେ ଦିଚ୍ଛି । ଯାଇ ହୋକ ବାନ୍ଟି ବଲେଛେ ଓର ମା ଅ୍ୟାକୁଯାଲି ମା ଦୁର୍ଗାର ଥେକେଓ କିନ୍ତୁ ବେଶ ଏଫିସିୟେନ୍ଟ, ୨ ଟୋ ହାତେ ଓର ମା ୧୦ ଦିକ ସାମଲାଯ । ଆମି ତୋମାର ଛେଲେକେ ବଲେଛି, ଏର ପର ଆଶିର୍ବାଦ ଆଟାର ଅ୍ୟାଡେ ତୋର ମାକେଇ ଦେଖା ଯାବେ ।"

ଆରଓ ଏକଟୁ ଟୁକଟାକ କଥାର ପର ଫୋନ ରେଖେ ପୌଲମି ବାନ୍ଟି ସୁମୋଛେ ନା କି ଦେଖେ ନିଜେର ବିଛାନାୟ ଗିଯେ ଶୁଲୋ । ଟୁଂଟୁଂ ଶବ୍ଦ କରେ ଛବିଟା ଫୋନେ ଚୁକଲୋ । ବେଶ କିଛୁକ୍ଷଣ ଛବିଟାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ସୈନିକଙ୍କିକେ ଫରୋଯାର୍ଡ କରେ ଚୋଥ ବନ୍ଧ କରଲୋ ପୌଲମି । ତନ୍ଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକେ ଗ୍ରାସ କରାର ଆଗେ ଓ ଅନୁଭବ କରଲୋ, ସନ୍ଦେଶର ସେଇ ପ୍ରବଳ ନିରାଶାଯ ଠାସା ବିଷନ୍ତାର ମେଘଗୁଲୋ ମନେର କୋନ ଥେକେ କଥନ କିଭାବେ ଯେନୋ ଉବେ ଗେଛେ ॥

~ ସମାପ୍ତି ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

শ্রীডিজিটাল পন্থিতা

## অদম্য ইচ্ছাশক্তি

~ এন্দ্রিলা কাঁড়ার

আজ অনেকদিন পর ইরা অফিস থেকে ফিরে বেশ খুশি, মনটা আজ ভীষণ ফুরফুরে।

এসেই হাতমুখ না ধুয়েই আগে ফোন অর্চ কে "হ্যালো, কোথায় আছো?"। সাথে সাথেই উল্টো দিক থেকে জবাব "এই তো অফিস থেকে জাস্ট বেরোলাম, তুমি ফিরেছো বাড়ি?"।

বলল," হ্যাঁ রে বাবা ফিরেছি! এত চিন্তা করে না ছেলেটা!

তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো...একটা সারপ্রাইজ আছে!" অর্চ বললো "আমি কি কোনো সুখবর পাচ্ছি ইরা ম্যাডাম? এই তো আমি আর আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছোছি"!

ইরা লজ্জায় ফোনটা ধ্যাং বলে কেটে দিলো। তার ই মধ্যে ইরা চটপট হাতের কিছু কাজ গুছিয়ে নিলো, না হলে অর্চ আসা মানেই বাড়ি মাথায় করে তুলবে। দেখতে না দেখতেই কলিংবেলের শব্দ, দরজা খুলতেই অর্চ।

কি ব্যাপার ইরা ম্যাডাম, এত জরুরি তলব? বলে উঠলো অর্চ। ইরা সাথে সাথেই বলে উঠলো "ছেলেটার এক ফোঁটা দৈর্ঘ্য নেই, আগে ফ্রেশ হয়ে নাও তারপর বলছি"।

অর্চ সে একেবার... অর্চ সে একেবারে নাছোড়বান্দা, তাকে এখনি শুনতে হবে। ইরা বললো "দু দিনের অপ্রত্যাশিত ছুটি পেয়েছি, চলো কোথাও ঘুরে আসি"।

শুনে তো অর্চ একেবারে আহ্লাদে আটখানা, সাথে এও বললো "অবশেষে তোমার বস্ত ছুটি দিলো তোমাকে"।

এই রে এতক্ষণ যাদের নিয়ে এত কিছু বললাম কিন্তু তাদের পরিচয়টাই করা হয়নি,

ইরা এবং অর্চ দুজনেই তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। এই বছর দুই হল দুটিতে ছুটিয়ে সংসার করছে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବିମ୍ବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଅବଶେଷେ ପରେରଦିନ ବେଶ ସକାଳ ସକାଳ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଦୁଜନେ । ଆଗେର ଦିନ ରାତେଇ ଅର୍ଚ ଗାଡ଼ିଟା ବୁକ କରେ ଫେଲେଛିଲ । ଅବଶ୍ୟ ମାଝେ ମାଝେ ଇ ଓରା ଦୁଟିତେ ଏମନ ବେଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଅଜାନା କେ ଜାନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ।

ଏବାରେ ଓଦେର ଗନ୍ଧବ୍ୟନ୍ତଳ "ଗଞ୍ଜାସାଗର" । କଲକାତା ଥେକେ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିଲୋମିଟାର ଡ୍ରାଇଭ କରେ ପ୍ରଥମେ କାକଦ୍ଵିପ ପୌଁଛାଲୋ ଓରା, ତଥନ ପ୍ରାୟ ଦୁପୁର ଗଡ଼ିଯେ ବିକେଳ ହୁଏ ଏସେହେ । ପଥେ ଓଦେର କୋନୋ ଅସୁବିଧାଇ ହୁଏନି, କିଛୁ ଶୁକନୋ ଖାବାର, ଜଳ ସବ ଇ ଇରା ଗୁଛିଯେ ନିଯୋଛିଲୋ ।

କାକଦ୍ଵିପ ପୌଁଛେ କିଛୁ ମିନିଟେର ପଥ ହେତେ ଫେରି ଘାଟେ ପୌଁଛାଲୋ । ତାରପର ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ ଫେରି ଯାତ୍ରାର ପର ଅବଶେଷେ ତାଁରା ଗଞ୍ଜାସାଗର ପୌଁଛାଲୋ । ଦୁଦିନ ଥାକବେ ସେଖାନେ, ହୋଟେଲେ ଚୁକେ ଖାନିକକ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଯୋଇ ଦୁଜନେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମନେ ।

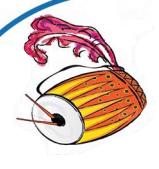
ଗଞ୍ଜାର କି ଅପରାପ ସୌନ୍ଦର୍ୟ, ତାଁରା ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ବେଶ କିଛୁଟା ଦୂରେ ଦେଖିଲୋ କରେକଜନ ମହିଳା ବସେ ଆଛେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଖୁବ ଉଦ୍‌ଧିନ୍ଦା, ମୁଖେ ଚିନ୍ତାର ଭାଁଜ କିନ୍ତୁ ମୁଖଗୁଲୋ ମାଯାଯ ଜଡ଼ାନୋ । କିନ୍ତୁ ତବୁ ଓ ତାଁରା ପ୍ରାନଖୁଲେ ହାସଛେ ।

ଓଦେର ଦେଖେ ଇରାର ଖୁବ ମାଯା ହଲୋ, ଓରା ଦୁଜନେଇ ଏଗିଯେ ଗେଲ । ଓଖାନେ ପୌଁଛେ ଇରା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ "ଆପନାରା ଏରକମ ବସେ ଆଛେନ କେନ"? ସାଥେ ସାଥେଇ ଏକଜନ ବଲେ ଉଠିଲ "ଆମରା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ଆମାଦେର ସ୍ଵାମୀର, ଯଦି କୋନୋ ଖବର ଆସେ" ।

ଇରା ଠିକ ବୁଝିଲେ ପାରିଲୋ ନା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲୋ "କୋଥା ଥେକେ ଆସିବେ?" ।

ଏକଜନ ବଲିଲେ ଶୁଣି କରଲ, " ଆସିଲେ ଏଥାନେ ସବାଇ ମାଛର ବ୍ୟବସାର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ, ତାଇ ଏଥାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୬ ମାସେର ଜନ୍ୟ କରେ ଟ୍ରିଲାର ନିଯେ ମାଛ ଧରିତେ ଚଲେ ଯାଇ । ପ୍ରତିଦିନ ବିକେଳେ ଆମରା ଏଥାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଦେର କୋନୋ ଖବରର ଆଶ୍ୟ" ।

ଇରା ଦେଖିଲୋ ସେଖାନେ କୋନୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ତାର ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ୟ, କୋନୋ ମା ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେ ତାର ସନ୍ତାନେର ଜନ୍ୟ, କୋନୋ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ତାର ବାବାର ଜନ୍ୟ । ହୟତୋ କୋନୋ ଭାଲୋ ଖବର ଆସିଲେ ପାରେ ଆବାର ହୟତୋ ନା ଓ ଆସିଲେ ପାରେ ।





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ହ୍ୟତୋ କୋନୋ ଏକଦିନ ଖବର ଆସବେ ସେଇ ମାନୁଷଟା ଇ ଆର ନେଇ କିନ୍ତୁ ତବୁଓ ମାନୁଷ ଗୁଲୋ ଆଶା ଛାଡ଼େନନି । ଇରା ମନେ ମନେ ଭାବେ କି ଅସମ୍ଭବ ଏଦେର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି, କି ଅଦମ୍ୟ ଜେଦ, ପ୍ରତିଟି ମୁହଁରେ ଦାଁତେ ଦାଁତ ଚେପେ ବେଂଚେ ଥାକାର ଲଡ଼ାଇଟା ଚାଲିଯେ ଯାଚେ ।

ହ୍ୟତୋ ଏଥାନେ ନା ଆସଲେ କୋନୋଦିନ ଜାନାଇ ହତ ନା ଯେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହେର ତାଗିଦେ ମାନୁଷ ନିଜେର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରତେ ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ନିଜେର ସତାନେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ସବ କଷ୍ଟ ହାସି ମୁଖେ ବରନ କରେ ନେଯ ।

ଇରାର ଗାୟେ କାଁଟା ଦିଯେ ଉଠିଲୋ । ସେ ଆରଓ ଭାବଲୋ ଏରା କି ଅନ୍ଧେତେଇ ଖୁଣି ତାଇ ନା, ଏକଟା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଖବରେର ଆଶାଯ ଏରା ଦିନେର ପର ଦିନ, ମାସେର ପର ମାସ ଏଭାବେଇ କାଟିଯେ ଦିଚ୍ଛେନ ।

ତବୁ ଓ ତାଦେର କୋନୋ ଦୁଃଖ ନେଇ, ଜୀବନେର ପ୍ରତି କୋନୋ ଅଭିଯୋଗ ଓ ନେଇ ।

ଏହିସବ କଥୋପକଥନେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ କଥନ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯେ ରାତ ନେମେ ଆସଛେ ସେଦିକେ କାରୋର ଖେଯାଳ ଇ ନେଇ ।

ଅବଶ୍ୟେ ଇରା ଏବଂ ଅର୍ଚି ସେଦିନେର ମତ ସେଖାନ ଥେକେ ବିଦାୟ ନିଲ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେଓଯାର ପୂର୍ବେ ଇରା ପ୍ରତ୍ୟେକେର ପାଯେ ହାତ ଦିଯେ ପ୍ରନାମ କରଲୋ ।

ସାଥେ ସାଥେଇ ତାରା ବଲେ ଉଠିଲୋ "ଏକି ମା, କି କରଛୋ ତୁମି?" । ଇରା ଉତ୍ତର ଦିଲ " ଆପନାଦେର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଛି ଯାତେ ଯେ କୋନୋ କର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତିତେ ଆମି କୋନଭାବେଇ ଯେନ ଭେଙେ ନା ପଡ଼ି, ଏଭାବେଇ ଦାଁତେ ଦାଁତ ଚେପେ ସାରାଜୀବନ ହାସିମୁଖେ ଯେନ ଲଡ଼ାଇ କରେ ଯେତେ ପାରି" ।

ସବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଇରା ଏକଟା କଥାଇ ବଲିଲୋ , "ଆମରା ନାରୀ, ଆମରା ସବ ପାଢ଼ି" ॥

~ ସମାପ୍ତି ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সমান্তরাল

~রোহন মজুমদার

আচ্ছা কখনোও রেলপথ দেখেছো? দেখেছো নিশ্চয়ই, দুটি রেখা সেখানে চলে সমান্তরাল  
ভাবে। কেউ কারো আগেও যায় না কেউ পেছনেও থাকে না পড়ে। মানুষের জীবনের  
সম্পর্কগুলিও বা কিছু কিছু বিশেষ সম্পর্ক হওয়া উচিত সমান্তরাল। যেখানে কেউ এগিয়েও  
যাবে না, আবার কেউ পিছিয়েও পড়বে না। যদি পিছিয়ে পড়ে তাহলে? তাহলে অপরজন তার  
হাতটি বাঢ়িয়ে দেবে, ফিরিয়ে আবার সেই পথে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সত্যিই কি ব্যাপারটা এত সহজ? সত্যিই কি এতটা নিঃস্বার্থ ভাবে  
কেউ কারো জন্য ভাবে? আমার একান্ত মতামত হচ্ছে না ভাবে না। হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম  
পাওয়া যেতেই পারে, কিন্তু বাস্তবতা আরও কঠিন কারণ কেউ নিঃস্বার্থ ভাবে কারো জন্য কিছু  
করে না এ দুনিয়ায়। আর যদিও বা করে তাহলে আমাদের মুক্তিক বলে 'কেন করল উপকার?  
নিশ্চয়ই এর পিছনে ওর কোনো স্বার্থ রয়েছে'। দোষটা আমাদের না, সমাজটাই যে এমন  
ভাবতে বাধ্য করছে। আচ্ছা কোনোদিন প্রশ্ন করেছো নিজেকে যে তুমি কে?কে তুমি? তুমি  
ভাবছ এ আবার কেমন প্রশ্ন? আমি তো জানি নিজের পরিচয়, কি জানো?

তোমার নাম? সে তো অন্য কারো রাখা ।

তোমার পরিচয়? তুমি তো অন্য কারো পরিচয়ে পরিচিত।

তাহলে তোমার কি আছে? বা কে তুমি?

আসলে তুমি কেউ না, এই পৃথিবীতে কেউ কারো না, তাও জীবনে চলার পথে সঙ্গীর দরকার  
হয় তাই সম্পর্কগুলো গড়া। কিন্তু সেই সম্পর্ক গুলোতেও যদি ধরা পড়ে প্রতারণার ছাপ,  
তাহলে একাকিত্বের অন্ধকারে ডুবে আনন্দ খুঁজে নেওয়াই ভালো। আর যদি কোনো বিশেষ  
সম্পর্কে একান্ত জড়িয়ে পড়ো, দেখে নিও সেটা যেন হয় সমান্তরাল।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ଦୁଇଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

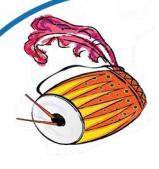
ପ୍ରାଚୀର  
~ଅପର୍ଗା ଦେ

ରିନି ଆର ଡାକେନି । ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଏଗୋନୋର ସାଥେ ସାଥେ ସୌମ୍ୟର ମନେ ହେଲିଛି ହ୍ୟାତୋ ରିନି ବଲବେ, ଯେଓ ନା ସୌମ୍ୟ , ଏକଟି ବାର ଫିରେ ତାକାଓ । ଆମରା କି ଆବାର ଆଗେର ଦିନଗୁଲୋତେ ଫିରେ ଯେତେ ପାରି ନା? ପିଲିଜ ସୌମ୍ୟ, ପିଲିଜ । କିନ୍ତୁ ଏସବ କିଛୁଇ ରିନି ବଲେନି । ଥବଳ ଆୟାଭିମାନ ଆର ଜେଦେର ବଶେ ନିଜେର ସିନ୍ଧାନ୍ତେଇ ସ୍ଥିର ଥେକେଛେ । ଓ ଚାଯନି, କଖନୋ ଓର ଜନ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ନିଜେର ପରିଚିତ ଗଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ବାଇରେ ବେରିଯେ ଆସୁକ । ରିନିର କାଛେ ସବରକମ ସମ୍ପର୍କେରଇ ମୂଲ୍ୟ ଆଛେ । ଓ ମନେ କରେ, କୋନ କିଛୁ ଶେଷ କରେ ଦିଯେ ନତୁନ ଶୁରୁ ହ୍ୟା ନା । ଶେଷକେ ବିଶେଷଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାନିଯେଇ ନତୁନ ଶୁରୁଟା ସନ୍ତ୍ରବ ହ୍ୟା ।

ତଥିନ ରିନି କ୍ଲାସ ସେଭେନେ ପଡ଼ିଲେ । ଫାସ୍ଟ ଟାର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହ୍ୟା ଯାବାର ପର ହଠାତ କ୍ଲୁଲେ ନିଉ ଅ୍ୟାଡମିଶନ ହ୍ୟା । ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟାର ମିସ୍ଟାର ସୌମେନ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ଟ୍ରେନିଂଫାର ନିଯେ କଲକାତାଯ ଆସେନ । ବେଶ କଯେକଜନ କ୍ଷମତାବାନ ମାନୁଷେର ସାହାଯ୍ୟେ ଛେଲେ ସୌମ୍ୟକେ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ ପାଠଭବନ କ୍ଲୁଲେ, ସଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣିତେ । ମିସ୍ଟାର ସୌମେନ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ମିସେସ ସୌମିଲି ବ୍ୟାନାର୍ଜୀର ଏକମାତ୍ର ସତାନ ସୌମ୍ୟ । ଛେଲେର ପ୍ରୋଜନ-ଅପ୍ରୋଜନ, ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ ସବକିଛୁଇ ତାଦେର ନଥଦର୍ପଣେ । ମିଡ ଅବ ଦ୍ୟ ସେଶାନେ ଯାତେ ସୌମ୍ୟର କୋନୋ ଅସୁବିଧା ନା ହ୍ୟା ତାଇ ବାଢ଼ିତେଇ ସକଳ ରକମ ଟିଉଶନିର ବ୍ୟବହାର କରେ ଦିଯେଇଲେନ ମିସ୍ଟାର ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ।

କ୍ଲୁଲେ ସୌମ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦୁ ହ୍ୟା ରିନି । ରିନିଇ ପ୍ରଥମ ଆଲାପ କରେ ନତୁନ ବନ୍ଦୁର ସାଥେ । ତାରପର ଓର ସକଳ ବନ୍ଦୁର ସାଥେ ସୌମ୍ୟର ବନ୍ଦୁତ୍ୱ କରିଯେ ଦେଯ । ରିନି ପଡ଼ାଶୋନାଯ ବେଶ ଭାଲୋ । ସବକିଛୁ ଶେଖାର ଏକଟା ଆଗ୍ରହ ଆଛେ ଓର ମଧ୍ୟେ । କ୍ଲୁଲେର ସକଳ ରକମ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ସେ ଉତ୍ସାହେର ସାଥେ ଏଗିଯେ ଯାଯ । ରିନିର ଏଇ ଦିକଗୁଲି ସୌମ୍ୟର ବେଶ ଭାଲୋ ଲାଗେ । ସୌମ୍ୟ ବାଢ଼ିତେ ଏସେ ପ୍ରାୟଶଇ ରିନିର କଥା ବଲେ । ରିନିର ବାବା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ । ବିଶାଳ ନାମ ଡାକ ତାର । ରିନି, ବାଢ଼ିର ସକଳେର ନଯନେର ମଣି । ମାଯେର ଅଗାଧ ମେହେ ତାର ଏଇ କୋମଳ ହଦ୍ୟାଟି ପ୍ରକ୍ଷୁଟିତ ହେଲେ । କୋନଦିନ ପାରିବାରେର କେଉଁଇ ତାର କୋନୋ କାଜେ ବାଧା ଦେଯ ନି । କାରଣ ସକଳେଇ ଜାନେ ପାରିବାରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓର କାଛେ କତଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଏଗିଯେ ଯାଯ । କ୍ଲୁଲ ଜୀବନେର ଗଣ୍ଡି ପେରିଯେ ଓରା କଲେଜ ଜୀବନେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଦୁଇଜନେଇ ଇଂଲିଶେ ଅନାର୍ସ ନିଯେ ଆଶ୍ରମିତ୍ୟ କଲେଜେ ଭର୍ତ୍ତି ହ୍ୟା । ଏକଦିନ ସୌମ୍ୟ ରିନିକେ ବଲେ, ରିନି, ଆମାଦେର ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା କି ଶୁଦ୍ଧୁ ବନ୍ଦୁତ୍ୱରେ, ନା ତାର ଥେକେଓ ବେଶ କିଛୁ । ଉତ୍ତରେ ରିନି ବଲେ, ଆମାରଓ ମନେ ହ୍ୟା ବେଶ କିଛୁ । ତବେ କତଟା ବେଶ ତା ଆମାରଓ ଜାନା ନେଇ । ଓରା ଏକେ -ଅପରେର

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - দুজ্জেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সংস্পর্শ ভালোবাসে। এর মাঝে বেশ কয়েকবার একে অপরের বাড়িও গিয়েছে। দুই বাড়িতেই জানে, ওরা খুব ভালো বন্ধু - যাকে বলে প্রানের বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ওরা কোনদিনই বাড়িতে বলেনি বা বাড়ির লোকেরাও জানতে চায়নি।

হঠাতে একদিন রিনির বাবা রিনির জন্য এক সমন্বন্ধ আনেন। পাত্র বিশাল ব্যবসায়ী, কলকাতা শহরে তিনটি বড় বাড়ি এবং দুটো গাড়ি রয়েছে তার। রিনির পরিবারের সকলেই ভীষণ খুশি হয়। কিন্তু রিনি? বারবার সৌম্যর কথা মনে পড়তে থাকে ওর। কিন্তু এটা তো ঠিক, ওরা ভীষণ ভালো বন্ধু। কোনো দিন একে অপরকে ভালোবাসার কথা বলে প্রকাশ করেনি।

পরের দিন ওরা কলকাতা ময়দানে দেখা করে। নিজের বিয়ে ঠিক হবার খবর সৌম্যকে জানায় রিনি। সৌম্য শুধু অবাক দৃষ্টিতে রিনির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর, ভালো থেকো বলেই - সামনের দিকে এগোতে থাকে। তোমাকে ভালোবাসি কথাটা ওদের না বলাই থেকে যায়। দুজনেই যে প্রবল রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। পারিবারিক মর্যাদা ওদের কাছে নিজেদের শখের চেয়েও অনেকটা দামি।

এরপর সৌম্যকে রিনি আর ডাকেনি। ফিরে তাকাতেও বলেনি রিনি, ওরফে রেজিনা খাতুন।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଦୂର୍ଗାର କଳମେ

~ଘୃଣ୍ଡି ଚୌଧୁରୀ

ଏହି ଯେ ଶୁନ୍ଛେନ? ହଁ ଆପନାକେଇ ବଲଛି । ଆମାର ଲେଖା ତୋ ପଡ଼ିବେ ଆରମ୍ଭ କରେ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଆମି କେ ଜାନେନ? ଚିନତେ ପାରିଲେନ ନା ନିଶ୍ଚଯିତା । ଆରେ ଦାଦା, ଆମି ଦୂର୍ଗା । ଏ ଯାକେ ଆପନାରା "ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ" ବଲେନ । ନା ନା ଓତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ତାକାତେ ହବେ ନା । ଆର ଅସୁର ନା ହଲେ ଭୟ ଓ ପେତେ ହବେ ନା । ଖାଲି ଦୁଟୋ ମିନିଟ ଏକଟୁ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ, ନା ମାନେ, ସାଧାରଣ ଦେବୀ ଭେବେ ଆମାର କଥାଟା ଏକଟୁ ଶୁନବେନ ? ଆସଲେ ସବାଇ ଆମାକେ ନିଯେ ଏତୋ କଥା ବଲେ ଯେ ଆମି ଆର ନିଜେର କଥା ବଲେ ଉଠିବେ ପାରିନା । ଆପନି ପାରିଲେ ଏକଟୁ ଶୁନୁନ । ଦେଖୁନ, ଆମାର କିଛୁ ସତି କଥା ବଲାର ଆଛେ । ପ୍ରଥମତଃ ଆମି ବଢ଼ି କ୍ଳାନ୍ତ । ଏହି କଥାଯ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସାଥେ ଆମାର ତୁଳନା କରେନ ଆପନାରା । କିନ୍ତୁ କେନ ବଲୁନ ତୋ? ଆଛା ଆମାର ସୃଷ୍ଟି ତୋ ସମସ୍ତ ଦେବତାଦେର ମିଲିତ ତେଜେ ହେଁବେ । ତାରା ତୋ ପୁରୁଷ । ଆମାର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ କୋଣୋ ନା କୋଣୋ ଦେବତାର ବଲେ ସୃଷ୍ଟି । ତାର ଉପର ଆମି ତୋ ରୀତିମତୋ ଅନ୍ୟଦେର ତୁଳନାଯ ଅନେକ ବେଶ ସୁବିଧା ପେଯେଛି । ତିନଟେ ଚୋଖ, ଦଶଟା ହାତ, ତାର ଉପର ରଯେଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାର ସର୍ବୋତ୍କଳ୍ପ ଅଷ୍ଟର ଜୋର । ଆପନି ଇ ବଲୁନ, ଆମାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିହି ତୋ ପୁରୁଷ ଥେକେ ପ୍ରାଣ, ତାହଲେ ଆମି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହଲାମ କି କରେ? ଜାନି ଜାନି, ଆପନି ବଲବେନ ଆମି ଦେବୀ ମହାମାୟାର ଆରେକ ରୂପ । ତାଇ ଏତୋ ଦେବତାର ମିଲିତ ଶକ୍ତି ଆମି ଧାରଣ କରତେ ପେରେଛି । କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମହାମାୟା ଓ ଯେ ମହାକାଳ ଛାଡ଼ି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମାର ଖୁବ ଜାନତେ ଇଚ୍ଛେ କରେ, ଏହି "ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ" ବ୍ୟାପାରଟା ବନ୍ଧ କରା ଯାଇ ନା? ନାରୀ-ପୁରୁଷ ତୋ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରେ ଏକେ ଅପରେର ପରିପୂରକ । ତୋ ନାରୀ ତାର ଶକ୍ତି କାର ବିରଳଦେ ପ୍ରୟୋଗ କରଇବେ? ତାର ପରିପୂରକ ପୁରୁଷଦେର ବିରଳଦେ । ଏକଟୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖୁନ ନା ଦାଦା, ଯଦି ଏମନ ଏକଟା ସମାଜ ବାନାନୋ ଯାଇ ଯେଥାନେ ଏତୋ ଅସୁର ଥାକବେ ନା । ନା ମାନେ, ଆମି ନିଜେର ସୁବିଧାର ଜନ୍ୟ ଇ ବଲଛି, ଯେ ଏହି ଦଶ ହାତେ ଦଶ ରକମ ଅନ୍ତର ନିଯେ ସାରାକ୍ଷଣ ଅସୁର ଖୁବେ ବେଡ଼ାତେ ଆର ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ଆର ମନେ ବେଶ କଟ୍ଟ ଓ ହୟ, ଯଥନ ଦେଖି ଦେବୀ ଦଶଭୂଜାକେ ସ୍ମରଣ କରେ ଦିଭ୍ବୂଜା ମାନବୀରା ଅସୁର-ମାନବ ଦେର ସାଥେ ଅସମ ଲଡ଼ାଇତେ ଜେତାର ପର ତାଦେର ଆମାର ସାଥେ ତୁଳନା କରା ହୟ । ଏ ଯେ ଆପନାରା ବଲେନ ନା, " ଠିକ ଯେନ ମା ଦୂର୍ଗା " । ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଓରା ଆମାର ଥେକେ ଅନେକ କର୍ତ୍ତିନ ଲଡ଼ାଇ କରେ । ହାରଙ୍କ ବା ଜିତୁକ, ଓରା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ନାରୀ ଶକ୍ତି ନଯ, ଅଣୁଭବ ବିରଳଦେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଯାଇ ହୋକ,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜିକା

ଆପନାର ଆର ଦେଇ କରାବୋ ନା । ଏତୋ କ୍ଷଣ ଧରେ ଆମାର କଥା ଶୋନାର ଜନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏକଟୁ ଚେଷ୍ଟା କରବେନ, ଆମାର କଷ୍ଟଟା ଯଦି କମାନୋ ଯାଯ । ଆମି ଯାଇ , ଓନାର ଥେକେ ତ୍ରିଶୁଳ ଟା ନିଯେ ଆସି । ଦେଡୁ ବହରେର ବାଚା ମେଯେ ଟା ଯେ ଏଥନ୍ତି ଲାଗୁ ହେବାନି..... ।

~ ସମାପ୍ତି ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଉତ୍ସାହମ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ମଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଆମି?

~ ଏକଳଦୟ

-୧-

ବୈଶ ଛିଲାମ । ଆଚମକା ସଜୋରେ ଏକଟା ଠ୍ୟାଳା ଖେଲାମ, ବେର ହେଁ ଏଲାମ ନିଜେର ଜାୟଗା ଥେକେ । ତାରପର କେ ଏକଟା ଟେନେ ବେର କରେ ଆନଳ ପୁରୋପୁରି । ଉହଁ!! କି ଆଲୋ! ଚୋଥ ଖୁଲତେଇ ପାରଛିନା । କି ଜ୍ବାଲା!! ଏମା! ଆମାର ପେଟେର କାହେର ପାଇପଟା କୁଚ କରେ କେତେ ଦିଲ । କି ଏକଦମ ତାରସ୍ଵରେ । ଯାଃ ବାବା! ଏତେ ଏତ ଖୁଶି ହବାର କି ହଲ? ଏହି ଲୋକଟା ପାଗଳ ନାକି?

ଯାଇ ହୋକ, ବୋଧ ହୟ ଚିଙ୍କାରେ କାଜ ଦିଯେଛେ । ଲୋକଟା ଆମାଯ ଏକଟା ଲସା ଚୁଲ ଆର ଟୁପି ପରା ଏକଜନେର ହାତେ ଦିଲୋ । ସେ ବୈଶ ଭାଲୋ ମନେ ହଲ । ଆମାର ଏତକ୍ଷଣେ କାଁପୁନି ଧରେ ଗେଛେ । ସେ ଆମାଯ ନିଯେ ବୈଶ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ଗରମ ଘରେ ତୁକଳ । ଏକଟା ଚାରକୋନା ଜାୟଗାଯ ଆମାଯ ଜଳେ ଭାଲୋ କରେ ଧୋଯାଲ । ଏତକ୍ଷଣେ ଖେଯାଲ କରଲାମ, ଲାଲ ଲାଲ କି ସବ ଲେଗେଛିଲ ଗାୟେ । ଯାଇ ହୋକ, ଆମାଯ ଏକଟା ବୈଶ ନୁମ ଆରାମଦାୟକ କାପଡ଼େ ଜରିଯେ ବାଇରେ ନିଯେ ଏଲ । ପେଟେ କିରମ ଯେନ ଏକଟା ଅସ୍ତିତ୍ବ ହେଚେ । ଆଗେ ତ କଥନ ଏରମ ହୟନି । ଓଖାନେ କତ ଆରାମ ଛିଲ । କି କରି ଏଥନ?

ଭାବତେ ଭାବତେ ମାଥାଯ ଏଲ, ତଥନ ଚେଁଚାତେ କିଛୁଟା କାଜ ହୟେଛିଲ । ତାଇ, ଆବାର ଚେଁଚିଯେ ଉଠିଲାମ । ଆରେ! ଏହି ଉପାୟ ଟା ତ ସତିଇ କାଜ କରେ! ସେ ଆମାଯ ଆଦର କରଲୋ, ଚଲାର ଗତିଓ ବାଡ଼ିଲ । ହଥାତ ଏକଟା ଲୋକ ହତ୍ତଦତ୍ତ ହେଁ ଏଗିଯେ ଏଲ । ସେଇ ଲୋକଟାଇ ମନେ ହଲ, ଯେ ଭିତରେ ଆମାଯ ବିରକ୍ତ କରଛିଲ । ସଙ୍ଗେ ଆର ଏକଜନ ଛିଲ । ବେଜାର ମୁଖ କରେ କି ସବ ବଲାଛିଲ ।

ଏକି ଆମାଯ ଓଇ ବାଜେ ଲୋକଟାର ହାତେ ଆବାର ଦିଯେ ଦିଲ । ସେ ଆମାଯ ଆବାର ଏକଟା ଅନ୍ୟ ଘରେ ନିଯେ ଏସେ ଏକଟା ସଙ୍କ କି ଏକଟା ଜାୟଗାଯ ଶୋଯାଲ । ଉଫ! ଆସ୍ତେ! ଲାଗଲୋ ତୋ! ଆମି ଆବାର ଚେଁଚିଯେ ଉଠିଲାମ । ପେଟେର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଆର ବେରେ ଗେଛେ । ଆମି ଆବିରାମ ଚେଁଚିଯେ ଚଲେଛି । କେଉ ଶୁନଛେଇ ନା । ଆମି ର ପାରଛିନା ।

ଆହ! କି ଏକଟା ସରବର ମତ ଜିନିସ ଆମାର ପିଛନେ ଫୁଟିଯେ ଦିଲ । କି ଏକଟା ଯେନ ତୁକଛେ ଓଟା ଦିଯେ । ଆମାର ଚିଙ୍କାର ଥାମଛେନା । କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମନ ଯେନ ସବ ଆଢ଼ିଷ୍ଟ ହେଁ ଏଲ । ତାରପର କିଛୁ ଜାନିନା ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

-୨-

ହଁଶ ଏଳ । ଆବାର ଆଲୋ! ତବେ ଏତ ତୀର ନା । ଚୋଥ ଖୁଲେ ଦେଖି ଆଲୋଟା ଆନେକଟା ଉଁଚୁତେ । ପେଟେର ଆସ୍ତିତା ଏଥିନେ ହଚ୍ଛେ । ଆଶେପାଶେ ଆନେକ ଲୋକ ଚଲାଫେରା କରଛେ । ଏକଟା କିରକମ ଆଡୁତ ଏକଟା ଚାର ପା ଓୟାଲା ଛୁଚ୍ଛଲୋ ମୁଖ ଲୋକ ଆମାର ଆଶେପାଶେ ଘୁରଛେ । ଆମାର ଖୁବ ଭୟ କରଲୋ । ଆବାର ଚୀଂକାର ସୁରକ୍ଷା କରଲାମ । ଓହି ପ୍ରାଣୀ ଟାଓ ଖେଟୁ କରେ ଦେକେ ଉଠିଲୋ ।

ଏରକମ କିଛୁକ୍ଷଣ କେଟେ ଗେଲୋ । ଆବାର ଏକଟା ଲସା ଚୁଲ ଲୋକ ଏସେ ଆମାର ପାଶେ ଦାଁଢାଲୋ । ଆମାକେ କୋଲେ ତୁଳନ । ଆମି ଆର ଜରେ ଚେଁଚାତେ ଲାଗଲାମ । ଆମାର ଗୋଟା ଶରୀରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଶୁରୁ ହେଯାଇଛେ । ଓହି ଲୋକଟା ଆମାଯ ଆଦର କରଛେ । ଆର କଯେକଟା ଲୋକ ଏସେ ଗେଛେ ତତକ୍ଷଣେ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ବଲେ ଉଠିଲୋ-

-କି ମା ବାବା, ଦୁଧେର ଶିଶୁକେ ଏଭାବେ ରାସ୍ତାଯ ଫେଲେ ଗେଛେ ।

ବୁଝଲାମ ନା ଏର ମାନେ କି? ଶୁଦ୍ଧ ମା ଶବ୍ଦ ଟା ଆଡୁତ ଲାଗଲୋ । ମା! କି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ । ଶୁନେଇ ଯେନ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଆନେକଟା କମେ ଗେଲୋ । ମା କେ? ଯାର ନାମ ଶୁଣେ ଏତ ଆରାମ, ତାର କାହେ ଯାବ । ତାର କାହେ ଗେଲେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ପୁରୋ ଆରାମ ପେଯେ ଯାବ । ଆମାଯ ମା ଏର କାହେ ନିଯେ ଚଲ । ମା । ମା । ମା ।

ଅସ୍ତିତ୍ବ ବେରେଇ ଚଲେଇଛେ । ଆମାଯ ଓହି ଲୋକଟା ଏକଟା ବାଡ଼ିତେ ନିଯେ ଏସେଇଛେ । ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ବୋତଲେ ସାଦା ଜଳ ମତ କି ଏକଟା ନିଯେ ଆମାର ମୁଖେ ଧରେଇଛେ ।

ବାହ! ବେଶ ଖେତେ ତୋ! କିଛୁଟା ଖାବାର ପର ପେଟେର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏକଟୁ କମଳ । ଏହି ଲୋକଟା ଭାଲୋ । କି ଆଦର କରେଇଛେ? ଏ କି ଆମାର ମା? ନାହ! ଏହି ତୋ ମାୟେର କଥା ବଲାଚିଲ । ତାହଲେ ମା କେ? ଆମି ଏଥିନେ ଭୁଲାନେ ପାରିଛିଲା ଶବ୍ଦଟା । ଏକବାର ନିଜେଓ ବଲାର ଚେଷ୍ଟା କରଲାମ ।

ଆଘ! ଆମାର ପେଟ! ଆବାର ଶୁରୁ ହେଁ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏବାର ଆନ୍ୟ ରକମ । ଆନେକ ବେଶି । ବୁକେଓ କଷ୍ଟ ହେଁ । ଆବାର ଚୀଂକାର । ଚୀଂକାର କରତେଓ କଷ୍ଟ ହେଁ । ଏରମ ହେଁ କେନ? ଆର ପାରିଛିଲା । ଓହି ଲୋକଟା ଆମାଯ ନିଯେ ଦୌଡ଼େ ବେରିଯେ ଏଲ । ଆନ୍ୟ ଏକଟା ବାଡ଼ିତେ ଏଲ । ଏଥାନେ ଏକଜନ ଲୋକକେ କି ସବ ବଲଲ ।





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

এই লোকটা অনেকটা সেই লোকটার মত পোশাক পরে আছে, যে আমায় প্রথমবার সেই আমার প্রিয় কুঠরিটা থেকে টেনে বের করেছিল। এই লোকটা আমার একবার হাত ধরল। তারপর ঠাণ্ডা গোল মত কি একটা গোটা শরীরে ঠেকাল। আমার কষ্ট কমলো না। বেরেই চলল।

এখন আমি একটা জায়গায় সুয়ে আছি। আমায় ঘিরে কয়েকটা লোক। কি সব করছে আমার গোটা শরীরে। আমি র কিছু বুঝতে পারছিনা। চীৎকার করার ও ক্ষমতা নেই। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছে। কস্তো কেমন যেন এক ই আছে। র বারছেনা। বরং কমছে যেন একটু একটু। র কিছু শুনতেও পাচ্ছিনা। আস্তে আস্তে। সব ব্যাথা কমে যাচ্ছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি আস্তে আস্তে।

-৩-

আমি এখন আমার শরীরের বাইরের। ওমা! আমায় কি মিষ্টি দেখতে। কি ছোট ছিলাম আমি। আমার র কোন কষ্ট নেই। একজন লোক আমার শরীরটা একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে দিল। দেখছিলাম! সহ্য হলনা সেটা। আমি ক্রমশ উপর দিকে চলে যাচ্ছি।

এখন যে লোকটা আমায় সেই সাদা জল খেতে দিয়েছিল, তার কোলে আমার শরীর। সে কান্দছে মনে হল। সে বলে উঠলো।

-এই টুকু বাচ্চা। মা এর দুধ টাও পেল না। কি পাষণ্ড সব।

আবারো কিছু বুঝলাম না। কিন্তু আবার মনে হল মা লোকটা খুব ভালো। তাহলে সে আমার কাছে কেন এলনা? নিচে এত লোক, এর মধ্যে মা কোনটা কি করে বুঝবো? কিন্তু মা কে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে খুব। মা! ওমা! মা! বলনা তুমি কোনটা?

-এই তুই ও কি মেয়ে?

আমার মত একজন পাস থেকে বলে উঠলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখি আমার মত আর আনেকে আছে এখানে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম

-মেয়ে মানে কি?

-তা জানিনা। তবে শুনেছিলাম আমি নাকি মেয়ে, তাই আমায় এখানে চলে আস্তে হয়েছে। এখানে সবাই মেয়ে। আনেকেই শুনেছে এটা।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন সংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

-কিন্তু মেয়ে মানে কি? তাদের কেন এখানে চলে আস্তে হয়?

-তা জানিনা

-আচ্ছা। তুমি জানো মা কি?

-আমিও জানিনা। তবে এখানে অনেকে জানে। এখানে আনেকেই তার মা কে একবার দেখেছে। সে নাকি আমাদের থেকেও জোরে কেঁদেছিল যখন তাদের কোল থেকে ওদের নিয়ে এসেছিল। শুনেছি মা নাকি খুব ভাল। মা কোলে নিলে সব কষ্ট চলে যায়। ঠিক এখন যেমন কোন কষ্ট নেই, সেরকম।

-আমিও দেখিনি মা কে। আমার মা কে খুজে দেবে?

-এখন পাবেনা। যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন আমাদের মেয়েরা ঘরের কোনে একা বসে কাঁদে। জারা তাদের মা কে দেখেছে তাদের সবার মায়েরা কাঁদে। তাদের মা ছাড়া আর যে লম্বা চুল লকগুলকে দেখবে এভাবে কান্দছে তাদের এ কেউ একজন হবে তোমার বা আমার মা। আমরা রোজ আন্ধকার হলে তাদের দেখি র ভাবি ওটাই আমার মা। তুমিও তাই করো।

-8-

আনেক দিন কেটে গেছে। আমি এখনো। রোজ রাতে মা কে খুঁজি। এই কদিনে আরও আনেকে এখানে এসেছে। তারাও আনেকে মা কে দেখেছে। আনেকের মা থাকতে না পেরে নিজেই চলে এসে তাদের মেয়েদের নিয়ে গেছে। হ্যাঁ! আমি বিশ্বাস করেছি আমি মেয়ে। যদিও মানেতা এখনও আমার জানা নেই।

এখানে এমন আনেক মা আশে যাদের মেয়েদের তারা দেখেনি তাই খুজে না পেয়ে চলে যায়। আর আমি এখনো বোঝার ছেষ্টা করি ঠিক কোনটা আমার মা। কিন্তু সেই মা এ দের সংখ্যা এত বেশি যে বুঝে উত্থতে পারিনা। কোনটা আমার মা।

তাই এখন এরকম সবাইকেই আমার মা বোলে ধরে নিয়েছি। এখন কষ্ট হয়। ওই মায়েদের দেখে আমরাও কাঁদি। আর একটা জিনিস জানি, আমি এখানে, মা এর থেকে এত দূরে কারণ আমি মেয়ে। যদিও মেয়ে কাকে বোলে তা আমি এখনো জানিনা। শুধু একজন মা কে আমি

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল আমার মা ও নাকি মেয়ে। আমি যদি নিছে থাকতাম, আমিও  
নাকি একদিন মা হতাম। এই কথাগুলুর মানে আমি পুরোটা বুঝিনি। হয়ত আপনি বুঝবেন।

~ সমাপ্তি ~

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଡକ୍ଟ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ହଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

## ତୁମି ମୃଷ୍ଟି, ତୁମିଇ ଧଂସ - ତୁମିଇ ନାରୀ

~ ସ୍ଵରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ରୀ

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଆମରା ଦେଖେଛି, ଶୁଣେଛି, ବୁଝେଛି, ଅନୁଭବ କରେଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରେଛି, ପୁରାଣେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପେଯେଛି..... । କିନ୍ତୁ ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତିକେ ଆମରା କତ ସମ୍ମାନ ଦିଯେଛି? ସମାଜେ ତାର ମୂଳ୍ୟଟାଇ ବା କତଟା ଦିଯେଛି? ପୃଥିବୀତେ ‘ସଂସାର’ ନାମକ ଶବ୍ଦଟାଇ ବଡ଼ି ବୈଚିତ୍ରେ! ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆମରା ନାରୀର ଶକ୍ତିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ନାନାଭାବେ ସେଇ ଶକ୍ତିକେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆମରା ଲାଭବାନ ହବାର ଉଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛା କାଜ କରେ ଚଲେ । କାଳେର ନିୟମାନୁସାରେ ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅବିନଶ୍ଵର ।

ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆସଲେ କି? ନାରୀ ଶକ୍ତି ମାନୁଷେର ଜୀବନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ନାମକ ସ୍ଵାମୀ, ପିତା-ମାତା, ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତି, ଆତ୍ମୀୟ-ପରିଜନ ସକଳେର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏର ପ୍ରଭାବ ପରେ । କଥନୋ ତା ଶୁଭଦିକ ଆବାର କଥନୋ ତା ଧଂସେର ଦିକ ନିରମଳ କରେ । ନାରୀ ଆସଲେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ।

ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ପ୍ରଭାବ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ସବଟାଇ କି ଆମରା ବୁଝାତେ ପାରି? ପାରି ନା, ତା ବୋଝାଓ କଠିନ । ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନେକ ରକମେର ହୟ । ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେସବ ନାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପାରେ, ସେଇ ନାରୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେ । ଆର ଯେସବ ନାରୀ ତା ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପାରେ ନା, ସେଇ ନାରୀର କୋନୋ ଅନ୍ତିମ ଥାକେ ନା । କାଜୀ ନଜରଳ ଇସଲାମ ବଲେଛେ, ‘କୋନକାଳେ ଏକା ହୟନିକୋ ଜୟୀ, ପୁରୁଷେର ତରବାରୀ; ପ୍ରେରଣା ଦିଯେଛେ, ଶକ୍ତି ଦିଯାଛେ, ବିଜ୍ୟାଲ୍ୟ ନାରୀ ।’

ଶିଶୁକାଳେ ପୃଥିବୀତେ ଭୂମିଷ୍ଟ ହେଉଥାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅଞ୍ଜନ ଅବସ୍ଥାଯ । ଏହି ସମୟ ଯେ ନାରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସେଓ ଆର ଏକ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ । ପୃଥିବୀତେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ନା ଥାକଲେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିହୀନ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଏହି ନାରୀ ଜନ୍ମଲଙ୍ଘ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟ ହୟ ନା । ସେଇ ନାରୀ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସମାଜେ ହ୍ରଦୟ ଲାଭ କରତେ ହୟ । ତବେ ସବ ନାରୀର ଜୀବନେ ଏହି ପରିଷ୍ଠିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହୟ ନା, ବେଶିର ଭାଗଟି ଏହି ସମସ୍ୟାଯ ଜଜରିତ ହୟ । ବର୍ତମାନ ସମାଜେ ତବୁଓ ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ କିଛୁ କରତେ ପାରେ ।

ନାରୀର କାହେ ବାଲ୍ୟକାଳ ମାନେଇ ସାବଧାନତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ । ଆମାଦେର ସମାଜ ମୁଖୋଶ ପରା ଅତି ସଭ୍ୟ । ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥେକେଇ ଆମାଦେର ସମାଜ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ । ଏହି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜେର ଶୀର୍ଷେ ସର୍ବଦା ଥେକେଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜେର ଶୀର୍ଷେ ଥାକା ମାନୁଷେରା ଜାନତେନ ଯେ ନାରୀଦେର ଅଥଗତି ତାଦେର ଧଂସେର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ନାରୀଦେର ଯଦି ବିକଶିତ ହବାର ସୁଧାଗ ଦେଓଯା ହୟ, ତାହଲେ ତାରା ଏହି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜକେ ଧଂସ କରାର ଶକ୍ତି ରାଖେ । ତାହି ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥେକେଇ ନାରୀଦେର ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବହୁ ବିଧିନିଷେଧେର ମଧ୍ୟେ ବେଁଧେ ରାଖା ହତ । ତାହି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଯତହି ପ୍ରଭାବ ହୋକ ବା ଅସୁର ନିଧନ ସବହି ବାସ୍ତବିକତାକେ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ଅଭିଶପ୍ତ ପରିଣତିର ଦିକେ ଟେନେ ନିଯେ ଆସେ । ନାରୀଶକ୍ତି ବିକାଶେର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟକାଳ । ତବୁଓ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

বাল্যকালে নারীর প্রকৃতির নিয়মানুসারে শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। প্রবেশ করে নারীত্ব, শুরু হয় আঘাতক্ষা করার যুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মানুসারে নারীত্বের বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। প্রস্ফুটিত হয় মহামায়াভরা পৃথিবীর সৌন্দর্য। নারী আসলে মাতৃরূপা।

পুরুষতাত্ত্বিক সমাজ তাই..

পুরুষকে বড় করে।

জেনে রেখো সেই পুরুষকেই,

‘নারী’..... গর্ভে ধারণ করে।।

—শরদিন্দু কর্মকার

নারীর যৌবনকালে নারীশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেছেন, “মেয়েদের চরিত্রের মাধুর্য পাওয়া যায় কুমারী অবস্থায়।” নারী পৃথিবীর বুকে প্রস্ফুটিত ফুল, একেই লানন-পালন করে পুরুষের পৌরুষত্ব। তাই কবিগুরু বলেছেন, “যে পুরুষ অসংশয়ে অবৃষ্টিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।” নারী হল চির আকাঙ্ক্ষিত। নারীই হল প্রেরণা, স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, রাগ-অভিমান ও বেদনার অনুঘটক।

পিথাগোরাস বলেছেন, “মেয়েদের চোখে দুই রকমের অশ্রু থাকে, একটি দুঃখের অপরাতি ছলনার।” নারী সৃষ্টি করতে পারে, নারী অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করতে পারে। যে কোনো সফলতাম পুরুষের পিছনে নারীর অবদান থাকবেই। সেটা প্রত্যক্ষ হতে পারে বা পরোক্ষ ভাবে হতে পারে। নারী অবিনশ্বর, নারী ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের জীবন অসম্পূর্ণ। নারী যেমন সফলতার সহায়ক হয়, তেমনি নারী ধ্বংসেরও মূল ভূমিকায় অবস্থান করে।

প্রাচীন যুগ থেকে নারীর যৌবনের প্রতি পুরুষের আসন্তি। এর ফলে পুরুষ নারীর উপর নির্ভরশীল হয়। এতে সুফল বা কুফলের ইঙ্গিত বহন করে। পুরুষের আস্ফালন বা সহানুভূতি কিছুই নারী শক্তিকে খর্ব করতে পারে না। নারী তা সহনশীল ভাবে গ্রহণ করে। বুদ্ধিমতি নারী প্রকাশ করে না, নিজের সুখ-দুঃখকে বলিদান দেয়। নারী তার শক্তি দিয়ে নারীত্ব রক্ষা করার সারাজীবন চেষ্টা করে।

নারী তার যৌবনের অবসান ঘটিয়ে বার্ধক্যতে পদার্পণ করে। এই সময় নারী তার শক্তির প্রয়োগ ও অপ্রয়োগের হিসাবনিকাশ করে।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

“ସାଧାରଣ ହଲେଓ, ଅତି ଜଟିଳ  
ଦୂର୍ବଳ ହଲେଓ, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଲୀ  
ଦ୍ଵିଧାପ୍ରତ୍ସ ହଲେଓ, ଅତି ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ  
ଏଲୋମେଲୋ ହଲେଓ, ଅତି ଚମର୍କାର

.....ନାରୀ ତୁମି !”

— ନାନ୍ଦନୀଗ ସୁଲତାନା

~ ସମାପ୍ତି ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

শ্রীমতি শ্রীপুর স্রিষ্টি



হৃষী চ্যাটিজের জয়িতা

~গুণ্ঠন উপরিলিঙ্গ~

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

৯৫ ডিজিটাল পন্থিতা

"ভোরের আলোয় যেভাবে পাখিদের ডাক জানান দেয়, সকাল হয়েছে এবার। ঠিক সেভাবেই আমি প্রকাশিত হব একদিন, বাকিটা সময় বুঝে নেবে।".....

- দাদা বাবু, ও দাদাবাবু, চলো বিছানায় গিয়ে শোবে।

টুম্পা দি তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে চোখ খুলল শিবাংশ। পাশে রাখা কাঁচের গ্লাসে তখনও স্কচের এক সিপ আছে। বারান্দার আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় কোন রকমে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোটে রাখল ও, দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে মুখের চারিদিকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে বুকের ওপরে রাখা লাল রঙের ডায়েরিটার শেষ পাতায় উপরের লেখাটা আরো একবার পড়ল, গভীর অর্থ আছে এই লাইনগুলোর। আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শিবাংশ একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল

- মিস চ্যাটার্জি, আমি আসছি।

-----দিন দশেক আগে-----

-সাইবারক্রাইম কোন ছেঁদো পকেটমারের কাজ নয়, এটার জন্য মস্তিষ্ক দরকার বুঝলে? হা করে দেখছো কি? ভেরিফাই দা আইপি অ্যাড্রেস অফ দ্য লাস্ট লগ ইন একাউন্ট। প্লীজ ডু ইট ফাস্ট।

- ইয়েস স্যার, আপনাকে একবার মহেন্দ্র বাবু ডেকেছেন।

সকাল এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট, লালবাজারের স্পেশাল ব্রাঞ্চে এখন কর্মব্যস্ততার অন্ত নেই। পুলিশ কমিশনার মহেন্দ্র বাবুর জরুরি তলবে শিবাংশ গিয়ে পৌঁছলো সেখানে।

- মে আই কাম ইন স্যার?

- ইয়েস প্লীজ হ্যাভ এ সীট।

-থ্যাক্ষ ইউ স্যার।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

মহেন্দ্র বাবুর কেবিনে আরো দুজন অফিসার আছেন বসে। মহেন্দ্র বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন  
সবার সাথে।

- অফিসারস্মি, দিস্ট্রিক্ট S.S.C ওরফে শিবাংশ সেনগুপ্ত, মোস্ট ট্যালেন্টেড ইয়ং অফিসার, হি  
উইল টেক অফ দ্য কেস অফ মিস তঙ্গী চ্যাটার্জী। কি জানো শিবাংশ অত্যন্ত কর্তৃত এক বিষয়,  
এই কাজটা আমি নিজে তদারকি করছি কারণ তঙ্গী চ্যাটার্জী এই বিভাগের সবচেয়ে সাহসী  
অফিসার গতকাল রাত থেকে তিনি নিখোঁজ আমাদের সন্দেহ ওনাকে কেউ কিডন্যাপ করেছে।
- আপনার কেন মনে হচ্ছে উনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে? উনিতো স্বেচ্ছায় কোথাও গিয়ে  
থাকতে পারেন।
- সেটা আমাদেরও মনে হয়েছিল, কিন্তু উনি নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন আগেই আন্তর্জাতিক নারী  
পাচারের একটি পুরো দলকে প্রমান  
সহ গ্রেফতার করেছিলেন। তার ঠিক  
একদিন বাদেই ওনার কাছে একজন  
এগারো বছরের মেয়েকে পাশবিক  
অত্যাচারের ভিত্তিও আসে। আর  
সেইদিন রাতেই আগুন লাগে  
আমাদের মাল খানার এক অংশে।  
আগুন নেভানো হলে দেখা যায় কিছু  
গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আর নেই। এর এক  
দিন পরেই উনি নিখোঁজ। শিবাংশ,  
ওনাকে খুঁজে তোমাকেই বের করতে  
হবে।
- বেশ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।
- দ্যাটস গ্রেট। সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত আর অফিসার নীল তোমাকে অ্যাসিস্ট করবে।

আজ থেকে লেগে পরো।



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

- ওকে স্যার আমি চার্জ নিচ্ছি আর কেস ফাইল দেখে নিচ্ছি। আমি তাহলে উঠি।
- ওকে। তুমি যেতে পারো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে S.S.G. বেরোতে যাবে ইতিমধ্যেই মহেন্দ্র বাবু ডাক দিলেন,

- তুমি একটু দাঁড়িয়ে যাও, কিছু কথা আছে।

বাকি অফিসারদের বিদায় দিয়ে মহেন্দ্র বাবুর বললেন,

- রূদ্র, তোমার ওপর অনেকটা ভরসা, এনাকে কিন্তু উদ্ধার করতেই হবে। আর তোমাকে একটা ডায়েরী দিচ্ছি তোমার কাজে লাগবে।
- আই উইল ডু মাই বেস্ট স্যার। আর স্যার আমি শিবাংশ, রূদ্র আর নেই।

এটা বলে শিবাংশ নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল হাতে একটা লাল রঙের কভারের ডায়েরি অনেকগুলো খটকা একসাথে আছে। প্রথম খটকা, ওনার মত একজন অফিসার নিজের সুরক্ষা নিলেন না কেন? এই ধরনের থ্রেট যে আসবে তিনি কি সেটা জানতেন না? দ্বিতীয় খটকা, মালখানায় আগুন কোন বাইরের লোকের পক্ষে লাগানো একটু অসম্ভব, তাহলে লাগল কি করে? কেবিন এর ভেতরে চুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে শিবাংশ ভাবতে লাগল, যেভাবে হোক জট ছাড়াতেই হবে, মিস চ্যাটার্জিকে উদ্ধার করতেই হবে।

- আসবো স্যার?
- হ্যাঁ বস। তুমি সুব্রত আর তুমি মনে হয় নীল? কল রেকর্ড পাওয়া গেছে? মিস চ্যাটার্জি লাস্ট লোকেশন কোথায়?
- সরি স্যার, এখনো কিছুই হয়নি। আমি এখন সমস্ত কিছু স্টার্ট করছি, আপনার অর্ডার এর অপেক্ষায় ছিলাম।
- মানেটা কি? আপনারা সত্যিই.... যাইহোক, আমার সমস্ত তথ্য চাই। আজ বিকেলে মিস চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে যাব। ফরেনসিক টিমকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

নীলার সুন্দর কেবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়েছে শিবাংশ। ইতিমধ্যে সুন্দরতর ফোন। -হ্যালো, কি আজ ফরেনসিক টিম এভেলেবেল নেই তো? -ঠিক স্যার, তবে একটা খবর আছে। মিস চ্যাটার্জি যে ফ্ল্যাটে থাকতেন তার দারোয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে বয়ান নিয়েছি। যেদিন রাতে উনি নিখোঁজ হন, সেদিন বাড়ির সামনে একটা কালো রঙের এসইউভি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ির নাম্বার wb12a-2634।

- সে ঠিক আছে, কিন্তু এরকম গাড়িকে কেন দারোয়ানের সন্দেহজনক মনে হলো সেটা জানা দরকার। ফ্ল্যাটের বাইরে থাকতেই পারে গাড়ি। নাম্বার টা সম্পর্কে খোঁজ নাও, গাড়ির মালিককে খোঁজো। আর আজ আমি বেরোচ্ছি, কাল সকালে দলকে প্রস্তুত থাকতে বলো।
- ওকে স্যার।

কে এই তম্বী চ্যাটার্জী! ডায়েরীটা পড়া দরকার। বাড়িতে গিয়ে পড়তে হবে, এই ভেবে শিবাংশ বেরোতে যাবে, হঠাৎ ইঙ্গিপেষ্টের অসীম মন্তব্য এর সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

- তম্বী চ্যাটার্জির কেসটা তুমি দেখছ তাহলে?
- হ্যাঁ, তেমনই তো নির্দেশ। আপনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করছেন?
- না এমনি, তুমি বোধহয় এখনো জানো না তম্বী চ্যাটার্জি কে! যাই হোক সব জানতে পারবে। শুভকামনা রইলো। আজ চলি, দেখা হবে।
- শুভরাত্রি।

অসীম বাবুর কথাটায় বার বার খটকা লাগছে! কি এমন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কে জানে, কতগুলো জিনিসকে সাজাতে হবে। তবে তারও আগে দরকার ডাইরি টা পড়া। আজই শেষ করতে হবে।

ঘরে ঢুকে টুম্পাদিকে ডেকে শিবাংশ বললো,

- দিদি, আজ একটু মেটের ঝাল রান্না করো তো।
- তুমি আজকেও ওই সব গিলবে, পারি না বাপু, সব রান্না কি হবে এখন।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଶଂଖପୁରସ୍ତ୍ରୋଦୟମ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

-- ଥାକ ନା, ହେଁ ଯାବେ ସବ ଖାଓୟା କାଳ ସକାଳେ , ଆଜକେ ଜଟ ଛାଡ଼ାତେ ହବେ । ମେଟେର ଝାଲ ଆର କ୍ଷଚ, ଆହା, ଦାରଳନ ମେଲ ବନ୍ଧନ, ବୁଝାଳେ?

ବଲେ ହାସତେ ହାସତେ ଘରେର ଭିତର ତୁକେ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରେ ଦିଲୋ ଶିବାଂଶ । ଟୁମ୍ପାଦି ଜାନେ, ଏହି ସମୟ ଦରଜା ବନ୍ଧ ଆର ରାତେ ମେଟେର ଝାଲ ମାନେ ଆରୋ ଏକଜନେର ଆଗମନ ହବେ । ଆର ସେଚି ହଲାମ ଗିଯେ ଏହି ଆମି, ଘରେ ତୁକେଇ ରଙ୍ଗଦା ଫୋନ କରଲ ଆମାୟ, ଆମି ମାନେ ଶ୍ରୀମାନ ରଙ୍ଗନ ଅଧିକାରୀ ଓରଫେ ରାଜା ।

-- ରାଜା ଆମାର ବାଢ଼ି ଚଲେ ଆଯ , ଏକଟା କ୍ଷଚ ନିଯେ, ଆର ବାଢ଼ିତେ ବଲେ ଦିବି , ଆଜ ତୁଇ ଫିରଛିସ ନା । ଏକଟା ଦାରଳନ କେସ ଆଛେ, ତୋର ଭାଲୋ ଲାଗତେ ପାରେ ।

-- ସେ ଆର ବଲତେ , ଆମି ଏଖୁନି ଆସଛି ॥

ରଙ୍ଗଦା କେ ଆମି ଅନେକ ଛୋଟ ବେଳା ଥେକେ ଚିନି । ଏକଦମ ନାଦୁସ ନୁଦୁସ ଦେଖତେ ଛିଲ, ପାଡ଼ାଇ ଓକେ ସବାଇ ନାଦୁସ ବଲେ ଡାକତୋ । ପାଯେର ତଳା ଦିଯେ ବଲ ଗଲେ ଯାଓୟା ଥେକେ ରେସେ ଲାସ୍ଟ ହୋୟା, ସବ ରକମ ଏକ୍ସପ୍ରେରିସେନ୍ ଆଛେ । ତବେ ଖୁବ ଭାଲୋ ମନେର ମାନୁଷ ଛିଲ, ଆମରା ଯାରା ଛୋଟ ଛିଲାମ, ଆମାଦେର ସାଥେ ଦେଶ ବିଦେଶେର ଗଲ୍ଲ କରତୋ । ପ୍ରତି ରବିବାର ସବାଇକେ ଦୁ ଟାକାର ଚୁରମୁର ଖାଓୟାତୋ । ତାରପର ସଥିନ ବଡ଼ ହଲୋ, ପାଡ଼ାର ରିମ୍ପା ଦିଦିର ସାଥେ ବେଶ ଇନ୍ଟୁ ପିନ୍ଟୁ ଛିଲ । ଆମାୟ ଦୁଜନେଇ ଖୁବ ଭାଲୋବାସତୋ, ରିମ୍ପା ଦିଦି ଚାଇତୋ ପୁଲିସ ହତେ, ଆର ରଙ୍ଗଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟାର ହତେ । ଓଦେର ପ୍ରେମେର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ ଆମି ॥ ବହୁର ଦୁଯେକ ଆଗେ ରିମ୍ପାଦି କୋଥାଯ ଯେନ ଚଲେ ଗେଲ, ସବାଇକେ ଛେଡ଼େ, ରଙ୍ଗ ଦା କେମନ ପାଗଲ ପାଗଲ ହେଁ ଗିଯେଛିଲ । ଯେ ଛେଲେ ନେଶା କରତୋ ନା, ସେ ନେଶାଯ ଡୁବେ ଗେଲ, ଆମରା ଅନେକ ବୋଝାଲାମ, ଆମାୟ ନିଯେ ବିକେଳ ବେଳା ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ ଆସତୋ, ବଲତୋ ଆମି ରିମ୍ପା କେ ଛାଡ଼ା ଏକଟା ଜୀବନ୍ତ ଲାଶ , ବୁଝାଲି? ଆମାର ସବ କିଛୁ କେମନ ସେଇଁ ଗେଛେ, ସାମନେର ଏହି ଗଞ୍ଜାର ମତନ ଶୁଦ୍ଧ ଭେସେ ଥାକତେ ଇଚ୍ଛା କରଛେ । ଆମି ବଲତାମ, ତୁମି ଚିନ୍ତା କରୋ ନା, ରଙ୍ଗଦା, ରିମ୍ପା ଦି ଠିକ ଫିରେ ଆସବେ । ତାରପର ହଟାଏ ରଙ୍ଗ ଦା କେମନ ଯେନ ପରିବର୍ତନ ହେଁ ଗେଲ, ସବାର ସାଥେ ବ୍ୟବହାର ବେଶ ରକ୍ଷଣ, ଆମାର ସାଥେ ଛାଡ଼ା । ଦିନରାତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଆଜ ଏହି ଜାଯଗାତେ ଏସେ ଦାଁଡିଯେଛେ । ଆମାୟ ନିଜେର ସାଗରେଦ୍ଵ ବଲେ ଆଜକାଳ, ଆମାର ବେଶ ଭାଲୋଇ ଲାଗେ । କୋନୋ କଠିନ କେସ ପଡ଼ିଲେ ଆମାୟ ଗଲ୍ଲ ବଲେ । ଏହି ଆଜ ଯେମନ ଡେକେଛେ ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

রংদ্রদার বাড়িটা একটু সেকেলে, একাই থাকে এই বাড়িতে, বড় বড় ঘর, দালান, খাবার ঘর, বারান্দা, উঠোন, একটা আস্ত লাইব্রেরি আছে, সেখানে আমার অবাধ যাতায়াত। আমি যাই, বই পড়ি, লাইব্রেরির ঠিক পিছনেই রংদ্রদার ঘর, ওখানে আমার আর টুম্পাদি ছাড়া কারোর এন্ট্রি নেই। ঘরে লাগোয়া একটা বড় বারান্দা আছে, সেখানে আরাম কেদারা রাখা থাকে। ওই বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গার উপর সূর্যাস্ত, সে এক অনিবর্চনীয় দৃশ্য।

আমি সটান গিয়ে হাজির রংদ্রদার বারান্দায়,

-- ও তুই এসে গেছিস? বস।

-- তারপর জরুরি তলব? কিছু দারুণ খবর আছে বলে মনে হচ্ছে।

-- সে তো বটেই। ডাইরি টা দেখ। আর টুম্পাদির মেটে রাখা হলে, ক্ষচ দিয়ে খেতে খেতে শুনবো। তুই পড়বি। আর শোন এনেছিস তো, আর টাকা কোথায় রাখা থাকে তো জানিস, নিয়ে নিবি।

কিছুক্ষন একথা সেকথার পর টুম্পাদি, মেটের ঝাল আর মাংস দিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। রংদ্র দা, একটা সিগারেট ধরিয়ে আর ফ্লাসে ক্ষচ ঢেলে চুমুক দিলো। আর ইশারায় আমাকে পড়তে শুরু করতে বললো।

আমিও লাল রঙের ডাইরি টা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম।

ডাইরি টা বেশ সুন্দর দেখতে, মনে হলো যে লিখেছে সে নিজে হাতে বাঁধিয়েছে। ডায়রি টা যেসে রকম নয়, লাল মোড়কে মোড়া, মোড়ক টা খুলতে আসল জিনিষ টা বেরিয়ে এলো, কিন্তু locked ডাইরি আগে শুনলেও, এই প্রথমবার প্রত্যক্ষ করলাম। লক টি কোডেড লক, অর্থাৎ কোড না পেলে ডায়রি পড়া যাবে না। আমি রংদ্রদা কে জিজ্ঞাসা করলাম, এত কোডেড, তুমি কি জানো, কি কোড বা কোনো ইঙ্গিত?

রংদ্রদা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, সারাক্ষন যন্ত্র নিয়ে থাকলে হবে, ওদিকে লাল মোড়ক টা ভালো করে দেখ, একটা কবিতা লেখা আছে, পড়।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ঠিক তাই, খুব ছোট করে খয়েরি রঙের কালী তে লেখা

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

" ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଛାତାର ତଳାୟ, ଲିଖଛୋ ତୁମି ଡାଯେରି,  
କୃଷ୍ଣ ଆଛେ ଅମରାବତୀ, ରାଧାର ସାଥେ ଆଡ଼ି,  
ଖୁଜଛୋ ଯା ଆଛେ ଏତେ, ଛାତାର ରଙ୍ଗେ, ଲେଖାର ପାତାୟ,  
ନାମେର ସାଥେ ଯୋଗ ନାଡ଼ିର, ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ ତାର ବାଡ଼ି,  
ଚାଇଛୋ ଯଦି ତାର ନାମ, ରଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁର, ଜାୟଗାର ସାଥେ, ଶିବେର ଅନ୍ୟ ନାମ ।"

-- କି ବୁଝାଲି?

-- ବୁଝତେ କିଛୁ ପାରଲାମ ନା, ତବେ ଶେଷ ଲାଇନ ଟା ଆସଲ ଇଞ୍ଜିଟ ।

-- ଠିକ ଧରେଛିସ, ରଙ୍ଗ ହଲୋ ଲାଲ, ବନ୍ଧୁ ହଲୋ ଡାଇରି ଆର ଛାତା, ଜାୟଗାର ନାମ ଅମରାବତୀ, ଶିବେର କି କି ନାମ ଆଛେ ବଲତୋ ଚଟ କରେ?

-- ମହାଦେବ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ପରେଶନାଥ, ନଟରାଜ, କେଦାରନାଥ-

-- କୈଲାସ ପର୍ବତ ଓ ବଲେ ଦେ ।

ଆରେ ତା ନୟ, କିନ୍ତୁ ଆରୋ ଏକଟା କଥା ଲେଖା ଆଛେ ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ ବାଡ଼ି ବଲେଛେ, ମାନେ ଏମନ କେଉଁ  
ଯାର ବାଡ଼ି ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ, ରନ୍ଦ୍ରଦା ରେଗେ ଗିଯେ ବଲଲୋ, cid ଆଜକାଳ ବେଶ ଦେଖିସ ନାକି, ଏକଇ  
କଥା କେ ସୁରିଯେ ବଲିସି, ଶୋନ ଆରୋ ଏକଟୁ ଖୁଜେ ଦେଖ, କି ନାମ ପାଓୟା ଯାଯ, ଆମି ଭାବତେ  
ଭାବତେ ବଲଲାମ, ଆଛା ଏହି ତଥୀ ମ୍ୟାଡାମ ତୋ ତୋମାଦେର ଡିପାର୍ଟମେନ୍ଟ ଇ, ରନ୍ଦ୍ରଦା ଘର ନେଢ଼େ ବଲଲୋ  
ହାଁ, କିନ୍ତୁ ଆମି କଥିନୋ ଦେଖିନି, ଉନି ଏକଟି ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜେର ଦାୟିତ୍ୱେ ଛିଲେନ ।

ଆମି ଏକଟୁ ଆକାଶେର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲାମ, ତୋମାଦେର ଡିପାର୍ଟମେନ୍ଟ ର କତ ଜନେର ବାଡ଼ି ଗଞ୍ଜାର  
ଧାରେ,

ଏରମ ଅଡ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛିସ କେନ? ତୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିତେ ରନ୍ଦ୍ରଦା, ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ,  
ଆମି ବଲଲାମ, ଆରେ ବଲୋ ନା, ରନ୍ଦ୍ରଦା ସିଗାରେଟ ଏକଟା ଟାନ ମେରେ ଧୋଯା ଛାଡ଼ିତେ ବଲଲୋ,  
ଆମାର ବାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ । ଆମି ଏକପ୍ରକାର ଚେଁଚିଯେଇ ଉଠିଲାମ, ବଲଲାମ ରନ୍ଦ୍ରଦା, ପେଯେ  
ଗେଛି କୋଡ, ଦାଁଡାଓ, ବଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଇରିର ଲକେ ଏ ଗିଯେ କ୍ରିନେ ଲିଖିଲାମ RUDRA ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ ମଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଏକଟା ଖଟ କରେ ଆଓଯାଜ ହଲୋ ଆର ଡାଇରିର ଲକ ଟା ଖୁଲେ ଗେଲ । ରଙ୍ଗଦାର ଘୋର କାଟେନି, ଏଥନୋ ହା କରେ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଯେ ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ ତୁଇ କି କରେ ବୁଝିଲି,

ଆମି ଏକଟୁ ନିଜେର ପିଠ ଚାପଡ଼େ ବଲଲାମ, ଦେଖୋ ଗଙ୍ଗାର ପାରେ ତୋମାର ବାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ,ଶିବେର ଆରେକନାମ ରଙ୍ଗ, ଆର ଯଦି ରଙ୍ଗ, ବସ୍ତ, ଜାଯଗା, ଏଗୁଲୋକେ ଏକସାଥେ ଇଂଲିଶେ ଲିଖି, ତାହଲେ Red, Umbrella, Diary, Amrabati । ଏଦେର ପ୍ରେଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁଲୋ ଦେଖୋ, R, U, D, A । ଏବାର ଏସୋ "କୃଷ୍ଣ ଆଛେ ଅମାରାବତୀ, ରାଧାର ସାଥେ ଆଡ଼ି," ଏଇ ଲାଇନେ, କୃଷ୍ଣ ଥେକେ k ଆର ରାଧା ଥେକେ R , ତାହଲେ ଏଇ ଦୁଟୋ ଅକ୍ଷର କେ ଯଦି ସାଜିଯେ ଦି ତାହଲେ ଦେଖା ଯାଯ, k ଦିଯେ କିଛୁ ଦାଁଡାଚେଛ ନା, କିନ୍ତୁ ରାଧାର R ଦିଯେ ଦେଖିଲେ ବୋବା ଯାଯ ଏଇ ଏକଟାଇ ଅକ୍ଷର ମିସ ହଚିଲ, ତାହଲେ R,U,D,A ଆର ରାଧାର R ଯୁକ୍ତ କରଲେ ଯେଟା ହୟ ସେଟା ହଲୋ ରଙ୍ଗ ।

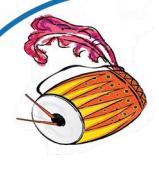
ରଙ୍ଗଦା ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲୋ, ଛନ୍ଦ ମେଳାନୋ କବିର ମତୋ ନା ବଲେ , ତୁଇ ଯେ keypad ଏ

ଅନେକବାର key ପ୍ରେସ ହୋଯାର ପର ଯେ ତାର ଉପର ଆବହା ଏକଟା ଦାଗ ଥେକେ ଯାଯ, ସେଟା ଦେଖେ ବୁଝିଲି, ସେଟା ବଲଲେଇ ତୋ ହୟ । କବିତା ମାନେଇ ସମାଧାନ କରତେ ହବେ ନାକି । ବଲେ ହାସତେ ଥାକଲୋ, ଆମାର ବିଶ୍ଵେଷଣ ଟା ଯେ ଯେଭାବେ ଖିଲ୍ଲି ହରେ ଯାବେ ବୁଝିଲେ ପାରିନି, ଆମି ଏକଟୁ ଅଭିମାନେର ସୁରେଇ ବଲଲାମ ଆମି ଆସାର ଆଗେଇ ତୁମି ଯେ ଲକ ଖୁଲେଛୋ ସେଟା ବଲଲେଇ ହତୋ ।



ତାହଲେ ତୁଇ ମାଥା ଟା କି ଆର ଘାମାତିସ,  
ବଲେ ହାସତେ ହାସତେ ବଲଲୋ, ଶୋନ

ଭାବାର ସାଥେ ବିଶ୍ଵେଷଣ କରାଓ ପ୍ରୟାଣ୍ଟିସ କର ବୁଝିଲି, ଆମି ଡାଇରିର ପାତାଟା ଖୁଲିଲେ ଯାବୋ, ରଙ୍ଗଦା ବଲଲୋ, ତବେ ତୋର ଏକଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରା ଉଚିତ ଛିଲ, ନାଡ଼ିର ଟାନ ଏର ସାଥେ ବାକି ଲାଇନ ଗୁଲୋର କୋନୋ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, ଆର ଆମାର ନାମଟାଇ ବା କେନ ଲେଖା ।





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আমি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গিয়েও কেমন যেন গলাটা কেঁপে গেল, গোধূলিতে তখন গোলাপি আকাশ ধীরে ধীরে কালো হচ্ছে, গঙ্গায় জোয়ার আসার সময় হলো, সূর্য অস্ত গেছে, রঞ্জন্দা এক দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে, সিগারেটের ধোঁয়াতে মুখটা আবছা হয়ে গেছে, আমি যেটা ভাবছি, রঞ্জ দাও কি সেটা ভাবছে?

ডাইরি টা খুলে প্রথমেই যেটা দেখে খুব ভালো লাগলো সেটা হলো, হাতের লেখা! কি দারুণ, আর সাথে সাথে বুকটা ধড়াস করে উঠলো, এই লেখা টা যে আমার খুব চেনা। চুপ করে আছি দেখে রঞ্জ দা বললো, "কিরে শুরু কর! মেটে যদি শেষ হয়ে যায়, তোকেই দৌড় করাবো বলে দিলাম।" আমি বললাম শুরু করছি,

বলে পড়তে শুরু করলাম,

"আমার নাম না থাক, বলবো কেন, খুঁজতে হবে, আজ আমার সবচেয়ে খুশির দিন, আজ শুধু মনে হচ্ছে, আমি শুধু পিছিয়ে পরে থাকিনি, আমিও বাবার মতো আজ পুলিশ অফিসার হয়েছি, মেয়ে আজ বাবার সাথে অফিসে গেছে। এর আগেও গেছি, কিন্তু আজ পুরোপুরি অন্য রকম। বাবা যদিও বলে দিয়েছে, অফিসে পা দিলে তখন থেকে আমি শুধুই (IPS)স্পেশাল ব্রাংশ অফিসার। প্রথম দিন সবার সাথে পরিচয় করেই কেটে গেল, তারপর মনে হলো, একটা দিনলিপি লিখবো, সেখানে আমার মন আর আমি কথা বলবো। সেই ভেবেই লিখতে বসছি, আজ পাগলটার সাথে দেখা হলো। সারাক্ষন কি যে মুখের দিকে চেয়ে থাকে কে জানে, আজ একটু বেশিই বকে ফেলেছি। কি আর করবো, নিজের কেরিয়ার নিয়ে একটুও ভাববে না, সবসময়ই আমি আর আমি, ভাবের জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কি করবো আমি, ওর মায়া চোখ দেখলেই যে মনটা কেমন হৃ হৃ করে ওঠে, আজ একটা কি সুন্দর গোলাপ এনেছিল আমার জন্য, রাগ ভাঙ্গবে বলে। আমার এত পছন্দ হয়েছে, তাই আজ বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। যতবার বলতে গেছি ওর চোখ আর ওর আমার কোলে শান্তির আস্তানা আমায় আটকে দিয়েছে। কিন্তু বলতে যে হবেই। কি ভাবে কে জানে। যাই হোক ভালো খারাপ নিয়েই তো জীবন চলছে, চলুক। আবার যেদিন লিখতে ইচ্ছে করবে লিখবো।"

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

এতটা পরে আমি রংবন্দুর দিকে তাকালাম, রংবন্দু আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, স্থির দৃষ্টি, মনের ভিতর কেউ যেন জোর করে অনেক গুলো পাতা পিছনের দিকে ওল্টাতে শুরু করেছে। আমি বললাম, "কি গো রংবন্দু পড়বো? রংবন্দু, ও রংবন্দু শুনছো?"

--পড়ত বিকেলে, নিকোটিনের পোড়া গন্ধে অতীত পুড়ে মরে। হাঁ, পড়তে থাক, তুই যেটা ভাবছিস হয় তো আমিও সেটাই ভাবছি।

আমি আর কিছু না বলে আবার পড়তে শুরু করলাম,

"আজ বেশ কয়েকদিন পর আবার দিনলিপি লিখতে বসেছি, আজ কিছু সূত্র হাতে এসেছে,

সেগুলোকে লিখে রাখা দরকার। ও তার আগে আমার প্রথম কেস সম্পর্কে লিখে রাখি, আমি অত্যন্ত খুশি এই কেস টা পেয়ে। কলকাতা শহরে বেশ কিছুদিন ধরে কিছু মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের বয়স পনেরো থেকে আঠারো বছর এর মধ্যে। প্রায় চৌদ্দ জন এর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রত্যেকেই বেশ অঙ্গুত ভাবে নিখোঁজ। একই দিনে! এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব ভাবাচ্ছে, এসব ভাবতে ভাবতে দেখি, বাবার ফোন, বললো আমাকে এই কেসে হেল্প করতে আর একজন অফিসার কে নিযুক্ত করা হচ্ছে রণদীপ সিংহ। আমি বললাম বেশ তাহলে রণদীপ কে পাঠিও দিও সময় মতো। রণ কিছুক্ষন পরেই আমার সাথে দেখা

করতে এলো, বেশ ভালো কথাবার্তায়, আমার থেকে বয়সে একটু বড়ই হবে, বেশ ভালো ব্যক্তিত্ব। ওর কথায় জানতে পারলাম, মেয়েগুলো নিখোঁজ আর তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আজ সত্যিই বেশ অন্যমনস্ক, পাগলটা অনেকবার ফোন করেছে ধরা হয়নি, যাই হোক, কাজের জায়গাতে ফিরি। আমি রণকে বললাম, "চৌদ্দজন মেয়ে যাদের এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি, তাদের নাম আর এলাকা চিহ্নিত করো। একটা স্পেশাল অপারেশন টিম বানাও, তবে বেশি জন নয়।" কেস টা আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, চৌদ্দজন একসাথে নিখোঁজ, কি করে



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

সন্তুষ্ট, পুরো ঘটনা গুলোকে সাজাতে হবে আবার, সমস্ত কিছু নতুন করে আবার খুঁজতে হবে। আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম, গঙ্গার ধারে প্রতিদিনের মতো আজও পাগলটা বসে আছে, আগে এসে, আমি গিয়ে পাশে বসতেই এমন করে তাকালো যেন শান্তি খুঁজে পেয়েছে, সেই মায়া ভরা চোখ, উক্ষেৰ খুঁক চুল আৱ ঢলচলে জামা, কতবাব বলেছি, ওৱে একটু একটু নিজেকে গোছা, তা না, কে কাৰ কথা শোনে, আমাৰ কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলে আমাৰ কোলে স্বৰ্গ খুঁজে পায়। বিকেলের ছায়ায়, আমাৰ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কি যে খোঁজে, কে জানে! বলে উল্লেখিক থেকে আমাৰ মুখ দেখলে নাকি ওৱ ভাৱী মজা লাগে। আমাৰ ইচ্ছা করে, ওৱ এলোমেলো চুল গুলোতে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দিতে, মাৰো মাৰে আবার আঁকড়ে ধৰে কেঁদে ফেলে, ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছেলে। অথচ এই যখন রাস্তার পাশ দিয়ে যায়, সবসময় নিজেৰ বাঁদিকে রাখে, হাত ধৰতে চায় বটে, আমিই ধৰতে দিই না, বেশ মজা লাগে ওৱ ওই কৱন ষ মুখটা কেমন যেন আৱো মায়াবী হয়ে যায়। আমি কখনো ওকে এত কিছু বোৰাতে পারি না, শুধু আমাৰ মনেৰ মধ্যে এগুলো হয়ে যায়। আমি শুধু অনুভব কৰি আৱ ভাৱি, আমাৰ সত্যিটা যেদিন ও জানবে, সেদিন ও ঠিক কি কৰবে? আদৌ কি কোনোদিন জানতে পারবে? এই ভায়েৰি টা যদি কখনো হাতে পায়, বুৰাতে পারবে আমিও পাগলেৰ মতো ভালোবাসি, আমাৰ প্রতিটা মুহূৰ্তে শুধু তুই আছিস।"

রঞ্জন্দা একমনে সামনেৰ দিকে তাকিয়ে নিথিৰ হয়ে দাঁড়িয়ে, মুখেৰ মধ্যে একটা কালো ছায়া ঘনীভূত হয়েছে। সিগারেটেৰ ধোঁয়ায় চোখেৰ কোণে ওটা কি কোনো বিন্দু? কে জানে, আমিও যত পড়ছি অবাক যাচ্ছি, এও কি সন্তুষ্ট?

আবার পড়তে শুরু কৰলাম,

" রণ এসে আজ সকালে খবৰ দিলো যে চোদজন মেয়েৰ মধ্যে দুজন খুন হয়েছে, খুনেৰ ধৰণ এক রকম , বাড়িৰ দৱজাৰ সামনে উঠোনে, পিছন দিক থেকে কেউ গলায় কিছু দিয়ে পেঁচিয়ে হত্যা কৰেছে, কোনো প্ৰমাণ রেখে কৰেনি। আৱ হাতেৰ ডানদিকেৰ তালুতে একটা অঙ্গুত চিহ্ন আছে, তাহলে কি এটা সিৱিয়াল কিলিং? হতে পাৱে, কিন্তু প্ৰশ্ন একটাই সচাৱচৰ সিৱিয়াল কিলাৱৱা একই রকম পদ্ধতি ব্যাবহাৰ কৰতে পাৱে কিন্তু একই সময় তাৱ আবার দুজনকে? কি কৰে সন্তুষ্ট? চোদজন মেয়ে, সকলেৰ বয়স কমপক্ষে পনেৱো থেকে আঠাৱো বছৱেৰ মধ্যে, রণ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

জানালো, প্রত্যেকের খুন করার সময় পর্যন্ত এক, ঠিক রাত্রি এগারোটা। আমি রণকে প্রত্যেকের ডিটেইলস আলাদা আলাদা করে পাঠাতে বললাম, সূত্র আছে, কিন্তু ধরতে হবে। আর ওই চিহ্ন, ওটাকে ভালো করে ক্ষেচ করিয়ে খুঁজতে শুরু করতে হবে, কোথায় এর অস্তিত্ব। বিকেলের মধ্যে রণ এসে জানালো, ক্ষেচ তো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোনোরকম ভাবে এর খোঁজ পাওয়া সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না। আরও একটা অদ্ভুত তথ্য এসেছে, এরা প্রত্যেকেই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, প্রত্যেকেই তাদের বাবা মা এর দ্বিতীয় সন্তান। তবে আরও একটা সমস্যা আছে, এরা প্রত্যেকেই এক স্কুলের ছাত্রী, মানে, যারা দুজন খুন হয়েছে। আমি রণকে চোদজনের প্রত্যেকের নিখোঁজ হওয়ার দিন, সময় এবং জায়গা, যেখান থেকে শেষবারের মতো তাদের সাথে যোগাযোগ করা গিয়েছিল, তার সমস্ত তথ্য জোগাড় করতে বলেছি, সাথে সাইবার দলকে বলেছি, প্রত্যেকের ফেসবুক প্রোফাইলের অ্যাস্ট্রিভিটি স্ট্যাটাস চাই, আমি নিজে তদারকি করতে চাই। যে দুজন খুন হয়েছে তাদের নাম, রিতশ্রী এবং স্মিতা।

পরের দিন আমি, রণ আর আমাদের স্পেশাল অপারেশন টিম বেরিয়ে পড়লাম রিতশ্রীর বাড়ির দিকে। রিতশ্রীর বাড়ি বালিগঞ্জ এর কাছে, বাড়ির সামনে একটা আগেকার দিনের উঠোনের মতো জায়গা, পাশে বাগান, তার পর মূল বাড়ির দরজা। মেইন রোড থেকে বাঁদিকে বেঁকে সোজা গলি দিয়ে ঢুকে এসে লাস্ট বাড়ি। অর্থাৎ, কোনো বড় গাড়ি ঢুকতে পারবে কিন্তু তাকে রিভার্স হয়ে বেরোতে হবে। মূল দরজার সামনে পরে ছিল রিতশ্রীর দেহ, অর্থাৎ উঠোনের বাইরে, দরজার সামনে। আমি রণকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত বড় বাড়ি কিন্তু কোনো সিকিউরিটি গার্ড বা সিসিটিভি ক্যামেরা নেই কেন? রণ জানাল, রাতে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কোনো গার্ড থাকে না, ওই সময় ডিউটি পরিবর্তন হয়। বাড়ির ভিতরে রিতশ্রীর বাবা- মা এর সাথে দেখা হলো। সময় টা সত্যিই খুব খারাপ কাউকে কিছু প্রশ্ন করার পক্ষে। কিন্তু, কিছু করার নেই। আমি চারিদিকটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বললাম, স্পেসিফিকালি রিতশ্রীর ঘর এবং ওর ল্যাপটপ।

রিতশ্রীর বাবা কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কখন জানতে পারলেন, ওর বাবা বললো যে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওদের সিকিউরিটি গার্ড দেখে রিতশ্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তখন ওনাকে ডেকে নিয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এম্বুলেন্স ডাকলেন না কেন, তাতে উনি বললেন pulse পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই ওনাদের এই পাড়ারই ডষ্টের সুবিমল শর্মা কে ওরা খবর

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

দেন, তিনি এসে দেখেন, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কাউকে সন্দেহ হয় কিনা? আর সাথে এটাও জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো টাকা পয়সার ডিমান্ড এসেছিল কিনা? উনি বললেন কোনো ফোন আসেনি, তবে নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন আগে রিতশ্রী ওনার থেকে দশ হাজার টাকা চায়, কোনো এক ওয়েবসাইটে কি যেন ট্রেনিং হবে, সেই ব্যাপারে।

রিতশ্রীর ঘর থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি, ওর ল্যাপটপ ছাড়া। আমি বাড়ি টা ভালো করে আর একবার ঘুরে রণ কে বললাম, রিতশ্রীর ফোন আর ল্যাপটপ হচ্ছে আমাদের একমাত্র সূত্র। স্মিতার বাড়ি থেকেও এগুলো বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ও যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে সেগুলো করে ফেলে। আমি সেদিনের মতো আমার অফিসে ফিরে এলাম।

স্মিতা এবং রিতশ্রীর বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড দের এজেন্সি এক, এবং ঐ এক ঘন্টা সময় এখানেও নেওয়া হয়েছে।

বেশ ছবিটা এবার স্পষ্ট করা যাক, রিতশ্রী, স্মিতা দুজনেই নিখোঁজ হয় ঠিক 2nd জুন, আর এদের খুন হয় 25 শে জুন, বাড়ির সামনে। দুজনের খুন হওয়ার সময় একদম এক, দুজনের বয়স সতেরো বছর, গোটা শরীরে দুজনের একাধিক আঘাতের চিহ্ন, এবং সেই সাথে যৌন সঙ্গমের প্রমাণ ও পাওয়া গিয়েছে। বাকি বারো জন নিখোঁজের মধ্যে, দুজন এর বয়স সতেরো বছর, বাকি সকলের বয়স ঘোলো বছর এবং পনেরো বছর। এরা নিখোঁজ হয়, 4th, 10th, 16th, এবং 22nd জুন। একমাসে এরা সকলেই নিখোঁজ, যার মধ্যে দুজন খুন হয় বাড়ির সামনে। আশেপাশের লোকজন থেকে যা খবর পাওয়া গেছে, তাতে কেউ কোনো শব্দ পায়নি। আর এখানেই খটকা, বিশেষ করে রিতশ্রীর বাড়ি গলির ভিতর। যদি খুন করেও কেউ বাড়ির সামনে ফেলে যায়, তাতেও আশেপাশের বাড়ির কারোর নজর এড়ানো অসম্ভব। এর একটাই অর্থ, পাশের বাড়ির লোকেরা কিছু একটা গোপন করছে। কিন্তু কি সেটা, জানতে হবে। স্মিতার বাড়ি গলির ভিতর হলেও, ও সেই একই ভাবে বাড়ির সামনে পরে ছিল এবং আশেপাশের লোক কেউ কিছু দেখেনি, কোনো শব্দ শোনেনি। এদের দুজনের ই বাড়ি থেকে কাপড় জামা মিসিং, সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এবং এদের দুজনেরই স্কুলে যাওয়ার ব্যাগ পাওয়া যায় নি। এরা নিখোঁজ হয়েছে বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার সময়। কারোর ফোন পাওয়া যায়নি, লাস্ট লোকেশন দুজনেরই নিজেদের স্কুলের আশেপাশের রাস্তা।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

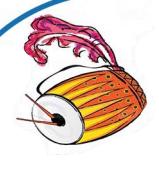
୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଏତଟା ମିଳ ଯଥନ ପାଓୟା ଗେଛେ, ତଥନ ବାକିଦେର ସାଥେଓ ଏର ମିଳ ଗୁଲୋ ଖୁଁଜେ ପାଓୟା ଯାଯ କିନା,  
ଦେଖିବେ । ଆମାର ମନ ବଲଛେ, ଏଟା ବଡ଼ କୋନୋ ଗ୍ୟାଂ ଏର କାଜ । ଏଗୁଲୋ ସବ ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ଅନ୍ତିମ  
ଜାନାନ ଦେଓୟା ।

ରଣ ଜାନାଲ ଆମାର ଯା ସନ୍ଦେହ ଛିଲ ସେଟାଇ ଠିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକେର ନିଖୋଁଜ ହୋୟାର ପଦ୍ଧତି ଏକ । ବାଡ଼ି  
ଥେକେ ଦଶ ହାଜାର ଟାକା ଚେଯେ ନେଓୟା ହୟ, ବାଡ଼ି ଥେକେ ପ୍ରତିଦିନେର ତାଦେର ନିଜେଦେର ବ୍ୟବହାରେ  
ସାମଗ୍ରୀ ମିସିଂ । ସାଥେ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଲାସ୍ଟ ଲୋକେଶନ ନିଜେଦେର କ୍ଷୁଲେର ଆସେ ପାଶେର ରାନ୍ତା ।  
ଆର ସବାଇ କ୍ଷୁଲେ ଏକା ଯାତାଯାତ କରତୋ, ଯେ ଯାର ନିଜସ୍ଵ ଗାଡ଼ିତେ, ନିଖୋଁଜେର ଦିନ କେଉ ତାଦେର  
ବାବା ମା ଏର ସାଥେ ଛିଲ ନା ବାଡ଼ିତେ ଜାନାନୋ ହେଁଛିଲ , କ୍ଷୁଲେ ସେଲଫ ଡିଫେନ୍ ଶେଖାନୋ ହେଁଛେ  
ଏବଂ ତାଦେର ସବାଇ କେ ଏଥନ ଥେକେ ଏକା କ୍ଷୁଲେ ଯେତେ ବଲା ହେଁଛେ । ବାବା ମା କେ ବିଶ୍ୱାସ କରାନୋର  
ଜନ୍ୟ ତାଦେର କେ ଫୋନ୍‌ଓ କରାନୋ ହୟ, ଇନ୍ଟାରନେଟ କଲିଂଏର ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥଚ କ୍ଷୁଲ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଏବ୍ୟାପାରେ  
କିଛୁଇ ଜାନେନ ନା, ନା ଓନାଦେର ଏରମ କୋନୋ ଇନ୍ଟାରନେଟ କଲିଂ ସାର୍ଭିସ ଆଛେ, ନା ଓନାରା ଏରମ  
କୋନୋ କଲ କରେଛେନ , ନା ଓନାରା ଏରମ କୋନୋ କଥା ତାଦେର ସ୍ଟୁଡେନ୍ଟଦେର ବଲେଛେନ । ରଣ ଆରୋ  
ବଲଲୋ, ଓ ବାକି ବାଚ୍ଛା ଦେର ବାଡ଼ିର ଲୋକେର ସାଥେଓ କଥା ବଲେଛେ, ତାରା ବଲେଛେନ ଯେ ନା, ଏରପର  
କୋନୋ କିଛୁଇ ତାରା ଜାନେନ ନା । କିନ୍ତୁ ଯେ କଥାଟା ଶୁଣେ ଆମି ସବଚେଯେ ଅବାକ ହଲାମ, ଏରା କେଉ  
ଦମବନ୍ଧ ହେଁ ମାରା ଯାଯ ନି । ପୋସ୍ଟ ମଟ୍ଟେମ ରିପୋଟ ବଲଛେ, ଏଦେର ମୃତ୍ୟୁ ହେଁଛେ ବିଷ କ୍ରିୟାତେ । ବିଷ  
ଖାବାରେର ସାଥେ ଦେଓୟା ହୟ ନି, ଘାଡ଼ ଆର କାଁଧେର ମାଝାଖାନେ ସରୁ ଛୁଁଚ ଫେଟାନୋର ପ୍ରମାନ ପାଓୟା  
ଗେଛେ । ଆମି ବଲଲାମ, ବାଡ଼ିର ଲୋକ ବା ଡକ୍ଟର କେଉ ବୁଝାତେ ପାରଲୋ ନା କେନ? ରଣ ବଲଲୋ, ହତେ  
ପାରେ ଜ୍ଞାନ ପଯଜନିଂ ଅନେକ ଆଗେ ଥେକେଇ କରା ହାଚିଲ, ନିଖୋଁଜ ହୋୟାର ଆଗେ ଥେକେ । ଏଦେର  
ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଲ ।

ତାର ମାନେ ପିନ, ଯେଟା ଦିଯେ ହତ୍ୟା କରା ହେଁଛେ, ସେଟା କି ଭାବେ ଇନଜେଷ୍ଟ କରା ହଲୋ । ସମସ୍ତ କିଛୁ  
ଆବାର ସାଜାତେ ହବେ । ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ହଚେ ଏଦେର କେ କେଉ ଚାଲନା କରେଛେ, କିନ୍ତୁ କେ , କିଭାବେ, ତାରା  
କିଭାବେ ଚାଲନା କରଲୋ?

ଆଜକେ ଫେରାର ଆଗେ ବାବାକେ ବଲେ ପ୍ରତିଟା ନିଖୋଁଜ ମେଯେଦେର ବାଡ଼ିର ସାମନେ କିଛୁ ଲୋକକେ  
ମୋତାଯେନ କରେଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାର ଜନ୍ୟ, କେନ ଜାନି ନା ମନେ ହଚେ, ଆରୋ ଏକଟା ଖୁନ ହବେ ।





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

আমি রণকে বললাম , আমার মনে হয়, এদের প্রত্যেকের বন্ধু দের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, আচ্ছা এদের ফোন গুলো কি পাওয়া গেছে, রণ বললো, ফোন পাওয়া যায়নি, ওদের কাছে কিছুই ছিল না , আমি বললাম ওদের প্রোফাইল চেক করতে হবে, সমস্ত এন্টিভিটি দেখো । ওদের নিখোঁজ হওয়ার আগের তিনমাসের ওদের এন্টিভিটির পুরো রিপোর্ট চাই আমার, আর আমার মন বলছে প্রত্যেকের একরকম কিছু হবে ।

পাগলটা আজ আমার জন্য অনেক্ষণ অপেক্ষা করছিল গঙ্গার ধারে, অনেকবার ফোন করেছে, দিদি বললো বাড়ির আশপাশে এসেছিল , আর এখন বেশ রাত্রি, ফোন করলাম ধরলো না, ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়, কি করে যে বলবো, কি করে যে তোকে বোঝাবো কে জানে! আমার নিজের ও খুব কষ্ট হচ্ছে, তোকে যে বড় ভালোবাসি । এই কেস টা আমায় সলভ করতেই হবে, অবিনাশ বাবুর মতো আরও যারা লোক আছে, যারা ভাবে মেয়েরা এসব কেস হ্যান্ডেল করতে পারবে না, তাদের কে প্রমান করে দেব আমি পারি, আমরা পারি , কিরে পারবো তো?

সকাল সকাল রণ ফোন করেছিল, একটা দারুন খবর পাওয়া গেছে । রিতশ্রীর ল্যাপটপ, যেটা বাজেয়াঙ্গ করা হয়েছিল, সেখানে একটা সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় তিনমাস আগে থেকে এন্টিভিটি লক্ষ করা গেছে । যেহেতু পাসওয়ার্ড রিমেম্বার করা ছিল, তাই ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় কার সাথে রিতশ্রীর বন্ধুত্ব ছিল, বা কার সাথে কথা বলেছে তার একটা প্রমান পাওয়া যাবে । আমি অফিসে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের অপারেশন দলের সাথে পর্যবেক্ষণে বসেছি, কোথায় কার সাথে চ্যাট হয়েছে, ইন্টারনেট এন্টিভিটি কি ছিল, সেটা জানার প্রচেষ্টায় আছি, কারণ একমাত্র এই সূত্র ধরেই আমরা উদ্ধার করতে পারবো বাকিদের । এক এক টা মিনিট খুব গুরুত্বপূর্ণ । বারোজন নিখোঁজের বাড়ির আশে পাশে নজরদারি বাড়নো হয়েছে, আমাদের যেমন ভাবেই হোক নিষ্পাপ মেয়ে গুলো কে বাঁচাতেই হবে, একটা দেওয়ালে বড় করে কলকাতার ম্যাপ টাঙ্গনো হয়েছে, প্রতিটা পয়েন্ট, যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে মেয়েগুলো, সেই সব পয়েন্টের সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে আসা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ দল প্রতিটা ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে । এদিকে আমার মাথায় দুটো জিনিস ঘোরা ফেরা করছে, প্রথম হলো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যে ঘাড়ের কাছে ছোট পিনের মতো বিষ যুক্ত কঁটার উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেটা আসলে কি, সাথে

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଆରୋ ଏକଟା ବିଷୟ, ରିତଶ୍ରୀ ଏବଂ ସିଂହା ଦୁଜନେର ବାଡ଼ିର ସିକିଉରିଟି ଗାର୍ଡ କୋମ୍ପାନି ଏକ । ବ୍ୟାପାରଟା କାକତଳୀୟ ହଲେଓ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ । ଆମି ରଣ କେ ଏହି କୋମ୍ପାନି ଟାର ସମକ୍ଷେ ଖୋଁଜ ଖବର ନିତେ ବଲଲାମ । ଏହିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ଫରେନସିକ ଦଲ ରିତଶ୍ରୀର ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟିଭିଟିର ଯେ ତଥ୍ୟ ଦିଚ୍ଛେ, ସେଟା ଥେକେ ଏକଟା ଅନ୍ତର ଆଶାର ଆଲୋ ଦେଖା ଯାଚେ । ରିତଶ୍ରୀର ସାଥେ ତିନମାସ ଆଗେ ବାବଲୁ ନାମେ ଏକଜନେର ସାଥେ ଆଲାପ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁରୁ ହୁଏ, ଏକମାସେର ମଧ୍ୟେଇ ବାବଲୁ ବେଶ ଭାଲୋ ବନ୍ଧୁ ହେଁ ଓଠେ ରିତଶ୍ରୀର, ଭିଟ୍ଟୋରିଯା ମେମୋରିଯାଲ ଏର ପାକେ ଓରା ପ୍ରଥମ ଦେଖା କରେ, ବାବଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରତେ ଶୁରୁ କରିବେ ରିତଶ୍ରୀର, ସେଟା ଓଦେର ଚ୍ୟାଟ ଦେଖିଲେଇ ବୋବା ଯାଚେ, ଏର କିଛୁଦିନେର ମଧ୍ୟେ ରିତଶ୍ରୀକେ ମଡେଲ ହେଁଯାର ଜନ୍ୟ inspire କରତେ ଶୁରୁ କରେ ବାବଲୁ । ଏହି ସମୟ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛବିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ଆର ଏହି ଛବି ଗୁଲୋଇ କାଳ ହଲୋ ରିତଶ୍ରୀର । ବାବଲୁ ଏର ପର ଥେକେ ଓକେ ବ୍ୟାକମେଇଲ କରତେ ଶୁରୁ କରେ ଆରୋ ଏରମ କିଛୁ ଗାୟେ ମୁତୋ ହୀନ ଛବି ପାଠାନୋର ଜନ୍ୟ । ଏର ପର ଥେକେ ଅନ୍ତ୍ରୁତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଟ ଟାଇ ଡିଲିଟେ । ଏବଂ ଆରୋ ଏକଟା କଠିନ ବିଷୟ ସାମନେ ଉପସ୍ଥିତ ହଚେ, ସେଟା ହଲ ବାବଲୁର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଡିଏଣ୍ଟିଭେଟେ ।

ଆମି ଫରେନସିକ ଦଲକେ ବଲଲାମ ଯତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସମ୍ଭବ ଆମାଦେର ଗୋଟା ଚ୍ୟାଟେର ମଧ୍ୟେ ବାବଲୁର ପ୍ରୋଫାଇଲେର ଲିଂକ ଖୁଁଜେ ବେର କରତେ ହବେ, ସେଇ ସାଥେ ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଓସେବସାଇଟ କତ୍ପକ୍ଷେର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ ସମ୍ପର୍କେ ତଥ୍ୟ ଜାନା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରେ ଇନ୍ଟାରନେଟ ପ୍ରଟୋକଳ ଆଡ୍ରେସ । ରଣ ଆମାକେ ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲୋ ଯେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ ଦିଯେ କି କି ତଥ୍ୟ ଜାନା ଯାବେ । ଆମି ବଲଲାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ଜଗତେର ଏହି ଧରଣେର ଅପରାଧେ, ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହଲୋ ଇନ୍ଟାରନେଟ ପ୍ରଟୋକଳ ଆଡ୍ରେସ, ଆମାଦେର ଯେମନ ବାଡ଼ିର ଆଡ୍ରେସ ହୁଏ, ଠିକ ତେମନି ଭାବେ ଇନ୍ଟାରନେଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେ କୋନୋ ନେଟ୍‌ଓଯାକେ କୋନୋ ବିଶେଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ବା ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧ କେ ଚିହ୍ନିତ କରତେ ଏହି ଆଡ୍ରେସେର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ, ରଣ ବେଶ ଏକଟୁ ଅବାକ ହଲୋ, ଏତ ବଡ଼ ଇନ୍ଟାରନେଟେ ଏକଟା ଆଡ୍ରେସ ଥେକେ କୋନ ସିସ୍ଟେମ କିଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରା ଯାବେ? ଆମି ତଥନ ବଲଲାମ ଯେ ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଓସେବସାଇଟେ ନିଜେର ପ୍ରୋଫାଇଲ ତୈରି କରତେ ହଲେ ତାକେ ଯେ କୋନୋ ସିସ୍ଟେମ, ସେଟା ଫୋନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ଥେକେଇ କରତେ ହବେ ଏଟା ଯେମନ ସ୍ଵାଭାବିକ, ଠିକ ତେମନି ଭାବେ ଏହି ଇନ୍ଟାରନେଟ ପ୍ରଟୋକଳ ଆଡ୍ରେସ ଓ ସେଇ ମୁହଁରେ ଓଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସେ ନଥିଭୁକ୍ତ ହେଁଛିଲ ଏଟାଓ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବାର ଆମାଦେର ସେଇ ଆଡ୍ରେସ କେ ଖୁଁଜେ ବେର କରତେ ହବେ, ଏଟା ହଲ ପ୍ରଥମ କାଜ । ଏଥାନେ ଆରୋ ଏକଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଚେ, ଇନ୍ଟାରନେଟ ସାର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡାର, ଏରା ହଚେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମିଉନିକେଶନ କୋମ୍ପାନି

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

যারা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করে অর্থাৎ এদের কাছে সমস্ত নেটওয়ার্কে কত গুলো কম্পিউটারে কোন কোন আড্রেস কোন সময়ে নথিভুক্ত হয়েছিল সেটার তথ্য থাকে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, কম্পিউটার ফরেনসিক দলকে খুঁজে বের করতে হবে, কে ওই ইন্টারনেট প্রটোকল আড্রেস এর সার্ভিস প্রোভাইডার, কোন টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি, আর প্রতিটা আড্রেস কোন কোন সিস্টেমের সাথে যুক্ত। শুধু এটুকু তথ্য নয়, কোন ব্যবহারকারী এই সার্ভিসের সুবিধা উপভোগ করছে, তার সমস্ত তথ্য আমরা পাবো। কারণ ইন্টারনেট সংযোগ নিতে গেলে তাকে নিজের সমস্ত তথ্য দিতে হবে, আর সেখান থেকে আমরা সন্দেহভাজনদের বাড়ির আড্রেস পাবো।

রণ বেশ মন দিয়ে শুনে বললো তাহলে কম্পিউটার ফরেনসিক দল যতক্ষণ না প্রোফাইল তৈরি সময় ইন্টারনেট প্রটোকল আড্রেস পাচ্ছে ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। আমি বললাম ঠিক তাই, প্রথম কাজ হলো সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির থেকে প্রোফাইলে তৈরির সময় আড্রেস জানতে হবে, তারপর সেটা কোন সার্ভিস প্রোভাইডার এর নথিভুক্ত সেটা চিহ্নিত করতে হবে, কোম্পানি চিহ্নিত হলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে ওই আড্রেস ব্যবহারকারীর তথ্য আমাদের লাগবে। আর এই সমস্ত কাজ যত শীঘ্র সম্ভব দরকার। এই সমস্ত ব্যাপার আমি পুরো দলের সাথে আলোচনা করে ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম আর এই বাবলু নামের প্রোফাইল টা খুঁজে বের করা দরকার।

এই দেখো লিখতে ভুলেই গেছি আজ তো আমার জন্মদিন, পাগলটা দুবার ফোন করে ফেলেছে, এবারে ফোন টা না করলে আমার রক্ষে নেই। এত কিছুর মধ্যে ওই তো একমাত্র অক্সিজেন আমার।

--- থাম রঞ্জন, দেখতো এই লেখার দিনটা কবে?

--দিনতো লেখা নেই সেভাবে .....

দেখি রূদ্র দা অস্থির ভাবে পায়চারি করছে আর কি যেন বিড় বিড় করে বকে চলেছে, কিছুক্ষণ পর আরাম কেদারাতে বসে, সিগারেট ধরিয়ে আমাকে ইশারায় পড়তে শুরু করতে বলল।

আমি আর সাত পাঁচ কিছু না ভেবে আবার পড়তে শুরু করলাম।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

জন্মদিনটা বেশ ভালো ভাবে শুরু হলো, কাল রাতে পাগলটার কথা মনে হচ্ছে, ফলে যাবে। কিছুই জানে না ও, আমি কি করি না করি, কিন্তু খুব অত্মত ভাবে বুঝতে পারে আমি দুশ্চিন্তায় আছি কিনা। আমাকে বলে আমি নাকি সবরকম ভাবে সফল হতে পারবো, আমার মধ্যে নাকি সাকসেসের খিদে আছে। কি বলে ওই জানে, আমার শুধু মনে হয় কবে যে বলতে পারবো, বাবা ওকে ঠিক মেনে নিচ্ছে না। মুখে কিছু না বললেও, বাবার মনে মনে রণ কে আমার জন্য খুব পছন্দ, সেটা আকারে ইঙ্গিতে আমাকে অনেকবার বোঝাতে চেয়েছে। আমি যদিও সবসময় বলি, আমি একজন খুব ভালো অফিসার হবো, আর তারপর হটার একদিন আমি হারিয়ে যাবো কেউ খুঁজে পাবে না। যাই হোক, আজ সকালে ফরেনসিক দলের সাথে এক প্রস্তু মিটিং হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের ইন্টারনেট প্রটোকল আড্রেস দিয়েছে, এবার খুঁজে বের করতে হবে কোন কোম্পানির এটা নথিভুক্ত আড্রেস। এদিকে রণ এসে খবর দিলো, ও গিয়েছিল সিকিউরিটি কোম্পানিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, একটা চাঞ্চল্যপূর্ণ খবর হচ্ছে, গতকাল থেকে স্মিতা এবং রিতশ্রীর বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড মিসিং। আমি বললাম, নিশ্চই এদের সাথে কোনো সম্বন্ধ আছে। রণ কে বললাম, ওদের কে যে ভাবে হোক খুঁজে বের করতে কারণ, ওরা হয় এতক্ষনে বেঁচে নেই নয়তো অন্য দেশে পারি দিচ্ছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরোপনে যাওয়ার সম্ভবনা খুব কম, বাইরের দেশ বলতে সবচেয়ে কাছে বাংলা দেশ, আর বাংলাদেশে যদি যায়, খুব স্বাভাবিক ওখান থেকে অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যাওয়া টা খুবই সহজ। আমি বলার আগেই রণ সমস্ত চেক পয়েন্টে ছবি পাঠিয়ে নাকা বন্দি শুরু করেছে। আমি রণ কে বললাম শহর থেকে বেরোবার সমস্ত রাস্তা, আর সীমান্ত পারাপারের যত রাস্তা আছে, সব জায়গার বর্ডার সিকিউরিটি গার্ডের সাথে কথা বলতে, আর ফরেনসিক দলকে বললাম, ওদের দুজনের ফোনের লাস্ট লোকেশন চেক করতে। আমি নিজে বের হলাম, দুজন গার্ডের মেসের দিকে, কলেজ স্ট্রিটের কাছে মহামায়া মেসে এরা থাকতো, গোটা কোম্পানিতে এই দুজনেই ছিল যারা কলকাতার বাইরের লোক। কিছুক্ষনের মধ্যেই ওদের লাস্ট লোকেশনের খবর পাওয়া গেলো, সেটা হলো মহামায়া মেস। আমি মেসের মালিকের থেকে জানতে পারি, মাত্র পনেরোদিন আগে এরা ভাড়া নিয়েছিল, জিনিসপত্র তেমন কিছু ছিল না। উনি তার কর্মচারী কে ওই দুজনের ঘরের চাবি খুলে দিতে বলেন। ঘরের ভিতর ঢুকে দু জনের ফোন পাওয়া গেলো, আর সাথে যেটা পাওয়া গেলো, সেটা

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

হলো একটা লাঠির মতো সরু প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা বাঁশের পাইপ। প্রায় চার পাঁচটা এরকম পাইপ আছে। ঘর টা ভালো করে তল্লাশি চালাতে বললাম বাকিদের। ফোন গুলো বন্ধ, আর যতদূর সম্ভব এই ফোন গুলো ছাড়াও অন্য কোনো ফোন ওরা ব্যবহার নিশ্চই করে। আর এটা আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য করা। গোটা ঘরে কিছু পুড়ে যাওয়া কাগজ, বাঁশের পাইপ আর কিছু সুচালো কিন্তু লম্বা পিন পাওয়া গেলো। পুড়ে যাওয়া কাগজে একটা চিহ্ন পেলাম, কোথায় যেন এই চিহ্ন টা দেখেছি। তারপর মনে পড়লো, স্মিতা আর রিতশ্রীর হাতে এই চিহ্ন টা ছিল। তাহলে কি এই সিকিউরিটি গার্ডাই খুন টা করেছে। ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় রণের ফোন এলো। আমাকে জানালো, দুজনের মধ্যে একজন কে ধরা গেছে, সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে কিনা। কারণ যে লোকটিকে ধরা হয়েছে, তার কাছে একটা ক্যাপসুল পাওয়া গেছে। আমি দ্বিতীয়বার আবার ঘরটা সার্চ করতে পাঠালাম। মেসের মালিকের সাথে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলাম, এরা নিজেদের ডিউটির সময়টুকু ছাড়া ঘরেই থাকতো, মাঝে একদিন একটা কালো রঙের SUV গাড়ি এসেছিল, ওরা দুজনেই সেই গাড়ি থেকে একটা বড় বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল, আমি প্রশ্ন করতে জানতে পারলাম এই ঘটনা টা রিতশ্রীদের মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। তার মানে কি এরাই খুন টা করেছে, কিন্তু প্রমান কই। প্রমান না পেলে যে কিছুই হবে না। ঘরের কোণে একটা গর্ত করা ছিল, সেখান থেকে পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে। আমি মেসের মালিককের থেকে এটা জানতে পারলাম, এই লোকগুলোর পরিচয়পত্র কিছুই নেই, ওদের নাকি জমা দিতে বলা হয়েছিল কিন্তু ওরা দেয় নি। আর তাছাড়া মেস মালিকও কিছু বলেননি এব্যাপারে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় রণ কে জানালাম, পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে। এবার রিতশ্রীর আর স্মিতার পোস্ট মটেম রিপোর্টে দেখতে হবে, পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে কিনা। সিকিউরিটি গার্ড যাকে ধরা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল তার আসল নাম রবীন, বাড়ি বর্ধমান, আর একজনের নাম শিরু, বাড়ি নদীয়া, একদিন হটার্স করে ওদের কাছে ফোন আসে। অচেনা একটা লোক ফোন করে বলে, কলকাতায় কাজ পাইয়ে দেবে, অভাবের সংসার তাই আর না করে না। রওনা দেয় কলকাতার উদ্দেশে, ওই কোম্পানির নাম আর ঠিকানা দেখে সেখানে যোগাযোগ করতে ওনারা ওদের দুটো ঠিকানা দেন, একটায় রবিনকে যোগ দিতে বলা হয়, আর একটা শিরু কে। সাথে ওদের নগদ আট হাজার টাকাও দেওয়া হয়। রণ কে বললাম,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাসন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আমি নিজে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আর শিবু কে যেভাবে হোক ধরতে হবে। রবিনের থেকে শিবুর আসল ফোন নম্বর পাওয়া গেছে, সেটা ধরেই শিবু কে খোঁজার চেষ্টা চিলছে, সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক এবং অন্তঃ রাজ্য সীমানার প্রতিটি থানাতে শিবুর ছবি পাঠানো হয়েছে। হয় খুব শীঘ্ৰই ধৰা পড়বে, নয় তো আর একটা খুন হবে। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে সিকিউরিটি কোম্পানী কেও ধরতে হবে, এরাও কিছু লুকোচ্ছে, আমার অন্য অফিসারদের কে বললাম এই কোম্পানী তে গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালাতে, আর সেই সাথে মালিক কে আটক করে নিয়ে আসতে জিঞ্জাসাবাদের জন্য, আর ফরেনসিক দলকে বললাম এই কোম্পানীর যাবতীয় তথ্য আমার চাই বিশেষ করে ইন্টারনেট হিস্ট্রি, কোম্পানির সমস্ত কম্পিউটার, ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সব কিছু বাজেয়াপ্ত করে দেখতে হবে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে যে চক্র টা এদের পেছনে আছে তারা অনেক কিছু মেপে পা ফেলেছে। যাইহোক, আমি রবিনের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করলাম ওই বাঁশের পাইপের ব্যাপারে। কিন্তু রবিন কিছুতেই মুখ খুলছে না। এটার ব্যাপারে জানা টা দরকার। রণ বললো চিন্তার কারণ নেই কিছু ওষুধ পড়লেই কথা আপনি মুখ থেকে বেরোবে। এদিকে আমার মধ্যে অনেক গুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। রণ আমায় দেখে প্রশ্ন করলো, বাকি নিখোঁজ যারা হয়েছে তাদের বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড সম্পর্কে খোঁজ নেবে কিনা। আমি বললাম, আমার মনে হয় না, বাকিদের আদৌ মারার প্লান আছে কিনা, ভালো করে ভাবলে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ঘটনা গুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ওই চিহ্নধারী দলটা নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে পারে। না হলে রিতশ্রী এবং স্মিতা দুজনকেই বাড়ির সামনে খুন করবে কেন, সেটা তো ওদের নিজেদের কাছে যখন ছিল তখন করতে পারতো। দ্বিতীয়ত, দুজন কে একসাথে খুন করা হলো কেন? দুজনের খুনী বলে আমরা যাদের সন্দেহ করছি বা যাদের উপর স্বাভাবিক ভাবে সন্দেহ গিয়ে পড়ছে, তাদের কে ঘটনার পরই আভার গ্রাউন্ড করা কেন হলো না? বা তাদের পৃথিবী থেকেই সরিয়ে ফেলা হলো না কেন? রণ বললো, হতে পারে এরম কাজ ওরা প্রথম করছে, তাই হয় তো কাঁচা কাজ করছে। আমি বললাম এতটা প্লান যে করছে সে কাঁচা কাজ করতে পারে বলে মনে হয় না। আমাদের কে খুঁজতে হবে এই শিবু কে আর রবিন কে ভাঙ্গতে হবে, সমস্ত ঘটনা ওদের থেকেই বেরোবে।

এটা লিখতে লিখতে ফোন এলো রণের, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেছে রিতশ্রীর আর স্মিতা দুজনের বডিতেই পটাশিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে। আমার সন্দেহ তার মানে ঠিক ছিল, আমি

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুঁজেশ মৎখ্যা)

ষৃঙ্খলিক ডিজিটাল পন্থিতা

প্রশ্ন করলাম রবিনের কথা , আমাকে বললো আগামীকাল সকালে আমার কাছে রিপোর্ট পাঠাবে । ফরেনসিক দল ওই চিহ্নটা নিয়ে খোঁজ শুরু করেছে । আমি আজ পড়াশুনা করছিলাম ওই বাঁশের পাইপ নিয়ে, জানতে পারলাম এটা এক ধরণের অস্ত্র , খুব মারাত্মক অস্ত্র, এর জন্য দরকার তীক্ষ্ণ নিশানা, কারণ বাঁশের পাইপে একদিকে থাকে লম্বা সুচালো তীক্ষ্ণ সূচ যার মধ্যে বিষ লাগানো থাকে, সেটা কে ওই পাইপের ভিতর রাখা হয়, এবার যাকে লক্ষ করা হয়েছে তার দিকে মুখ করে পাইপের যে প্রান্তে ওই সূচ রাখা হয়েছে সেই প্রান্তে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে হয় কৌশলের সাথে, সেই সূচ তীব্র গতিতে বিঁধে যাবে লক্ষ্য বস্ত্র গায়ে, এবং শরীরের বিশেষ জায়গাতে প্রয়োগ করলে মৃত্যু অবধারিত, এই অস্ত্রের নাম বু ডার্ট তাহলে এখন প্রশ্ন হলো রিতশ্রীর এবং স্মিতার দেহে এরম সূচ পাওয়া উচিত ছিল, সেটা পাওয়া যায় নি কেন আর দ্বিতীয় জিনিস হলো শিবুদের ঘরে যে সুচালো সূচ পাওয়া গেছে ওটা কি কোনোভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? ফরেনসিক দল কে পাঠাতে হবে কাল । এই কেসটার মিডিয়া আর বাকি অফিসারদের বাবা নিজের মতো সামলাচ্ছে, এখনো অবধি আমার নাম কোথাও প্রকাশ হয় নি, একবার মনে হয় সব কিছু পাগলটাকে বলে দি । কিন্তু আমি যে বলতে পারবো না, বাবা কোনো ভাবেই যে ওকে আমার পরিচয় দিতে বাধা দিচ্ছে । এখন ওর সাথে আমার দেখা হওয়াটাও খুব কঠিন হয়ে পড়েছে, সারাদিন কঠিন হয়ে সকলের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলা মেয়েটা দিনের শেষে একটু তো নিজের শান্তি খুঁজে নিতে চায়, কিন্তু সেটুকুও হয় তো নিয়তির পরিহাসে অধরা । সব পেয়েও না পাওয়ার যন্ত্রণাটা অনেক । নাহ আমাকে শক্ত হতে হবে আমার এখন একটাই লক্ষ ওই বার জন মেয়ে কে উদ্বার করতে হবে, রিতশ্রী আর স্মিতার উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেটা ছেড়ে দিলে উশ্বর হয় তো ক্ষমা করবে না আমায় ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରଦ୍ରବ୍ୟ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ଆଜ ସକାଳେ କି ହେଁଛେ ଆମାର କେ ଜାନେ , ସଟାନ ଚଲେ ଗେଛି ରବିନେର ଲକାପେ । ଆମାର ସାର୍ଭିସେର ପିନ୍ତଲଟା ଟେବିଲେ ରେଖେ ସୋଜା କଷିଯେ ଏକ ଥାଙ୍ଗଡ଼ ମେରେ ପ୍ରକାଶ କରେଛି , ଯା ଘଟେଛେ ତାର ସଠିକ ବିବରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନା ଦିଲେ ଆଗାମୀ ଦଶ ମିନିଟ ଜୀବନେର ଶେଷ ଦଶ ମିନିଟ ହତେ ଚଲେଛେ । ରଣ ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛିଲ, ଏରମ ଅବଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥମ ବାର ଆମାଯ ଦେଖେ ବେଶ ହକ୍ଚକିଯେ ଗେଛେ ।



ଆର ରବିନ କିଛୁ ବଲାର ଆଗେଇ ପାଶେର ବାଟାମ ଟା ତୁଲେ ନିଯେ ସଜୋରେ ମେରେଛି ପିଠେ, ଚେଯାର ଥେକେ ଛିଟକେ ଗିଯେ ପଡ଼େଛେ ମେରେତେ, ଏବାର ବନ୍ଦୁକ ଟା ହାତେ ନିଯେ ଓର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲାମ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ନୟତୋ ଏଟାଇ ଜୀବନେର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ରବିନ କୋନୋରକମେ ଉଠେ ବସେ ଆମାକେ ବଲେ, ଓ ସବ ବଲଛେ ଓର ସାଥେ କି କି ହେଁଛେ । କଲକାତାଯ ଏସେ କାଜେ ଯୋଗ ଦେଓୟାର ପର ଓରା ଦୁଜନେଇ ଜାନତେ ପାରେ ତାଦେର ମାଲିକେର ବାଢ଼ିତେ ତାଦେର ମେଯେରା ନିଖୋଁଜ, ଆର ରାତେ ତାଦେର ଡିଉଡ଼ି । ନିଜେଦେର ଓ ଓଦେର ବେଶ ଚିନ୍ତା ଛିଲ, ଠିକ ଏକ ସଞ୍ଚାହ ବାଦେ ଓହି ନୟର ଥେକେ ଆବାର ଫୋନ ଆସେ ବଲା ହ୍ୟ ଯେ କିଛୁ ଜିନିସ ରାଖିତେ ଦେଓୟା ହବେ, ଯେନ ସେଗୁଲୋ ରେଖେ ଦେଓୟା ଥାକେ, ଆର ଏକଥା ଯେନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାନତେ ନା ପାରେ । ଓରା ସେଇ ମତୋ ଘରେ ରେଖେ ଦେଇ । ଆର କି ଭାବେ ରାଖିତେ ହବେ, ସେଟାଓ ଲେଖା ଥାକେ ଏକଟା ଚିଠିର ମଧ୍ୟେ । ଚିଠିତେ ବଲା ହ୍ୟ, ଏକ ବୋତଲ ବିଷ ଘରେ ଲୁକିଯେ ରାଖିତେ ହବେ । ଆର ସେଇ ସାଥେ ଦୁଟୋ ନତୁନ ଫୋନ ଦେଓୟା ହ୍ୟ, ବଲା ହ୍ୟ ଓହି ଫୋନ ଗୁଲୋ ବ୍ୟବହାର କରତେ । ଓରା ଯେହେତୁ ରବିନଦେର ଚାକରିର ସନ୍ଧାନ ଦିଯେଛେ, ତାଇ ଓଦେର କଥା ଯଦି ମେନେ ନା ଚଲା ହ୍ୟ, ତାହଲେ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଛେ ଏରମ ଭ୍ରମକିର କଥାଓ ଲେଖା ଛିଲ ଓହି ଚିଠିତେ । ଏତଟା ବଲେ ରବିନ ଏକଟୁ ଥାମେ, ଆମି ପାଶେ ରାଖା ଫ୍ଲାସେର ଜଳଟା ଓକେ ଦି, ଜଳ ଖେଯେ ଓ ବଲତେ ଶୁରୁ କରେ, କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ଏକ ଗାଡ଼ି କରେ ଏସେଛିଲ ତାଦେର କୋନୋ ମୁଖ ଦେଖା ଯାଯ ନି, ଶୁଦ୍ଧ package ଦିଯେ ଓର ଚଲା ଯାଯ । ଯେଦିନ ରିତଶ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ୟ ସେଦିନ ସକାଳେ ରବିନେର କାହେ ଏକଟା ଭିଡ଼ି ଓ ପାଠାନୋ ହ୍ୟ, ଯେଥାନେ ଦେଖାନୋ ହ୍ୟ, ଓଦେର ପରିବାର କେ ଅପହରଣ କରେ ନିଯେ ଗିଯେ ରାଖା ଆଛେ, ଓକେ ବଲା ହ୍ୟ, ଯା ଯା କରତେ ବଲା ହବେ ଯଦି ନା କରା ହ୍ୟ, ତାହଲେ ଓର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅନେକ ବଡ଼ କ୍ଷତି

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

হয়ে যাবে। একই ভাবে শিবুর সাথেও তাই হয়। সেদিন রাতে ডিউটি তে শুরু করার সময় রবিন দেখতে পায় রিতশ্রীকে, ঠিক তখনই ওর ফোন বেজে ওঠে, ওপাশ থেকে বলা হয় কেউ দেখার আগে সামনের লাশটা থেকে ঘাড়ের কাছে একটা নাকি সূচ আছে ওটাকে বের করে ওদের কাছে রেখে দিতে। এটা না করলে তার ফলাফল কি যে হতো সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি প্রশ্ন করলাম তার মানে ওদের ঘরে যে সূচ পাওয়া গেছে, ওটা দিয়েই খুন হয়েছে ওদের, তাহলে তোমরা পালাচ্ছিলে কেন? রবিন বললো, ওরা নাকি পালাতে চায় নি, কিন্তু ওদের বলা হয়ে ছিল পালিয়ে যেতে আর অবশ্যই ওদের দেওয়া ফোন যেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়, সাথে ওই ক্যাপসুল গুলো, ধরা পড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র পরিস্থিতি এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন খেয়ে নেওয়া হয়। আমি বললাম এই ব্যাপারটা আগে জানালে তোমার পরিবারকে সাহায্য করা যেত। সে জানালো তার পরিবার এখন ঠিক আছে, সেই খবর তার কাছে এসেছে। আমি আর কিছু না বলে রণ কে নিয়ে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বুঝলে বলো? রণ বললো, তেমন কিছু না, তবে শিবু কে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বললাম শিবু কে পাবে না, আর রবিনের উপরেও কিন্তু এখনো নজর রাখতে হবে, কোর্টে চালান করে, চৌদ্দ দিনের জন্য হেফাজতের ববস্থা করতে হবে। আচ্ছা সিকিউরিটি কোম্পানির কি খবর? আমি যেটা ভাবছিলাম সেটাই হয়েছে, কোম্পানির সমস্ত কম্পিউটার আমাদের বাজেয়াপ্ত করার আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, গোটা অফিস ফাঁকা। মালিকের ও কোনো খোঁজ নেই। আমি বললাম, বাকি যারা নিখোঁজ হয়েছে তাদের বাড়ির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে, যে কোনো বাইরের লোক যারা এই পরিবার গুলোর সংস্পর্শে আসছে তাদের সমস্ত তথ্য জানা দরকার, সন্দেহভাজন কিছু মনে হলেই কুইক একশন নিতে হবে। রণ বললো, তাহলে খুন টা কে করে থাকতে পারে? আমি রণ কে ব্লু ডার্ট সম্পর্কে বললাম, কোনো দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। আর এই সমস্ত ঘটনা টাই আমাদের ব্যস্ত করে রাখার জন্য, যাতে খুনের তদন্তে আমরা জড়িয়ে পড়ি আর নিখোঁজদের ব্যাপারে না যাতে মাথা ঘামাই। সব কিছুই একটা ডেড এন্ড হয়ে যাচ্ছে, রবিনের পরিবারের ব্যাপারটা একটা ড্রিগার, আমরা ওদের ফ্যামিলির উপর নিরাপত্তা দিলেই ওরা এলার্ট হয়ে যাবে, অথবা আমরা সেটাই করবো, যেটা ওরা ভেবে রেখেছে। আমাদের একটু অন্য ভাবে ভাবতে হবে। আমি, রণ আর কিছু স্পেশাল অফিসার মিলে একসাথে মিটিংয়ে বসে পুরো ঘটনা কে আবার পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। মনে করা যাক, কোনো অপরাধী দল অপরাধ জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, আর তার জন্য একটা ফুল প্রফ প্ল্যানিং করছে। ওরা প্রথমে টার্গেট ফিক্স করেছে,

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଅର୍ଥାଏ କିଡନ୍ୟାପ କାଦେର କରା ହବେ, କିଭାବେ କରା ହବେ, ଯାଦେର ଟାଗେଟ କର . ହେଁଛେ ତାରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ବାଡ଼ିର ମେୟେ, ଶାସନ କମ, ଅନ୍ୟରକମ ଲାଇଫ୍ ସ୍ଟାଇଲ . ପ୍ରଥମେ ଏଦେର ସାଥେ ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆତେ ବନ୍ଦୁତ୍ସ୍ଥାପନ, ତାଦେର ଉପର ନଜରଦାରି ଶୁରୁ ହତେ ଥାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଭାର୍ଯ୍ୟାଲ ଦୁଟୋ ଜଗତେଇ, ତାରପର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଥେକେଇ ଦଶ ହାଜାର ଟାକା କରେ ନେଓୟା ହୟ । ଏଟାର କାରଣ ଏଥିନୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୟନି, ଚୋଦଜନ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଖୋଜ ହୟ, ଛୟ ଦିନେର ବ୍ୟବଧାନେ, ଆର ଦୁଜନେର ଖୁନ ହୟ ତେଇଶ ଦିନେର ବ୍ୟବଧାନେ , ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନିର୍ଖୋଜ ହୟ କୁଳେ ଯାଓୟାର ସମୟ, ଆର ଅନୁମାନ କରା ଯାଇ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଏକଇ ଘଟନା ଘଟେଛେ, କିଡନ୍ୟାପ କରା ହେଁଛେ ଏମନ ଭାବେ ଯାତେ ତାରା ନିଜେରାଇ ଫାଁଦେ ପା ଦେଇ । କାରୋର ଫୋନ ପାଓୟା ଯାଇନି, ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଲାସ୍ଟ ଲକେଶନ କୁଳେର ପଥେର କୋନୋ ଏକ ମୋଡ଼ । ଓଦେର ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଜନକେ ଓରା ବାଡ଼ିର ଗେଟେର ସାମନେ ଖୁନ କରାଯ, ଏମନ ଭାବେ ସାଜାନୋ ହେଁଛେ ଯାତେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରମାନ ସବ କିଛୁ ଗିଯେ ପଡ଼େ ସିକିଉରିଟି ଗାର୍ଡର ଉପର । ଅର୍ଥଚ ଏଇ ଗାର୍ଡରେ ପରିବାରକେ ଅପହରଣ କରେ ପ୍ରମାନ ଲୋପାଟ କରତେ ବାଧ୍ୟ କରା ହୟ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେ ଧୋଁଯାଶାତେ ରାଖିତେ ଗଲାଯ ଆଗେ ଥେକେଇ ଧାରାଲୋ କିଛୁ ଦିଯେ ଖୁବ ସାବଧାନେ ଆଘାତ କରା ହୟ ଥାକେ ଅର୍ଥଚ ପ୍ରତ୍ୟେକେରଇ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବିସକ୍ରିଯା, ଆର ଏଇ ବିସକ୍ରିଯାର କାରଣ ହଲ ବୁ ଡାର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ହତ୍ୟା । ଏଇ ପୁରୋ ଘଟନାର କାରଣ ଆମାଦେର ଚୋଖେ ଧୁଲୋ ଦେଓୟା, ଯାତେ କରେ ଆମରା ଖୁନେର ତଦ୍ଦତ କରତେ ଥାକି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଖୋଜରା ଯାତେ ଆର ବାଡ଼ି ନା ଫିରତେ ପାରେ । ଆର ଗୋଟା ଶହରେ ଆତଙ୍କ ଛଡ଼ାନୋର ଜନ୍ୟ ନିଜେର ଆଇଡେନ୍ଟିଟି ଖୁବ ସହଜେ ସମ୍ମତ ଜାଯଗାତେ ଛେଡେ ଯାଚେ । ମିଟିଂ୍ୟେ ବାକିରା ଏକଟା ବିସଯ ଆମାକେ ଆରୋ ଜାନାଲୋ ଯେ, ଦୁଜନ ମୃତ୍ୟୁର ଦେହେ ଆଘାତ ଏବଂ ଜୋର କରେ ଯୌନ ସଙ୍ଗମେର ପ୍ରମାନ ମିଲେଛେ । ହତେ ପାରେ, ଏରା ମାନୁଷ ପାଚାରକାରୀର ଦଲ ଏବଂ ଏଟା ନତୁନ ଭାବେ ପରିକଲ୍ପନା କରେ ମାନୁଷ ପାଚାର କରଛେ । ଆର ଏଟା ଯଦି ସତି ହୟ ଥାକେ ତାହଲେ ଆମାଦେର ଚୋଖେ ଧୁଲୋ ଦେଓୟାର ଜନ୍ୟ ଦୁ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳା, ଖେଳା ହେଁଛେ । ତା ନା ହଲେ ରିତଶ୍ରୀର ଚ୍ୟାଟ ଠିକ ଓଇ ଟୁକୁଇ ଥାକବେ କେନ, ବାକି କେନ ଡିଲିଟେଡ, ପୁରୋ ଜିନିସଟାଇ ଆମାଦେର କାହେ ଏକଟା ଚିତ୍ରେର ମତୋ ଧରା ହେଁଛେ, ଖୁନ କରା ଓଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୟ । ଆମାଦେର ଏମନ କିଛୁ ଭାବତେ ହବେ, ଯାତେ କରେ ଓଦେର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛୁ ହୁଏଇର ଆଗେ ଆମରାଇ ଓଦେର ମାତ କରତେ ପାରି । ଆଜକେ ରାତରେ ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର କାଜ କିଭାବେ କରବୋ ସେଟାର ଏକଟା ପ୍ଲାନ ବେର କରତେ ହବେ ।

ଅନେକ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ ମିଟିଂ ଶେଷ ହୁଏଇର ପର କଯେକଟା ବିସଯ ସାମନେ ଆନା ହେଁଛେ, ପ୍ରଥମତ ବାରୋ ଜନ ଓଦେର ପ୍ରଥମ ଟାଗେଟ ହଲେଓ ଓରା ଆବାର ଶୁରୁ କରବେ । ନିଜେଦେର ଅପାରେଶନ ରିପିଟ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ)

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେନ୍ଡେସନ

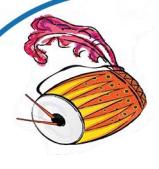


କରବେ, ତାଇ ଆମାଦେର ଆନ୍ତରିକଭାବର ହୟେ ଓଦେର ଓଖାନେ ମିଶତେ ହବେ, ଯାରା ଯାରା ନିଖୋଜ ହେଁଛେ ଆଗାମୀ କାଲେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଟିଭିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆମାଦେର ଦରକାର, ଆଗାମୀ କାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ବାଡ଼ିର ତଙ୍ଗାଶି ନେଓୟା ହବେ ସେଇ ସାଥେ କମ୍ପ୍ୟୁଟଟାର ବା ଲ୍ୟାପଟପ ବାଜେଯାପ୍ତ କରା ହବେ । ଏକଟା ଦଲ ଶିବୁ କେ ଟ୍ର୍ୟାକ କରବେ, କାଳ ଯେଭାବେଇ ହୋକ ଓକେ ଖୁଜେ ବେର କରତେ ହବେ, ଆମାଦେର ତଦନ୍ତେର ବ୍ୟାପାରେ ସମସ୍ତ କିଛୁ ଏଥିନ ଥେକେ ସବଦିକ ଥେକେ ଗୋପନୀୟ ଥାକବେ , କୋନୋ ଭାବେଇ ମିଡ଼ିଆ ଇନଭଲଭମେନ୍ଟ ଥାକବେ ନା, ସାଥେ ଆରୋ ଏକଟା ବିଷୟ ପୁଲିଶ ଯେ କୋନୋ ରକମ ଭାବେଇ ଏଇ କେସ ଟା ନିୟେ କିଛୁ କରଛେ ନା, ସେଇ ବିଷୟ ଟାକେ ତୁଲେ ଧରତେ ହବେ, ସବ ଦିକ ଥେକେ ଦେଖାତେ ହବେ, ଆମରା କିଛୁଇ କରଛି ନା, ଛେଡେ ଦିଯେଛି । ଓହି ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କେ ତଥ୍ୟ ପେଲେଇ ଆମରା ଅପାରେଶନ ଶୁରୁ କରବୋ । ରଣ ସାମଲାବେ ସାମନେ ଥେକେ, ଆର ଆମି, ଆରୋ ଦୁଜନ କମବାଟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ଅଫିସାର , ଆନ୍ତରିକଭାବରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବ । ଆର କିଛୁ ଦକ୍ଷ ଅଫିସାରଦେର ନିୟେ ତୈରି କରା ହବେ ସାଇବାର ଦଲ, ଯାରା technically ଆମାଦେର ସାପୋର୍ଟ କରବେ ।

ଓରେ ପାଗଳ, ତୋର ସାଥେ ଆର କରେକଦିନ ଦେଖା କରତେ ପାରବୋ, ତାରପର କବେ ଦେଖା ହବେ, ଆଦୌ ହବେ କିନା, ଜାନି ନା, ସମୟ ଏଗିଯେ ଆସଛେ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଅନେକ କଠିନ, ତୋକେ ଭୁଲ ବୋଝାତେ ହବେ , ହ୍ୟତୋ ଆର କରେକଦିନ ପର ଥେକେ ତୁଇ ଆମାଯ ସବଚେଯେ ବେଶି ଘେନା କରବି, କିନ୍ତୁ ଆମାକେ ଓଦେର ଯେ ବାଁଚାତେ ହବେ, ଆର ଓଦେର ଧରତେ ପାରଲେ ଆରୋ ଅନେକ ଗୁଲୋ ମାନୁଷକେ ବାଁଚାନୋ ଯାବେ । ଯାଯ ହୋକ ଆଜ ବଡ଼ ଏକା ଲାଗଛେ । ଏଇ ଡାଇରି ଆଜ ଆମାର ସଙ୍ଗୀ ।

ଆଜ ଆବାର ଲିଖିତେ ଶୁରୁ କରଛି, ବେଶ କିଛୁଦିନ ପର , ଅନେକ ଗୁଲୋ ବିଷୟ ଏକସାଥେ ଘଟେଛେ । ରଣ, ରବିନେର ଥେକେ ଶିବୁର ଯେ ଫୋନ ନସ୍ବର ଏବଂ ବାଡ଼ିର ଆଡ୍ରେସ ପେଯେଛିଲ ସେଇ ସୂତ୍ର ଧରେ ଏକଟା ଅଭିଯାନ ଚାଲାଯ, କଲ୍ୟାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସଓୟେର କାହେ ଏକ ଧାରା ଥେକେ ଶିବୁ କେ ଆଟକ କରା ହ୍ୟ । ଶିବୁ ଆର ରବିନ କେ ଏକସାଥେ ବସିଯେ ଜେରା କରା ହ୍ୟ ଏବଂ ଏଥାନେ ଏକଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉଠେ ଆସେ । ଦୁଜନେର ବକ୍ତ୍ଵ୍ୟ ଏକ ହଲେଓ ଶିବୁ ବଲେ, ସ୍ମିତା ଖୁନ ହ୍ୟୋର ପର ଯଥନ ଓର କାହେ ଫୋନ ଆସେ ଯେ ଘାଡ଼ ଥେକେ ସୂଚଟା ବେର କରତେ ହବେ, ତଥନ ଗଲିର ମୋଡ୍ଯୁଲ୍ ଓ ସେଇ କାଲୋ ରଙ୍ଗେର suv କେ ଦେଖିତେ ପାଯ ଯେଟା ଓଦେର ମେସେ package ଦିତେ ଏସେଛିଲ, ଗାଡ଼ିର ନସ୍ବର ବୋଝା ଯାଯ ନି ତବେ ଲାସ୍ଟ ଦୁଟେ ଅକ୍ଷର ଛିଲ 75 । ଏଦେର ଦୁଜନକେଇ ଜିଞ୍ଜାସା କରା ହ୍ୟ ଯେ ଯେକଦିନ ଓଦେର ସକାଳ ବେଳା ଡିଉଟି

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ଡକ୍ଟ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାତ୍ରିତା

ଛିଲ, କୋନୋ ଛେଲେର ସାଥେ ଶିତା ଆର ରିତଶ୍ରୀକେ ଦେଖେଛେ କିନା । ଶିବୁ ଦେଖିତେ ପେଯେଛିଲ ଏକଦିନ, ଏକଟା ଛେଲେର ସାଥେ । ତାର ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଟା ଛେଲେର ମୁଖ ଆଁକା ହେଁଲେ, ଗୋଟା ଶହରେ ସମସ୍ତ ଥାନାୟ ପାଠାନୋ ହେଁଲେ ଏହି ଛବି । ଚିରାଣି ତଙ୍ଗାଶି କରିବେ ବଲା ହେଁଲେ, ତବେ ନିଃଶବ୍ଦେ, କୋନୋ ରକମ ହାଙ୍ଗମା ନା କରେ, ରିତଶ୍ରୀ ଆର ଶିତା ଦୁଜନେର ବାଡ଼ିର ଆଶେପାଶେର ଲୋକଜନକେଓ ଏହି ଛବି ଦେଖାନୋ ହେଁଲେ । ଶିତାର ବାଡ଼ିର ସାମନେର ଗଲିଟା ପେରୋଲେଇ ଚୌମାଥାର ମୋଡ୍, ଆର ଏଥାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଥାକବେ , ତାଇ ଓହି ଜାୟଗାର ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ରଣ ଆଗେ ଥେକେଇ ସଂଗ୍ରହ କରେ ରେଖେଛିଲ । ଏଥିନ ଆମାଦେର ଖୁଁଜିତେ ହବେ ଦୁଟୋ ଜିନିସ, ଓହି ଛବିର ସାଥେ ଶିତାର ଗଲିର ଦିକେ ଯାଓଯାର ରାତ୍ରାଯ ରାତ ଦଶ ଟା ଥେକେ ଏଗାରୋଟା ଠିକ କି ଘଟନା ଘଟେଛେ । ସାଇବାର ଦଳ ଖୁବ ଇନ୍ଟାରେସ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ନିଯେ ହାଜିର ହେଁଲେ, ଯାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମେଇ ହଲୋ ଏହି ଚିହ୍ନଟା ଏକଟା ଫ୍ରପେର ଯାର ଅନ୍ତିତ୍ବ ଆଛେ ଡାର୍କ ଓସେବ । ଡାର୍କ ଓସେବ ବ୍ୟାପାରଟା ଏକଟୁ ଯଦି ବୁଝିଯେ ବଲା ଯାଯ , ତାହଲେ ଦାଁଡ୍ଯାଯ ଯେ ଆମରା ଇନ୍ଟାରନେଟେ ଯା କିଛୁ ସାର୍ଟ କରି ଏବଂ ଇନଫରମେଶନ ପାଇ ସେଟ୍ ଗୋଟା ଓସେବେର ମାତ୍ର ଟପ ଅଫ ଦ୍ୱ ଆଇସ, ଏଟାକେ surface ଓସେବ ବଲା ହୁଏ । ଏଥାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯେ କେଉଁ ନିତେ ପାରେ ଏବଂ ଦିତେ ପାରେ, ଏରପର ଆସେ ଡିପ ଓସେବ, ଏଥାନେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅନେକଟାଇ ବିଭିନ୍ନ ରେସ୍ଟ୍ରିକ୍ଷନେର ମଧ୍ୟେ ଘଟେ ଥାକେ । ସକଳେ ଏଥାନେ ଏକସେ କରିବେ ପାରେ ନା । ଏରପର ଯେଟା ଥାକେ ସେଟ୍ ମହାସମୁଦ୍ରେର ଅତଳେର ମତୋ ଗଭୀର ଏବଂ ତତଟାଇ ରହ୍ୟମଯ, ସେଟ୍ ହଲୋ ଡାର୍କ ଓସେବ । ଏଥାନେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ । ଏଥାନେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନି ଜିନିସ କୋନୋ ବାଧା ଛାଡ଼ାଇ ସହଜଳଭ୍ୟ । ମାରଣ ଡ୍ରାଗ ଥେକେ, ନାରୀ ପାଚାର, ଏବଂ ନିଲାମ ସବ କିଛୁଇ । ସାଥେ ସୁପାରି କିଲାର ଥେକେ ଯେ କୋନୋ ଦେଶେର ଫେକ ପରିଚୟପତ୍ର ସବ କିଛୁଇ ବାନାନୋ ହୁଏ । ଏଥାନେ ଯେ ଓସେବସାଇଟ ଗୁଲୋ ଥାକେ ତାକେ ବଲା ହୁଏ ଅନିଯନ ସାଇଟ । ଏହି ଅନିଯନ ଓସେବସାଇଟ ସତି ପିୟାଜେର ମତୋ ଅର୍ଥାତ୍ ପିୟାଜେର ଯେମନ ପାପଡ଼ି ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଖୁଲିତେ ଥାକେ ଏଟାଓ ସେରକମ । ଏଥାନେ ଅନେକଟା ବ୍ୟାକ ହୋଲେ ଯେମନ ଆଲୋ ହାରିଯେ ଯାଯ, ତେମନ ଡାର୍କ ଓସେବ ଅନିଯନ ଓସେବସାଇଟେର ଇନ୍ଟାରନେଟ ପ୍ରଟୋକଳ ଆଡ୍ରେସ ହାରାଯ । ଏହି ଚିହ୍ନ ଟି ପାଓଯା ଗେଛେ , ଏରମ ଏକଟି ଅନିଯନ ସାଇଟେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ, ଏହି ଚିହ୍ନ ଯାଦେର, ତାଦେର ନାମ ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଦେର ଓସେବସାଇଟେ ଏକସେ ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି । ଦ୍ୱିତୀୟତ, ବାବଲୁ ବଲେ ଯେ ଛେଲେଟାର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଡିଏଷିଭିଟେ ହେଁଲେ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ତଥ୍ୟ ପାଓଯା ଗେଛେ ଇନ୍ଟାରନେଟ ସାର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡାରେର ଥେକେ । ବାଡ଼ିର ଆଡ୍ରେସ ଓ ପାଓଯା ଗେଛେ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥେକେ । ରଣ ତାର ଦଳ ନିଯେ ଆଡ୍ରେସ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଏସେହେ, କିନ୍ତୁ ବାବଲୁ କେ ଆମି ଏଥିନ ହେଫାଜତେ ନିତେ ବାରଣ କରେଛି । ଓ ଏଥିନ ତୁର୍କପେର ତାସ । ଯେ ଛେଲେଟିର ଛବି ଶିବୁ ବର୍ଣ୍ଣା ଦିଯେଛିଲ, ସେଇ ଛବିଟା ସାଇବାର ଦଳ ଖୁବ୍ ଜେ ବେର

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

କରେଛେ, ସୋଶ୍ୟାଲ ମିଡ଼ିଆତେ ଓର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏଥିନୋ ଏକ୍ଷିତ ଆଛେ, ନାମ ରକି । ତାହଲେ ଏହି ରକି ଆର ବାବଲୁ ଦୁଜନ କେ ଏଥିନ ନଜର ରାଖିତେ ହବେ । ଏଦିକେ ଓହି କାଳୋ suv ଗାଡ଼ିର ଖୋଜ ପାଓୟା ଗେଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଲୋ ତିନଟେ ଗାଡ଼ି ପାଓୟା ଗେଛେ ଯାଦେର ଲାସ୍ଟ ଦୁଟୋ ଡିଜିଟ 75 । ଏଦେର ତିନଟେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେଶନ ଏକଟା ବଡ଼ବାଜାର , ଏକଟା ପାର୍କ ସ୍ଟ୍ରିଟ, ଏର ଏକଟା ମାନିକ ତଳା । ଆମାଦେର ସ୍ପେଶାଲ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଲକେ ଚରିଶ ସନ୍ତା ଏହି ଗାଡ଼ି ଗୁଲୋର ଏକ୍ଷିଭିଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିତେ ବଲା ହେଁବେ । ଗାଡ଼ିର ମାଲିକେର ଓ ଖୋଜ ନେଓୟା ହେଁବେ । ଏହି ତିନଟି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକେର ସାଥେ କଥା ବଲେ ଦେଖା ଗେଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ତାଦେର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରେଛେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏନ୍ଟାରପ୍ରାଇଜ ବଲେ ଏକଟି କୋମ୍ପାନି କେ । ଏହି ସମୟ ଟା ରଣର କାଜ ବେଶ ଭାଲୋ ଲାଗେ, ପୁରୋ ଫିଲ୍ମ କାଯଦାଯ ଲୋକକେ ଉଠିଯେ ନିଯେ ଆସେ, ଏକଦମ ପୁଲିଶ ଗିରି । ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏନ୍ଟାରପ୍ରାଇଜେର ମାଲିକ କେ ଧରିତେ ରଣର ଆର ତାର ଦଲେର ଆଧ୍ୟନ୍ତାଓ ଲାଗେ ନି ।

ଏକଟା କରେ ଦିନ ଚଲେ ଯାଚେ ଆର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆରୋ ଚେପେ ବସିଛେ, ଏଥିନ ତିନଟେ ଦିକ ଏସେ ଗେଛେ ତଦନ୍ତର ଖୁନ, ନିଖୋଜଦେର ଉଦ୍‌ଧାର ଆର ପୁରୋ ଗାଙ୍ଗଟାକେ ଏକସାଥେ ବନ୍ଦି କରା । ଏହି ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଆମାଦେର କାହେ ଯା ତଥ୍ୟ ଆଛେ, ତାତେ ସମୟ ଏସେହେ “ଅପାରେଶନ ଫ୍ରୀ ବାର୍ଡସ” ଶୁରୁ କରାର । ଏହି ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ ନିଯେ କିଛୁ ଭାବନାଚିନ୍ତା କରା ଯାଚେ ନା କାରଣ ପୁରୋଟାଇ ହାତେର ବାଇରେ , କିନ୍ତୁ ଓଦେର କାହେଇ ପୌଁଛିତେ ହବେ । ବାବଲୁ ଆର ରକିର ସାଥେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବେ ଅଫିସାର ସାଗର ଆର ଅଫିସାର ଅନିର୍ବାନ । ଆମାଦେର ସାଥେ ସବସମୟ ଥାକବେ gps ଚିପ, ଯାତେ ଆମାଦେର ଲୋକେଶନ ସବସମୟ ଟ୍ରୋକ କରା ଯାଯ । ରଣ ଖବର ଦିଲୋ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏନ୍ଟାରପ୍ରାଇଜ ଏହି କୋମ୍ପାନିତେ ଯତଜନ ଲୋକ କାଜ କରେ ତାଦେର ସବାଇକେଇ ହେଫାଜତେ ନେଓୟା ହେଁବେ । ଖୁବ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ଧରା ହେଁବେ ଯାତେ କେଉଁ ଅନ୍ୟଜନକେ ଏଲାଟ୍ ନା କରିତେ ପାରେ । ଆମି ଚାଇଲେ ଓଦେର ଏଥିନ ଜେରା କରିତେ ପାରି । ଆମାର ମାଥାଟା ଆଜ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗରମ ଛିଲ, ଲକ ଆପେ ଚୁକେ ଆମାର ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟାଇ କଥା ଛିଲ, “ଏକବାର ବଲବୋ, ଜାସ୍ଟ ଏକବାର, ଏରପର ବାଁଚା ଆର ମରା ନିର୍ଭର କରିବେ ତୋଦେର ଉପର, ମରାର ପର ଲାଶଟାଓ ଖୁଜେ ପାବେ ନା କେଉଁ, ଆର ତୋଦେର ଖୁନେର ତଦନ୍ତ ତଥନ ଆମି ନିଜେଇ କରିବୋ, ଯା ହେଁବେ , ଆର ତୋଦେର କି କାଜ, କାର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସ ବଲିତେ ଥାକ, ନାହଲେ ଏକଟା ଶଟ , ଆର ସେଟା ହେଡଶଟ ।“ ଆର ବିଶେଷ କିଛୁ ବଲିତେ ହେବାନି, ଏତେଇ କାଜ ହେଁବେ, ଓଦେର ଥେକେ ଜାନିତେ ପାରି, ମାସ ଖାନେକ ଆଗେ ଓଦେର କାହେ ଏକଟା ମେଇଲ ଆସେ, ତାତେ ଲେଖା ଥାକେ ଟାକା ପୌଁଛେ ଯାବେ ଆମାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ତିନଟେ ଗାଡ଼ି କିନିତେ ହବେ ଆର ସେଗୁଲୋ ଆମାଦେର ଗ୍ୟାରେଜେ ରାଖା ଥାକବେ । ଶୁଦ୍ଧ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଓଥାନେଇ ଲାଗିଯେ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# କେନ୍ଦ୍ରାୟନ

## (ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଥ୍ୟ)

ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକାଶନ

ରାଖିତେ ହବେ । ଏହି ଟୁକୁଇ ଶର୍ତ୍ତ ଛିଲ , ଆମି ଓଦେର ଥେକେ ମେଇଲ id, ଯେଥାନ ଥେକେ ମେଇଲ ଏସେଛିଲ, ସାଇବାର ଦଲକେ ଖୁଜିତେ ବଲଲାମ ଆର ସେଇ ସାଥେ ଏକଟା ଖଟକା ଲାଗଲୋ, ଟାକା ଯଦି ଆସେ କୋଣୋ ବ୍ୟାଂକ ଏକାଉନ୍ଟ ଥେକେ ଆସବେ, ତାହଲେ ସେଖାନ ଥେକେ ଜାନା ଯାବେ କେ ବା କାରା ଟାକା ପାଠିଯେଛେ । ସାଇବାର ଦଲ କେ ଏଦେର ସମସ୍ତ ଏକାଉନ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରତେ ବଲଲାମ । ଆରୋ ଏକଟା ବିଷୟ ଆଛେ, ଯେଟା ଏରା ଗୋପନ କରଛେ । ଏଦେର କଥା ଅନୁୟାୟୀ ଗାଡ଼ି କେନାର ଟାକା ଛାଡ଼ାଓ ଆରୋ କିଛୁ ବେଶ ଟାକା ଦେଓଯା ହଯେଛେ । ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଗାଡ଼ିଗୁଲୋ ହେଫାଜତେ ରାଖାର ଜନ୍ୟ । ବ୍ୟାପାର ଟା ବେଶ ଅସ୍ଵାଭାବିକ । ରାତରେ ବେଳା ଆଜ ଜେରା କରତେ ଗିଯେ ଦେଖି ଓଦେର ମୁଖେ କୋଣୋ ଭାବଲେଶ ନେଇ , ଯେଟା ଆରୋ ଅବାକ କରଛେ । ଆମି ଦୁ ଚାରଟେକେ ଏକଟୁ ଉତ୍ତମ-ମଧ୍ୟମ ଦିଯେ ସତ୍ୟଟା ବେର ହଲୋ, କୁନ୍ଦନ ନାମେ ଏକଟା ଲୋକ ଆସତୋ ଯେ ଗାଡ଼ି ଗୁଲୋ ଏକ ଏକ ଦିନ ନିଯେ ଯେତ । ଠିକ ଏଟାଇ ଭାବଛିଲାମ କେଉ ତୋ ଆଛେ ଏହି ଗଞ୍ଜେ । ଏରା ଜାନେ ନା କୁନ୍ଦନ କୋଥାଯ ଥାକେ, ରଣ ଦେଖିଲାମ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତିତ । ଆମାର କେନ ଜାନି ନା ମନେ ହଚ୍ଛିଲ, ଏହି ଖୁନେର କାଜ ଟା କୋଣୋ ଶାର୍ପ ଶୁଟାର ଛାଡ଼ା କରା ଏକଥକାର ଅସ୍ତବ, ଏହି କୁନ୍ଦନ କେ ଖୁଜେ ବେର କରତେ ହବେ । ବ୍ୟାସ ତାହଲେଇ କାନ ଟାନଲେ ମାଥା ଆସବେ ।

ବ୍ୟାକ ଉପରେ ସତିଇ ଭାବାଚେ ଆମାକେ ଏକାଉନ୍ଟ ଗୁଲୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ଦେଖା ଗେଛେ , ଅନ୍ୟେର ପରିଚଯ କେ କୌଶଳେ ଜେନେ ତାଦେର ତଥ୍ୟ ଦିଯେ ବ୍ୟାଙ୍କେର ଏକାଉନ୍ଟ ଖୋଲା ହୁଯା । ଯାଦେର ନାମେ ଖୋଲା ହୁଯେଛିଲ, ତାଦେର ଶନାକ୍ତ କରେ ଜିଞ୍ଜାସା ବାଦ କରେ ଦେଖା ଗେଛେ, ଇନ୍ଟାରନେଟ କଲିଂ କରେ ବୋକା ବାନାନୋ ହୁଯେଛିଲ । କଲେ ବଲା ହୁଯା, ବ୍ୟାଂକେର ମ୍ୟାନେଜାର ନାକି ଫୋନ କରେଛେନ ଏବଂ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଛିଲ , ନତୁନ କିଛୁ ନିୟମ ହୁଯେଛେ ପେନଶନ ପାଓଡ଼ାର, ତାତେ କରେ ନତୁନ ଏକାଉନ୍ଟ ତୈରି ନା କରଲେ ପେନଶନ ଆଟକେ ଯାବେ । ଆର ଏହି କଥା ଶୁଣେ ତାଦେର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଫୋନେର ଓପର ପ୍ରାନ୍ତେର ବ୍ୟକ୍ତି କେ ଦିଯେ ଦେଯ । ଏଥାନେ ବଲା ବାହ୍ଲ୍ୟ, ଯେ ଏକାଉନ୍ଟ ଥେକେ ଟାକା ପାଠାନୋ ହୁଯେଛେ, ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ ସତର ବଛରେର କାଢାକାଢି । ଛେଲେରା ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଛେ, ଉନି ଏକା ଥାକେନ । ଏହି କାଜ ଓନାଦେର ପକ୍ଷେ କରା ସମ୍ଭବ ନଯ, ଏଦିକେ ଏକାଉନ୍ଟେ ଟାକାର ଲେନଦେନ ଯେ ହୁଯେଛେ ସେଗୁଲୋ ସମ୍ପର୍କେ ଖୋଁଜ ନିତେ ହବେ । ରଣକେ ପୁରୋ ଟା ବୁଝିଯେ ବଲଲାମ, ଅପାରେଶନ ଫ୍ରୀ ବାର୍ଡସ ଶୁରୁ କରତେ ହବେ, କାଳ ଥେକେ ସାଗର ଆର ଅନିର୍ବାନ ନିଜେଦେର କାଜ ଶୁରୁ କରବେ, ଓଦେର ଦଲେ ମିଶବେ, କିଭାବେ କାଜ କରେ ସେଟୋ ଜାନବେ, ଓରା ବାବଲୁ ଆର ରକିର ମତୋଇ ଏଜେନ୍ଟ ହବେ ଆର ଓଦେର ଫାଁଦେ ପା ଦେବ ଆମି ଆର ଅଫିସାର ମୋହନା । ଆର ରଣ ଧରବେ କୁନ୍ଦନକେ । ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ଲୋକେଶନଗତ ତଥ୍ୟ ଆର ଡିଜିଟାଲ ଅପାରେଶନ କରବେ



# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সাইবার দল। আমি আর মোহনা দুজনে পুরো ব্যাপারটা বুঝবো, খোঁজ করবো কোথায় আছে ওরা, আর একটা স্পেশাল কমবাট ফোর্স সবসময় আমাদের follow করবে, সমস্ত লোকেশনে। আমার ব্যাক আপ দরকার হতে পারে যেকোনো সময়ে, আমার আর মোহনার হাতে কোনো অস্ত্র থাকবে না। অপারেশনের সময় একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কুন্দন যেন কোনো ভাবেই অন্যদের সতর্ক করতে না পারে। অপরাধীদের ডাটাবেস থেকে খোঁজ লাগাতে হবে জেলের বাইরে কজন শার্প শুটার আছে, আর বর্তমানে তারা কোথায়, সমস্ত খবরী দের এষ্টিভেট করে, এই শহরের আর শহর তলীর সমস্ত তথ্য আমাকে যাতে আগামী কাল সন্ধের মধ্যে দেওয়া হয় সেই ব্যাবস্থা করতে বলেছি। রণ আজ আমাকে বলেছে, কুন্দন কে ও ঠিক খুঁজে বের করবে। এদিকে আর একটা দিন, তারপর পাগলটাকে আর সামনে থেকে দেখতে পাবো না, আমি মানুষ টা ওর জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। কখনো যদি এই ডায়েরী ও খুঁজে পায় বুঝবে, আমি ওকে ঠিক কতটা ভালোবাসি, কিন্তু নিয়তির বাইরে কেউ নয়, তবে কখনো দেখা হবে। বাবা কে আজ সবটুকুই জানালাম, কাল হয় তো শেষ দেখা। বাবা ওকে মেনে নেবে না, কোনো ভাবেই, আর আমি আমার কথা কখনো বলতে পারবো না, কারণ ও যে এই পেশাকে মেনে নিতে পারে না, ওর পরিবার টা যে ছারখার হয়ে গেছে এই পেশার কারণে। ভালো থেকে ভালোবাসা, না হয় ভুল বুঝে, নয়তো ঘোনাতে।

আজ বেশ কদিন পর লিখতে শুরু করলাম, গত কয়েকদিন অপারেশন ফ্রী বার্ডস, এর সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাগর এবং অনিবান ইতিমধ্যেই মেশার চেষ্টা করছে বাবলু আর রাকির সাথে, আমার আর মোহনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি সাইবার দল দেখছে। এবার শুধু মাছের টোপ গেলার অপেক্ষা। এদিকে রণ একটা ভালো খবর নিয়ে এসেছে, গত বছর কিছু শার্প শুটার জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল, তাদের মধ্যে কুন্দন একজন, আমি রণ কে বলেছি ওদের প্রত্যেককে বের করতে হবে। গতকাল কুন্দনকে খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু এখনি ওকে গ্রেফতার করতে বারণ করেছি, নজর রাখতে বলেছি ওদের বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর। আজ একটা খবর এসেছে, কুন্দন প্রতিদিন রাত আটটা থেকে বারোটা অবধি ঘরের বাইরে থাকে, বাকি সবসময় ঘরের ভিতর ঢুকে থাকে। স্মিতাদের খুনের কিছুদিন আগে বাজার থেকে ফাঁপা কঢ়িও জোগাড় করেছিল। রণ ওই এরিয়ার আশেপাশে এক খবরীর থেকে খোঁজ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুঁজেশ মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

পেয়েছে যে বেআইনি ভাবে খিদির পুর ডক অঞ্চলে, পটাশিয়াম সায়ানাইড এর কেনা বেচা হয়, আমার পুরোপুরি সন্দেহ এই কুন্দন এবং তার দলবল ওখান থেকেই এই বিষ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে থাকবে। এই বেআইনি কারবারী দল টাকেও ধরতে হবে। আজ রাতে রণ তার দলবল নিয়ে ডকে গেছে, আর সেই সাথে বাবলুর সাথে সাগরের বন্ধুত্ব হয়েছে, সাগরকে একটা গ্রন্থে যোগ করানো হয়েছে, এমন এক সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগের এপ্লিকেশন যেটা পাবলিকলি সবার জন্য নয়, সাইবার দল এখনি সেটার উপর কিছু করতে পারবে না। অত্যন্ত সিকিউর এই এপ্লিকেশন, সাগরের বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র একটাই গ্রন্থ, নাম কলকাতা যেহেতু বাবলু ওকে জয়েন করিয়েছে তাই শুধুমাত্র বাবলু কেই দেখাচ্ছে, বাকিদের নয়। এই ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং অর্থাৎ পুরো নেটওয়ার্ক কে ট্রেস করা খুব কঠিন।

যাই হোক, বারো জনকে উদ্বার করতে হবে। বাবা কে বলেছি গোটা রাজ্যের সমস্ত সুপেরিন্টেন্ডেন্ট অফিসারকে এই মিশনের কথা জানাতে এবং কোনো রকম মিসিং ডায়েরি হলেই আমাদের খবর দিতে। সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিও আরো বাড়ানো হয়েছে। রণ আজ রাতে একটা স্পেশাল অপারেশন করবে, রাত আটটা থেকে বারোটা কুন্দন কে follow করবে। তবে কুন্দন একা যে খুন টা করেছে, সেটা নয় অর্থাৎ আরো কেউ আছে সাথে, সেটা খুঁজে বের করতে গেলে কুন্দনকে অনুসরণ করতে হবে। আর তারপর যেহেতু জেল খাটা লোক, ওকে টাইট দিতে বেশি বেগ পেতে হবে না।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



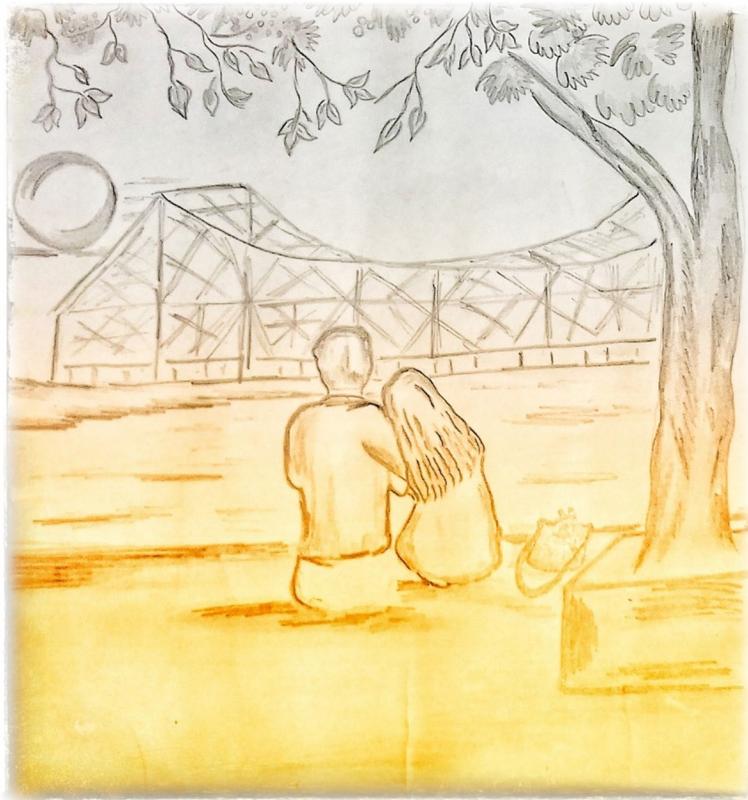


# শংখু পরিধান

(প্রথম বর্ষ - পুজো সংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

আজ পাগলাটার সাথে অনেক্ষণ সময় ছিলাম সন্দের থেকে গঙ্গার ধারে, আমাকে বলছিল আজ  
নাকি আমায় বেশিই সুন্দরী  
দেখাচ্ছে, আর আমি তো জানি  
আজকের পর আর দেখা হবে  
না। চলে আসার সময় মনে  
হচ্ছিল, সব শেষ, কি মনে হলো  
আজ একটু জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা  
হলো, কখনো এভাবে ধরিনি।  
আজ খাইয়েও দিয়েছি, আমি  
জড়িয়ে ধরলেই ও কেঁদে ফেলে।  
আর আজ ও হাসছিল, আমি  
কাঁদছিলাম।



আজ অফিসে আসতে বেশ লেট

হয়েছে। নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করতে হয়েছে। রণ সকালে বললো, অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে,  
আমি এলে বেশ কিছু তথ্য পাবো। অফিসে আসতে দেখি, রণ আমার চেম্বারে বসে। গতকাল  
রাতের কাজ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কুন্দন রাত আটটার সময় গঙ্গার ধারের যে অব্যবহৃত কারখানা  
আছে সেখানে যায়। ও যাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যে প্রায় বারো জন লোক, কিছু সময় অন্তর অন্তর  
আসে। প্রত্যেকের মুখ ঢাকা হলেও আমাদের লোক ওদের পিছু ধাওয়া করে, রাত বারোটার  
সময় ওদের প্রত্যেকের পরিচয় আমাদের হাতে এসেছে। সিক্রেট এজেন্ট প্রত্যেককে নজর  
রেখেছে, ছোট ছোট ip ক্যামেরা অনলাইন আছে, তাদের প্রত্যেকের গতিবিধি আমাদের নজরে  
থাকছে। পটাশিয়াম সায়ানাইডের কারবারীদের খিদিরপুর থানা আরেস্ট করেছে। ও বয়ান  
দিয়েছে, কুন্দনকে ও বিক্রি করেছিল, কুন্দন ক্যাশ টাকায় ওটা কেনে। আমি তেবে দেখলাম.  
সংখ্যা যেহেতু মাত্র বারো তাহলে খুব তাড়াতাড়ি নিখেঁজদের কে নিয়ে আসবে, আর এই গ্যাংটা  
খুনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগের অটোমোবাইল কোম্পানি যেহেতু পুলিশ হেফাজতে, এবারে তাদের  
অন্য কোনো পন্থা খুঁজতে হবে। শহরের যত ভাড়ায় গাড়ি সার্ভিস দেয় তাদেরকে এলার্ট করতে

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ହବେ, ଭାଡ଼ା ଦେଓଯା ପ୍ରତିଟା ଗାଡ଼ିର ତଥ୍ୟ ଆମାଦେର ଚାଇ । ସାଇବାର ଦଲ ଏକଟା ଓସେବ ଏପ୍ଲିକେସନ ବାନାବେ ସମ୍ମତ ଡିଲାର ଦେର ତାତେ ନଥିଭୁତ କରତେ ହବେ କୋନ ଗାଡ଼ି କାକେ ଦେଓଯା ହେଁବେ । ତବେ କୁନ୍ଦନ ଛାଡ଼ାଓ ଆରୋ ଏକଜନ ଆଛେ , ସେ ଏହି ସମ୍ମତ କାଜ କେ ତଦାରକି କରଛେ, କୁନ୍ଦନ ଆର ତାର ଦଲବଳେର ଉପର ନଜର ରାଖା ହବେ ଚରିଶ ଘନ୍ଟା । ପ୍ଲାନ ଏଟାଇ କରା ହବେ , ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ଏଲାଟ୍ ଆର ସବାଇକେ ଏକସାଥେ ଧରା । ରଣ, କୁନ୍ଦନ ଦେର ଡେରାର ଆଶେପାଶେ କମବାଟ ଫୋର୍ସେର ଅଫିସାରଦେର ସିକ୍ରେଟ ଏଜେନ୍ଟ ହିସାବେ ମୋତାଯେନ କରରେ । ସମ୍ମତ କାଜ ସାରା ହେଁବେ ଖୁବ ଗୋପନ ଭାବେ । କୁନ୍ଦନ ଆର ଓର ଦଲବଳ ବୁ ଡାଟ କେ ସଠିକ ଭାବେ ରଞ୍ଜ କରାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଚ୍ଛେ । ତାର ମାନେ ଖୁନ କରରେ । କୁନ୍ଦନ, ଓର ବାଡ଼ି ଥେକେ ବୁ ଡାଟ ଏର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହତ କଥିବ ପାଓଯା ଗେଲେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯାବେ । ସେଦିନ ରାତେ କୁନ୍ଦନ ବୁ ଡାଟ ପଦ୍ଧତିତେ ଖୁନ କରେ, ଏର ଅର୍ଥ ଗାଡ଼ିତେ ସେଦିନ ଓ ଛିଲ । ତାହଲେ ଦୁଟୋ ଗାଡ଼ିକେ କେ ଚାଲାଚିଲ, ଆର କୋଥା ଥେକେଇ ବା ଓଦେରକେ ପିକ କରେଲିଗାଡ଼ିତେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଏକଟାଇ, କୁନ୍ଦନକେ ପାକଡ଼ାତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଅପାରେଶନ ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଶୁରୁ ହେଁବାର ପର । ସନ୍ଧେର ଦିକେ ସାଗର ଖବର ଦିଯେଛେ, ଓକେ କାଜ ଦେଓଯା ହେଁବେ ନତୁନ ମେୟେଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ କରାର, ଆର ଅନିର୍ବାନ ତାଇ, ମାଛ ଟୋପ ଗିଲେଛେ । ଏବାର ଶୁଦ୍ଧ ସମୟେର ଅପେକ୍ଷା ।

ଆଗାମୀକାଳ ଆମାକେ ଆର ମୋହନାକେ ଅପହରଣ କରା ହବେ । ଆମାଦେର ପ୍ଲାନ ଅନୁୟାୟୀ କାଜ ହଚ୍ଛେ, ସାଗର ଆର ଅନିର୍ବାନ ପ୍ରେମେର ଅଭିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସାଇବାର ଦଲେର ସାଥେ ପୁରୋ ବ୍ୟାପାର ଟା ଦାରଳନ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଁବେ । ସାଗର ଯେଟା ଜାନିଯେଛେ ତା ଅନେକଟା ଏରମ, ଏକଟା ନେଟୋୟାର୍କ ଆଛେ ଯାରା ପ୍ରତି ନିଯତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ନାମେର ମେୟେଦେର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଖୁଁଜେ ଚଲେଛେ, ଆର କିଛୁ ଛେଲେ କେ କାଜେ ନେଓଯା ହଚ୍ଛେ ଯାରା ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲେର ମେୟେଦେର ସାଥେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରରେ । ମେୟେଦେର, ଯାଦେର ଅପହରଣ କରା ହେଁବେ. ତାରା ଯେ ଟାକା ପାଠିଯେଛେ, ସେଟାଓ ଆସଲେ ଏହି ବାବଲୁ ଏବଂ ରକିଦେର । ପୁରୋଟାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିକଳ୍ପିତ । ଏତଟାଇ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ଗୋପନ, ଏର ମୂଳ ଖୁଁଜେ ପାଓଯା ଖୁବ କର୍ତ୍ତିନ । ଏହି ଦଶ ହାଜାର ଟାକା ଆସଲେ ଏଦେର ପାରିଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ ଏଦେର ପେମେନ୍ଟ କରରେ ନା । ପେମେନ୍ଟର ଟାକା ଟା ସରାସରି କ୍ୟାଶ ହେଁବା ଆସଛେ ବାବଲୁଦେର କାହେ । ସାଗର କେ ଚୋଦଟା ଲିସ୍ଟ ଦେଓଯା ହେଁବେ, ବଲା ହେଁବେ ଏଦେର ସାଥେ କଥା ବଲେ , ବ୍ୟାକମେଇଲ କରେ ଯେ ଭାବେ ହେକ ଦଶ ହାଜାର ଟାକା ଆର ଏକଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଯଗାତେ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ଥାକବେ, ଓଦେର ଶୁଦ୍ଧ ମେୟେଟିକେ ଓହ ଗାଡ଼ିତେ ତୁଲେ ଦିତେ ହବେ । ଅତ୍ୱତ ବ୍ୟାପାର ହଚ୍ଛେ ଯାରା ଏହି ଆଦେଶ ଦିଚ୍ଛେ ତାଦେର କୋନ ଇନଫରମେଶନ ନେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖା ଉଞ୍ଚ । ପ୍ରାଇଭେଟ ଏପ୍ଲିକେସନ ତାଇ ସାଇବାର ଦଲ ଏଟା କିଛୁ କରତେ ପାରବେ ନା ।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

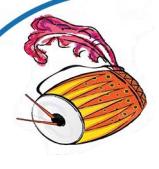
(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ତାହଲେ ପୁରୋ ବ୍ୟାପାରଟା ଏଟାଇ ଦାଁଙ୍ଗାଳେ, ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ ନିଜେର କୋନୋ ଛାପ ରାଖେନି, ଯଦି କଯେକଟା ଲେଯାରେ ଭାଗ କରା ଯାଯ ତାହଲେ ଦେଖା ଯାବେ, ଏକଟା ଲେଯାର ଶୁଦ୍ଧ ଖୁଜିଛେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆର ଲିସ୍ଟ କରଛେ, ଏର ପରେର ଲେଯାର ତାଦେର ସାଥେ କଥା ବଲଛେ, ଅର୍ଥାତ କୋନୋ ଲେଯାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଲେଯାର ସମ୍ପର୍କେ ଜେଣେ ନା । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଜେର ଜନ୍ୟ ଏକଟା କରେ ଦଲ ଆଛେ । ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଡିରେଣ୍ଟ କାଉକେ ପେ କରଛେ ନା ତାଇ ଗୋଟା ସ୍ଟାଟନାଟି ତେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ । ଏଥିନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଲୋ ଟାକା ଗୁଲୋ ଆସଛେ କିଭାବେ ଆର କ୍ୟାଶ କେ କରଛେ । ତାର ମାନେ ଆରୋ ଅନେକ ଲୋକ ଜଡ଼ିଯେ ଆଛେ । ତାରା ଏକଜନେର ସାଥେ ଆର ଏକଜନ ଲିଙ୍କିତ ନଯ । ତାହଲେ ଉପାୟ ଏକଟାଇ, ପୁରୋ ଗ୍ୟାଂ କେ ଧରା ଅନେକଟା ଅସ୍ତବ । ଆଗେ ପୌଁଛତେ ହବେ ଓହି ନିର୍ଖୋଜ ମେଯେ ଗୁଲୋର କାଛେ । ଭାଡ଼ା ଦେଇ ଯେବେ ଗାଡ଼ିର କୋମ୍ପାନି, ସେଖାନ ଥେକେ ଏକଟା ତଥ୍ୟ ପାଓୟା ଗେଛେ, ଛୟ ଟା ଗାଡ଼ି କେ ଭାଡ଼ା ନେଓୟା ହଛେ, ଯେଥାନେ ଯେ ଭାଡ଼ା ନିଚ୍ଛେ ସେ ନିଜେ ଏସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖେ ନିଚ୍ଛେ ନା, ଏକଟି ଇନ୍ଟାରନେଟ୍ call ଥେକେ ତାଦେର କାଛେ ଅର୍ଦାର ଏସେଛେ, ଟାକା ଏସେଛେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଓରା ଏକାଉନ୍ଟ ନସ୍ବର ଆମାଦେର ପାଠିଯେଛେ, ଏଟା ସେଇ ଏକାଉନ୍ଟ ନସ୍ବର ଯେଟା ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ତିର ପାଓୟା ଗିଯେଛି । ଏହି ଏକାଉନ୍ଟେ ସମସ୍ତ ଲେନଦେନ କ୍ରିପ୍ଟୋ କାରେନ୍ସି ତେ ହେଯେଛେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଏଟାଓ ଏକ ଧରଣେର କାରେନ୍ସି, ଆମାଦେର ଦେଶେ ଏହି କାରେନ୍ସି ଦିଯେ ଲେନଦେନ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏହି କାରେନ୍ସି ଦିଯେ ଏକଜନ ଅପରଜନେର ସାଥେ ଲେନଦେନ କରତେଇ ପାରେ, ଯାରା ଏହି କାରେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରଛେ । ଆର ଏହି କାରେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର କାରୀର ନାମ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଅସ୍ତବ । ତାଇ ଏଥାନ ଥେକେ କିଛୁ ବୋବା ସ୍ତବପର ନଯ । ଛଟା ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଦୁଟୋ ଗାଡ଼ିର ନସ୍ବର ମିଳେଛେ, ଯେଗୁଲୋ ସାଗର ଆର ଅନିର୍ବାନ କେ ଦେଓୟା ହେଯେଛେ । ଏଗୁଲୋ ଆମାଦେର ଅପହରଣ କରାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହବେ ଆର ବାକି ଚାରଟେ ର ଗତିବିଧି ରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରବେ ।

ପ୍ରାୟ ଏକସଂଗ୍ରହ ବାଦେ ଲିଖିତେ ବସେଛି, ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହଛେ କାରଣ ଆମରା ପେରେଛି, ନିର୍ଖୋଜ ଦେଇ ଫିରିଯେ ଆନତେ । ଆର ସେଇ ସାଥେ ସମ୍ମିତା ଆର ରିତଶ୍ରୀର ଖୁନି କେ ଧରତେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ ଉଞ୍ଚ ଏଥିନୋ ଅଧରା, ଏବାର ଆସି ସେଇ ଗଲ୍ଲେ ଯେଥାନେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ପାଖିଓ ଖାଁଚା ଛାଡ଼ା ହତେ ପାରତୋ ।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ ହଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ସେଦିନ ପରିକଳ୍ପନା ମତୋ ଆମାକେ ଆର ମୋହନା କେ ଅପହରଣ କରା ହୁଏ, ପାର୍କ ସ୍ଟ୍ରିଟ ଆର ଧର୍ମତଳା ଥେକେ । ଏଦିକେ ରଣ ଆର ଓଦେର ଦଲ କୁନ୍ଦନ ସହ ପୁରୋ ଦଲଟା କେ ଏକସାଥେ ପାକଡ଼ାଓ କରେ ଏବଂ ଓଦେର ଥେକେ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାଜେୟାଣ୍ଟ କରା ହୁଏ । ଏଥାନେ ଆମରା ଏକଟା ନୃତ୍ୟ ପ୍ଲାନ କରି, ଆମରା କୁନ୍ଦନଦେର କେ ସବାଇକେ ବନ୍ଦୁକେର ସାମନେ ଦାଡ଼ କରାଇ ଆର ତାଦେର ବଲି ଦୁଟୋ ରାଷ୍ଟ୍ରା ଏକ

ଆମରା ଯେମନ ବଲବୋ ତେମନଟି କରତେ ହବେ ଆର ନୟତୋ ଆଜ ରାତେଇ ଶେଷ, ଏମନିତେଇ ସବ ଗୁଲୋ ଶାର୍ପ ଶୁଟାର ଗ୍ୟାଂ ଓୟାରେ ଖୁନ ହେଁ ଗେଛେ, ଯା କିନା ପୋତ୍ର ଏଲିବାଇ । ଆର କୁନ୍ଦନର ଦୁଇ ପାଯେ ରଣ ଗୁଲି କରେ, କୁନ୍ଦନ ସ୍ଥିକାର କରେ ନେଯ, ଓ ଆର ଏଇ ବାରୋଜନେର ମଧ୍ୟେ ମଦନ, ଦୁଜନେ ମିଲେ ଖୁନ କରେଛେ ରିତଶ୍ରୀ ଆର ଶ୍ମିତାକେ । ଓଦେର ଜେଲ ଥେକେ ବେରୋନୋର ପର ଏକଟା ଇନ୍ଟାରନେଟ କଲ ଆସେ, ତାତେ ବଲା ହୁଏ କାଜ ଆଛେ, ଏମନ ଭାବେ ହବେ କେଉ ଟେର ପାବେ ନା , ଦୁଟୋ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ କାଜ ହଲେଇ ଓଦେର ସିଙ୍ଗାପୁର ପାଠିୟେ ଦେଓଯା ହବେ, ଯେଥାନେ ଓରା ବାକି ଜୀବନ ଟା କାଟାବେ । ଓଦେର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଟାକା ପଯସା ସବ ଓଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ରିର ଏକାଉନ୍ଟ ଥେକେ ଆସେ,

ଆମାଦେର କେ ବୁ ଡାଟ ସମ୍ପର୍କେ ଅନଲାଇନେ ଟ୍ରୈନିଂ ନିତେ ବଲା ହୁଏ, କିଭାବେ ସମସ୍ତ କିଛୁ ଜୋଗାଡ଼ କରତେ ହବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଓଯା ହୁଏ । ବଲା ହୁଏ, କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରିଟେ ଏକଟା ମେସ ବାଡ଼ିତେ କିଛୁ ପଟାଶିଯାମ ସାଯାନାଇଡ ଆର କଞ୍ଚିତ ଦିଯେ ଆସତେ ହବେ । ଅଟୋମୋବାଇଲ କୋମ୍ପାନିର ଗ୍ୟାରେଜେର ଆଡ୍ରେସ ଦେଓଯା ହୁଏ ବଲା ହୁଏ, ଓଥାନ ଥେକେ ଗାଡ଼ି ପାଓଯା ଯାବେ , ଗାଡ଼ିତେ ଚାବି ଲାଗାନୋ ଥାକବେ । ଓରା ସେଇ ମତୋ ଗାଡ଼ି କରେ ସମସ୍ତ କାଜ କରେ । ଆମାଦେର ପ୍ରକ୍ଷତି ନିଜେଦେର ମତୋଇ ଚଲଛିଲ, ତାରପର ଆମରା ପ୍ରକ୍ଷତ କିନା ଜାନାର ପର ଖୁନେର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟେ ବେଳା ଆମାଦେର ଖିଦିରପୁର ଡକେ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ଆସତେ ବଲେ, ଦୁଟୋ ଗାଡ଼ି ଛୟଜନ କରେ ଭାଗ କରା ହୁଏ । ରାତ ଠିକ ନଟୀ ନାଗାଦ ଓରା ପୌଛାଯ, ଆଧିଘନ୍ତା ପରେ ଓଦେର କାହେ ଫୋନ ଆସେ । ବଲା ହୁଏ, ଦୁଟୋ ମେସେ ଡକେର ଏକଟା ଏକ୍ସ ଆଁକା କନଟେଇନାର ଏର ସାମନେ ଆଛେ । ଓରା ଗିଯେ ଓଥାନ ଥେକେ ଦୁଟୋ ଗାଡ଼ିତେ ଦୁଜନ କେ ନିଯେ ଓଦେର ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଚଲେ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ଯାଯ, ଓଦେର କାହେ ଇନ୍ଟାରିକଶନ ଛିଲ ଓରା ବାଡ଼ିର ସାମନେ ମେଯେ ଦୁଟୋ କେ ଛେଡ଼େ ଦେବେ , ଆର କୁନ୍ଦନ ନିଜେ ଆର ମଦନ ଏକ ସମୟେ ଦୁଜନ କେ ବୁ ଡାର୍ଟ କରବେ । ଆର ସେଇ ଜନ୍ୟ ଓରା ସମୟ ଘଢ଼ି ସଠିକ ଭାବେ ମିଲିଯେ ନିଯେଛିଲ, ଆର ଖୁନ ଦୁଟୋ ଏକଦମ ସଠିକ ସମୟ ହୁଯ । ଏକଟା କାଜ ଶେଷ ହଲେଓ ତଥନ ଅନ୍ୟ କାଜ ବାକି ଛିଲ, ଖୁନି ଧରା ପଡ଼ିଲେଓ ନିଖୋଁଜ ଦେର ନିଯେ ଆସତେ ହବେ । ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଦେର ବଲା ହୁଯ, ଓରା ଯା କରଛେ କରେ ଯେତେ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗୁଲୋତେ ସାର୍ଭିଲେସ ଶୁରୁ କରେ ସାଇବାର ଦଲ ଆର ଆର୍ମିଡ ପୁଲିଶ ସବ ସମୟ ନିଶାନାୟ ରାଖେ କୁନ୍ଦନଦେର । ଓଦେର ସମସ୍ତ କାଜ ଏକଟା ସ୍ପେଶାଲ ଓୟାର ରୁମ ଥେକେ ପରିଚାଳନା କରା ହୁଯ, ଏକମାତ୍ର କୋନୋ ଫୋନ ଆସଲେ ତବେଇ ଓଦେର ଦେଓଯା ହୁଯ, ଦିନେର ଶେଷେ ଲକାପେ ରାଖା ହୁଯ ।

ଏଦିକେ ଆମି ଆର ମୋହନା ଅପହତ ହାଇ । ଆମାକେ ସାଗର ଅପହରଣ କରେ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ବସିଯେ ଦେଇ, ଏବଂ ଆମାକେ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ କରା ହୁଯ । ଆମାର ମୁଖେର ଭିତର , ଏକଦମ ଭିତରେ ଦାଁତେ ଏକଟା ଜିପିଏସ ଚିପ ଥାକେ, ଗାଡ଼ିତେ ସାଗର ଆର ଏକଜନ ଡ୍ରାଇଭାର ଛାଡ଼ା କେଉଁ ଛିଲ ନା । ଆମାୟ ସାଗର କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଦେଓଯାର ନାଟକ କରେ ଏବଂ ଆମି ଜ୍ଞାନ ହାରାନୋର । ମୋହନା ଆର ଆମାର ଦୁଟୋ ଗାଡ଼ିର ଅଭିମୁଖ ଛିଲ ଖିଦିରପୁର ଡକ । ଆମାଦେର ଧାଓଯା କରେ ରଣଦେର ଦଲ । ସାଗର ଏବଂ ଅନିର୍ବାନ କେ ଓଦେର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ନାମିଯେ ଦେଓଯା ହୁଯ, ଆମି ବୁଝିତେ ପାରି ଆମାଦେର ଗାଡ଼ି ଖିଦିରପୁର ଡକେ ପୌଁଛେ ଗେଛେ । ଡ୍ରାଇଭାର ଗାଡ଼ିଟା ସୋଜା ଏକଟା କନଟେଇନାରେ ମଧ୍ୟେ ତୁକିଯେ ଦେଇ, ଆରୋ କିଛୁକ୍ଷନ ପର ବୁଝିତେ ପାରି କନଟେଇନାର ଟା କୋନୋ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରଲାରେ ନିଯେ ଗିଯେ ରାଖା ହେଁବେ । କିଛୁକ୍ଷନ ବାଦେ ଦେଖି, କନଟେଇନାର ଟାର ଦରଜା ଖୁଲେ ଗେଲ, କିଛୁ କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ମୁଖୋଶ ଡାକା ଲୋକ ଆମାକେ ନିଯେ ଏଗିଯେ ଚଲିଲୋ । ଏକଟା ଛୋଟ ସ୍ପୀଡ ବୋଟେ ଆମାକେ ଆର ମୋହନାକେ ତୋଳା ହୁଯ, ଆରଓ ଦୁଜନ କେ ଦେଖିତେ ପାଇ, ଅନ୍ୟ ଏକଟା ବୋଟେ । ଆର ଦୂରେ ଦେଖିତେ ପାଇ ଏକଟା ଛୋଟ ନୌକା ମୋଟର ଦେଓଯା ଦୂର ଥେକେଇ ଆମାଦେର follow କରିବେ, ବୁଝିତେ ପାରି ଓଟା ଆମାଦେର ରଣର ଦଲେର ଲୋକ । ସନ୍ତା ଚାରେକ ଚଲାର ପର ଦେଖି ଏକଟା ସିଟମାରେ ଆମାଦେର ତୋଳା ହୁଯ, ଚାରଜନ ମେଯେ କେ ସିଟମାରେର ଡକେ ରାଖା ହୁଯ, ମୁଖ ଆର ହାତ ବେଁଧେ । ଅନ୍ଧକାର ନେମେ ଏସେଛେ । ଓଇ ଲୋକ ଗୁଲୋ ଚଲେ ଯାଯ, ପରେ ଶୁଣେଛି ଓଦେରକେ ଆମାଦେର ପରିକଳ୍ପନା ମାଫିକ ହେଫାଜତେ ନେଓଯା ହୁଯ, ତାଦେର କେଓ ଏକଇ ପଞ୍ଚ ଅବଲମ୍ବନ କରେ କଲ କରେ ଟାକାଓ ପୌଁଛେ ଦେଓଯା ହୁଯ, ଶୁଦ୍ଧ ଏକାଉନ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆଲାଦା ହେଁବେ ଯାଯ । ଆର ଏବାରେଓ ନାକି ଦେଖା ଯାଯ, ଆରେକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ତି । ଯାଇ ହୋକ, ସିଟମାରେର ଲୋକଜନ ଆମାଦେର ଚାର ଜନ କେ

[Donate Now : www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)



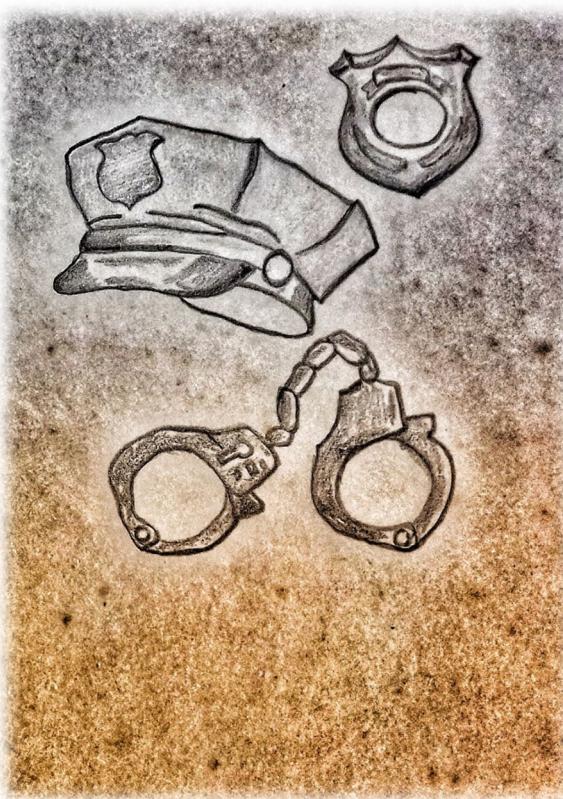


# ପ୍ରେସ୍‌ର ଉତ୍ସବ

(ପ୍ରେସ୍‌ର ସମ୍ମାନ - ପୁରୁଷ ଅନ୍ଧିକାରୀ)

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେନ୍ଡେସନ

ନିଚେର କେବିନେ ରେଖେ ଦେଯ, ଖାବାର ଦେଯ ରାତେ, ପରେର ଦିନ ସକାଳେ ସିଟମାର ଚଲତେ ଶୁରୁ କରେ  
ବୁଝତେ ପାରି ସାଗରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚଲେଛେ, ପ୍ରାୟ ଏଭାବେ ପୁରୋ ଦିନ ଚଲାର ପର ଏକଟା ମାଝାରି ଜାହାଜେ  
ଆମାଦେର ନିଯେ ଆସା ହୁଯ, ଜାହାଜଟା ପୁରୋ ବିଲାସବନ୍ଧୁଳ ଏକ ହୋଟେଲେର ମତୋ । ଚାରିଦିକେ ବେଶ  
ସିକିଟୁରିଟି ଆଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେର ହାତେଇ m4 ଏର  
ମତ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦୁକ ଆଛେ, ସବ ମିଲିଯେ  
ଜନା ଦଶେକ, ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ବିଦେଶି, ମୁଖ କାଳୋ  
କାପଡ଼େ ଢାକା । ଆମାଦେରକେ ନିଯେ ଗିଯେ ଏକଟା  
କେବିନେ ରାଖା ହୁଯ, ଆର ସେଖାନେଇ ନିଖୋଁଜ ହେଁ  
ଯାଓଯା ମେଯେଦେର କେ ଆମରା ଦେଖତେ ପାଇ ।  
ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଦୂର୍ବଳ ହେଁ ପଡ଼େଛେ, ଶରୀରେ  
ଅତ୍ୟାଚାରେର ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ । କେବିନଟା ଏକଟା ହଳ  
ଘରେର ମତୋ, ଆମାଦେର ଏକ ପ୍ରକାର ଧାକ୍କା ମେରେ  
ଓଥାନେ ଢୋକାନୋ ହଲୋ । ବାକିରା ଭୟେ ସିଁଟିଯେ  
ଆଛେ, ଓଦେର ମୁଖ ଗୁଲୋ ଦେଖେ ମନେ ହଲୋ  
ଜୀବନେର ସବ ଥେକେ ଖାରାପ କିଛୁ ଓରା ଦେଖେଛେ ।  
କେବିନେର ଦରଜା ବନ୍ଧ ହତେ ଆମି ଆର ମୋହନା  
ଓଦେର ସାଥେ କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲାମ , ଯା  
ବଲଲୋ ତାତେ ଆମାର ନିଜେର ଶରୀରଟାଓ କେଂପେ ଉଠଲୋ, ଏଥନ ଥେକେ ଠିକ ଏକ ଘନ୍ଟା ପର ଥେକେ  
ଏଇ ଜାହାଜେର ଯାବତୀୟ କାଜ ଓଦେର ଦିଯେ କରାନୋ ହୁଯ, ବିଶେଷ କରେ ଖାବାର ପରିବେଶନ । ଆର ଯାରା  
ଏଇ ଜାହାଜେ ଘୁରତେ ଆସେ, ତାଦେର ଫାଇ ଫରମାସ ଖାଟା । ସେଇ ସାଥେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକରା ପଛନ୍ଦ କରବେ  
ରାତେ , ଦିନେ , ଯଥନ ଇଚ୍ଛା ଯତବାର ଇଚ୍ଛା ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର । ଏକଜନ ମେଯେର ପିଠେ ଦେଖିଲାମ  
ପ୍ରାଚୁର ବେଲ୍ଟ ଦିଯେ ମାରେର ଦାଗ, ସବାର ଗାୟେ ସିଗାରେଟେର ପୋଡ଼ାର ଦାଗ । ଆମି ଆର ମୋହନା ଓଦେରକେ  
ଆମାଦେର ଆସଲ ପରିଚୟ ଦି , ଓଦେର ବଲି କୋନୋ ଭାବେଇ ଯେନ ଭୟ ନା ପାଯ । ଆଜକେର ଦିନଟା  
କାଟାତେ ହବେ ଆର ରାତରେ ବେଳା ହବେ ଅପାରେଶନ । ଆମି ଆର ମୋହନା ପରିକଳ୍ପନା ଶୁରୁ କରି, ଯେ  
ଭାବେ ହୋକ କୋଥାଯ କୋଥାଯ ଗାର୍ଡ ଆଛେ ଦେଖତେ ହବେ, କେବିନେର ଦରଜା ବାଇରେ ଥେକେ ବନ୍ଧ ।  
ଆମାଦେର ହାତ ବାଁଧା ଥାକଲେଓ କୌଶଳେ ଆମରା ହାତଟା ଖୁଲେ ଫେଲାର ଚେଷ୍ଟା କରି, ଏମନ ଭାବେ ଖୁଲି  
ଯାତେ କେବିନେର ଘରେର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ତେ ଯେନ ଧରା ନା ପଡ଼େ ଆର ବାକି ମେଯେଦେର ହାଲ ଯା,



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବନ୍ଧାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ ଅଂଖ୍ୟା)

୯୫ ଡିଜିଟାଲ ପାନ୍ତିକା

ତାତେ ନିରାପଦ୍ମ ତେ ଘାଟତି ହବେ ସେଟୋ ବୁଝିଲାମ । ତାଇ ଆମି ଆର ମୋହନା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନା କରେ ସିସିଟିଭିର ଅଭିମୁଖ ଏକଟୁ ଅନ୍ୟ ଦିକେ ଘୋରାନୋର ବ୍ୟାବସ୍ଥା କରିଲାମ । ଆମାଦେର ଦୁଜନେର କାହେଇ ଯେହେତୁ gpus ଆଛେ, ଖୁବ ସହଜେଇ ରଣଦେର ଦଳ ଏହି ଜାହାଜେର ଚାରପାଶେ ଚଲେ ଆସିବେ । ଆମାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ଓହି ମୁହଁତ ଟୁକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ହେବେ । ଆମି ବାକି ମେଯେଦେର ବଲଲାମ, ଏହି ଘରେ ସଖନାଇ କେଉ ଆସିବେ ଆମରା ଓକେ ମେରେ ଫେଲିବୋ, ତାରପର ଓଦେର କାଜ ହବେ ଓହି ଲୋକଟାର ଦେହଟା କେ ଆପାତତ ସରିଯେ ରାଖା ଆର ସବାଇ ଏକସାଥେ ହେଯେ ଥାକା । ମୋହନା ଆର ଆମି ସମସ୍ତ ଜାଯଗା ଦେଖେ ଏସେ ଓଦେର ନିଯେ ଯାବୋ, ତବେ ସବାଇକେ ସାହସ ହାରାଲେ ହବେ ନା, ଲଡ଼ିବି ହବେ । ଆମାର ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଅଢ଼ୁତ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇଛି, ଏହିଭାବେ ମେଯେଦେର ନିଯେ ଛିନିମିନି ଖେଳା, ଏକଟା ପଣ୍ୟେର ମତୋ ବ୍ୟବହାର କରା, କୋନୋ ଭାବେଇ ଏଟା ହତେ ଦେଓଯା ଯାଯା ନା । କିଛୁକ୍ଷନେର ମଧ୍ୟେ କେବିନେର ଦରଜା ଖୁଲେ ଏକଜନ ବନ୍ଦୁକଧାରୀ ଭିତରେ ତୁକଲୋ, ମୋହନା କେ ଏକଟା ଇଶାରା କରିବାରେ ତାଇକଣର ସୁତା ଓ ତାଇହୋ । ଏହି ମାରଣ ମାରେ ବନ୍ଦୁକଧାରୀ ଧରାଶାୟୀ । ବନ୍ଦୁକ ଆର ବନ୍ଦୁକେର ମେଗାଜିନଟା ଯେଟାଯ ଗୁଲି ଭରା ଥାକେ ଆଲାଦା କରେ ରାଖିଲାମ, ବନ୍ଦୁକଧାରୀର କାହେ ଏକଟା ଛୁରି ଛିଲ, ସେଇ ଛୁରି ଆର ବନ୍ଦୁକ ନିଯେ ଆମି ଆର ମୋହନା କେବିନେର ବାଇରେ ଏଲାମ । ଆମରା ଦୁଜନେ ନତୁନ ବଲେ ସେଇ ଭାବେ କେଉ ଚିନିତେ ପାରିବେ ନା । ସୋଜା କରିଦୋର ଦିଯେ ଏଗିଯେ ଆସିବେ ଦେଖି ଓପରେ ଡେକେ ଓଠାର ରାଙ୍ଗା, ଆର ଡେକ ଥେକେ ଫାସ୍ଟ୍ କ୍ଲାସ କେବିନ ପର୍ଯ୍ୟଟିକଦେର ଜନ୍ୟ, ଆର କରିଦୋର ଥେକେ ନିଚେ ଗାର୍ଡ କେବିନ, ତାରସ୍ଵରେ ଗାନ ବାଜିଛେ, ଆପାତତ କିଛୁକ୍ଷନ ଲୁକିଯେ ଥାକିବାରେ ହେବେ, ଆର କୋନୋ ଭାବେ ଡେକେ ଯେତେ ହେବେ । ଆଗେ ଗାର୍ଡର କେବିନେର ଦିକେ ଗିଯେ ଧରାଶାୟୀ କରିବାରେ ହେବେ, ଖୁବ ସନ୍ତର୍ପନେ ଆମରା ଏଗୋଛି, ବନ୍ଦୁକ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା, ଛୁରି ଦିଯେ କାଜ ସାରିବାରେ ହେବେ, ପ୍ରଥମ କେବିନ ଫାଁକା, ତବେ ଏକଟା ଫୋନ ଆର ଛୋଟ ଏକଟା ଛୁରି ପରେ, ଆମି ଗିଯେ ଫୋନ ଆର ଛୁରି ତୁଲେ ନିଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେବିନେର ଦିକେ ଏଗୋତେ ଗେଲାମ, ପର ପର ପାଁଚଟା କେବିନ, ପରେର କେବିନେ ଦରଜା ଖୁଲିବାରେ ଦେଖି ଏକଜନ ଗାର୍ଡ, ମୁହଁତେର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ଆର ମୋହନାର ଛୁରି ଗାର୍ଡର ଗଲାଯ, ଏକ ହାତ ଦିଯେ ମୁଖ ଚେପେ ଧରେ କୋନୋରକମ ଆଓଯାଇ ନା କରେ ତାକେ ଶୁଇୟେ ଦିଲାମ କେବିନେର ମେରୋତେ, ଏକଦିକେ ଇଞ୍ଜିନେର ଶବ୍ଦ ଆର ଏକଦିକେ ଗାନ । ଦୁଇ ଗାର୍ଡର ଥେକେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଆମରା ବାକି କେବିନେର ଦିକେ ଗେଲାମ । ସବ ଗୁଲୋ ଫାଁକା, ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏକାକୀ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଯେଇ ଲଡ଼ିବାରେ ହେବେ, ମୋହନାକେ ବଲଲାମ ଆମରା ଆମାଦେର କେବିନେର ଦିକେରେ କରିଦୋରେ ପରିଜିଶନ ନିଯେ ଥାକିବୋ । ଛୁରିର ପ୍ରଯୋଗ ହେବେ, ଅବସ୍ଥା ହାତେର ବାଇରେ ନା ବେରୋନୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୁକ ନାହିଁ । ଆମାଦେର ପରିକଳ୍ପନା ଛିଲ, ଆମାଦେର ଲୋକେଶନ ଯେହେତୁ ପାଓଯା ଯାଚେ ତାହଲେ ପୁଲିଶ ଫୋର୍ସ ସାମନା ସାମନି ଥାକିବେ, ଶୁଦ୍ଧ କୋନୋଭାବେ ଆମାଦେର ସିଗନାଲ

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

দিতে হবে আক্রমণের। যেহেতু চারিদিকে জল, তাই পুলিশের নজরদারির বোট কাছে আসতে পারছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল তারা এখানেই আছে। মোবাইল ফোনে কোনো রকম নেটওয়ার্ক নেই যেটা গার্ডের কাছে ছিল, অপেক্ষা এখন রণদের কোনো ভাবে সিগনাল দেওয়া। আর তার জন্য যেতে হবে ডেকে। হটাং পায়ের শব্দ হওয়াতে আমরা একটু চমকে গেলাম, করিডোরের দিকে গার্ড ঘুরতেই অতর্কিতে আমরা ছুরি দিয়ে গলায় কোপ বসলাম। আমি মোহনাকে বললাম আন্তে আন্তে ডেকের দিকে এগোতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো অনেক জন গার্ড একসাথে আসছে, আমরাও নিজেদের পজিশনে তৈরি থাকলাম, একটা করে গুলি, একজন করে ডেড। গুলি বাঁচিয়ে লড়তে হবে, আমি এগোব, ও কভার ফায়ার করবে এবং আমিও তাই। আমাদের শুরু হলো গুলির লড়াই, আমার শুধু মনে হচ্ছিল, যে ভাবে হোক সব কটা কে শেষ করতে হবে, সিঁড়ির ওপর থেকেই এক একজন গার্ড কে আমরা নিকেশ করতে শুরু করলাম, নিজেদের ফুর্তির জন্য এভাবে অত্যাচার, গুলির লড়াই চলছে ঘোরতর, আমাদের গুলি শেষের দিকে, কিন্তু গার্ড এসে চলেছে, এভাবে কতক্ষণ লড়তে পারবো জানি না। আমরা এটাও জানি না, কতজন আছে, শুধু জানি এই লড়াই টা জিততে না পারলে আমরা আর বাঁচতে পারবো না। হটাং দেখলাম গুলির লড়াই থেমেছে, এটাই সুযোগ। মোহনা একটু উপরের দিকে উঠতে পেরেছে হটাং শুনি মোহনার আর্তনাদ, আমি ডেকের কাছে উঠে আসতে দেখি মোহনার ডান পায়ে গুলি লেগেছে। তাও লড়ে চলেছে, আমি এক দৌড়ে সোজা ডেকের উপর উঠে, দুজন গার্ড কে পর পর হেডশট। পর্যটকেরা যে যার মতো ছড়োছড়ি পরে গেছে, একজন গার্ড বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে তাদের সহকারী জাহাজ গুলোতে, যে কোনো মুহূর্তে অন্য কোনো জায়গা থেকে লোক চলে আসবে। তারপর হটাং খেয়াল হলো বিপদ সংকেত, ওরা আলো দিয়ে দিচ্ছিল অর্থাৎ আমরা যেদিক দিয়ে জাহাজে উঠেছি সেদিক দিয়ে আলো ফেললে রণ রা সিগনাল পেয়ে যাবে আক্রমণের। জাহাজের স্পট লাইটের কাছে গিয়ে আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম সেদিকে তাক করলাম, কিছু দেখতে পেলাম না। এদিকে বুবাতে পারছি দূর থেকে অনেক গুলো স্পীড বোটের আওয়াজ, অবশ্যে দূর থেকে দেখলাম আরো স্পট লাইট জলে উঠলো, বুবাতে পারলাম সিগনাল পেয়ে গেছে ওরা।

বন্দুক হাতে মনে হচ্ছিল সমস্ত পর্যটকদের মেরে ফেলি, সবাইকে ডেকের উপর উল্টো দিক হয়ে শুয়ে পড়তে বললাম, কথা না শুনলে গুলি, মোহনা এদিকে সমস্ত নিখোঁজ মেয়েদের নিয়ে এসেছে

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাসন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

ডেকে, আমি ওদের বললাম সবাইকে বেঁধে ফেলতে আর ডেকের রেলিংয়ের সাথে বেঁধে রাখতে, যাতে স্পীড বোটে যারা আসছে তারা জাহাজে উঠতে না পারে। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, রণ দের আসার অপেক্ষা শুধু। কোনো রকমে অবশিষ্ট গুলি ভর্তি মেগাজিন গুলো জোর করে নিজের কাছে রেখেছি, জাহাজের উল্টো দিক দিয়ে মনে হলো গার্ড রা নেমে পড়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন হবে, আমি আমার অবস্থান ঠিক করে নিলাম, তখন খালি মনে আছে, বাঁচতে হবে, রণ না আসা অবধি লড়তে হবে। কালো পোশাক পরা মুখ ঢাকা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতরা এগিয়ে আসছে, আমি শুরু করলাম গুলি চালানো, একটা গুলি এসে সোজা লাগলো আমার ডান দিকের কাঁধে। মোহনাও গুলি চালাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি, আমি চোখে আর কিছু দেখতে পাইনি, শুধু চোখ বজার আগে রণের গলাটা ভেসে এলো।

পরে আমার জ্ঞান ফেরে আমি দেখি হসপিটালের বেডে। পাশে রণ বসে আছে, একদিকে বাবা, বাবার চাখে সেদিন গর্ব দেখেছি। আমি প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম মেয়ে গুলো ফিরে এসেছে কিনা, আর মোহনা কেমন আছে। রণ বললো, পাশে আরো চারটে এরম ছোট জাহাজ ছিল, সবাই উদ্বার হয়েছে, আমাদের নিখোঁজরা ছাড়াও চালিশ জন বিদেশি মেয়েদের ও উদ্বার করা হয়েছে। সবাই সুস্থ আছে আর মোহনাও। কুন্দন আর তার দলবল ধরা পড়েছে, সমস্ত সাক্ষ প্রমান সহ, বাবলু, রকি দেরও গ্রেফতার হয়েছে, আরো যারা প্রত্যেক ছোট ছোট কাজে জড়িত ছিল সবাইকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে ব্ল্যাক উল্ক এর কোনো খবর নেই।

খুব স্বত্ত্ব পেয়েছিলাম। পাগলাটা, আমার বাড়ির কাছে প্রতিদিন এসে নাকি ফিরে যায়, আমি যে অন্যায় করলাম, ভালোবাসার অপরাধী আমি।

ঘটনার প্রায় একবছর কাটতে চললো, ব্ল্যাক উল্ফের কোনো খবর নেই, ওদের পুরো নেটওয়ার্ক এই শহরে আমাদের দল সবাইকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল আমার কাছে একটা মেইল এসেছে দেখে একটু চমকে গেছি,

লেখা আছে, “মিস চ্যাটার্জী দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি।”

ব্ল্যাক উল্ফের চিহ্ন দেওয়া। আমি আর কোনো কিছুতেই ভয় পাই না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার অভিযান চলবে। ব্ল্যাক উল্ফের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো।





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো সংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

তোরের আলোয় যেভাবে পাখিদের ডাক জানান দেয় সকাল হয়েছে এবার, ঠিক সেভাবেই আমি  
প্রকাশিত হবো একদিন, বাকিটা সময় বুঝে নেবে"...

পাগলটার অপেক্ষা , শুনেছি সে নাকি পুলিশ হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি হারিয়ে গেলে  
খুঁজে বের করতে পারবে তো?



.....প্রবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত....

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

# ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ

ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା

ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜିଆ



ଆମାଦ୍ରେ ପାହିଳା ହାତ ଆପନାଦ୍ରେ ଖାଲୋ ଲେଗେ ଥାଏ , ନିଚର ଦେଉଁଥା  
ଲିଙ୍କ ଆମାଦ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଠୀତ୍ର ପାରେନ, ଆପନାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମରୀ ପୌଛେ  
ଦେବ , ଏବନ୍ଦନ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳ ଶିତ୍ତର ବାହୁ, ବାରଣ ତାଦ୍ରେ ହାସିମୁଖ ଆମାଦ୍ରେ  
ସବଳର ବାହୁ ପ୍ରଗମୁଖ ।



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



# ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

(ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ଆଙ୍କନ- ଆମନ ହିତ୍ତାଚାର୍



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কলাবন

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

অক্ষন- শ্রেণি খণ্ড



Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆମଙ୍କଳ- ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲେ



© Sweta Koley  
Digitized by Sristi



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



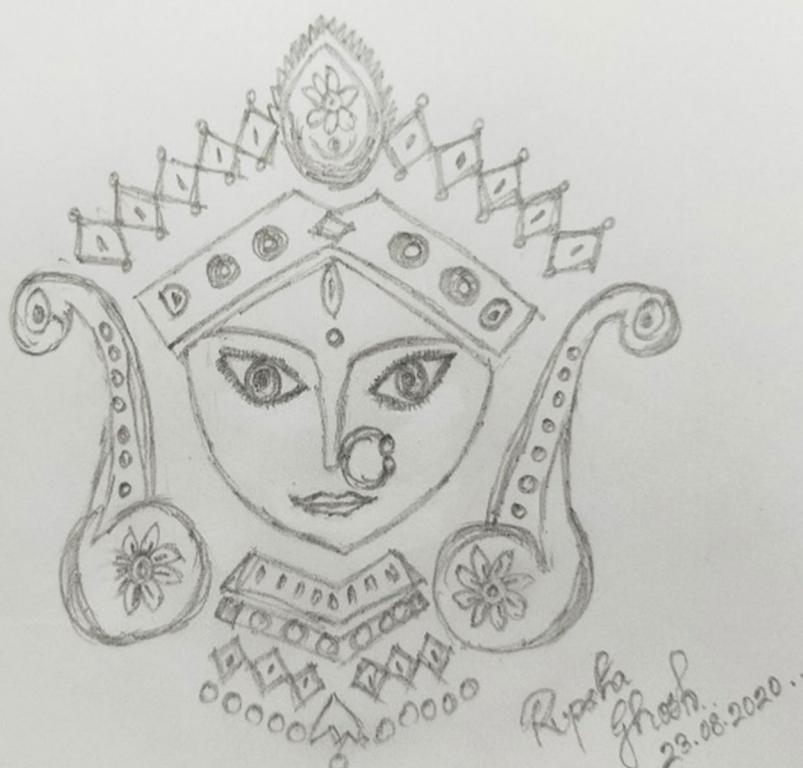


(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কলাবন

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

অঙ্কন- রূপসা গ্রাম



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)

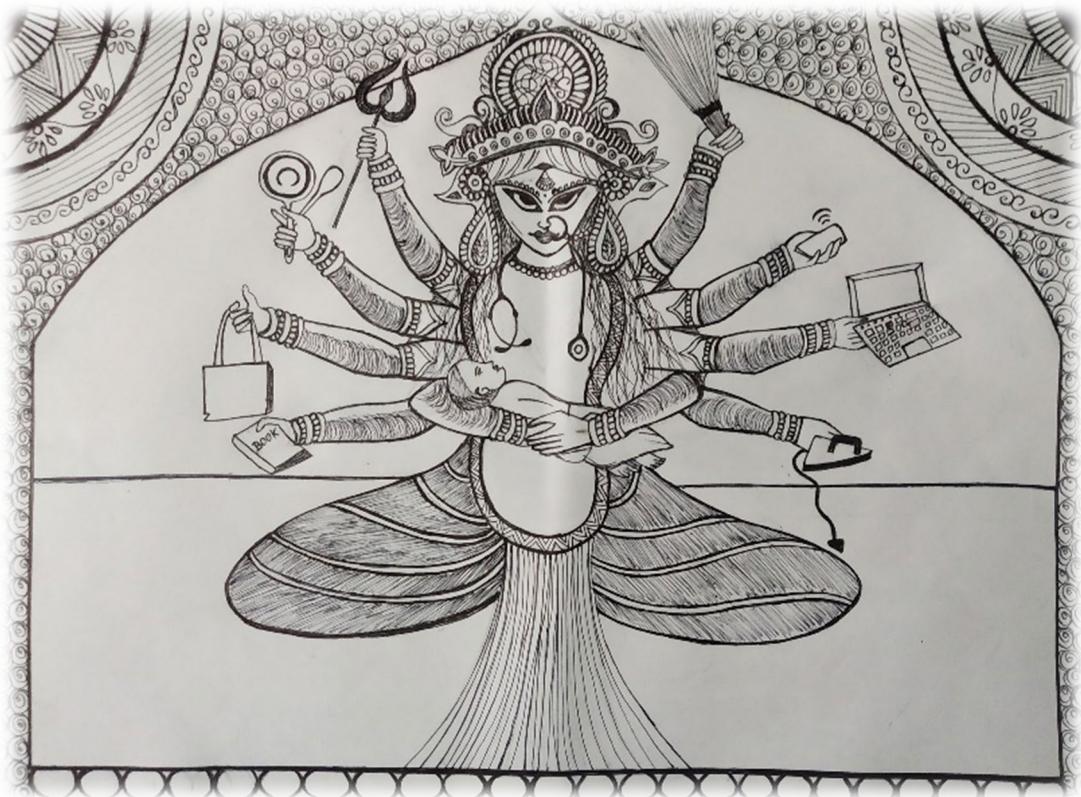


# ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

(ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ଆଙ୍କଳ - ପିଣ୍ଡାଙ୍କ ଟାରି



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





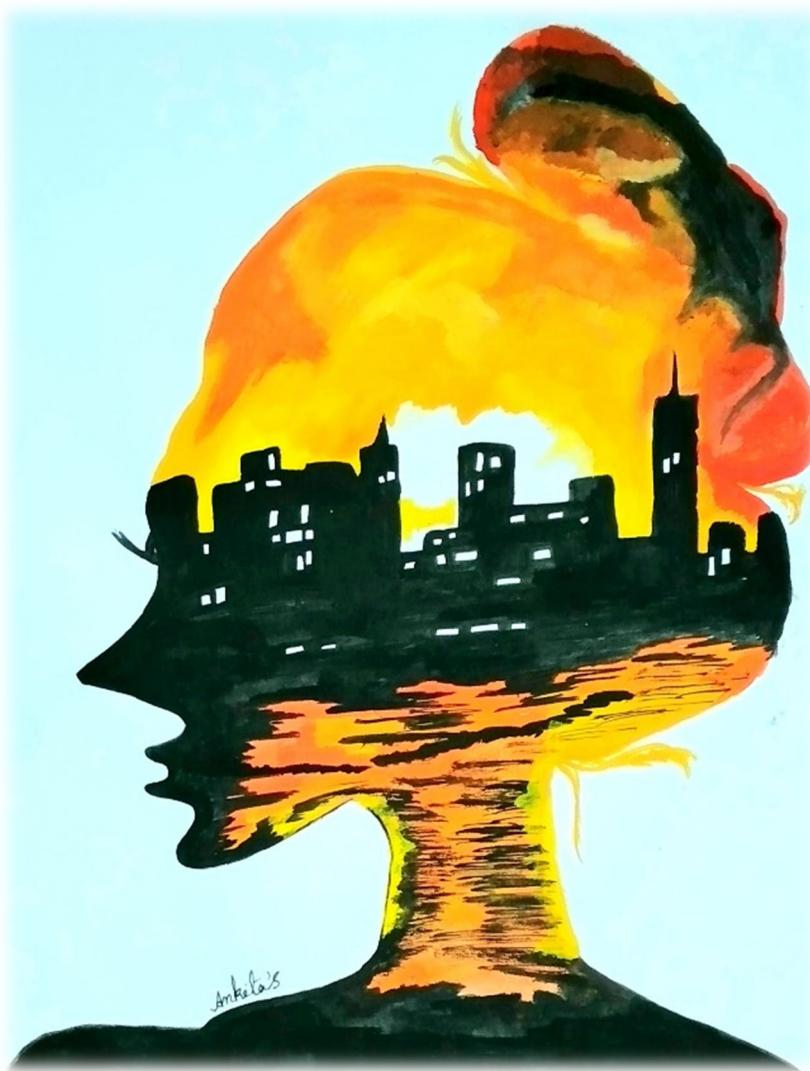
(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ

ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ନାରୀୟୁଦ୍ଧି

ଆଶନ - ଆକଳିତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# କୃତ୍ସନ୍ମାଦନ

(ପ୍ରେଥମ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆଙ୍କଳ - ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରାଚ୍



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରସାଦ

(ପ୍ରସାଦ - ପୁଜେ କଂଖ୍ୟା)

୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା

ଅଙ୍କନ - ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରାଞ୍ଚ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପରିଧାନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜେଣ କଂଖ୍ୟା)

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

A migrant worker thinking about future

ଅନ୍ଧନ - ମନୋଦୀପ ପାଳ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



# ପ୍ରତିବାଦନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆକଳ - ଦ୍ରୋଣୀ ପ୍ରୋଫ୍ରେ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# ପ୍ରଦ୍ରାବନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୫୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆଶନ - ମଧୁସୁନ୍ଦରୀ ଧର



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# କ୍ଷେତ୍ରାବଳ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆଶନ - ଶୌରାଜୁ ସାଉ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কলাবন

ষষ্ঠি ডিজিটাল পত্রিকা

অঙ্কন - মহাশ্রেণী মুখ্যাঞ্জ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# কল্পনা

(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

শ্রেমতী ডিজিটাল পন্থিতা

অঙ্কন - বঙ্গনা রামগোপুরী



Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কলাবন

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

অঞ্চন - পূজা দণ্ড



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



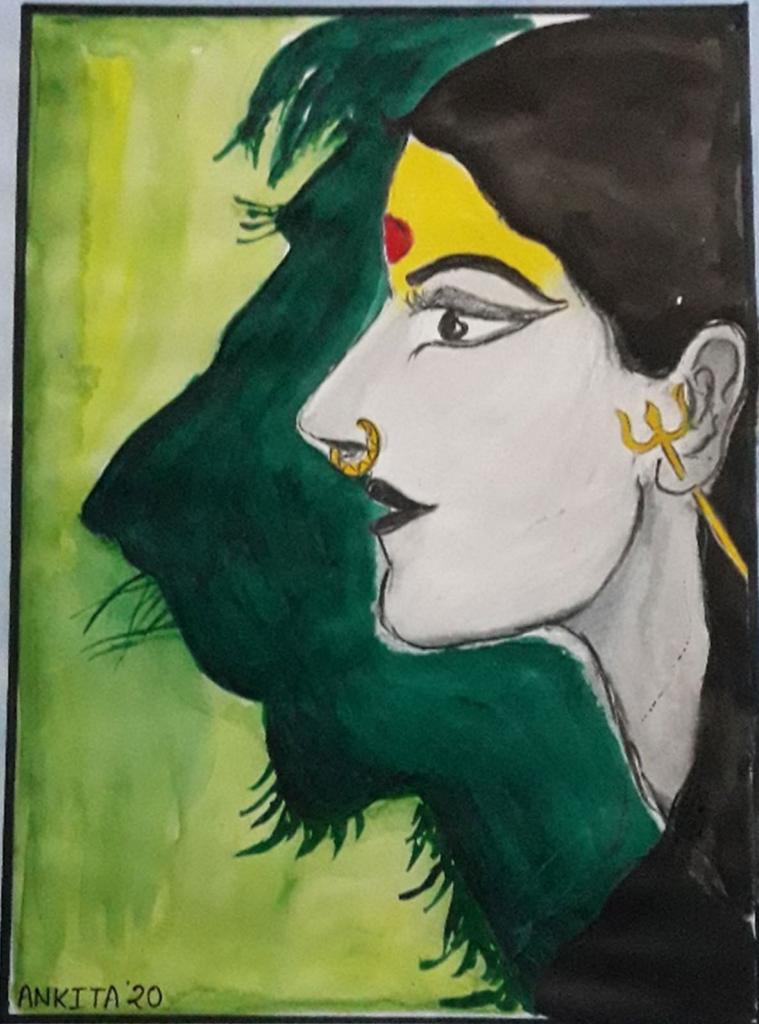


# ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

(ପ୍ରେସ୍ ବର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ଆମଙ୍କଳ - ଆକିତା ରାଯ়



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

উত্তীর্ণ

নেটওর্ক ডিজিটাল প্রিন্ট

অঞ্চল - সুমনা মণ্ডল



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



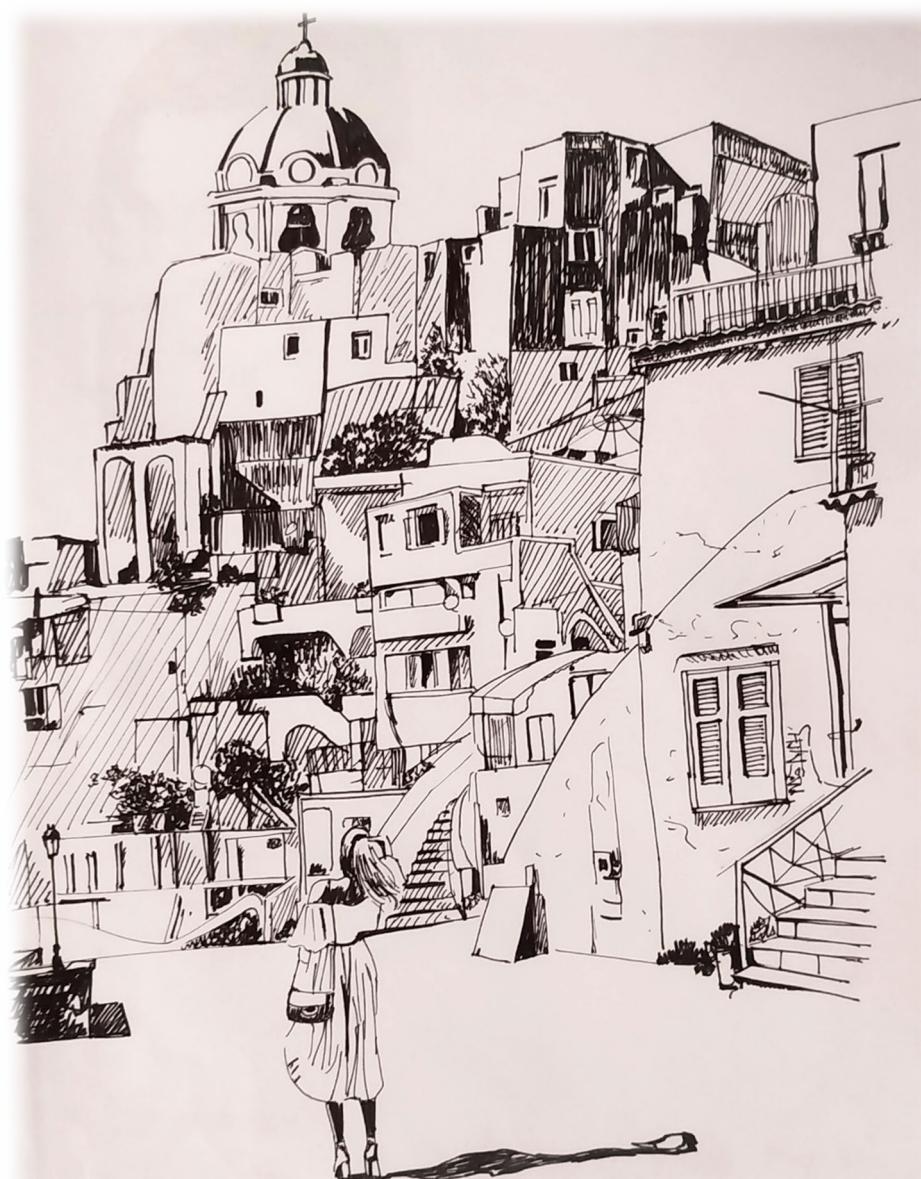


# উত্তোলন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন কংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

গ্রন্থকন - পিণ্ডালী মন্ডল



Donate Now : [www.shibpursrishi.org/paridhan12](http://www.shibpursrishi.org/paridhan12)





# ପ୍ରତିବାଦନ

(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆଫନ - ଶିଥାଳୀ ମନ୍ଦିର



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

শ্রেমতি

ডিজিটাল পন্থিতা



ছবি - পলাশ দুস



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ପ୍ରେଥମ  
ପୁଜୋ

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଭାବି - ଶିଖିଜ୍ୟ ଦତ୍ତ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

ডিজিটাল পন্থিতা

ছবি - শিখজ্ঞ দত্ত



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



আমিনুর রহমান বরিয়ে

ছবি - রিনদুন মুখ্যাজি



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



সুষ্ঠিরপুণ অঙ্গন্তর্গত

ছবি - বিনোদন মুখ্যালজি



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





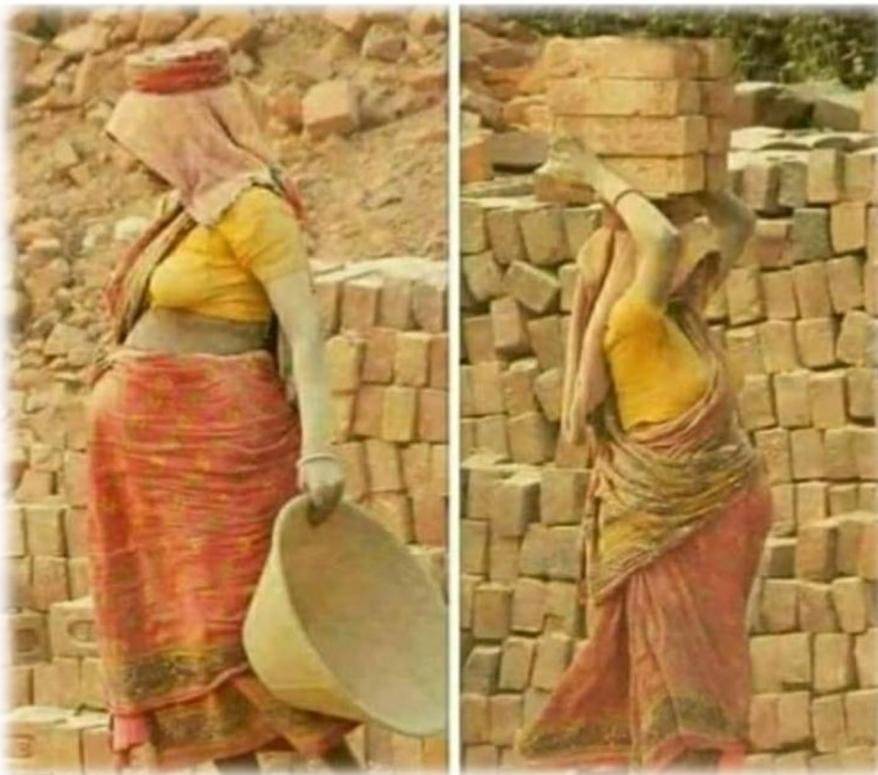
# କେତ୍ରାବଳ

## (ପ୍ରେଥମ ସର୍ବ - ପୁଜୋ କାନ୍ତଖା)

ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକାଶ



ନାରୀ ଶକ୍ତି ଫିମଶର୍ ଦେବେ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ୍ତେ ନାରୀଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାରେ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଭବେ ବଣନ୍ତି ଲାଗାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞୁ ବଣର ଦେଖାନୀର ନମ୍ବା ଆମରା ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲୁବାକୁ ଆମରା ନିର୍ଭବେ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଜନ୍ୟ ସହୃଦୟ ଉତ୍ସେଗ ବାବୁ ଦେଖିଯା ଏଥି ବଣର ଭାବରେ ବିଶଳ୍ପ ବିଶକ୍ତି । ନାରୀରା କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀଶିଳ, ତାର ପରିଚିତ ଶଳୋ ଆମାଦର ମା । ନାରୀଜାତି ପ୍ରଭାବରେ ସାହସୀ ପଦକ୍ଷପ ନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ସତ୍ତ୍ଵ ସମାଜ ଭୌତିକ ବନ୍ଦୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ୍ତ୍ୟ ଯାଏ ପଥପରଶ୍ରବ୍ୟ ହୁଏ ।



ଶ୍ରୀ - ଜୀନା ଦୁଇ





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



ছবি - শোরনীল সিঙ্গু



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)

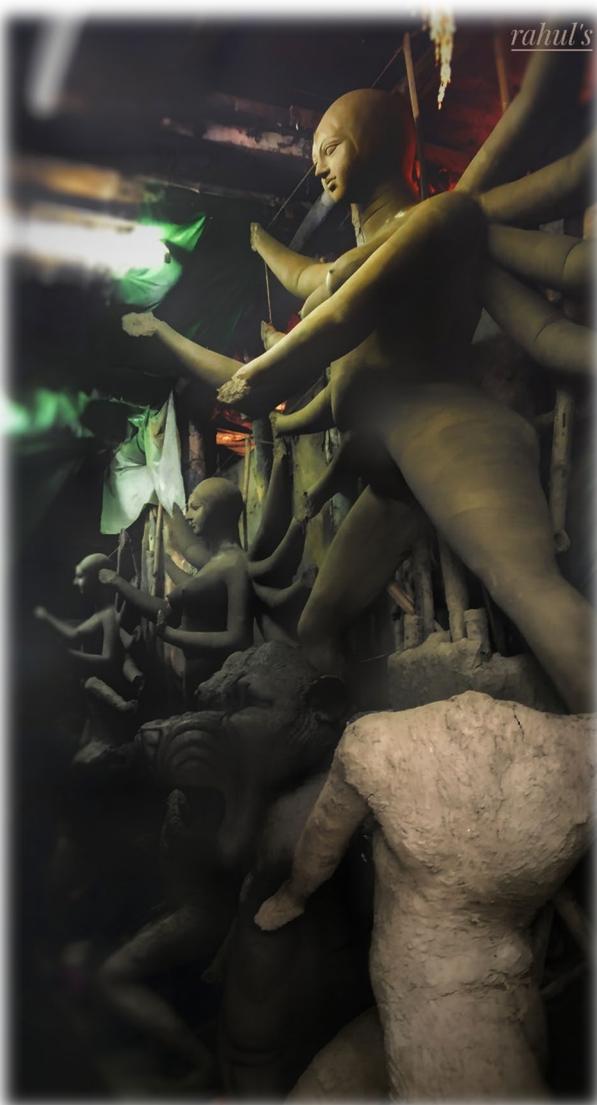




(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ପ୍ରତ୍ୟାମନ

୧୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ



*rahul's*

ଶ୍ରୀ - ରାଖୁଳ ପଣ୍ଡିତ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

ଦେଖାବନ

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ



ଛବି - ରାଶି ଦକ୍ଷ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

উৎসব

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



ছবি - রাশল দত্ত



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



শ্রী-পূজা সেউ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



SHIBADRI'S PHOTOGRAPHY



হারি - শিখাদ্রি প্রসাদ মিট্ট



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



হৃষি - মানোজ্য দণ্ড



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)

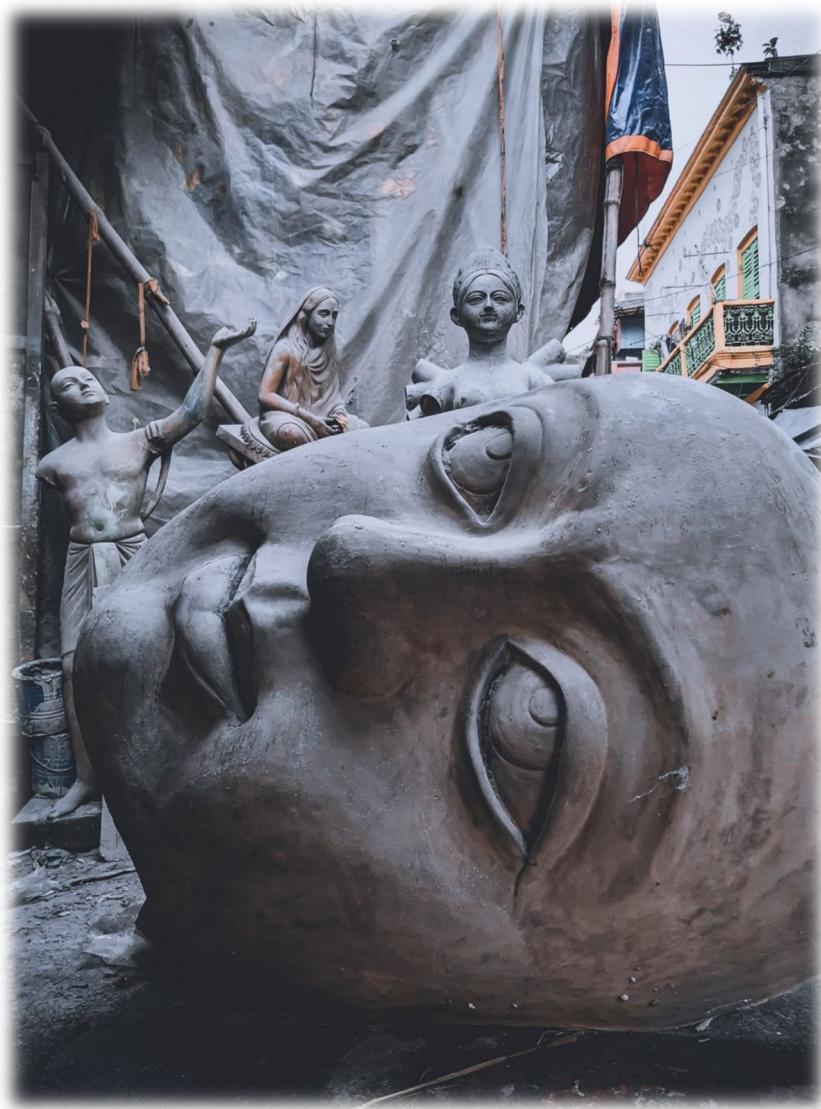




(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



ছবি - মানোজ্য দত্ত



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)



(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# ପ୍ରତିବାଦନ

ষষ্ঠি ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀ



ହରି-ଶନ୍ତାଙ୍ଗ ଦକ୍ଷ



[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

ଦେବଜ୍ୟୋତି

୨୦୨୫ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ



DEBAJYOTI

ଛ୍ରୀ - ଦେବଜ୍ୟୋତି ସାଗ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(ପ୍ରେଥମ ସର୍ଷ - ପୁଜୋ କଂଖ୍ୟା)

# ଦେବଜ୍ୟୋତି

ସ୍ମୃତି ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ



#### SNAPSHOTS OF THE DAY

#### FAST-PACED LIFE IN THE CITY



ହାତି - ଦେବଜ୍ୟୋତି ସାଗ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



শুভ -  
দেবজ্যোতি বাগ



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

ପ୍ରତିବାଦନ  
ଶୁଣ୍ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜିକା



Sristi  
Shibpur



ଆମାଦେଇ

ବନ୍ଧୁ

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# কৃষ্ণাবণ

(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

## আমাদের গভর্নর্স বৰ্ড

### Governing Body of 2020 - 2021



Debajyoti Bag  
PRESIDENT



Rahul Dutta  
VICE-PRESIDENT



Sumit Samanta  
GENERAL SECRETARY



Animesh Polley  
ASST. SECRETARY



Ritabrata Das  
TREASURER



Sreejita Bag  
BODY MEMBER



Abhirup Santra  
BODY MEMBER

FOLLOW US ON



| [www.shibpursristi.org](http://www.shibpursristi.org)

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

উৎসব

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

2019 প্রয় শরণ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়ঃ স্বেচ্ছাসেবক



CONGRATULATIONS  
**BEST VOLUNTEER**  
OF 2019 - 2020  
AMIT MANNA



CONGRATULATIONS  
**BEST VOLUNTEER**  
OF 2019 - 2020  
PRIYANKA DATTA

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)

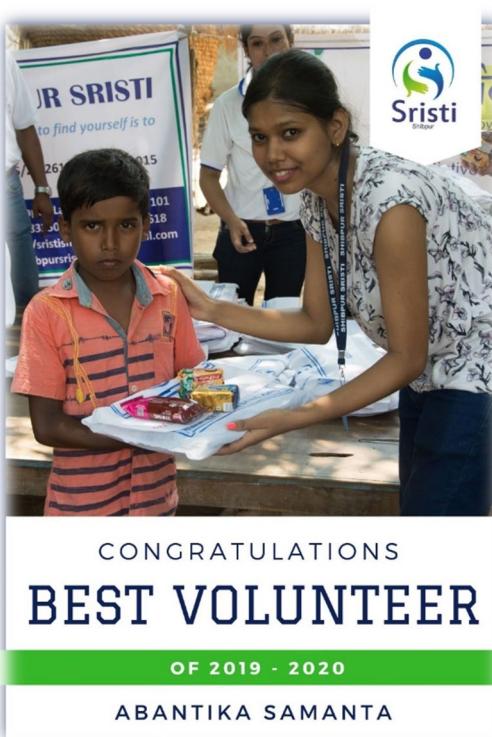




(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# কল্পনা

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো করুন)

কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



CONGRATULATIONS  
**BEST VOLUNTEER**

OF 2019 - 2020

AMBIKA ADAK



CONGRATULATIONS  
**BEST VOLUNTEER**

OF 2019 - 2020

SOUMI BOSE



CONGRATULATIONS  
**BEST VOLUNTEER**

OF 2019 - 2020

OIKANTIKA SINHA



Donate Now : [www.shibpusrsti.org/paridhan12](http://www.shibpusrsti.org/paridhan12)



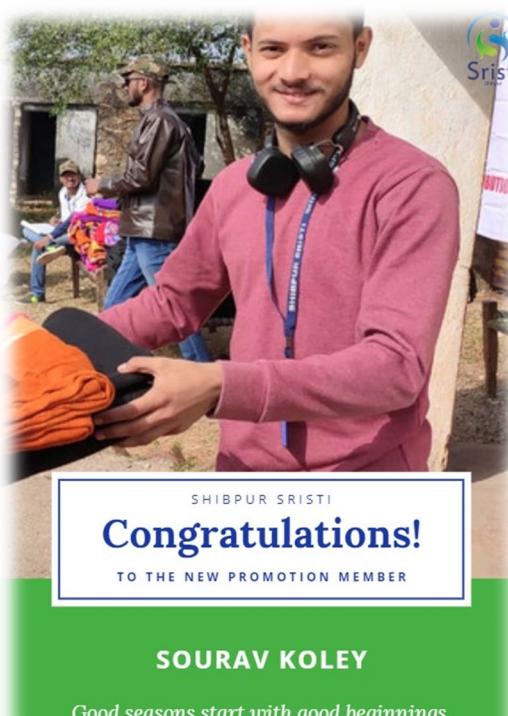
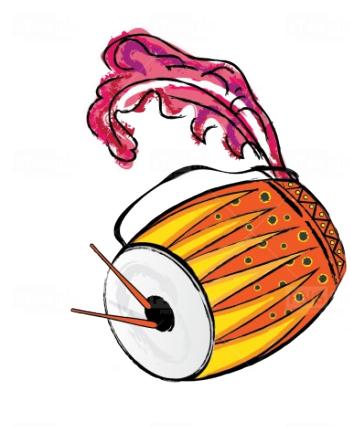


(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

# কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

## ভোলান্টের অবস্থা মন্তব্য গ্রন্থ মূলন



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





(প্রথম বর্ষ - পুজো কংখ্যা)

কৃষ্ণাবণ

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা



SHIBPUR SRISTI  
**Congratulations!**

TO THE NEW PROMOTION MEMBER

**SUSMITA SARKAR**

Good seasons start with good beginnings.



SHIBPUR SRISTI  
**Congratulations!**

TO THE NEW PROMOTION MEMBER

**DIBYENDU KOLEY**

Good seasons start with good beginnings.



Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্ঘাসন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## আমাদের সাক্ষণ্যের

~ লাবণী সেনাপতি

প্রশ্ন: লকডাউন এ কেমন আছো ?

উত্তর: বাড়িতে বসে কোনোমতে কেটে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: শিবপুর সৃষ্টিতে যুক্ত হওয়া হয় কিভাবে ?

উত্তর: অর্পণ মানে বুবাই ওর কাছ থেকে।

আমরা বন্ধুরা মিলে আড়ডা মারছিলাম সেই সময়

অর্পনের কাছ থেকে শিবপুর সৃষ্টির কথা আমরা জানি শিবপুর সৃষ্টির ব্যাপারে সবকিছু শুনি তখন শিবপুর সৃষ্টিতে বেশি লোকজন ছিল না এখনকার মতন। শিবপুর সৃষ্টির শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে পরেই আমরা এই ব্যাপারটা জানতে পারি। তারপর আমাদের কয়েকজন বন্ধু মিলে শিবপুর সৃষ্টিতে যোগদান করি।



প্রশ্ন: তোমার প্রথম প্রজেক্ট কোনটা ছিল ?

উত্তর: আমার প্রথম প্রজেক্ট ছিল পূজা প্রজেক্ট। সেটি ছিল সম্ভবত 2015 তেই। সেই বছরই আমি যুক্ত হয়েছিলাম সৃষ্টির সাথে। এক্সাইড এর কাছে কিছু বাচ্চাদের জামা কাপড় দেওয়া হয়েছিল। সেটাই ছিল আমার প্রজেক্ট প্রথম যেটা চতুর্থীর দিন সম্ভবত দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: তা তোমার প্রথম প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

উত্তর: প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা ভালই ছিল। পুজোর সময় আমাদের সবারই নতুন জামাকাপড় হয় সেই সময় কিছু গরীব দুঃস্থ বাচ্চাদের হাতে নতুন জামা কাপড় তুলে দেওয়ার অভিজ্ঞতা দারুণ। আমি কোনদিনও এই ধরনের কাজ করিনি। তাই শিবপুর সৃষ্টির সাথে যোগ হওয়ার পরেই এই

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উৎসব

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

শুভ ডিজিটাল পন্থিতা

ধরনের একটা অভিজ্ঞতা বেশ ভালই লেগেছিল। এক্সাইড এর ওখানে ব্রিজের তলায় যে দুঃস্থ বাচ্চারা থাকতো তারা পুজোর সময় নতুন জামা পেয়ে বেশ খুশি হয়েছিল সেটা দেখে আরো বেশি ভালো লেগেছিল।

**প্রশ্ন:** বাচ্চাদের জন্য কিছু করবে বলে কি সৃষ্টি র সাথে যোগ হওয়া নাকি অন্য কিছু ?

**উত্তর:** বাচ্চাদের জন্যই কিছু করবো বলে সৃষ্টিতে যোগদান করা নয় সবার জন্য করবো মানে দুঃস্থদের জন্য। ভালো সংগঠন যেখানে একটা সুযোগ আছে সবার জন্য কিছু করার। সেইজন্যই সৃষ্টিতে যোগ হওয়া। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোন একজনকে যদি আমি সাহায্য করতে পারি কিছু খাবার কিনে দিয়ে বা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করে। শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্যই কিছু করব বলে নয়, সমাজের জন্য কিছু করার একটা সুযোগ পাওয়া। যেটা আমার নিজেকেও উৎসাহ দেয়।

**প্রশ্ন:** বর্তমানে তুমি শিবপুর সৃষ্টির কোন ইনিশিয়েটিভ টিমে আছো ?

**উত্তর:** আমি এখন ' সার্ভে টিমে ' আছি।

**প্রশ্ন:** তুমি আগে কখনো সার্ভে টিমে ছিলে ?

**উত্তর:** না ছিলাম না। আগে র ইনিশিয়েটিভ টিমের মধ্যে আইডিয়া মাইনিং, মারকেটিং টিম , ফান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম এ ছিলাম।

**প্রশ্ন:** তুমি যে এতগুলো টিমে কাজ করেছো , তারমধ্যে তোমার পছন্দের টিম কোনটা ?

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উত্তোবন

(প্রথম বর্ষ - পুজো অংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

**উত্তর:** সবকটা চিম এই কাজ করতে ভাল লেগেছিল। আলাদা করে কোনো একটা টিমের কাজ ভাল লেগেছে সেটা নয়। বিভিন্ন ধরনের টিমের আলাদা আলাদা কাজ সব কাজ ই বেশ ভালোই লেগেছে।

**প্রশ্ন:** তুমি তো প্রায় শিবপুর সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছো। তোমার পছন্দের কিংবা তোমার প্রিয় প্রজেক্ট কোনটা ?

**উত্তর:** আমরা যখন চিন্তা ভাবনা করলাম একটু ভেতরের দিকে গিয়ে কাজ করা কিছু প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে গিয়ে কাজ করা সেরকমই একটা প্রজেক্টের কথা যদি বলি বাগঘোরা বেরা এখানে দুবার কাজ হয়েছে। অনেকগুলো প্রজেক্ট এর মতই এইখানকার মানুষদের জন্য কাজ করে ভালো লেগেছে।

**প্রশ্ন:** এই ধরনের এলাকায় কাজ করাটা খুব একটা সহজ নয়। সেইরকম কি কোন মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ?

**উত্তর:** সেই রকম কোন মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হয়নি। সবাই মিলে কাজটা আমরা ভালোভাবেই শেষ করেছিলাম।

**প্রশ্ন:** সৃষ্টি যে covid-19 আর আফ্নান রিলিফ ফান্ড করেছিল সেটার বিষয়ে তোমার নিজস্ব কোন বক্তব্য আছে কি ?

**উত্তর:** এটা তো খুবই ভালো কাজ এরকম একটা মহামারী সময়ের থেকেও আফ্নান এ মানুষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক গরিব মানুষ এমনি মহামারীর জন্য বাড়ি থেকে বের হতে পারছিলেন না তার ওপর আম্পানে প্রচুর মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। খাবার-দাবার জেগার

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজেন মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

এর অসুবিধে হয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে অনেকটাই সাহায্য করা গেছে। তাই রিলিফ ফান্ড টা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ ছিল।

**প্রশ্ন:** সবুজ সংকল্প, শিক্ষণ, পরিধান এই তিনটি প্রজেক্টকে কিভাবে তুমি তোমার দিক থেকে সাজাবে।

**উত্তর:** শিক্ষণ, পরিধান, সবুজ সংকল্প এই তিনটে আকারে সাজাবো।

**প্রশ্ন:** কেন এই তিনটি আকারে সাজাবে যদি একটু বল ?

**উত্তর:** এখন যে আমাদের বাচ্চাদের টিউশন দেওয়া হচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য তারা ভবিষ্যতে নিজের জন্য কিছু ভালো কাজ করতে পারবে এবং আরো চারটে লোকের জন্য কিছু ভালো করবে। আরেকটি জিনিস শিক্ষার পরবর্তীতে তারা নিজেরাই নিজেদের খাবার জামাকাপড় নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। সবার আগে শিক্ষাটাই দরকার।

~ ধন্যবাদ। এই মুহূর্তটা দেওয়ার জন্য।

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~ অবগুলিকা সামগ্র্য

প্রশ্ন: কেমন আছো এই লকডাউন এ

উত্তর: বেশ ভালো আছি ।

প্রশ্ন: বাচ্ছাদের জন্য কিছু করার চিন্তাবন্ধন কিভাবে এলো?

উত্তর: কোনোকিছুকে নতুন করে শুরু করতে গেলে আমাদের কে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। তার জন্য আমরা শিশুদের কে সবার প্রথমে রাখি, যাতে এদের তৈরি করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর সমাজ গড়তে পারি।



প্রশ্ন: সৃষ্টির কথা কিভাবে জানলে?

উত্তর: ফ্রেন্ডের (দেবপ্রিয়) মাধ্যমে। তারপর ফেসবুকে পেজটা ফলো করতাম।

প্রশ্ন: অনেক N.G.O আছে যেগুলি political background ছাড়া কাজ করছে সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি সৃষ্টি কে কেন বেছে নিলে?

উত্তর: ফ্রেন্ডের জন্য সৃষ্টি join করা। ফেসবুক পেজের post গুলো দেখে কাজের ধরণ টা ভালো লেগেছিল। mainly Sikhshan -এর জন্য join করা, যদিও এখনো পর্যন্ত sikhshan-এর কোনো project attend করতে পারিনি।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মংখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

প্রশ্ন: সৃষ্টি তে কতদিন হলো?

উত্তর: এক বছর।

প্রশ্ন: এখনো পর্যন্ত কি কি project attend করেছো?

উত্তর: পুজো Project।

প্রশ্ন: পুজো project -এর অভিজ্ঞতা শেয়ার করো যে কেমন লেগেছিল ?

উত্তর: ভীষণ exited ছিলাম, আগের রাতে ঘুম হয়নি। আমাদের ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো ছিলো। কিভাবে যাবো, যাবার timing বাকি সমস্ত arrangement মানে জিনিসপত্র packing করা সবকিছুই ভীষণ ভালো ছিলো। ওখানে গিয়ে বাচ্ছাদের মুখে হাসি দেখে খুব ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন: 8th March সৃষ্টির Birthday Celebration উপলক্ষ্যে যে programme এর arrange করা হয়েছিল সেখানে তুমি ছিলে এবং perform ও করেছিলে, সেটার অভিজ্ঞতাটা একটু বলো।

উত্তর: আমি যতদূর জানি এর আগে এত বড় get together সৃষ্টিতে হয়নি। এখানে সবাই ছিলো, volunteers, core committee, Donors সবাই ছিলো। সবাইকে একসাথে পেয়ে আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন: এই pandemic situation-এ এবং আফ্নান এর পরবর্তী সময়ে সৃষ্টিতে যে যে কাজ হয়েছে সেই সমস্ত কাজ নিয়ে তোমার কি বক্তব্য?

উত্তর: বিভিন্ন কারনের জন্য এই সময়ে আমি field এ নেমে কাজ করতে পারিনি। তবে marketing এর কাজ এবং online এর বিভিন্ন রকম কাজ করে সাহায্য করেছি। এই সময়ে যারা field-এ নেমে কাজ করেছে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বাধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

প্রশ্ন: সৃষ্টির জন্য কিছু বলো

উত্তর: এই organization -এ ভালো কাজ হচ্ছে। তবে বাকি brand গুলোর মতো শিক্ষণ -  
এর কাজ টা আরো ভালো ভাবে হলে ভালো হয়।

প্রশ্ন: সৃষ্টির তিনটি brand পরিধান, সবুজ সংকল্প, শিক্ষণ এর মধ্যে তুমি কোনটাকে আগে  
রাখবে আর কেন?

উত্তর: প্রথমে শিক্ষণ, কারণ আমি মনে করি শিক্ষা সবার প্রথমে দরকার। তারপর সবুজ সংকল্প,  
কারণ pollution যেভাবে বাড়ছে তার জন্য সবুজ সংকলনের কাজ করা দরকার। এবং শেষে  
পরিধান।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

## ~অনুষ্ঠী বিশ্বাস~

প্রশ্ন: লকডাউন কেমন কাটছে? আপনি কেমন আছেন, বাড়ির সবাই কেমন আছে?

উত্তর: কেমন কাটছে বলতে চলে যাচ্ছে ঠিকঠাক তবে এই পরিস্থিতি না আসলেই মনে হয় সকলের ভাল হত কারণ চাকরি-বাকরি অথবা যেকোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের যা পরিস্থিতিতে খুবই বাজে অবস্থা। এমনি আমি ভালো আছি আর বাড়ির সবাই বেশ ভালই আছি।



প্রশ্ন: 'সৃষ্টি' সাথে যুক্ত হওয়া কিভাবে?

উত্তর: 'সৃষ্টি' সাথে যুক্ত হওয়া বলতে, 'সৃষ্টি' সুমিত সামন্ত সে আমার বোনের বন্ধু। তাই বোনের মাধ্যমেই জানতে পারি এই 'সৃষ্টি' কথা, যে ওরা সবাই মিলে একটা এরকম অর্গানাইজেশন তৈরি করছে, তো আমার একার পক্ষে তো এরকম ধরনের কাজ করা সম্ভব না তাই আমি 'সৃষ্টিতে' জয়েন করি।

প্রশ্ন: 'সৃষ্টি'-তে আপনার প্রথম প্রজেক্ট কোনটি ছিল?

উত্তর: প্রথম প্রজেক্ট বলতে আমি যেটা যাই সেটা 2015 তে দুর্গাপূজার সময় সগূর্ণীর দিন কলকাতার একটি দিকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল যেটা পথশিশুদের নিয়ে মানে পথ শিশুদের নতুন নতুন জামা কাপড় দেয়া হয়েছিল, আমার প্রথম প্রজেক্ট ছিল।

প্রশ্ন: অভিজ্ঞতা কিরকম ছিল?

উত্তর: অভিজ্ঞতা বলতে এরকম অনুষ্ঠানে প্রথম যোগদান করি। রাত্রে যেরকম ঠাকুর দেখা হয়েছে তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগদান করা এক কথায় বলতে গেলে বেশ সুন্দর ছিল ব্যাপারটা।

[Donate Now : www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্যা)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

**প্রশ্ন:** গরিব-দুঃখী মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা কি প্রথম থেকেই ছিল?

**উত্তর:** হ্যাঁ, ইচ্ছেটা আমার অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমার একার পক্ষে এ ধরনের কাজ করে ওঠা সম্ভব ছিল না তাই আমি কাছাকাছি কোথাও একটা এরকম এনজিও খুজছিলাম, তখন আমি আমার বোনের কাছ থেকে জানতে পারি যে সুমিত সামন্ত বলে একজন শিবপুরে এরকম একটা এনজিও খুলছে তাই আমি এখানে যোগদান করি।

**প্রশ্ন:** ‘সৃষ্টি’-এর যতগুলি প্রযুক্তির সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে আপনার পছন্দের প্রজেক্ট কোনটি?

**উত্তর:** আমার যেটা মনে হয়েছে, আমি এই 2015 প্রজেক্ট এর পরও 2018 তে পুরসুরা নামক একটি গ্রামে আমি গেছিলাম এমনকি আগের বছর মানে 2019 ওই মেদিনীপুরে দিকে একটি গ্রামে আমি গেছিলাম যতগুলো প্রজেক্টে যোগদান করতে পেরেছি তার মধ্যে আমার কাছে পুজোর প্রজেক্ট টাই সব থেকে মেমোরেবল কারণ পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পরতে সবারই ভালো লাগে শিশু কিংবা বয়স্ক সবারই পুজোর সময় একটা নতুন কিছু পাবার মজাই আলাদা তো আমার কাছে আমি যতগুলো প্রজেক্টে যোগদান করেছি তার মধ্যে পুজোর প্রজেক্ট এই সব থেকে বেশি সুন্দর আমার কাছে।

**প্রশ্ন:** লকডাউনের এরকম সিচুয়েশনে পুজোতে নতুন জামা কাপড় টা কি সত্য দরকারি মনে হয় তোমার নাকি আরো অন্য কিছু তার সাথে ?

**উত্তর:** আমার যেটা মনে হয় এই মুহূর্তে যে সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আমার মনে হয় মানুষের যেটা দরকার সেটা জেনে সেটার উপর কাজ করা উচিত। নতুন জামাকাপড় এবছর ততটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেমন ‘সৃষ্টিতে’ এই লকডাউন এর মধ্যেও আফান এর যে প্রজেক্টটা হল চারটে ফেসে ভাগ করে, যেমন হিঙলগঞ্জ, রায়দিঘি, মেদিনীপুরের খেজুরি, এসব জায়গাগুলিতে যাওয়া হয়েছিল মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন জল বিভিন্ন খাবার

Donate Now : [www.shibpursristi.org/paridhan12](http://www.shibpursristi.org/paridhan12)





# উদ্বোধন

(প্রথম বর্ষ - পুজো মৎখ্য)

ষষ্ঠি ডিজিটাল পন্থিতা

সামগ্রী বিভিন্ন ধরনের ড্রাই ফুডস এই ধরনের কাজ যদি আরো করা যায় আরো ভালো হয়, এটা এবছরের নতুন জামাকাপড় এর থেকে বেশি প্রয়োজনীয়।

**প্রশ্ন:** পরিধান, শিখশন আর সবুজ সংকল্প তিনটি বিষয়-এর উপরেই আমাদের কাজ চলছে আপাতত। তো এই তিনটি বিষয়কে 123 সারিতে সাজাতে বললে তুমি কিভাবে সাজাবে?

**উত্তর:** আমার মতে শিখশন প্রথম তারপর পরিধান তারপর সবুজ সংকল্প।

**প্রশ্ন:** প্রায় অনেক বছর কেটে গেছে। 'সৃষ্টির' সাথে আপনি যুক্ত। সেই অভিজ্ঞতা থেকে একজন সৃষ্টিয়ান হিসেবে 'সৃষ্টি' সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

**উত্তর:** সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয়েছে এরকম ভাল কাজ করা বা এরকম ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমার নিজের খুব ভালো লাগে এবং আমি যতদিন পারব মানে আম্ভু পর্যন্ত আমি এই এনজিওর সাথে যুক্ত থাকতে চাই। খুবই একটা ভাল কাজ এর থেকে আর কিছু আর কি বলতে হবে আমি সত্যি জানিনা।

~ সমাপ্তি ~

Donate Now : [www.shibpursrasti.org/paridhan12](http://www.shibpursrasti.org/paridhan12)



# ଧନ୍ୟବାଦ

সম্পাদক- ଶ୍ରୀହିନ୍ଦ୍ରପତ୍ରି

সহ সম্পাদক- ନନ୍ଦା ଭଜନାର୍ଥ

প୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶଦ୍ୱାରୀ- ଶ୍ରୀଜିତ୍ତା ବାଗ

ପରାମର୍ଶଦ୍ୱାରୀ- ଶୁଭିତ୍ତ ସାମନ୍ତ

ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ- ଶୁଭପାତିମ୍ବ ମୁଖାଜି

ପ୍ରଧାନ ଚିତ୍ରକର୍ତ୍ତା - ଅସନ୍ତୀବଳ ସାମନ୍ତ

সহ ଚିତ୍ରକର୍ତ୍ତା - ଆମିତ୍ତ ମାନ୍ଦା

সহ ଚିତ୍ରକର୍ତ୍ତା - ଶ୍ରୀମନ୍ କୋଣାର୍କ

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ପୂଜ୍ୟା ଦୁର୍ଲେ

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ମେଘ ପାତ୍ର

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ଶ୍ରୀତା କୋଣାର୍କ

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ପିଲାଙ୍କା ଦକ୍ଷ

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ଶ୍ରୀକଳାନ୍ତିକାଳ ସିନଥ୍

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ- ଶ୍ରୀପନ୍ଦୁ ବାବୁଲି

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ - ଅରିଜିତ୍ ମନ୍ଦଲ

সମ୍ପାଦକ ସହକରୀ - ଅଧିନ ପ୍ରାଚ୍

উদ্বান প্রচন্দ: তৃণয় বেল

তিশী ঢাটার্জীর ডাইরি:  
প্রচন্দ-সুমন চৌধুরী,  
অঞ্চন - পূজা দাস

অপ্রবণশিত নায়ীদের বথা-

প্রচন্দ: শ্বেতা বেল

লেখায়: শ্রীজর্ণি বাগ, নেহা ভজিচার্য, প্রিয়ানন্দ সিনহা

মনই সম্পদ-

ত্রিপল্যু বালুল

পাহড় ইন্ডিজ্যু-

গুরুন চট্টোব্রতী

দুর্গা পুজো র ইতিহাস-

প্রচন্দ: শ্রীজর্ণি বাগ

লেখায়: মেমা পাগ, প্রিয়াঙ্কা দক্ষ

বিশ্বেষ ধন্যবাদ: রাখুল দক্ষ

বিশ্বেষ চিত্রবিন্দুস : অমিত মানা

প্রযুক্তি গতি সংগ্রহণ: দ্বিপ্রিয় প্রেষ, গুরুন চট্টোব্রতী



পূর্বতী সংখ্যাতে অবদান রাখার ওয়াবেন রাখছি আমরা পুরো পত্রিকার পক্ষ থেকে।  
আপনাদের লেখা গল্প, বিবিতা, প্রবন্ধ, অমাখণ্ডনী, ছোটগল্প, আঁশ, ছবি পাঠ্য দিন  
আমাদের।

### নিম্নলিখিত:-

- ✓ লেখা পাঠ্যেন এই চিবানাম udvaban@shibpursristi.org
- ✓ লেখা পাঠ্যান্বয় শেষ তারিখ শিবপুর সূক্ষ্ম ওয়ার্ল্ডসফ্যাল facebook page  
থেকে জানানো থবে।
- ✓ বেতেলমাট .doc ফরম্যাটে লেখা পাঠ্যেন থবে।
- ✓ নিজের নাম (বাংলায়), কেন বিভাগে নিজের উপস্থাপনা দিলেন এবং কেন নম্বর  
অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।
- ✓ Mail এর Subject-এ 'উদ্বাধন ১০২০ ডিসেম্বর সংখ্যা' প্রটি অবশ্যই  
উল্লেখ করে দেবেন।
- ✓ সর্বাধিক দুটি ছবি পাঠ্যান্বয় থাবে।

